আমার সংসার-জীবন।

(ইস্‌লামের জীবন্ত প্রভাব)

আমার জীবনের দ্বাদশ বর্ষের বিস্তৃত ঘটনাবলী।

ইব্‌নে মাযুদ্দীন আহ্‌মদ

প্রণীত।

কলিকাতা—কড়েয়া, [illegible] নং করম হোসেন ডাক্তার
লেন হইতে
আজিজুদ্দীন আহমদ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।
১৫৯ নং কড়েয়া রোড্;
রেয়াজুল ইস্‌লাম প্রেসে,
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩২১ সাল।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

উৎসর্গ-পত্র।

এই পুস্তক

আমার প্রিয় স্বদেশবাসী

মোস্‌লেম ভ্রাতা ও ভগিনী

গণের নামে

ভক্তি ও প্রীতি সহকারে

উৎসর্গ

করিলাম।

সমাজ-সেবক—

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

---০---

স্বজাতির শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত হৃদয়ে "আমার সংসার জীবন" শীর্ষক প্রবন্ধ "ইসলাম-প্রচারক" মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে বাহির করিতেছিলাম। উহা পাঠে আমার কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত সাহিত্য-সেবী বন্ধু, প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে "আমার সংসার জীবন" পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইল। ইহা পাঠে সমাজস্থ ভ্রাতা ও ভগিনিগণ যদি কিঞ্চিন্মাত্রও উপকৃত হন, তবেই পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় সফল মনে করিব।

পুস্তক খানিতে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সচরাচর কথা বার্ত্তায় প্রচলিত আরবী ও পারসী শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমার মতে বঙ্গ ভাষায় জাতীয় শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা, বঙ্গীয় মুসলমানদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া দিন দিনই "কওমী' অর্থাৎ জাতীয় ভাব হারাইতেছি। সম্পূর্ণ সংস্কৃত ছাঁচে ঢালা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভাবে আমরা ক্রমশঃ হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছি। কতিপয় সাহিত্য-সেবী মুসলমান ভ্রাতা নির্ভীক সংস্কৃত-মূলক বাঙ্গালা ভাষার পক্ষপাতী। এমন কি, তাঁহারা আল্লাহ্ তা-লা ও খোদা-তালা শব্দের স্থলে ঈশ্বর, পরমেশ্বর বা ভগবান্ শব্দ লিখিয়া পরিতৃপ্ত হন। আমরা এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। ধুতি চাদর ও সার্ট পরা, টুপী হীন মুসলমান মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে যেমন কিম্ভূত কিমাকার বোধ হয়, সম্পূর্ণ সংস্কৃত মূলক বাঙ্গালা ভাষাও মুসলমানের মুখে শুনিয়া

বা মুসলমানের গ্রন্থে পড়িয়া আমাদের মনে সেইরূপ একটা উদ্ভট ভাবের উদয় হইয়া থাকে। মুসলমানের বাঙ্গালা সাহিত্য ভবিষ্যতে কোন্ পথে যাইবে, সে কথা ঠিক বলা যাইতে পারে না। কিন্তু বহু সংখ্যক চিন্তাশীল প্রবীণ সাহিত্য-সেবী মুসলমান ভ্রাতার মত যে আমাদের অনুকূল, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। যাহা হউক, "আমার সংসার জীবনে" জাতীয় শব্দ প্রচুর পরিমাণে সন্নিবেশিত করিতে আমি কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হই নাই। তবে শব্দ গুলি প্রধানতঃ ' ' বা " " চিহ্নের মধ্যে রাখিয়া পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

যদি আরবী ভাষা দ্বারা পরিপুষ্ট না হইত, তবে পহ্‌লবী অর্থাৎ প্রাচীন পারসী ভাষা কি মুসলমান দিগের জাতীয় ভাষা ও বহু দেশের মাতৃ ভাষায় পরিণত হইতে পারিত? আর সেই পারসী ভাষায় সহস্র সহস্র ইস্‌লামী গ্রন্থ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া কি মুসলমান শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে সক্ষম হইত? সেই প্রকার উর্দ্দু ভাষা যদি আরবী ও পারসী ভাষার সাহায্যে পরিপুষ্টি লাভ না করিত, তবে কি আজ উর্দ্দু ভাষা ভারতীয় অধিকাংশ মুসলমানের মাতৃ ভাষায় পরিণত হইয়া, মুসলমানদিগের "তরক্কি" (উন্নতি) সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারিত? আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা যে সকল জাতীয় শব্দ সর্ব্বদা কথা বার্ত্তায় ব্যবহার করি, লিখা পড়ায় তাহার একটীও ব্যবহার করি না। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অধিক কিছু না লিখিয়া পাঠকগণের বিচারের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিলাম আশা করি সাহিত্য-প্রিয় ভ্রাতা ভগিনিগণ নিবিষ্ট মনে আমার বক্তব্য টুকু সম্বন্ধে চিন্তা ও 'খেয়াল' করিবেন।

সমাজ-সেবক—

গ্রন্থকার।

সূচী-পত্র।

—০—

ভ্রম-সংশোধন-পত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৯	১১	বিষয়	বিষম
২০	২৪	তাহারা	তাঁহারা
৪১	১	উপরোক্ত	উপরোক্ত
৭১	৯	মোসাহ্ফা	মোসাফাহা
৮৬	৭	অবস্থাই	অবস্থায়ই
৯০	১২	১১ ঘণ্টা	১½ ঘণ্টা
৯২	৬	মোছাফা	মোসাফাহা
৯৩	১০	ধম্মের	ধর্ম্মের
"	১১	ধম্ম-সভায়	ধর্ম্ম-সভায়
"	১৬	১০টি	১৬টি
৯৪	১১	গদ্গন্	গদগদ
১০২	২৩	দেও	দেওয়া
১১৮	১১	"কর্জ্জা হাসানা	"কর্‌যা হাস্‌না"
১২০	১৬	সাহের	সাহেব
১২০	১৭	মৌলনা	মৌলানা
"	১৮	প্রসংসা	প্রশংসা
১২১	১০	পরিশ্রম,	পরিশ্রমে,
১৩০	১৬	করান।	করান হয়।
	২২	মীর আল্তাফ্ হোসেন	মীর মোয়াজ্জম হোসেন

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৩০	২৩	মীর লতাফত্ হোসেন	মীর মোকার্‌রম হোসেন
"	"	আল্‌তাফ	মোয়াজ্জম
১৩২	১২	সকীর্ণ-চেতা	সঙ্কীর্ণ-চেতা
১৪০	৫	পর্ষন্ত	পর্য্যন্ত
১৪৮	৬	খলিবব	খলিলর
১৪৯	২	বিময়	বিষয়
১৫৪	১০	কার্ষ্যেয়	কার্য্যেয়
১৫৮	১১	দুয়	দুর
১৭১	১৭	সুধা-বর্ষিণী	সুধা বর্ষিণী
১৭২	৩	তাহাদিগকে	তাঁহাদিগকে
১৭৩	১৪	পল্লী-সমিতিয়	পল্লী-সমিতির
"	১৪	আঞ্জমমন	আঞ্জমন
১৭৮	৩	লোকাল	লোক্যাল
১৭৯	১৯	দোগে	দোষে
১৮২	১৮	তফ্সীয়	তফ্সীর
১৮৩	৫	কয়িয়াছে	করিয়াছে
২০৭	৩	দিলেন।	ছিলেন।
২১৪	১৫	ভিষ্টিতেই	ভিত্তিতেই
২১৫	২১	প্রমশন	প্রমোশন
২১৬	৮	হিন্দূগণ	হিন্দুগণ
"	"	লালিয়া	লাগিয়া
২১৭	১১	১০/ ১৩/ মণ	১২/ ১৩/ মণ

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২২১	১৪	কার্ষে	কার্য্যে
২১৯	৪	হুইয়াছে	হইয়াছে
”	১০	খরচ-খয়চা	খরচ-খরচা
২২১	৫	”খোশ-নসীব	“খোশ-নসীব”
”	১৪	কার্ষে	কার্য্যে
২২২	২৩	কেলল	কেবল
২২৩	৭	চলিভে	চলিতে
”	২১	বহিনাদি	বাহনাদি
২২৪	২৩	প্রভৃতি সে বাড়ীর	প্রভৃতি কাজী সাহেবদের বাড়ীর
২২৫	২২	কান্স	কন্যা
২২৬	২১	সে কথা	সে কথার
২২৮	১	ভিনিও	তিনিও
”	৩	ব'ইয়া	যাইয়া
”	১২	দস্তরখান	দস্তরখান
২৩০	১৪	তাঁহাদেয়	তাঁহাদের
”	১৮	“দুলতবি”	“মুলতবি”
২৩১	১০	থাকিতে	থাকিতে
২৩১	২১	নূন	ন্যূন
২৩২	১	অথচ	অথচ
২৩৩	২৪	লাগিয়	লাগিয়া
২৩৪	২১	ষাহা	যাহা
২৩৫	১৭	বাবুচির	বাবুর্চির

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৪১	১৩	মুসলমান	মুসলমান
"	১৬	বাবসা	ব্যবসা
২৪৬	৬	সাহাব্য	সাহায্য
২৪৯	১১	ভিড	ভিড়
"	১২	সাহেব	সাহেব,
২৫১	৫	হ্‌ট	হাট
"	৬	মানকচুর	মান কচুর
২৫১	২২	পুঁতিয়া	পুতিয়া
২৫২	২২	শিউলি	শিউলি
২৫৩	১৪	মুরগী	মুরগী
২৫৫	১৬	জীর্ণ-শীর্ণ	জীর্ণ-শীর্ণ
"	"	রোগা-ঘোড়া	রোগা-ঘোগা
"	"	ষাঁড়ের	ষাঁড়ের
২৫৬	৮	কবাইয়া	করাইয়া
"	১২	পোযাইয়া	পোষাইয়া
"	২৩	জমীদাদের	জমীদারের
২৬০	২১	তাহতেও	তাহাতেও
২৭০	১১	ইসলামের গৌরব কাহিনী	ইস্‌লামের পূর্ব্বতন গৌরব-কাহিনী
"	১২	শোচনীয় অধঃ-পতনেব	বর্ত্তমান শোচনীয় অধঃপতনের
"	২৩	ম্যারেজ	ম্যারেজ
২৭৪	১৫	যে	সে

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৭৪	৯	বইস	রইস্
২৭৫	১৩	সাহেবেয়	সাহেবের
২৮২	৪	নারিকেল কুল	নারিকেলী কুল
২৮৩	১১	৯।৴৹	৮৯।৶৹
২৮৩ (২য় কলম)	১৫	২৮৲	৬৫৲
২৮৬	৭	৭১৮৯।/১০	৭৯৬৯।/১০
” (২য় কলম)	১৯	৭২৯১।/০	৭৩২৮।/০

আঞ্জমনের আয়-ব্যয়ের হিসাবে, স্কুলের শিক্ষক দিগের ৩ মাসের বেতন ভুলে ধরা হয় নাই, ঐ খরচে ১৫৬০৲ যোগ হইবে, সুতরাং

২৯২	২	১৬৯৮৮॥০	১৮৫৫৮॥০
২৯৩	৬	ছবদর	ছফদর
২৯৬	৭	দালান	দালাল
৩০১	১৮	পাক-শাফের	পাক-শাকের
৩০২	৬	গো-শকট ও	গো-শকট ও সন্ধ্যার সময়
৩০৪	১	মুসলমান	মুসলমান
৩০৫	৭	করিতেন না	করিতেন না,
”	৮	কর্ম্মচার	কর্ম্মচারী
৩১২	২৪	আমর	আমার
৩২০	১৮	১৭১৮	১৭।১৮
”	১৯	খলিলর রহমান সাহেব	মৌলবী খলিলুর রহমান সাহেব
৩২৬	১০	দলভূক্ত	দলভুক্ত

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩৩১	২৩	তাহাদে রসদর্থ	তাহাদের সদর্থ
৩৩৪	১৫	হালু.য়া	হালুয়া
৩৩৫	৬	উৰ্ব্বরা	উর্ব্বরা
৩৪৩	৪	সঙ্গীর	সঙ্গীয়
"	১৫	পুর্ণ	পূর্ণ
"	২১	পাহরা	পাইয়া
৩৪৯	২৪	দিম	দিন
৩৫৮	৬	না রাখিলেও	না থাকিলেও
৩৬১	১৬	আবাদের	আমাদের
৩৬৯	১৮	শামিয়ার	শামিয়ানার
৩৭০	৭	শ্বশুরালায়	শ্বশুরালয়ে
৩৭৬	৯	প্রাস্ত	প্রাপ্ত
৩৭৭	১৬	দেশে বহু দূর পর্য্যন্ত	খুব নিকটে
"	"	বন্দরে একটী	বিভিন্ন স্থানে কয়েকটী
৩৮০	২৩।২৪	"অমৃত ভাণ্ড	"অমৃত ভাণ্ড"
৩৯০	১৯	বয়ঙ্ক	বয়স্কা
৩৯২	২১	মছফেল	মহ্‌ফেল
৩৯৯	২১	৪৮৮	৩৬৮
৪০৫	১৮	মষ্টার	মাষ্টার
৪১৬	১০	টাকার,	টাকা,
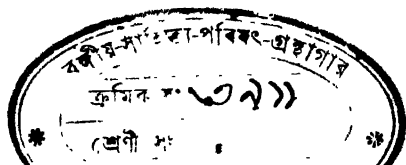
আমার সংসার-জীবন।

(ইস্‌লামের জীবন্ত প্রভাব।)

উপক্রমণিকা।

আমার নাম শরফুদ্দীন আহ্‌মদ; পিতার নাম মুন্সী বশিরুদ্দীন আহ্‌মদ। আমার বাস-গ্রামের নাম এনায়েতপুর, জেলা * * *।

আমার পিতার কতক লাখেরাজ জমী ও একখানি ক্ষুদ্র তালুক ছিল। তিনি অতি ধার্ম্মিক পুরুষ, সর্ব্বদা এবাদৎ-বন্দেগীতে রত থাকিতেন; নিজের বিষয় সম্পত্তির দিকে বড় একটা 'খেয়াল' ছিলনা। নরহরি ভট্টাচার্য্য নামক এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহার খাজানা-পত্র আদায়-উসুল করিত। উক্ত ব্রাহ্মণের অন্য এক জমীদার সরকারেও চাকুরী ছিল। পিতা তাহাকে মাসিক ২৲ টাকা বেতন দিতেন; কিন্তু সুচতুর ব্রাহ্মণ তদীয় তালুক ও লাখেরাজ সম্পত্তির অনেকটা উপস্বত্ব আত্মসাৎ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। পিতার সরলতা ও উদাসীনতায় তাহার বিশেষ সুযোগই ঘটিয়াছিল। তালুকখানি এক জন বড় জমীদারের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল; ক্রমাগত কয়েক বৎসর খাজানা না দেওয়াতে, জমীদার বাকি খাজানা ও তাহার সুদ ধরিয়া নালিশ করিলেন। ব্রাহ্মণ, জমীদারের স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া এ কাজ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণের কৌশলে পিতা পূর্ব্বে ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিয়াছিলেন না। হঠাৎ শুনিতে

পাইলেন, তালুকখানি জমীদার, বাকি খাজানার দায়ে নীলাম করাইয়া ফেলিয়াছেন। সাংসারিক কার্য্যে অনভিজ্ঞ পিতা ইহার আর কোনও প্রতিকার করিতে পারিলেন না। কৃতঘ্ন ব্রাহ্মণ নিজের একজন আত্মীয়ের নামে বেনামীতে তালুকখানা ক্রয় করাইল। এক্ষণে ৭৪ বিঘা লাখেরাজ জমিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন রহিল। ইহার মধ্যে ২৪ বিঘা জমি নিজের খাস অধিকারে ছিল; তন্মধ্যে ১০ বিঘা বসত বাটী ও বাগান; আর ১৪ বিঘা চাষের উপযুক্ত জমি। ৫০ বিঘা জমি প্রজা বিলি হইত; তাহাতে গড়ে বার্ষিক ২০০৲ টাকার উপর আয় ছিল না।

এই ঘটনার সময় আমার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। আমি নিকটস্থ হরিপুর গ্রামের মাইনার স্কুলে, ৩য় শ্রেণীতে পড়িতাম। আমি পিতার একমাত্র পুত্র সন্তান, সুতরাং পিতা আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আমি ষোড়শ বৎসর বয়স্ক বালক হইলেও, আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার বিষয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেই কৃতঘ্ন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের উপর আমার খুবই রাগ হইয়াছিল।

পিতার ধর্ম্ম-প্রাণতা ও সরলতাই যেন তাঁহার বর্ত্তমান দুর্গতির কারণ হইয়াছিল। আমাদের পরিবারে লোক সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিলনা। আমার দুই বিধবা ফুফু, ভগ্নাদেদা, ৩টি সহোদরা ভগিনী, একজন মামানী, তিনটি ফুফাতো ভগিনী, একটি মামাতো ভাই, একটি চাকরাণী, একজন চাকর এবং পিতা ও আমি। ইহার উপর "মেহমান-মোসাফের" ও গড়ে ধরুন ১ জন। এই ১৬ জন লোকের খোর-পোশে বৎসরে কত টাকার দরকার, তাহা সকলেই বেশ বুঝিতে পারেন।

১৪ বিঘা চাষের জমি আধি ভাগে (বর্গা) চাষ হইত। গ্রামের আবদুল শেখ বহুকাল হইতে জমিগুলি চাষ করিয়া আসিতেছিল। উহাতে ধান্য ব্যতীত অপর কোনও শস্যের আবাদ করা হইত না।

জমিগুলি অতি উৎকৃষ্ট ছিল; ভালরূপ ফসল জন্মিলে এই ১৪ বিঘা জমিতে আধি ভাগে আমরা প্রায় ৭০/—৭৫/ মণ ধান পাইতাম। তাহাতে চাউলের খরচটা হইতে এক প্রকার বাঁচা যাইত। কিন্তু যে বৎসর অনাবৃষ্টি বা অন্য কারণে ফসল কম জন্মিত, সে বৎসর বড় বিপদ হইত। তালুকখানি থাকিতে তাহাতেও কোন ভয়ের কারণ ছিল না; কারণ উহাতে বার্ষিক প্রায় ২৫০৲ টাকা আয় ছিল। তালুকখানি হস্তচ্যুত হওয়াতে, আমাদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় হইয়া পড়িল। দুশ্চিন্তায় পিতা বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। পরিবারের মধ্যে একটি লোকও উপার্জ্জনক্ষম নহেন; কেবল কতকগুলি স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার সমষ্টি মাত্র। এ অবস্থায় আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল।

আমাদের নিজ বাড়ীর বাগানে আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মিত; কিন্তু পিতার অযত্নে ও অমনোযোগে উহা হইতে কোনও আয় হইত না। বাগানের সমস্ত ফল খাওয়ায় এবং বিতরণাদি কার্য্যে পর্য্যবসিত হইত।

আমি নিজেদের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া এবং পিতার চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এক্ষণে কি করা উচিত। বর্ত্তমান অবস্থায় আমি যে আর লেখা পড়া শিখিয়া, চাকুরী দ্বারা অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক সংসারের অভাব মোচন করিতে পারিব, সে আশা নাই। সুতরাং এখন হইতে আমাকে অর্থোপার্জ্জনের অন্য পথ দেখিতে হইবে। আমি এখনও বালক, সুতরাং আমার মস্তিষ্কে আর উচ্চ খেয়াল কোথা হইতে আসিবে? আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

আমাদের ৪টি গাভী ও উহার ৪।৫টি বাছুর ছিল। গড়ে দৈনিক

/৪—/৫ সের, কখনও বা /৬—০/৭ সের দুধ হইত। কিন্তু উহা নিজেরা খাইয়াই শেষ করিতাম। বাড়ীর চাকরটি গরু চরাইত ও হাট বাজার ইত্যাদি করিত। আমার মনে হইল, এই দুধ গুলি না খাইয়া যদি নিকটস্থ বাজারে পাঠাইয়া বিক্রয় করান হয়, তাহা হইলে ত কিছু আয় হইতে পারে। আমি এক দিন পিতাকে বলিলাম, "বাবাজান! আমাদের যে অবস্থা উপস্থিত, তাহাতে বাড়ীর দুগ্ধগুলি না খাইয়া বাজারে বিক্রয় করাইলে কিছু আয় হয়, এবং তদ্দ্বারা আমাদের খুচ্‌রা খরচ-পত্রের অনেক আনুকুল্য হইতে পারে।" পিতা বলিলেন, "বাবা! আমরা কখনও দুগ্ধ বিক্রয় করি নাই, আজ যদি তাহা করিতে যাই, লোকে কি বলিবে?" আমি বলিলাম, "সে ভাবনা ভাবিলে চলিবে না; আজ যদি আমরা অনাহারে মরি, তবে কি কেহ আমাদিগকে টাকা পয়সা দিয়া সাহায্য করিবে?" পিতা কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাবা শরফ্, যদি তুমি এ কাজ ভাল মনে কর, তবে তাহার বন্দোবস্ত করিতে পার। আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। সাংসারিক বিষয়ে আমি চিরদিনই অনভিজ্ঞ। আমার সংসারানভিজ্ঞতা বশতঃই পূর্ব্ব পুরুষের তালুক খানি হস্তচ্যুত হইল। এক্ষণে কি করিয়া আমাদের এই বৃহৎ সংসার চলিবে, তাহা ভাবিয়া আমি অস্থির হইয়াছি। তুমি তোমার ওয়ালেদা ও ফুফু দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল হয়, তাহাই কর। এখন আর লোকের ভাল মন্দ সমালোচনার বিষয় চিন্তা করিতে গেলে কুলাইবে না সত্য। খোদাতা-লার যাহা "মঞ্জুর" তাহাই হইবে; কিন্তু আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিতেছে না।"

আমি বলিলাম "বাবাজান! আপনি বৃথা চিন্তা করিয়া শরীর ও মন খারাপ করিবেন না। আমিই সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিব; দেখি,

দয়াময় আল্লাহ্ তা-লা কূল-কেনার দেন কি না। লেখা পড়া শিখিয়া যে কিছু করিতে পারিব, সে আশা আর নাই; আপনি দোওয়া করুন, ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া, সদুপায়ে দু পয়সা উপার্জ্জন করিয়া যেন সংসার-কষ্ট নিবারণ করিতে পারি। আপনার চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যদি আমি আপনার উপযুক্ত পুত্র হই, তবে যেন আপনার দুশ্চিন্তার কথঞ্চিৎ উপশম করিতে পারি, আপনি পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার দরগায় সর্ব্বদা এই দোওয়া করুন।"

পিতা আমার কথাগুলি খুব মনোযোগের সহিত শুনিলেন; পরে দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বাবা! খোদাতা-লার উপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা আছে। আমি কোনও অন্যায় কর্ম্ম করিয়া সম্পত্তি হারাই নাই। বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিয়া প্রতারিত হইয়াছি। মোশবেক কে সহজে বিশ্বাস করিতে নাই। তোমাকে উপযুক্ত রূপ লেখা পড়া শিখাইব, মনে এই আশা ছিল; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা করা আমার পক্ষে অসাধ্য। যাহা হউক, এখন হইতে তুমি আমার কাছে কিছু কিছু পারসী পড়িতে আরম্ভ কর; এবং আরও ২।৩ বৎসর স্কুলে পড়িয়া লও; পরে সংসার চালানের যেরূপ ব্যবস্থা করা ভাল মনে হয়, তাহাই করিও। তুমি আমার চক্ষের অন্তরাল হও, ইহা আমার বাঞ্ছনীয় নহে। আর সংসার চালানও আমার পক্ষে অসাধ্য। পক্ষান্তরে তুমি ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক বালক মাত্র; তোমার দ্বারা এ সময় কতদূর কি হইবে, তাহাও ভাবিয়া "কুল-কেনারা" পাই না।"

সে দিন আমাদের পিতা-পুত্রের মধ্যে ঐ পর্য্যন্তই কথা বার্ত্তা হইল। আমি বাড়ীর মধ্যে গিয়া প্রথমে ওয়ালেদা সাহেবাকে আমার সঙ্কল্পের

বিষয় জানাইলাম। তিনি আমার মতে মত দিলেন; অতঃপর আমার ফুফু সাহেবা দ্বয়ের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করাতে, জ্যেষ্ঠা ফুফু আমার মতের সমর্থন করিলেন; কিন্তু কনিষ্ঠা ফুফু—"লোকে কি বলিবে, ছেলে পিলে দুধ টুকু খায়,—তাহা বিক্রয় করিলে বড় অসুবিধা হইবে" ইত্যাদি নানা কথা পাড়িলেন। কিন্তু আমি আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় বুঝাইয়া বলাতে, এবং ওয়ালেদা সাহেবা ও বড় ফুফু সাহেবা আমার কথার যুক্তিযুক্ততা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়াতে, তিনি আর কোনও আপত্তি করিলেন না। মামানী সাহেবা সহজেই সম্মতি দান করিলেন।

আমাদের চাকরটি বড় বিশ্বস্ত ছিল; তাহার নাম আসমতুল্লা। সে প্রায় ১৮ বৎসর যাবৎ আমাদের বাড়ীতে চাকরী করিতেছে। এক্ষণে তাহার বয়স প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর। আমি তাহাকে বলিলাম, "আসমত ভাই, তুমি ত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিতেছ। এক্ষণে এই ১৫।১৬ জন লোকের উদরান্নের সংস্থান করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান আয়ের দ্বারা কোনও মতেই তাহা কুলান যাইতে পারে না।" আসমত বলিল, "মিয়াঁ সাহেব, আমিও যে সে ভাবনা একটু না ভাবি, তাহা মনে করিবেন না। ১৮ বৎসর যাবৎ আপনাদের নিমক খাইয়াছি, সুতরাং আপনাদের নিমকেই আমার এই শরীর। আপনাদের কষ্ট দেখা কি আমার প্রাণে সহ্য হয়? বিশ্বাসঘাতক ও স্বার্থপর বামুণটার বিষয় আমি কতবার বড় মিয়াঁ সাহেবকে বলিয়াছি যে, উহার হাতে আপনি এরূপ ভাবে সকল বিষয় ছাড়িয়া দিবেন না—সে সব লুটিয়া খাইতেছে। কিন্তু বড় মিয়াঁ সাহেব অতি সোজা ভাল মানুষ, তিনি ভট্টাজ বামুণকে এক দিনের জন্যও অবিশ্বাস করেন নাই। দুষ্ট বামুণ আপনাদের সর্ব্বনাশ করিয়া এক্ষণে গা ঢাকা

দিয়াছে। আমাকে কি করিতে হইবে বলুন। আমি প্রাণপণে সকলই করিতে প্রস্তুত আছি। আমার নিজের সংসারের চিন্তা বড় একটা নাই। ছোকরা দুইটা কাজের মতন হইয়াছে, তাহারাই আমার সংসারের সকল অভাব পূরণ করে। আমাকে সে দিকে বড় একটা ফিরিয়াও তাকাইতে হয় না।"

আমি সেই দুগ্ধ বিক্রয়ের প্রস্তাব করাতে, আসমত খুব আহ্লাদের সহিত আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করিল; এবং আগামী কল্য হইতেই সে দুগ্ধ দোহন করিয়া বাজারে লইয়া যাইবে, স্থির হইল। আমি তাহাকে আরও বলিলাম "তোমার সাহায্য লইয়া আমাকে অনেক কাজ করিতে হইবে। আমি ছেলে মানুষ, সকল বিষয়েই অপটু; তোমার পরামর্শ আমার পক্ষে অনেক কার্য্যকরী হইবে। বাবাজান সাংসারিক কার্য্যে একেবারেই অনভিজ্ঞ, তাঁহার নিকট এসব বিষয়ের কোনও সুযুক্তি পাইবার আশা নাই। তিনি যেমন খোদার 'এবাদত-বন্দেগী' তে 'মশগুল' থাকেন, সেইরূপই থাকুন। আমরা দুই ভাইয়ে মিলিয়া যদি কিছু করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা দেখা যাউক।" আসমতুল্লা আমার কথায় বড়ই আনন্দ লাভ করিল।

এ সময় আমাদের দুইটি গাভী দুগ্ধবতী ছিল; সে দুইটি প্রত্যহ /৪॥০ সের দুগ্ধ প্রদান করিত। তন্মধ্যে আপাততঃ /১॥০ সের দুগ্ধ খাওয়ার জন্য রাখিয়া, /৩ সের দুগ্ধ বাজারে পাঠান হইল। /৩ সের দুগ্ধ সে দিন ।৶০ আনা বিক্রয় হইল। আসমত আসিয়া পয়সা গুলি আমাকে দিল, আমি উহার ।০ আনা পয়সা মামানী সাহেবার নিকট জমা রাখিয়া, ৶০ আনার খৈল আনাইয়া গাভীকে বিচালির সহিত খাইতে দিলাম। এইরূপে দুগ্ধ বিক্রয়ে ১ মাসে গড়ে ৯॥০ টাকা জমা হইল; আর ২।০ টাকার খৈল ও ভূষি গাভী দুইটিকে খাওয়ান

গেল। উপযুক্ত খাদ্যের বন্দোবস্তে ক্রমে দুগ্ধও ৴৷৷০ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।

এই সময় হিন্দুর দুর্গোৎসব আসন্ন হইল। আমাদের দেশের বড় বড় হিন্দুগণ চাকুরী স্থান পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাটে-বাজারে দুগ্ধ, মৎস্য, তরি-তরকারীর মূল্যও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ৵১০ হইতে ।৴০ পর্য্যন্ত দুগ্ধের সের বিক্রয় হইল। সে দুই মাসে মাত্র ৴১ সের দুগ্ধ ঘরে খাইবার জন্য রাখিয়া, ৴৪ হিসাবে প্রত্যহ বিক্রয় করাইলাম। এই দুই মাসে ৪৮৲ টাকার দুগ্ধ বিক্রয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৮৲ টাকার খৈল, ভূষি ও বিচালি খরিদ করা হয়। ভাদ্র মাসের ৭৷৷০ টাকা সহ ৫৫৷৷০ টাকা জমা হইল দেখিয়া বাটীস্থ সকলের চক্ষু স্থির! অগ্রহায়ণ মাস হইতে একটী গাভীর দুগ্ধ কমিতে আরম্ভ হইল। স্থূল কথা, চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আমার হস্তে দুগ্ধ বাবত ১২৮৲ টাকা জমা হইল।

এই সময় মধ্যে আমি আসমতকে লইয়া আর একটি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের বাটীর সংলগ্ন ১ বিঘা আন্দাজ খালি জমি পড়িয়া ছিল। উহা কোদাল দ্বারা কোপাইয়া, এবং গোবরাদির কিছু সার দিয়া মূলা, বেগুণ, মরিচ ইত্যাদি দেওয়াইলাম। চৈত্র মাস পর্য্যন্ত এই সকল তরি-তরকারি বিক্রয়ের দ্বারাও ৩৫৲ টাকা আয় হইল। ইহার মধ্যে ৭৲ টাকা মজুর ব্যয় হইয়াছিল। সুতরাং উভয় বাবতে চৈত্র মাসের শেষে আমার হাতে ১৫৫৲ টাকা মৌজুদ হইল। ইহা হইতে কিছুই খরচ করা হইল না। এ বৎসর ভাগে ১২৴ মণ ধান্য পাওয়া গিয়াছিল; জমির খাজানার দ্বারা সংসারের বাজে খরচ কষ্টে-সৃষ্টে চালান হইল। বলা বাহুল্য, এ বৎসর বিচালি বিক্রয় করিয়াও ১৭৲ টাকা আয় হইয়াছিল; অবশিষ্ট বিচালি গরুর জন্য

রাখিয়া দিয়াছিলাম। ঐ ১৭৲ টাকার দ্বারা খুচ্‌রা বাজার খরচাদির অনেক সাহায্য হইয়াছিল।

বাগানের আম ও কাঁঠালের গাছ গুলি বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। স্থানে স্থানে বন-জঙ্গলও জন্মিয়াছিল। আমি আসমতের দ্বারা অবকাশ মতে জঙ্গলগুলি পরিষ্কার করাইয়া দিয়াছিলাম। কতক গুলি আম গাছের পুরাতন ডাল ছাটাইয়া দিয়াছিলাম। ৪৲—৫৲ টাকা খরচ করিয়া, গাছ গুলির গোড়ায় মাটী দেওয়াইয়াছিলাম। অনেক গাছে বুনো লতা জড়াইয়া গাছ গুলিকে মৃতকল্প করিয়া ফেলিয়াছিল, সে গুলি পরিষ্কার করাইয়া দিয়াছিলাম। এবার আম গাছে বেশ মুকুল দেখা দিল। আমাদের বাগানের ৭।৮ টা গাছের আম খুব উৎকৃষ্ট ছিল। কাঁঠাল গাছেও খুব ফল দেখা দিল। কাল জাম, গোলাপ জাম ও নিচু গাছ কয়টিতেও মকুল এবং ফল বাহির হইয়া পড়িল দেখিয়া, আমার ও আসমতের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। বাবাজানও আমার কার্য্য-কলাপ দেখিয়া নিতান্ত 'খোশ' হইলেন। আমি স্কুলে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্যেই লাগিয়া থাকি। পড়া শুনা রাত্রিতেই শেষ করা হয়। অবশ্য এ সময় আমার পরিশ্রম অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল।

দুগ্ধ ও তরি-তরকারি বিক্রয়ের তহবিলে ১৫৫৲ টাকা জমা দেখিয়া আমার পিতা, ওয়ালেদা, ফুফু দ্বয় ও মামানী সাহেবা বড়ই আনন্দিত হইলেন। সকলেই আমার ন্যায় বালকের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আমি আসমতকে বলিলাম, "ভাই আসমত, এই ধানী জমিগুলি আমরা নিজে চাষ করিলে কি ভাল হয় না?" সে বলিল, "মিয়া কেন হইবে না? যদি এ কাজ করিতে পারেন, তবে আপনাদের

সকল অভাবই দূর হইবে। এই ১৪ বিঘা জমি যেরূপ উৎকৃষ্ট, তাহাতে নিজে চাষ করিলে প্রচুর সুবিধা হইবে।" আমি বলিলাম, "ইহার জন্য কি কি চাই ?" সে বলিল, "একখানি লাঙ্গল, ২টি বলদ ও এক জন চাকর হইলেই হইতে পারে। ৩টি বলদ হইলেই ভাল হয়। কারণ ২টি গরুর আধি-ব্যাধি আছে, অসুখ-বিসুখ আছে।" জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ৯০৲ টাকায় ৩টি বলদ ও ১০৲ টাকায় লাঙ্গলাদি—এই ১০০৲ টাকার মধ্যে সব হইতে পারে। একটি চাষ কার্য্যে অভিজ্ঞ চাকরের জন্যও বৎসরে ৫০৲ টাকা চাই। উপস্থিত গরু ঘরে স্থান হইবে না ; ১৫৲—২০৲ টাকা ব্যয়ে একখানি নূতন গো-শালাও প্রস্তুত করিতে হইবে। স্থূল কথা, প্রায় ১৭৫৲ টাকা খরচ বরাদ্দ হইল।

আমি ওয়ালেদ সাহেবকে আমার এই নূতন সঙ্কল্পের বিষয় জানাইলাম। তিনি প্রথমে বলিলেন, "এ চাষ বাসের কাজে বড়ই ঝঞ্ঝাট ; তুমি ছেলে মানুষ, এসব কি সাম্‌লাইতে পারিবে ? শেষে টাকাগুলিই না মাটী হয়।" আমি বলিলাম, "বাবাজান ! আপনি কেবল 'দোওয়া' করিতে থাকুন ; আমি আসমানের সাহায্যে খোদার ফজলে এ সবই সম্পন্ন করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।" পিতা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না—তাঁহার চেহারায় এক আনন্দ-জনিত জ্যোতির আবির্ভাব হইল। ভাবে বোধ হইল, তিনি দয়াময়ের নিকট 'শোকর গোজার' হইলেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বের ন্যায় অন্দরে গিয়া এ প্রস্তাবও ওয়ালেদা সাহেবা প্রভৃতির নিকট উত্থাপন করিলাম। তাঁহারা প্রথমে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া, শেষে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর আমি আবদুল শেখকে ডাকাইয়া আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বলিলাম ; এবং জমিগুলি নিজেরাই চাষের বন্দোবস্ত

করিব বলিয়া তাহাকে জানাইলাম। আবদুল শেখ উদার প্রকৃতির লোক ছিল, সে আমার প্রস্তাবে আনন্দ সহকারে সম্মতি দান করিল।

সকল দিক্ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আসমতকে ভাল বলদ ক্রয় করিতে নিযুক্ত করিলাম। আপাততঃ ২টি বলদই খরিদ করা হইবে স্থির হইল। আসমত অনেক হাঁটিয়া খাটিয়া ৫৬৷৷০ টাকায় ২টি বেশ সুন্দর হৃষ্ট-পুষ্ট বলদ ক্রয় করিয়া আনিল। ইতিমধ্যে এক খানি গো-শালাও প্রস্তুত হইয়া গেল। শরাফত নামক একজন কৃষিকার্য্যাভিজ্ঞ লোককে বার্ষিক ৪৮৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হইল। এ লোকটিও বেশ বিশ্বাসী এবং শ্রম-সহিষ্ণু ছিল।

লাঙ্গল ও গরু এবং কৃষাণের বন্দোবস্ত হইলে, বৈশাখ মাসেই বৃষ্টি পাতের পর ভূমি কর্ষণ আরম্ভ করা হইল। যথা সময়ে উপযুক্ত স্থানে বীজ ধান বপন করা হইল। আসমতও প্রাণপণে খাটিতে লাগিল।

ওদিকে বৈশাখ মাসের শেষভাগে লিচু এবং গোলাপ জাম পাকিয়া উঠিল। ৬টা লিচু গাছ জাল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। ফল বেশ ফলিয়াছিল। ৬টা জালের ভাড়া দিতে হইল ১০৲ টাকা। লিচু ও গোলাপ জাম হাটে ও বাজারে এবং নিকটস্থ মহকুমায় বিক্রয় করাইয়া খরচ-খরচা বাদ ৩৭৷৷০ টাকা আদায় হইল। ইহা ব্যতীত বাড়ীতে খাওয়া এবং পাড়াপড়সী দিগকে দেওয়া-থোওয়াও বেশ চলিল।

অতঃপর আমের পালা। বাগানে ছোট বড় ৪৫টা আমের গাছ ছিল; তন্মধ্যে ২৭টা গাছে বেশ আম হইয়াছিল। ১১টা কাঁঠাল গাছে যথেষ্ট কাঁঠাল ধরিয়াছিল। উৎকৃষ্ট ৮টা গাছের আমই ৪৫৲ টাকা বিক্রয় হইল। অপর গুলির আম গড়ে ৪৲—৫৲ টাকা হিসাবে ৮২৲ টাকা বিক্রয় হইয়াছিল। ইহার উপর খাওয়া এবং বিতরণ কার্য্যও চলি-

য়াছিল। কাঁঠাল আমাদের দেশে খুব শস্তা বলিয়া মাত্র ২২৲ টাকা বিক্রয় হইয়াছিল।

বাগান হইতে ১৮৬॥৹ টাকা আয়—বড় সোজা কথা নহে। ইহার মধ্যে ১৬৲—১৭৲ টাকা বাজে খরচ যাইয়াও প্রায় ১৭০৲ টাকা টিকিয়াছিল। আসমতকে এইবার ১০৲ টাকা পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিলাম। সে ১০৲টী টাকা পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইল, এবং দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিতে লাগিল।

বৈশাখ মাসে আর একটি গাভী প্রসব করিল। পূর্ব্বোক্ত গাভী ২টীর দুগ্ধ কমিয়া এ সময় /২ সের মাত্র হইয়াছিল। সে দুইটীই গর্ভবতী হইয়া পড়িয়াছিল। নব-প্রসূতা গাভীটি জ্যৈষ্ঠ মাসে /৪ সের দুগ্ধ দিতে লাগিল। এই সময়ে আবার দুগ্ধের বাজার চড়িয়াছিল। গড়ে দৈনিক /৫ সের দুগ্ধ বিক্রয় করা হইত। গড়ে দৈনিক প্রায় ১৲ টাকা আয় হইতেছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে দুগ্ধ বিক্রয়ে ২৭৵৹ আনা পাওয়া গিয়াছিল।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে কতকটা স্থানে ঢেরস, ঝিঙ্গে, তরই, শশা, করলা, সিম ইত্যাদির বীজ বপন করা হইয়াছিল। খানিকটা জায়গায় ডাঁটা দেওয়া হইয়াছিল। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বেগুণ বিক্রয় করিয়া ১৭॥৶৹ আয় হইয়াছিল। লঙ্কা মরিচেও ৫॥/৹ হইয়াছিল। শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত দুগ্ধের আয় হইল ২৮৲ টাকা; আর তরি-তরকারি বিক্রয়ে হইল ১৭॥৹ টাকা। শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত সমুদায় জমি গুলিতেই ধান্য রোপণ কার্য্য বেশ সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। এই সময় ঠিকা মজুরদিগের মজুরী বাবত ১৪৶৹ আনা খরচ করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, ৩২৲ টাকায় আর একটী বলদও আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে ক্রয় করিয়াছিলাম।

বাগানের চতুর্দ্দিকে যে ক্ষুদ্র নালা ছিল, তাহার কেনারে এবং বাগানের মাঝে, স্থানে স্থানে আনারসের চারা লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। একটি স্থানে ৮৲ টাকার নূতন মাটী কাটাইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় কেলা গাছ রোপণ করা হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ১২৲ টাকার বাঁশও বাগান হইতে বিক্রয় করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে এ সকলে এক পয়সাও আয় হইত না।

এই ৭/৮ মাসের মধ্যে বাগানের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছিল। বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে (পশ্চিমাংশে) ও উত্তর দিকেই ফলের গাছ বেশী ছিল; দক্ষিণ দিকে বাগান যৎসামান্য মাত্র। পূর্ব্বদিকে বাগান এক প্রকার ছিল না বলিলেও চলে। বাটীর দক্ষিণ দিকে ও পূর্ব্বদিকে—বহির্ব্বাটীর পুষ্করিণীর পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব পাড়ে অনেক খালি জমি পড়িয়াছিল।

শ্রাবণ মাসে এক বৎসর পূর্ণ হইল। এই এক বৎসরের আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব এস্থলে দিতেছি, পাঠকগণ একবার দেখিবেন; আর আমার ন্যায় বালকের যত্ন ও চেষ্টার ফল কিরূপ হইল, তাহাও একবার 'খেয়াল' করিবেন।

আমার বন্দোবস্তের প্রথম বৎসর।

ভাদ্র মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের আয়-ব্যয়।

জমা—

দুগ্ধ বিক্রয়—	
চৈত্র মাস পর্য্যন্ত	১৪২৲
বৈশাখ মাস	১৬৲
জ্যৈষ্ঠ মাস	২১৸৴০
আষাঢ় ও শ্রাবণ	২৮৲
তরি-তরকারি, গোলাপ জাম ও নিচু ইত্যাদি বিক্রয়—	
চৈত্র মাস	৩৫৲
(বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ) ঐ বিক্রয়	৩৭৷০
আম বিক্রয়	১২৭৲
কাঁঠাল	২২৲
বেগুন	১৭৶০
লঙ্কা-মরিচ	৫৷৴০
তরি-তরকারি আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বিক্রয়—	১৭৷০
বাঁশ বিক্রয়—	১২৲
একটী বাছুর বিক্রয়—	৮৲
	৪৯১৴০
বাদ খরচ	৩০৭৷৶০
মোজুদ তহবিল	১৮৩৸০

খরচ—

চৈত্র মাস পর্য্যন্ত গাভীর খৈল ও ভুষি ইত্যাদি	২২৲
মাটী কাটা	৫৲
নিচু গাছের জন্য জাল ভাড়া	১০৲
বাজে মজুর খরচ	১৭৲
গো-শালা তৈয়ার দরুণ খরচ	২৩৶০
বলদ ২টা খরিদ	৮৮৷০
আসরতের পুরস্কার	১০৲
বাগানের বেড়া খরচ	৭৷৴০
লাঙ্গল ইত্যাদি খরিদ	১০৷০
পাট খরিদ—।০/ মণ	৩৷০
সরকারের বেতন ৬ মাস	১২৲
আসরতের বেতন ১ বৎসর	৪৫৲
বলদের জন্য খৈল ও ভুষি খরিদ বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত	৮৷০
গাভী দিগের জন্য খৈল ভুষি খরিদ—	১২৷০
বীজ ধান খরিদ	৯৲
পুকুর মাটী কাটা	৮৲
ঠিকা মজুরী (নানা বিষয়ে)	১৪৶০
	৩০৭৷৶০

এস্থলে আর কতক গুলি জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠক বর্গকে জানান আবশ্যক বোধ করিতেছি।

আমার পিতা বে-নমাজী লোক দেখিতে পারিতেন না; সুতরাং আমাদের বাড়ীতে বে-নমাজী লোক কেহ ছিল না। এমন কি, ৭।৮ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাগণও নিয়মিত রূপে নমাজ পড়িত। বাড়ীর চাকর আসমত ত একজন পাক্কা নমাজী ছিল। সরলা চাকরাণীটিও নমাজ পড়িত। নূতন চাকর শরাফতও নমাজী লোক ছিল। অবশ্য পূর্ব্বে সে সকল সময় নিয়মিত রূপ নমাজ পড়িত না; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আসিয়া, আমার পিতার উপদেশে সেও পাকা নমাজী হইয়া পড়িল।

পিতা প্রতি বৎসর নিয়মিতরূপে জাকাৎ দিতেন। পাড়ার গরীবদিগের মধ্যেই সেই সামান্য জাকাতের টাকা বিতরিত হইত। জাকাৎ ভিন্ন অন্য প্রকার দান-খয়রাতও যথা সাধ্য করিতেন। সাধ্যানুসারে "মেহ্‌মান-মোসাফের" এর ও "খাতেরদারী" করা হইত। গ্রামে (কাজি সাহেবদের বাড়ীতে) যে জুম্মা ঘর ছিল, আমরা পিতা-পুত্রে চাকর দুইটিকে লইয়া সেখানে গিয়া নিয়মিত রূপে জুম্মার নমাজ আদায় করিতাম।

আমার পড়া শুনা এই এক বৎসরে কতটা হইল, তাহাও শুনুন। স্কুলে ৩য় শ্রেণী হইতে ২য় শ্রেণীতে উঠিলাম। পিতার নিকট পারসী পড়িতে আরম্ভ করিয়া, ৯।১০ মাসের মধ্যে লাহোরের আঞ্জমনে হেমায়েতে ইস্‌লামের প্রকাশিত পারসী ১ম, ২য় ও ৩য় পুস্তক পড়া শেষ করিয়াছিলাম। কোরাণ শরিফ পড়া এই ঘটনার বহু পূর্ব্বে শেষ করা হইয়াছিল। এই এক বৎসরের মধ্যে এক খানি উর্দ্দু প্রথম শিক্ষা পুস্তকও পড়িয়াছিলাম। উহাও সেই আঞ্জমনে হেমায়েতে

ইস্‌লামের পুস্তক। ২য় বৎসর হইতে আমি এক খানি মাসিক ও একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রেরও গ্রাহক হইয়াছিলাম। অবশ্য এ দুই খানিই মুসলমান পরিচালিত সংবাদ-পত্র ও পত্রিকা। উহা পাঠে আমি অনেক উপকার পাইয়াছিলাম। ইংরেজী ভাষায় আমার সামান্য ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাটা বেশ আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। সংবাদ-পত্রের দ্বারা আমার সে বিষয়ে অনেক সাহায্য হইয়াছিল।

আমার বন্দোবস্তের এক বৎসর পূর্ণ হওয়াতে, বাবাজান বলিলেন, "বাবা! এইবার একটু 'ওয়াজ' এর সভা করাও; আর তোমার ঐ তহবিলের জাকাৎ দান কর।" আমি হিসাব করিয়া জাকাৎ দান করিলাম। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব একজন ভাল 'ওয়ায়েজ', তাঁহাকে আনাইয়া এক দিন 'ওয়াজ' করাইলাম। গ্রামের প্রায় সমস্ত মুসলমানই সেই ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। মৌলবী সাহেবের ওয়াজে অনেক বে-নমাজী নমাজ ধরিল; অনেক সুদ-খোর সুদ ছাড়িল; অনেক মামলা-বাজ মামলা-মোকদ্দমার পরিমাণ হ্রাস করিল; অর্থশালী ব্যক্তিগণ নিয়মিত রূপ জাকাৎ দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন; অনেকের মাথায় টুপি চড়িল; ঝগড়া-বিবাদ, 'ঘুস-রেশওত', 'গেল্প-শেকায়েত' ইত্যাদিও অনেক কমিয়া গেল। এমন কি, আমাদের এই ওয়াজ সভার পরে, গ্রামের আরও ২।৩ বাড়ীতে মৌলবী সাহেবের 'ওয়াজ' হইল। ইহার দ্বারা যে সুফল ফলিল, তাহা বর্ণনাতীত। কৃষক স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে পরদা-প্রথা একেবারেই ছিল না;. মৌলবী সাহেবের জ্বলন্ত 'নসিহতে' তাহাও হইল। গ্রামে চোর-ছেঁচড়ের উপদ্রব প্রায় রহিল না। ব্যভিচারের নামও যেন উড়িয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যে আমাদের এনায়েতপুর

যেন "শান্তি-নিকেতনে" পরিণত হইল। কাজী সাহেবদিগের যে জুম্মা-মস্‌জেদে পূর্ব্বে জুম্মার নমাজে ১৫।২০ জন মুসল্লির অধিক হইত না; এই ২।৩ বার ওয়াজের পরেই সেই মস্‌জেদে ৬০।৭০ জন মুসল্লির সমাগম দৃষ্ট হইতে লাগিল। মৌলবী সাহেবের ওয়াজের আর এক গুণ এই যে, তিনি কেবল 'দিনি' বিষয়ের ওয়াজ করিয়াই ক্ষান্ত হন না; 'দুনিয়াবী' (পার্থিব) উন্নতি সম্বন্ধেও অনন্ত ভাষায় উপদেশ দিয়া থাকেন। তাহার ওয়াজে অনেক বেকার লোক কাজে লাগিয়াছে; অনেকে সুদ ছাড়িয়া ব্যবসা বাণিজ্য ধরিয়াছে; অনেকে শিল্প কার্য্যেও মন দিয়াছে। তমিজুদ্দীন নামক একটি কৃষক যুবকের উদ্ভাবনী শক্তি বেশ ছিল; সে যে কাজ একবার দেখিত, তাহাই প্রায় শিখিয়া ফেলিত। উক্ত তমিজুদ্দীন আমাদের গ্রামের বলাই কর্ম্মকারের কারখানায় যাইয়া অনেক সময় কাজ কর্ম্ম দেখিত; সখ করিয়া কখন কখন হাতুড়ি দিয়া লোহা পিটিত; এবং দুই একটা সামান্য জিনিসও তৈয়ার করিয়া লইত; এক্ষণে সে নিজে সাজ-সরঞ্জাম ঠিক করিয়া একটি কামার-শালা স্থাপন করিয়াছে। মোটা-মুটি দা, কুড়ুল, কোদাল, খন্তা, শাবল, কাস্তে, ছুরি ইত্যাদি জিনিস সে তৈয়ার করে। গ্রামের অনেকেই এখন বলাই কামারকে ছাড়িয়া তমিজুদ্দীনের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ করিতেছে। সে উৎকৃষ্ট বড়সিও তৈয়ার করিতে পারে। ক্রমেই তাহার জিনিস পরিষ্কার ও উৎকৃষ্ট হইতেছে। অল্প দিনের মধ্যেই সে বলাই কামারকে পরাস্ত করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয়। আরও ২।৩টী যুবক তাহার নিকট কাজ শিখিতেছে। এ কাজে তমিজুদ্দীনের বেশ আয়ও হইতেছে।

মৌলবী সাহেবের নিকট আমাদের গ্রামের অনেক লোকই মুরিদ

হইয়াছে। তিনি সকলকেই এই বলিয়া শপথ করাইয়াছেন যে, পার্য্যমানে কেহ যেন কাহারও সহিত বিবাদ 'বসম্বাদ বা মামেলা-মোকদ্দমা না করে। গ্রাম্য বিবাদ যেন গ্রাম্য পঞ্চায়েত দিগের দ্বারাই মিটাইয়া ফেলা হয়। একান্ত পক্ষে ব্যাপার গুরুতর হইলে গ্রামের ভদ্রলোক কয়েক জনকে ধরিয়া যেন তাহার মীমাংসা করান হয়; ইহাতেও যদি না হয়, তবে আমাকে সংবাদ দিবে; আমি আসিয়া উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিব। ইতিমধ্যে কয়েকটী বিবাদ আপসে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। এই অল্প দিনের মধ্যে গ্রামের লোকদিগের মধ্যে বেশ ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইয়াছে।

আমাদের গ্রামে কয়েক জন চাউল ব্যবসায়ী ও কয়েক জন পাট ব্যবসায়ী ছিল; ইহারা চাউলে ভেজাল দিত, ভিজাইয়া ভারী করিত; পাটের ত কথাই নাই; পাটগুলি ভিজাইয়া ও তাহাতে বালু মাখাইয়া ভারী করিত। অর্থাৎ ব্যবসায়ের মধ্যে যত প্রকার জুয়াচুরি খাটান যায়, তাহার কোনটিই উহারা বাকি রাখিত না। মৌলবী সাহেবের ওয়াজে তাহারা ঐ সকল অসৎ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে। যে দুই এক জন বাকী আছে, আশা করা যায়---তাহারাও শীঘ্রই পথে আসিবে। ফলতঃ আমাদের ক্ষুদ্র ওয়াজের মজলেস হইতে যে বৃহৎ ফলের উৎপত্তি হইয়াছে, তজ্জন্য আমার পিতা আনন্দে বিভোর। আমিও বাস্তবিক অনুপম আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। মৌলবী সাহেবের টাকা পয়সার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, 'লেল্লাহ্' বলিয়া যে যাহা কিছু 'খুশি' হইয়া দেয়, তিনি তাহাই আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। গরীবের বাড়ী আদৌ কিছুই গ্রহণ করেন না। এ 'জামানায়' এরূপ আলেম খুব কম দেখা যায়।

হঠাৎ মুসলমানদিগের ভাবান্তর দেখিয়া গ্রামের হিন্দুগণ স্তম্ভিত

হইয়াছেন। তাহাদের ধর্ম্মভাব দেখিয়া অনেকে মোহিত হইয়াছেন। তাহাদের একতা দেখিয়া অনেকে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াছেন। আমাদের নিজ গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে যে কয় জন সুদখোর হিন্দু মহাজন ছিল, তাহারা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে। পার্য্যমাণে আর কেহই প্রায় টাকা ধার করিতে যাইতেছে না। জমীদারের নায়েব গোমস্তারাও এ অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন; তাহাদের বাক্সে জমার পথ রুদ্ধ হইয়াছে। অনেকেই মৌলবী সাহেবের উপর খড়্গহস্ত। আমাদের গ্রামের কয়েকটী অতি গরীব কৃষক শ্রেণীর লোক হিন্দু বড় লোকদিগের বাড়ীতে অতি নীচ কাজে নিযুক্ত ছিল, তাহারা সকলেই সেই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। হিন্দুদিগের বিষয় অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের গ্রামের কাবেল মোল্লা ও ইজ্জত মোল্লা, আর পার্শ্ববর্ত্তী কৃষ্ণপুরের আরজু ব্যাপারি এবং সলিম গাজী প্রভৃতি কয়েক জন অর্থশালী লোক ঐ সকল গরিবদিগকে কিছু কিছু পুঁজি দিয়া নানা কার্য্যে লাগাইয়াছে। কেহ কেহ বা ধান ক্রয় করিয়া আনিয়া, তদ্দ্বারা চাউল তৈয়ার করত, হাটে বাজারে বিক্রয় করিয়া বেশ দু পয়সা লাভ করিতেছে। কেহ ২।১টী গাভী ক্রয় করিয়া দুগ্ধের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। আর এক জন লোক (নাম তোরাব ফকীর) তমিজদ্দিনের লোহার জিনিস-পত্র, ভিন্ন ভিন্ন হাট লইয়া গিয়া বিক্রয় করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। তাহাকে টাকায় ৵০ হিসাবে পারিশ্রমিক (কমিশন) দেওয়া হয়; ইহাতে দৈনিক তাহার ॥০—॥৵০ আয় হইয়া থাকে।

অনেক দিন হইতে আমার মনে এই খেয়ালের উদয় হইয়াছিল যে, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা বৃথা বসিয়া সময় কাটাইয়া থাকেন। ইঁহারা

যদি কোনও সহজ-সাধ্য কাজ করিয়া মাসে ২\—১\ টাকাও আয় করিতে পারেন, তবে বড় ভাল হয়। খোদার মরজিতে একটী সুযোগও আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের গ্রামের এক কৃষক কন্যার বিবাহ হইয়াছিল হুগলী জেলায়—বাবনানের নিকটবর্ত্তী এক কৃষি-পল্লীতে। ২২।২৩ বৎসর বয়সে তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। সন্তানাদি কিছু না থাকাতে এবং সেখানে বনি-বনাও না হওয়াতে, সে পিত্রালয়ে চলিয়া আইসে। এ সময় তাহার বয়স প্রায় ৩৫।৩৬ বৎসর। সে স্বামী-গৃহে থাকা কালীন বেশ চিকণের কাজ শিখিয়াছিল। হুগলী জেলার ঐ অঞ্চলের বহু লোক এই শিল্প কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পুরুষদের মধ্যে অনেকে আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বহু দূরবর্ত্তী দেশ সমূহে যাইয়া ঐ সকল চিকণের ব্যবসায় করিয়া থাকে। ঐ শিল্পীদিগকে সাধারণতঃ "চিকন্দোজ" বলে। আমি সন্ধান পাইয়া ঐ বিধবা কৃষক রমণীকে আমাদের বাড়ীতে ডাকাইয়া আনিলাম। সে এই কাজ আমাদের বাড়ীর মহিলাদিগকে শিক্ষা দিতে পারে কি না, জিজ্ঞাসা করাতে সে তাহাতে "রাজী" হইল। তাহাকে খোরাক ও মাসিক ২\ টাকা বেতন দেওয়ার বন্দোবস্তে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। কিন্তু প্রথমে একটী বিষয়ের বড় অসুবিধা হইল। ফুল-বুটার ছাপ দেওয়ার কোনও সুযোগ ছিল না। ঐ রমণীর এক ভ্রাতাকে ৫ থান কাপড় সহ হুগলী জেলায় পাঠাইয়া দেওয়াতে, সে ঐ কাপড়গুলি ছাপ দিয়া আনিল। ইহাতে যদিও ৫\ ৬\ টাকা অতিরিক্ত খরচ পড়িল, কিন্তু আমি তাহা গ্রাহ্য করিলাম না। আমার ওয়ালেদা প্রভৃতি মুরব্বিগণও সোৎসাহে চিকণের কাজ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগিনী গণের ত কথাই নাই। মাসেকের মধ্যে তাহারা কিছু কিছু শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন।

মুরব্বিদিগের মধ্যে আমার ছোট ফুফু ও মামানী সাহেবা, আর বালিকা দিগের মধ্যে আমার ২টী সহোদরা ভগিনী ও একটী ফুফাতো ভগিনী খুব তেজ বাহির হইলেন। দুই মাসের মধ্যে সেই কয় থান কাপড় তৈয়ার হইয়া গেল। তন্মধ্যে প্রথম দুইটী থান তত সুবিধা হইল না; শেষোক্ত ৩ থান কাপড় মন্দ হয় নাই। এক্ষণে আর ৬ থান কাপড় ও এই কাজ করা ৫ থান কাপড় সহ সেই লোকটীকে হুগলী জেলায় পাঠান হইল। সেই থান ৫ খানি বিক্রয় করিয়া, ৬ খানি থান ছাপ দিয়া আনিল। হিসাব করিয়া দেখা গেল, ৫ খানা থানে কাপড়ের খরিদ মূল্য বাদে ২৬৲ টাকা লাভ হইয়াছে। শিক্ষয়িত্রীর বেতন ও খোরাকীতে দুই মাসে ১০৲ টাকা এবং একটা লোকের যাতায়াত খরচ, পারিশ্রমিক ও ছাপ খরচ মোট ৮৲ টাকা গিয়াছিল; এই ১৮৲ টাকা খরচ বাদ ৮৲ টাকা লাভ দাঁড়াইল।

এবার সেই শিক্ষয়িত্রীর ভ্রাতা আসিয়া বলিল, যে গ্রাম হইতে কাপড় ছাপ দিয়া আনা হইয়াছে, সে গ্রামের কোনও কোনও লোক কাপড় ক্রয় করিয়া দিয়া উহাতে কাজ করাইতে চায়। অবশ্য দরে কিছু সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। তাহারা একেবারে কাপড়ে ছাপ দিয়া দিবে। আমি এ প্রস্তাব পসন্দ করিলাম; বাড়ীর আর সকলেও পসন্দ করিলেন। যাহা হউক, এবার ৬ থান কাপড় মাত্র পাঠাইয়া দিলাম; উহা কাপড়ের মূল্য সহ ৭২৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইল। এবার কাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছিল। খরচা বাদ ১৭৲ টাকা লাভ হইল। ৪ মাসে ২৫৲ টাকা লাভ হইল দেখিয়া, বাড়ীর সকলেরই উৎসাহাগ্নি বাড়িয়া উঠিল। এবার মজুরি চুকাইয়া ৮ থান কাপড় আনা হইল। ৮ থানে ৪৫৲ টাকা পারিশ্রমিক দিবে কথা ছিল; কিন্তু কাজ খুব কঠিন ছিল। হাল্‌কা কাজগুলি আমার

বড় ফুফু সাহেবা, ওয়ালেদা সাহেবা ও ৩টী ভগিনী গ্রহণ করিলেন। ভাল কাজগুলি স্বয়ং শিক্ষয়িত্রী ও আর সকলে লইলেন। এই ৮ থান কাপড়ে চিকণের কাজ করিতে ৩ মাস সময় লাগিয়াছিল। বলা বাহুল্য, ইহা ১১ জন লোকের কার্য্য-ফল। খরচা বাদ ৩ মাসে ২৬৲ টাকা লাভ হইল। স্থূল কথা, আশ্বিন মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ৭ মাসে মোট ৫১৲ টাকা লাভ দাঁড়াইল। এ ব্যাপারে বাড়ীর সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন। আমি কেবল আমাদের বাড়ীতে এই কাজ শিক্ষা দেওয়াইয়া ক্ষান্ত থাকিলাম না, প্রতিবেশিনী কয়েকটী বালিকাকেও শিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলাম; সে বালিকাদিগের সংখ্যা ৮।৯টী ছিল। ঐ সকল বালিকাকে কোরাণ শরিফও পড়ান হইত।

এদিকে বাড়ীর পূর্ব্বোত্তর ভাগে, পুষ্করিণীর উত্তর দিকে একটা 'পড়ো' জমি (জমির পরিমাণ ১ বিঘারও কিছু কম হইবে) প্রথমে চাষ দিয়া ফেলিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা কাটিয়া, মৃত্তিকাতে ছাই ও কিছু কিছু সোডা মিশাইয়া, মানকচুর গাছ লাগাইলাম। প্রায় ২০০০ চারা রোপণ করা হয়। পাড়া-পড়সীদের বাড়ী হইতেও কতক ছাই এ কার্য্যের জন্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। খুব উৎকৃষ্ট জাতীয় মানের চারাই বসাইয়াছিলাম। ২০৲ টাকার কেবল চারাই খরিদ হইয়াছিল। আসমত বলিয়াছিল, "খোদা চাহে ত এই কচুতে খরচার ১০ গুণ টাকা আদায় করিব।"

বহির্ব্বাটীর বৃহৎ পুষ্করিণীর পশ্চিম পাড়ের খানিকটা জায়গায় কপি ও শালগমের বাগান প্রস্তুত করাইলাম। কলিকাতা গার্ডেনিং এসোসিয়েশন হইতে উৎকৃষ্ট বীজ আনান হইয়াছিল। বাগান করিবার উপযুক্ত পুস্তকও সেখান হইতে আনাইলাম। ফুলকপি, ওল কপি ও বাঁধা কপি—৩ প্রকার কপিরই বীজ আনা হইয়াছিল। ১ বাক্স উৎকৃষ্ট

বিলাতী সারও পরীক্ষার্থ আনাইয়াছিলাম। প্রধানতঃ গোবরাদির সার দ্বারা কাজ চলিয়াছিল।

ভাদ্র মাসে একটী নূতন গাভী ক্রয় করিয়াছিলাম। গাভীটী ৴৪ সের দুধ দিত; মূল্য হইয়াছিল ৪৮৲ টাকা। এইবার একটী রাখাল বালকও চাকর রাখা হইল। তাহার মাসিক বেতন ২৲ টাকা। ভাদ্র মাস হইতে শরাফতেরও আর বেশী চাষ বাসের কাজ ছিল না, কাজেই তাহাকেও বাগানের কাজে লাগাইলাম। আম বাগানের মধ্যে মধ্যে অনেক স্থান খালি পড়িয়াছিল, তাহাতে কয়েকটী উৎকৃষ্ট আম্র ও লিচুর কলম বসাইয়া দিলাম। ৩টা পুরাতন আমের গাছ কাটিয়া ১টার তক্তা করাইলাম, আর ২ টার জ্বালানী কাষ্ঠ করা হইল। সে ৩টা গাছ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল। ২টা অতি প্রাচীন পাকা কাঁটাল গাছেরও তক্তা করাইলাম।

এবার ভাদ্র মাসে আমাদের ৩টী গাভীতে রোজ ৴৭৷৹ সের করিয়া দুধ দিতেছিল। একটী গাভীর দুধ একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; এ সময় ৩টী গাভী গর্ভবতী ছিল। এবার পূজার সময় দুই মাসে ৯০৲ টাকার দুগ্ধ বিক্রয় হইয়াছিল। গাভীটি উপযুক্ত সময়ে ক্রয় করিয়া বেশ লাভবান্ই হইয়াছিলাম। গরুগুলির আহারাদি আমি নিজের সম্মুখে দেওয়াইতাম। আমার অনুপস্থিতিতে আসমত বা শরাফত দেখিয়া শুনিয়া দিত। অনেক সময় বাবাজানও দাঁড়াইয়া গরুকে "জাব" দেওয়াইতেন। চৈত্র মাস পর্য্যন্ত দুগ্ধের মূল্য এইরূপ হইয়াছিল।

মাহে ভাদ্র	...	...	... ২৩৲
আশ্বিন ও কার্ত্তিক		...	... ৯০৲
			১১৩৲

ইজা—				১১৩৲
অগ্রহায়ণ	...	...	...	২৭৲
পৌষ	...	...	...	২৫৲
মাঘ	...	...	...	২৩৲
ফাল্গুন	...	...	..	২০৲
চৈত্র	...	...	...	১৯৲
				২২৭৲

ইহার মধ্যে নিম্ন-লিখিত রূপ খরচও হইয়াছিল।

৭ মাসে খৈল-ভূষি ইত্যাদি গড়ে	৪১৲
রাখালের বেতন ও খোরাকী ৫ × ৭	৩৫৲
	৭৬৲

সুতরাং খরচ-খরচা বাদ ১৫১৲ টাকা নিট লাভ হইল।

এক্ষণে ধানের হিসাব শুনুন :—

ধান ১৭২/ মণ মূল্য	৩৪৫৲ টাকা।
বিচালি	৩৮৲ টাকা।
	৩৮৩৲ টাকা।

ইহার মধ্যে ধান কাটাই ও মাড়াই ইত্যাদিতে খরচা পড়িয়াছিল—
২৭৲ টাকা।

সুতরাং খরচ বাদ লাভ থাকিল ৩৫৬৲ টাকা।

১৪/ বিঘা জমিতে ধান্তের সহিত খেশারি দেওয়া হইয়াছিল। খেশারি হইয়াছিল ৬০/ মণ; ইহার মূল্য গড়ে ১॥০ হিসাবে

৯০৲ টাকা। ইহা ব্যতীত অনেক খেশারির গাছ গরুকেও খাওয়ান হইয়াছিল।

এই জমিগুলির মধ্যে ২ বিঘা জমি পেয়াজ-রসুনের আবাদের উপযুক্ত ছিল, সেই জমিতে তাহাই দেওয়া হয়। যথাসময়ে উহাতে যে ফসল জন্মিয়াছিল, তাহাতে বৎসরের খাই-খরচ আন্দাজ রাখিয়া ৪২৲ টাকা বিক্রয় হইয়াছিল।

কপি, শালগম ইত্যাদি বড় মন্দ জন্মিয়াছিল না; উহাও ৫৭৲ টাকা বিক্রয় হইয়াছিল; কিন্তু উহাতে বাজে খরচ হইয়াছিল ২৭৲ টাকা। অনুমানে বুঝা গেল, আগামী বৎসরে ফল আরও সুবিধা-জনক হইবে।

এবারও পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় খানিক জমিতে বেগুণ এবং লঙ্কা মরিচ দেওয়া হইল। তদ্ব্যতীত খুব অল্প জমিতে পরীক্ষা স্বরূপ মুগ, মশুর, মাষকলাই, ছোলা ও সরিষা দেওয়া হইল। বাড়ীর লাঙ্গল, সুতরাং চাষের পক্ষে কোন অসুবিধাই ছিল না।

তদ্ব্যতীত বাগানের ভিতর ভিতর হলুদও লাগান হইয়াছিল। মনে করিলাম, এই সকল বাজে জিনিসগুলি যদি অন্ততঃ নিজেদের খাওয়ার পরিমাণও হয়, তাহাতেই বা দোষ কি? দুইটী বেতনভোগী চাকর ও একটী ছোকরা চাকর রহিয়াছে; নিজে পরিদর্শন করিতে পারিতেছি, এ সুযোগ ছাড়ি কেন?

খোদার তরফ হইতে আর একটী সুযোগ উপস্থিত হইল। গ্রামের এক জন নাপিতের জিম্মায় আমাদের ৭/ বিঘা জমি ছিল। সে উহার খাজানা বৎসরে ২০৲ টাকা করিয়া দিত। নাপিতটী বড়ই ধড়িবাজ ছিল বলিয়া জমিদারের সহিত সর্ব্বদাই মামলা-মোকদ্দমা করিত। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত জমীদারের সহিত মোকদ্দমা করিয়া

সে নিতান্ত 'জেরবার' হইয়া পড়িল'। অগত্যা সে বাড়ী ঘর ফেলিয়া অন্তত্র পলায়ন করিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জমি টুকুও তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইল। আমরা সেই ৭ বিঘা জমি "খাস দখলে" আনিলাম। ইহা অগ্রহায়ণ মাসের কথা। ঐ জমি গুলির মধ্যে ৩ বিঘা জমি পাটের খুব উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। আসমত ও শরাফত উভয়েই এক বাক্যে বলিল, ঐ ৩ বিঘা জমিতে পাটের আবাদ করিতে হইবে। অবশিষ্ট জমির মধ্যে ২ বিঘা আউস ধানেরও উপযুক্ত বলিয়া স্থির হইল। ইতিপূর্ব্বে আমাদের আউশ ধান চাষের উপযুক্ত জমি ছিল না। এই ২ বিঘা জমি পাইয়া অন্ততঃ পরীক্ষার পক্ষে সুযোগ উপস্থিত হইল।

এবার আম গাছে মুকুল কম দেখিয়া মনটা বড় খাট'হইয়া গেল। কিন্তু লিচু গাছে খুব মুকুল দেখা গেল। ১৮টা আম গাছে মুকুল বাহির হইল। আর ৭।৮টা গাছে যে মুকুল দেখা গেল, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। গোলাপ জাম, জামরুল ইত্যাদির ফুল খুব যথেষ্টই দেখা গেল।

পূর্ব্বোক্ত ৩ বিঘা জমিতে সত্য সত্যই পাটের বীজ বপন করা হইল। পাটের জমি পা'ট করা সোজা নহে; উহাতে অনেক অতি-রিক্ত মজুরী লাগিল। যথাসময়ে পাটের ক্ষেত্র নিড়াইয়া দেওয়া হইল। চৈত্র-বৈশাখ মাসে পাটের গাছের তেজ দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আশা করা গেল, এবার পাটে কিছু পয়সা দিয়া যাইবে।

চৈত্র মাস পর্য্যন্ত যে যে ফসলে যত আয় হইল, তাহার একটা তালিকা দেখুন ঃ—

মুগ	৬॥০ মণ	৪৲ হিঃ	১৮৲
মাষকলাই	৭/ মণ	২৲ হিঃ	১৪৲
			৩২৲

ইজা— ৩২৲

মশুর	৫৴ মণ	৩৲ হিঃ	১৫৲
বুট	৩॥০ মণ	৩৲ হিঃ	১০॥০
সরিষা	৫॥০ মণ	৫৲ হিঃ	২৭॥০
			৮৫৲

বৈশাখ মাসে লিচু পাকা ধরিল। এবারও জালের ভাড়া ১০৲ টাকা দেওয়া হইল। বাদুড় ইত্যাদির উপদ্রবে এবার লিচু রক্ষা করা বিষম ভার হইল। নানা উপায়ে বাদুড় তাড়াইয়া লিচু রক্ষা করা যাইতে লাগিল। ১৫ই জ্যেষ্ঠের মধ্যে লিচু শেষ হইয়া গেল; আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এবার লিচু, গোলাপ জাম ও জামরুল বিক্রয় হইল ৭২॥০ টাকা। এ বৎসর অধিকাংশ লিচু শহরে চালান দেওয়া হইয়াছিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকিল; এবার দেশে আম খুবই কম হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, এ বৎসর আম দেশে বিক্রয় না করিয়া শহরে চালান দিব। কার্যাতঃ তাহাই করিলাম। এই এক মাস কাল একটী অতিরিক্ত চাকর ৬৲ টাকা বেতনে রাখিয়া, আসমতের সঙ্গে ৪।৫ দিন পরেই আম শহরে চালান দিতে লাগিলাম। আষাঢ় মাসের ৭ই, ৮ই পর্য্যন্ত আমাদের কোনও কোনও গাছে আম ছিল। উৎকৃষ্ট গাছ কয়টীর ২২০০ আম গড়ে ৪৲ হিঃ ৮৮৲ টাকা ও বাজে গাছের আম গড়ে ২৲—২।০ হিসাবে ৫৭৲ টাকা, এই মোট ১৪৫৲ টাকা বিক্রয় হইল। আষাঢ় মাস হইতে কাঁটাল বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছিল; এবার কাঁটালও ৩৮৲ টাকা বিক্রয় হইল। তদ্ব্যতীত কেলা বিক্রয় হইল ১৪॥০ টাকা। ৭৸৴০ আনা আনারসে আয় হইয়াছিল।

এদিকে যেমন একটী গাভীর দুগ্ধ বন্ধ হইয়াছিল, তেমনই ২টী গাভী প্রসব করিল। বৈশাখ মাসে গড়ে /৬ সের ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গড়ে /৯ সের করিয়া দুগ্ধ হইতেছিল। বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত নিম্ন-লিখিত হিসাবে দুগ্ধ বিক্রয় হইয়াছিল; যথা :—

বৈশাখ	২৬৵০
জ্যৈষ্ঠ	৪২৷৶০
আষাঢ়	২৩৶০
শ্রাবণ	২২।/০
	১১৪৮৶০

ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট বিক্রয়ও শেষ হইল। পাট হইয়াছিল ৩ বিঘা জমিতে ২২/ মণ; গড়ে ৬৲ টাকা হিসাবে ১৩২৲ টাকা বিক্রয় হইয়াছিল।

এইবার ২য় বর্ষের আয় ব্যয়ের তালিকা দেখুন :—

জমা—		খরচ —	
১৭২/ মণ ধানের মধ্যে ৯২/ মণ ধান খাওয়ার জন্য রাখিয়া ৮০/ মণ ধান্য বিক্রয় গড়ে—	১৭২৲	গাভী খরিদ ১টা	৪৮৲
বিচালি বিক্রয়—(নিজে দরকার মতন রাখিয়া)	৩৮৲	তক্তা ভাঙ্গান ও গাছ কাটানাদির খরচ—	১৭।/৫
নিজের খরচ দঃ ১২/ মণ রাখা বাদ খেসারি বিক্রয় ৪৮/ মণ	৯৬৲	আসমতের বেতন ৫৲ টাকা বৃদ্ধি করিয়া ৫০৲ ও পুরস্কার ১০৲ মোট	৬০৲
পেয়াজ ও রসুন্দ বিক্রয়—	৪২৲	শরাফতের বেতন ২৲ বৃদ্ধি করিয়া	২৫৲
	৩৪৪৲		১৫০।/৫

ইজা—	৩৪৪৲
কপি ও সালগমাদি বিক্রয়	৫৭৲
বেগুণ বিক্রয়	৩২॥/০
লঙ্কা মরিচ বিক্রয়	১১॥০
মুগ, মাষকলাই, বুট, মশুর ইত্যাদি বিক্রয় (খাওয়ার আন্দাজ রাখিয়া)	৪২॥০
লিচু ও গোলাপ জামাদি বিক্রয়	৭২॥০
আম বিক্রয়	১৪৫৲
কাঁঠাল বিক্রয়	৩৮৲
কেলা বিক্রয়	১৪॥০
আনারস বিক্রয়	৭৸/০
দুগ্ধ বিক্রয় এক বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ	৩৪১৸৴০
বাঁশ বিক্রয়	১৭।/০
গরুর বাছুর ২টা বিক্রয়	১৩৲
পাট বিক্রয়	১৩২৲
আউস ধান বিক্রয় ২৭/ মণ	৪৮৲
জমির খাজানা আদায়	১৭৮৲
	১৪৯১॥৴০
বাদ খরচ	৮৬৪৸৫
	৬২৬৸/১৫

ইজা—	১৫০।/৫
রাখাল বালকের বেতন ও কাপড় ১ জোড়া	২৫৲
বাজে মজুর খরচ সর্ব্বশুদ্ধ	৮১॥৴০
আম্র ও লিচুর কলম খরিদ	৭॥০
বলদ ও গাভীর খৈল ভূষি	৬৮৸/০
গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি	১৩॥০
লাঙ্গলাদি মেরামত	৩॥০
জাল ভাড়া	১০৲
মাটী কাটা	২৭৲
দা, খন্তা ও কোদাল খরিদ	৬৶০
কচুর চারা খরিদ	২০৲
কপি ইত্যাদির বীজ, পুস্তক ও সার ইত্যাদি	১২॥০
ডাল ইত্যাদির বীজ খরিদ	৭॥/০
বাজার খরচ মোট	১৮০৲
আমার স্কুলের বেতনাদি	১১৲
কাপড় ও বিছানাদি বাবদ	১৪০॥০
ধোবা ও নাপিত	১৮৲
ওয়াজ ও দান-খয়রাত	৪২৴০
সংবাদ-পত্র ও পুস্তকাদি	১৯॥০
জাকাৎ সর্ব্বশুদ্ধ	১৮৲
	৮৬৪৸৫

দ্বিতীয় বৎসরের মৌজুদ তহবিল দেখিয়া ওয়ালেদ সাহেব এবং ওয়ালেদা সাহেবা বড়ই আনন্দিত হইলেন। ওয়ালেদ সাহেব জীবনে কখনও বৎসরে ১০০৲ টাকা নগদ জমাইতে পারেন নাই। এই ২ বৎসরের মধ্যে বাড়ী ঘরের অবস্থাও যেন ফিরিয়া গেল। গ্রামের সকলেই আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আসমতুল্লার বেতনও ৪৫৲ টাকা স্থলে ৬০৲ টাকা (পুরস্কার সহ) পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে, সেও দ্বিগুণ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছিল।

ওদিকে অন্তঃপুরে চিকণের কাজে যে ফল হইল, তাহাও একবার শুনুন :—

চৈত্র মাস পর্য্যন্ত লাভ	৫১৲
বৈশাখ মাসে	১৭৷৷০
জ্যৈষ্ঠ মাসে	১৯৲
আষাঢ় মাসে	২১৷৷/০
শ্রাবণ মাসে	২৫৷০
	১৩৪৷/০

খরচ-খরচা বাদ ১৩৪৷৷/০ মোট লাভ হইল। ইহাতে অন্তঃপুর-বাসিনিগণের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। আমি বাবাজানের সহিত পরামর্শ করিয়া অন্দরে ঘোষণা করিলাম যে, আমার ভগিনী-দিগের বিবাহে যে অলঙ্কার, বস্ত্র ও বাজে জিনিসাদি লাগিবে, তাহা আপনাদের এই তহবিলের টাকা দিয়া সংস্থান করিতে হইবে। সর-কার হইতে বিবাহের অন্যান্য সমস্ত খরচ-পত্র নির্ব্বাহ করা হইবে। ইহা বুঝিয়া আপনারা এই কার্য্যের যথাসাধ্য উন্নতি সাধন করুন। মুরব্বিগণ আহ্লাদ সহকারে এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

আমার সাংসারিক বন্দোবস্তের তৃতীয় বৎসর।

আবার ভাদ্র মাস আসিল। আমরা নবোৎসাহে কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম। এবারও মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবকে আনাইয়া ওয়াজের সুবন্দোবস্ত করিলাম। এবার ওয়াজের মহফেলটী বেশ আড়ম্বর পূর্ণ হইল। নিকটবর্ত্তী কয়েক গ্রামের মুসলমানদিগকেও ওয়াজ শুনিতে দাওৎ করিলাম। ক্রমাগত ৩ দিন ওয়াজ হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। বাদ জোহর আরম্ভ করিয়া আছর পর্য্যন্ত, আবার আছর পড়িয়া মগরেব পর্য্যন্ত ওয়াজ হইবে, এরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। এবার মৌলবী সাহেব একা আসিলেন না; তিনি স্বীয় প্রিয় "সাগরেদ" মুন্‌শী মোহাম্মদ এছমাইল ও মুন্‌শী হবিবর রহমান সাহেবকেও সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ইঁহারা দুই জনাই বাঙ্গালা ভাষায় সুবক্তা।

যথানিয়মে ৩ দিন পর্য্যন্ত ওয়াজ হইল। প্রত্যহ প্রায় ৩।৪ হাজার লোকের সমাগম হইত। এবারকার ওয়াজের ফল বহু বিস্তৃত হইল। ১৭।১৮ খানি গ্রামের মুসলমানদিগের মধ্যে এক জীবন্ত ভাবের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল। মৌলবী সাহেবের একান্ত ভক্ত আর ৫।৭ জন মৌলবী ও মুন্‌শী সমাজের হিতার্থে কোমর বাঁধিলেন। মৌলবী সাহেব আমাদের গ্রামে "আঞ্জমনে মফিদুল ইস্‌লাম" নামে একটী সমিতি 'কায়েম' করিলেন। সুবিজ্ঞ কাজী মহফুজল হক সাহেব ঐ আঞ্জমনের সভাপতি, মীর এবাদুল্লা সাহেব সহকারী সভাপতি,

মুন্‌শী নেছার আহ্‌মদ সাহেব সম্পাদক, মুন্‌শী আবদুল মজিদ সাহেব ও আমি সহকারী সম্পাদক মনোনীত হইলাম। ধনীশ্রেষ্ঠ আর্জ্জমন্দ খাঁ সাহেব ধনাধ্যক্ষ মনোনীত হইলেন। এই সভার পক্ষ হইতে আমাদের গ্রামে একটী "মক্তব" খোলা স্থির হইল। আর ২ জন বেতনভুক্‌ এবং ৪।৫ জন অবৈতনিক ওয়ায়েজ ও বক্তা নিযুক্ত হই-লেন। কাজী সাহেবের বাড়ীতে আঞ্জমনের সভা ও আমাদের বাড়ীতে মক্তব বসিবে, স্থির হইল। সেই দিনই ৬২ জন চাঁদা দাতা মেম্বর লিষ্টভুক্ত হইলেন। ৮৲৮/০ আনা নগদ চাঁদা আদায় হইল। মাসিক চাঁদার পরিমাণ হইল ২৭৸০ আনা। আশা করা গেল, প্রায় ৩৫৲ টাকা মাসিক চাঁদা আদায় হইবে। গ্রামের পঞ্চায়ত, চৌকি-দার ও মুসলমান তহসিলদারগণ চাঁদা আদায়ের ভার গ্রহণ করিলেন। মৌলবী সাহেব খুব মজবুতির সহিত সকলের নিকট হইতে 'একরার' লইলেন। কাজী সাহেবেরা জুম্মার ঘর খানিকে নিজ ব্যয়ে বড় করিবেন, ইহাও স্থির হইয়া গেল। কারণ মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি হও-য়াতে, মস্‌জেদে স্থানের সঙ্কুলন হইত না।

আমাদের বাড়ীর ওয়াজের সভার পর হইতে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে ওয়াজের ধূম পড়িয়া গেল। সমগ্র শীত কাল মৌলবী সাহেবকে আমা-দের এই অঞ্চলেই থাকিতে হইয়াছিল। অবশ্য তাঁহার খলিফা বা প্রতিনিধিগণ এ কার্য্যে তাঁহার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

মৌলবী সাহেব আমার কার্য-কলাপের বিষয় শুনিয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলেন। আমার পিতাকে খুব উৎসাহিত করিলেন; এবং দুই হাত তুলিয়া খোদাতা-লার দরগায় আমাদের মঙ্গল-কামনা করিলেন। তিনি তমিজুদ্দিন কর্ম্মকারেরও খুব প্রশংসা করিলেন। সকল মুসলমানকেই বলিয়া দিলেন, অতঃপর তোমরা তমিজুদ্দিনের

তৈয়ারী জিনিস পত্র সকলেই ব্যবহার করিবে, এবং তাহাকে যথাসাধ্য উৎসাহিত করিবে। মৌলবী সাহেবের প্রস্তাবানুসারে স্থানীয় হাটে ও বাজারে ৩।৪ খানা মুদি দোকানও খোলা হইল। বলা বাহুল্য, গ্রামের ৩ জন হিন্দু, মৌলবী সাহেবের হস্তে "দীনে-ইস্‌লাম" কবুল করিয়াছিল।

আমাদের বাড়ীতে অন্দর মহলে ছোট-বড় ৮ খানি ঘর। অর্থাৎ অন্দরেই ২টী আঙ্গিণা। উত্তর দিকের আঙ্গিণার উত্তর দিকে এক খানা বড় ঘর, আর পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ২ খানি ছোট ঘর। উহার ১ খানি রশুই ঘর ও ১ খানি ঢেঁকিশালা। উত্তর দিকের বৃহৎ ঘর খানিতে আমার দুই ফুফু বাস করেন। ঐ ঘরের ও পূর্ব্ব দিকের ঘরের মাঝখানে—অর্থাৎ কোণার দিকে এক খানি ক্ষুদ্র ঘরে জ্বালানী কাষ্ঠ থাকে। দুই আঙ্গিণার মধ্যস্থলে যে বৃহৎ ঘর খানি, তাহাতে বাবাজান কেবলা বাস করিয়া থাকেন। এই বড় ঘরের দুই দিকে দুই বারাণ্ডা ও উত্তর দক্ষিণ দুই আঙ্গিণার দিকেই সদর দরজা আছে। এই ঘরের পূর্ব্ব দিক দিয়া উভয় আঙ্গিণায় যাতায়াতের রাস্তা। দক্ষিণের আঙ্গিণার দক্ষিণ দিকের ঘর খানিতে মামানী সাহেবা থাকেন। এই আঙ্গিণার পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে যে ২ খানি ঘর আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বের খানি গোলা ঘর, আর পশ্চিমের খানি প্রায়ই খালি থাকিত। এইক্ষণে সেই ঘরেই চিকনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই খণ্ডের দক্ষিণ ও পূবের ঘরের মাঝখান দিয়া বাহির বাড়ীর রাস্তা। দুই ঘরের মাঝখানে পরদার বেড়া। বেড়া পার হইয়া গেলে একটী ক্ষুদ্র ফুলের বাগান। তৎপর আমাদের বৈঠকখানা গৃহ। বৈঠকখানা গৃহের পশ্চাদ্ভাগ অন্দরের দিকে, এবং উহার সম্মুখ ভাগে প্রশস্ত আঙ্গিণা। আঙ্গিণার পূর্ব্বাংশে এক খানি ক্ষুদ্র সুন্দর গৃহ, উহা মসজেদ; ইহা,

দৈনিক উপাসনার ঘর। মসজিদ খানিতে ২০।২৫ জন লোক নমাজ পড়িতে পারে। বহির্ব্বাটীর দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বে যে দুই খানি ছোট ঘর আছে, তাহা প্রায়ই খালি থাকে। এক খানি বাজে জিনিষে পূর্ণ। মৎস্য ধরিবার জাল ও অন্যান্য যন্ত্র শস্ত্র—কুড়াল, খন্তা, দা, কাস্তে এবং গরুর কোনও কোনও দরকারী জিনিস এই গৃহে থাকে। অপর খানি চাকরদিগের বিশ্রাম ঘর; বৈঠকখানা খানি সুসজ্জিত; ঐ গৃহে আমি এবং আমার ১০।১১ বৎসর বয়স্ক মামাতো ভাইটী ও পাড়ার ২টী যুবক (আমার সমপাঠীর মধ্যে) রাত্রি কালে শয়ন করি। আমরা তথায় বসিয়া পড়া শুনাও করি। বাবাজান বৈঠকখানায় খুব কমই বসিয়া থাকেন; তিনি অধিকাংশ সময় মসজেদ গৃহে ও অন্য সময় অন্দরে অবস্থিতি করেন। মসজেদের সম্মুখ দিয়া পূর্ব্ব দিকে যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, উহার বাম দিকে পুষ্করিণী। ডানি ভাগে কিছু দূরে ক্ষুদ্র আঙ্গিনা, তাহার এক দিকে—মসজেদের দক্ষিণ দিকে আমাদিগের পারিবারিক গোরস্থান। সে আধ বিঘা আন্দাজ জায়গা বংবৃত বেড়া দিয়া ঘেরা; সেখানে কয়েকটা কামিনী ফুলের গাছ আছে। গোরস্থানটী অপেক্ষাকৃত উচ্চও বটে। আমাদের বহির্ব্বাটীর পায়খানা উত্তরের ঘরের পশ্চাদ্দিকে কিছু দূরে বাগানের মধ্যে। অন্দরের পশ্চিম দিকে একটী পুষ্করিণী, তাহার ৩ দিকে বাগান ও বাগানের ও দিকে বেন গড়খাই। সে দিক দিয়া লোক যাতায়াতের কোন পথ নাই। খিড়কি পুকুরের ঠিক কেনারে গাছ-গাছড়া না থাকিলেও, একটু দূরে দূরে বাগান আছে। পুষ্করিণীটি ক্ষুদ্র—কিন্তু গভীর। উহাতে বহু-সামান্য মৎস্য আছে। বহির্ব্বাটীর বৃহৎ পুষ্করিণীটির অবস্থা ভাল নহে, উহা প্রায় বুজিয়া আসিয়াছে, পানিও খারাপ হইয়া গিয়াছে। তবে মাঠের কেনারে যে একটী ছোট পুষ্করিণী আছে, তাহার পানি খুব

উৎকৃষ্ট। গ্রামের অনেক লোকে উহার পানি ব্যবহার করে। আমরাও উহাতে গরু বাছুর নাবিতে দিই না। শৌচ কর্ম্মাদি করা সম্বন্ধেও খুবই কঠোরতা আছে। কিন্তু নিজেরা স্নানাদি করিয়া থাকি।

আমি ভাবিলাম, বহির্ব্বাটীর বিশেষ প্রয়োজনীয় পুষ্করিণীটার পঙ্কোদ্ধার করা আবশ্যক। ওয়ালেস সাহেবের সহিত পরামর্শ করিলাম, তিনিও সম্মত হইলেন; কিন্তু টাকার অভাব হইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিলেন। আসমত ও শরাফত আমার এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিল। ২।৩ জন অভিজ্ঞ লোকের দ্বারা এষ্টিমেট করাইয়া জানিলাম, পুষ্করিণীটির পঙ্কোদ্ধার করিতে অন্যূন ৪০০৲ টাকা দরকার। আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া এ কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। আমার আশা মানকচুর বাগান। মানকচু যেরূপ জোর বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে (অর্থাৎ পূজার সময়) বিক্রয় করিলে কিছু টাকা পাইব, ইহা বেশ আশা ছিল; কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল। ভাদ্র মাস হইতে কচু তুলিতে আরম্ভ করিলাম। খুচরা প্রত্যেকটা কচু ৵০—।০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। এই সময় একটী ব্যাপারির সঙ্গে ১০০০ কচুর মূল্য ১৫৫৲ টাকায় চুক্তি হইয়া গেল। অবশিষ্ট কচু খুচরা বিক্রয়ের জন্য রাখিলাম। এই খুচরা বিক্রয়ে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত পাইলাম ১৫০৲ টাকা। নিজেদের খাওয়া ও বিতরণ জন্য আন্দাজ আরও ৫০।৬০টী কচু রহিল। স্থূল কথা, কচু বিক্রয়ে ৪০৫৲ টাকা আদায় হইল; আশার অতিরিক্ত লাভ!! আসমত যাহা বলিয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিল। শুধু কচু বিক্রয়ের টাকায় পুকুরটির পঙ্কোদ্ধার করিব ও উহাতে মৎস্য ফেলিব, এই সিদ্ধান্ত করিলাম। কচু বিক্রয়ের পূর্ব্ব হইতেই নূতন চারা মাঝে মাঝে লাগাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। ফলতঃ যথা

থাকিতে থাকিতেই বাগানটিতে নূতন লাইন করিয়া চারা পোতা হইল। এবার আর চারা খরিদ করিতে হইল না; বরং ৯।৶০ আনার চারা বিক্রয় করিলাম। এ বৎসর প্রচুর পরিমাণে ছাই সংগ্রহ করা হইল; ২/ মণ সোডাও খরচ করিলাম। সোডা ও ছাইয়ের গুণে কচুগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এবার আমি ৮ জোড়া রাজ-হাঁস ২৬৲ টাকায় ও ১২ জোড়া পাতি হাঁস ১০৲ টাকায় ক্রয় করিলাম। ভাবিলাম, দেখি ইহাদের ব্যবসায়েও কিছু লাভ হয় কি না। খুদ কুঁড়া ঘরে যথেষ্টই হইয়া থাকে, ধানের সময় ধানেরও অভাব থাকে না; সুতরাং ইহাদের খাই-খরচায় অতিরিক্ত অর্থ বড় একটা ব্যয় করিতে হইবে না।

এবারও কপি, শালগম, সালাত ইত্যাদির বাগান দস্তুর মতন করিলাম। নিকটবর্ত্তী শহর হইতে এক জন মালী ১ মাসের জন্য আনিয়া এবার ইহার চাষের প্রক্রিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম; যদিও ইহাতে ১৭৲ টাকা খরচ হইল, কিন্তু অনেকটা শিক্ষা লাভ করিলাম।

আমন ধানের চাষ এবার ১৯/ বিঘা জমিতে হইল। আউসের জমিতেও আমন ধান দেওয়া হইল। এ বৎসর চাষের জন্য অতিরিক্ত খরচও কিছু করিতে হইল, কারণ এক খানি লাঙ্গলে কুলাইল না।

দুগ্ধের কারবারটী পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। দুগ্ধ কখনও /৫ সেরের কম হয় না, আর কখন /৮ সেরেরও বেশী হয় না।

মাঘ মাসে পুষ্করিণী খননের কার্য্য আরম্ভ করা হইল। পানি ছেঁচিতেই ৪২৲ টাকা খরচ হইল। কিন্তু যে মৎস্যগুলি পাওয়া গেল, খাওয়া ও বিতরণ ব্যতীত তাহা ৬৩৲ টাকা বিক্রয় হইল। রুই, কাতলা ইত্যাদি ভাল মৎস্য ৮৸০ মণ হইয়াছিল; কিন্তু কৈ, মাগুর,

শোল ও বাজে মাছ অনেক ছিল। জেলেরা মাছগুলি ক্রয় করিয়া লইয়া গেল। ৩০।৪০ জন লোক পুষ্করিণী কাটিতে লাগাইলাম। ফাল্গুন মাসের ২৬শে তারিখে পুষ্করিণী কাটা শেষ হইল। ইহার মধ্যে এক বার বৃষ্টি হওয়াতে কাজ কিছু দিন বন্ধ ছিল। মোট ৪৩২৲ টাকায় এই বৃহৎ কার্য্যটি সমাধা হইয়া গেল। পুষ্করিণীর মাটীতে বাগানগুলির সংস্কার সাধন হইল। একটী উৎকৃষ্ট কেলা বাগানের স্থান হইল। বাড়ীর আঙ্গিণা ও উঁচু নীচু স্থানেও অনেক মাটী ফেলা হইল। গোশালার আঙ্গিণায়ও বিস্তর মাটী ফেলা হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, এ বৎসর মাঘ মাসে আমাদের একটী গাভী মারা পড়িল। উহার মৃত্যুর ১৭।১৮ দিন পরেই ২টি দুগ্ধবতী গাভীর সন্ধান করিয়া ক্রয় করিলাম। নব ক্রীত গাভী ২টির মধ্যে একটী /৩।।০ সের ও একটী /৩ সের দুগ্ধ দিত। এই ২টী গাভী ৭৬৲ টাকায় খরিদ হইল।

এ বৎসর খানিক জমিতে উৎকৃষ্ট জাতীয় মূলাও দেওয়া হইয়াছিল। জমি উৎকৃষ্ট রূপে পাট করাইয়া মূলা দেওয়াতে, এবং কিছু সার ব্যবহার করাতে ফসল খুব ভালই হইল।

পৌষ ও মাঘ মাসে রাজহংস গুলি ডিম দিল। মোট ৮ জোড়া হাঁসে ২৩ গণ্ডা আণ্ডা দিয়াছিল। আণ্ডাগুলি খুব সাবধানে বসাইয়া দেওয়া হইলে, যথাকালে ১৮ গণ্ডা বাচ্চা হইল। ২০টী ডিম উপযুক্ত তা-এর অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

পাতি হাঁসগুলিও ডিম দিতে আরম্ভ করিয়াছিল; তাহাদের কতক ডিম ঘরে খাওয়া হইত; অবশিষ্ট ডিম বসান হইত। ১২ গণ্ডা হাঁসে ২৬ গণ্ডা বাচ্চা হইল। বলা বাহুল্য, এ গুলির বাচ্চা রক্ষা করিতে বিষম বেগ পাইতে হইয়াছিল।

চৈত্র মাস পর্য্যন্ত রাজ হাঁসের বাচ্চা মরিয়া ও শৃগালাদি দ্বারা ভক্ষিত হইয়া ১৫ গণ্ডা ও পাতি হাঁসের ২১ গণ্ডা মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এ গুলির জীবনের আর বড় আশঙ্কা থাকিল না।

এবার আমন ধানের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। আধ পাকা ধানে এক প্রকার পোকা লাগিয়া বিষম ক্ষতি করিল। সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৮/ মণ ধান হইল।

এবারও ৩ বিঘা জমিতে পাট দেওয়া হইল। ধানের সহিত খেশারির চাষ পূর্ব্ববৎ করা হইল। অন্যান্য রবি শস্যের চাষও যথারীতি করা হইল।

পুষ্করিণীটির পাড়ে দূর্ব্বা ঘাস জমাইয়া দেওয়া হইল। চৈত্র মাসে প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়া পুষ্করিণীটী প্রায় পরিপূর্ণ হইল। নব-খনিত পুষ্করিণীটি জলে ভরপুর হওয়াতে আমার প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, নূতন আঞ্জমনের পক্ষ হইতে আমাদের মসজেদের ঠিক সম্মুখ ভাগে মক্তব-গৃহ প্রস্তুত হইল। যে চাঁদা আদায় হইয়াছিল, তাহার উপর আমাদিগকে নিজ হইতে নগদ ১৮৲ টাকা ও কতকগুলি বাঁশ দিতে হইয়াছিল। গ্রামের অন্যান্য লোকও বাঁশ এবং উলু ঘাসের কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছিল।

স্থির হইল, মক্তবের মৌলবী সাহেব, কাজী সাহেবদিগের বাড়ীতে থাকিবেন; সেখানে তিনি মসজেদের এমামতিও করিবেন। মোক্তব হইতে তাঁহার বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল মাসিক ১২৲ টাকা।

দ্বিতীয় শিক্ষকের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল আমাদের বাড়ীতে; তাঁহার আহার আমাদিগকেই যোগাইতে হইবে। তাঁহার বেতন মাসিক ৮৲টাকা। অগ্রহায়ণ মাসে মোক্তব খোলা হইল; চৈত্র মাস পর্য্যন্ত

ছাত্র হইল ৬২ বাষট্টি জন; গড়ে পড়্‌তা দৈনিক হাজিরি ৪৫ পঁয়তাল্লিশ।

গ্রামের আর আর বাড়ীতে কতিপয় বিদেশীয় ছাত্রের জায়গীর হইল; তাহাদের সংখ্যা ১৭।১৮।

প্রধান শিক্ষক বা মৌলবী সাহেব আরবী ও পারসী পড়াইতেন। ২য় শিক্ষক পড়াইতেন বাঙ্গালা। সময় সময় তাঁহাকে কোরাণ শরিফও পড়াইতে হইত। শিক্ষক ২ জনই উপযুক্ত ছিলেন। মৌলবী সাহেব সিনিয়র মাদ্রাসার ২য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন; কিন্তু লোকটী ছিলেন উৎসাহী ও "জেন্দা দেল"। ২য় শিক্ষক বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পাস, কিন্তু কোরাণ শরিফ বেশ "ছহি" পড়িতেন। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবের উপদেশানুসারে ইঁহারা ওয়াজ ও বক্তৃতা করিতেন; সময় সময় মৌলুদ শরিফও পড়িতেন। এ তাবৎ কাল আমাদের গ্রামে কোনও উপযুক্ত মৌলবী ছিলেন না, এবার সে অভাবও পূর্ণ হইল। মক্তবের ছাত্রদিগের বেতন অতি সামান্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, যথা:—/০ হইতে ।০ আনা। আবার প্রায় ১৫।১৬টী দরিদ্র ছাত্রকে বিনা বেতনেই পড়ান হইত। মৌলবী সাহেবের উপরি আয় মাসে ৭।৮৲ টাকা ও ২য় শিক্ষকের ৩ ৪৲ টাকা করিয়া হইতে লাগিল। মাসিক চাঁদা ও ছাত্র বেতনে মাসিক ৩০৲—৩২৲ টাকা আয় হইত। সুতরাং খরচাদি বাদ ৭৲—৮৲ টাকা করিয়া মক্তব-ফণ্ডে জমা হইতে লাগিল। ইহার পর বিবাহাদি উৎসবে এবং দান খয়রাতে আঞ্জমন-ফণ্ডে কিছু কিছু টাকা জমা হইতে লাগিল। যাঁহাদের চাষ-বাস আছে, তাঁহারা পৌষ মাসে কিছু কিছু ধান আঞ্জমন-ফণ্ডে দান করিতেন; যাঁহাদের ব্যবসায় বা চাকুরী ছিল, বা তালুকদারী ও আয়মাদারী ছিল, তাঁহারাও অবস্থানুসারে বৎসরে কিছু কিছু এক কালীন

দিয়া দিতেন। মৌলবী সাহেব মধ্যে মধ্যে ওয়াজ করিয়া যে উৎসাহাগ্নি লোকের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেন, তাহাতে এ কার্য্যে খরচ-পত্র করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইতেন না। গ্রামের সরল বিশ্বাসী কৃষকেরাও প্রাণ খুলিয়া যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। মক্তবের অবস্থা দেখিয়া সকলেরই হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমাদের গ্রাম খানি ইতিপূর্ব্বে যেন "গোমরাহীর" ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এক্ষণে পবিত্র ইস্লাম-সূর্য্যের জ্বলন্ত রশ্মিতে ইহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—গ্রাম হইতে "জেহালৎ" দূর হইতে লাগিল।

আমার দেখাদেখি গ্রামের আরও কয়েক জন মুসলমান ভ্রাতা বাগ বাগিচায়, চাষ-বাসে, গো-পালন ও দুগ্ধ-ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারাও ক্রমশঃ সফলতা লাভ করিতে লাগিলেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, পল্লীগ্রামে দুগ্ধের মূল্য এত চড়া কেন? ইহার উত্তর এই যে, আমাদের নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী আরও কয়েক খানি গ্রাম ব্যতীত, অধিকাংশ গ্রামেই বহুসংখ্যক ভদ্র, ধনী ও ব্যবসায়ী হিন্দুর বাস। তাঁহারা ভদ্রতার অনুরোধে গো-পালনকে নীচ কার্য্য বলিয়া মনে করেন। প্রায় কাহারও বাড়ীতেই গবাদি পশুর অস্তিত্ব নাই। তাঁহারা বাজার হইতে দুগ্ধ ক্রয় করিয়া বা রোজ লইয়া আপনাদের অভাব পূরণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে কৃষকদিগের মধ্যে অনেকেই দুগ্ধ বিক্রয় করে না। আমদানী কম ও ক্রেতা বেশী বলিয়া আমাদের নিকটবর্ত্তী বাজার সমূহে দুগ্ধ বার মাসই চড়া মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। টাকায় ৵৮ সেরের বেশী দুগ্ধ কখনও প্রায় বিক্রয় হয় না। তদুপরি পূজার সময় চাকুরে ও ব্যবসায়ী বাবুগণ দেশে আসিলে দুগ্ধ অগ্নি মূল্য ধারণ করে। জ্যেষ্ঠ মাসেও দুগ্ধের মূল্য অনেক চড়িয়া

যায়। উপরোক্ত কারণ পরম্পরায় আমার দুগ্ধের ব্যবসায়ে বিশেষ সুবিধাই হইয়াছিল। তরি-তরকারী এবং ফল ফুলাদি সম্বন্ধেও ঐ কারণেই বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। কালক্রমে গো-পালক বা গো-সেবক হিন্দুগণ "বাবু" হইয়াছেন; আর তাঁহাদের দ্বারা "গো-খাদক" নামে অভিহিত মুসলমানগণই গো-পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ আমাদের আশে পাশে যত গ্রাম আছে, তাহার অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করিলে স্বতঃই বলিতে হয় যে, মুসলমানগণ গো-রক্ষায় উদাসীন থাকিলে, গো- বংশ নিশ্চয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হইত।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে আমাদের ।৹ দশ সের ।১ সের হিসাবে দুগ্ধ হইতে লাগিল। রোজার মাসেও এবার দুগ্ধ কিছু চড়া দরে বিক্রয় হইল। চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নিম্ন-লিখিত হারে প্রতি মাসে দুগ্ধ বিক্রয় হইয়াছিল; যথা:—

ভাদ্র মাসে	১৮৸৹
আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে	৮৹৸/৹
অগ্রহায়ণ মাসে	৩৭৲
পৌষ মাসে	৩৯৷৹
মাঘ মাসে	৪২৷৴৹
ফাল্গুন মাসে	৩৮৷৹
চৈত্র মাসে	৩৫৲
	২৯২৲

এবার নূতন মাটীতে বাগানের, অসাধারণ উন্নতি হইল। গাছের ডাল পালা যথাসময়ে ছাটিয়া কাটিয়া দিলাম। "কৃষক" পত্রিকা ও "ফলের বাগান" নামক পুস্তক দৃষ্টে অনেক প্রক্রিয়া করিয়া, বাগানের অধিকতর উন্নতি করিতে সক্ষম হইলাম। বাগানে যে সকল ডোবা

ও উঁচু নীচু জায়গা ছিল, সে গুলি পরিপূর্ণ ও সমতল হওয়াতে, অনেক জায়গা বৃদ্ধি হইল। কেলা বাগানেরও অসাধারণ উন্নতি হইল। এবার আম ও লিচু ইত্যাদির মুকুল দেখিয়া আমরা সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

এবার কপি ও শালগম প্রচুর পরিমাণে—অথচ খুব বৃহদাকারে জন্মিল। সে গুলি নিকটস্থ শহরে (মহকুমায়) খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইল। দেশের বাজারেও মন্দ বিক্রয় হইল না। হিন্দু বাবুদের পক্ষে এই সব তরকারী পাওয়া অসম্ভব ছিল, তাঁহারা উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে লাগিলেন। অনেকে লোক পাঠাইয়া আমাদের বাড়ী হইতে ক্রয় করাইয়া নিতে লাগিলেন। এ বৎসর এই সকল তরি-তরকারী মোট বিক্রয় হইল ১১১৷৵০ আনা।

পেয়াজ ও রসুন্দ বিক্রয় হইল ৩৮৵০ আনা। খেসারি বিক্রয় হইল ৬১, মণ ১০৭৴০ আনা। বেগুণ বিক্রয় হইল চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ১৯৷০ ও অন্যান্য রবিশস্য ৮৭৲ টাকা।

বৈশাখ মাসে লিচু ও গোলাপ জাম আদি পাক ধরিল। জৈষ্ঠ মাসে আম পাকিল। আষাঢ় মাসে আনারস ও কাঁটাল পাকিয়া উঠিল। ঐ সকল ফল নিম্ন-লিখিত মূল্যে বিক্রয় হইল ; যথা :—

লিচু	...	...	৮২৸৵০
গোলাপ জাম প্রভৃতি		...	৯৷৴০
আম	...	...	১৭২৷৶০
কাঁটাল	...	...	২৩৷০
কেলা	...	...	৩৬৷৴১০
			৩৪২৷৴১০

আষাঢ় মাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোনা মাছ আনিয়া পুকুরে ছাড়িলাম। মোট ৬২৮৹ আনার মৎস্য ফেলা হইল। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০০০০ মৎস্য ছাড়া হইয়াছিল। রুই, কাতল, মৃগেল, চিথল, ভেট্‌কি ইত্যাদি ভাল ভাল মাছের বাচ্চাই পুকুরে ছাড়িয়া ছিলাম।

এবার যে পাট হইল, বাড়ীর খরচ আন্দাজ রাখিয়া অবশিষ্ট গুলি ১৪২৲ টাকা বিক্রয় করিলাম। আউস ধান ৩৩/ মণ মধ্যে হংসাদির খাওয়ার জন্য ১৮/ মণ রাখিয়া, অবশিষ্ট ১৫/ মণ ২৮৷৹ টাকা বিক্রয় করা হইল। তদ্ব্যতীত হলুদ বিক্রয় করা হইল ২২৮৵৹ আনা।

এবার বৈশাখ মাসে আর একটী ওয়াজের সভা করিলাম। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব সদলে আসিয়া "মজলেস্ গোলজার" করিলেন। এবারও ৩ দিন ওয়াজ হইল। এই সভায় আমাদের আঞ্জমনের ভিত্তি আরও দৃঢ়তর হইল। নগদ সাহায্যই আদায় হইল ১২৭৶৹ আনা। মাসিক চাঁদার পরিমাণও আরও বাড়িল। মক্তবে এক জন তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করাও স্থির হইয়া গেল। এই শিক্ষক নিম্ন শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দিবেন, বেতন স্থির হইল ৬৲ টাকা। গ্রামের মাতব্বর কৃষক এনায়েতুল্লা মণ্ডলের বাড়ীতে তাঁহার জায়গীর স্থির হইল।

এই সকল ওয়াজের সভায় যে সুফল ফলিল, তাহা বর্ণনাতীত। ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী গ্রাম সমূহেও সুবাতাস বহিল। হিন্দুগণ মুসলমানদিগের জাগন্ত অবস্থা দেখিয়া চমৎকৃত ও ভীত হইয়া পড়িলেন। দেশে মামলা-মোকদ্দমার পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে, নিকটস্থ মহকুমার উকীল-মোক্তার ও আমলা বাবুগণ প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এই সংক্রামক ব্যাধি যদি বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তবে ত আমাদের হাঁড়ি সিকেয় উঠিবে। নেড়ে বেটাদের নিকট হইতেই

আমাদের যত কিছু আমদানী। ওদের যদি মামেলা-মোকদ্দমার দিকে ঝোক না থাকে, তবে কি আর রক্ষা আছে? ওদিকে পুলিশ এবং আদালতের পিয়নগুলিরও ভাবনা হইল। জমীদারের নায়েব-গোমস্তাগণও মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। সুদখোর মহাজন ও দলিল লেখকদিগের ত কথাই নাই। ষ্ট্যাম্প বিক্রেতাদেরও মুখ শুকাইয়া গেল। সকলেই মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবের উপর খড়্গহস্ত হইলেন। অথচ সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত মুসলমানকে তাঁহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত দেখিয়া, তাঁহার উপর উৎপীড়ন করিতেও কাহারও সাহসে কুলাইল না। কিন্তু ২।১ স্থানে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ কিছু কিছু উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। মৌলবী সাহেব সে সকল কথা শুনিতে পাইয়া মেঘ-নির্ঘোষে জলন্ত ভাষায় উহা ভিন্ন ভিন্ন সভায় মুসলমানদিগের সম্মুখে বর্ণনা করিলেন। ইহাতে মুসলমানগণ অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মৌলবী সাহেব সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, "ভাই রাগ করিলে চলিবে না। তোমরা প্রকৃত "ইস্লাম" এর গণ্ডীর মধ্যে আইস, সকলে পবিত্র ধর্ম্ম-পথের অনুসরণ কর; পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া একতাবলম্বন কর; অপব্যয় হইতে হস্ত সঙ্কুচিত কর; প্রাণান্তেও ঋণ গ্রহণ করিও না; এক বেলা পরে এক বেলা খাও, তবু ঋণ-জালে বিজড়িত হইও না; হালাল রুজির দিকে মনোনিবেশ কর; অর্থোপার্জ্জনের ৩টী প্রধান পথই তোমাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে, তোমাদের চিন্তা কিসের? কৃষি বিভাগে ত তোমাদের একচেটিয়া অধিকার। শিল্প ও বাণিজ্যে যদি এখন হইতে মনোযোগী হও, তবে তোমাদের অর্থাভাব আদৌ থাকিবে না; ধনিগণ দরিদ্রদিগকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া, তাহাদিগকেও শিল্প-বাণিজ্যের সুযোগ করিয়া দাও। আমাদের মধ্যে

তমিজুদ্দীনের ন্যায় বহু শিল্পীর এ সময় দরকার। স্বর্ণকার, কাংস্যকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার ইত্যাদির কার্য্যে মুসলমানদিগকে লাগিতে হইবে। বিবাহাদি উৎসবে "ফজুল খরচ" ত্যাগ করিবে। শরানুসারে চল, দেখিবে সকল দিক দিয়াই সুবিধা হইবে। হিন্দুগণ সকল বিষয়েই উন্নত ও পরাক্রান্ত। তাঁহাদের সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ বাধাইয়া দরকার নাই। আমরা যতদূর সম্ভব সহ্য করিব। যখন একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে, তখন রাজদ্বারে প্রতিকার-প্রার্থী হইব। আমাদের ন্যায়পরায়ণ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট অবশ্য সুবিচার করিবেন।" মৌলবী সাহেবের ঈদৃশ মূল্যবান্ উপদেশে আরও সুফল ফলিল। আতহার আলী নামক এক জন যুবক বগুড়ায় যাইয়া স্যাক্‌রার কাজ শিখিয়া আসিল। আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকস্থ নরেন্দ্রপুর গ্রামে সে এক খানি ক্ষুদ্র দোকান খুলিল। সোনা রূপার মোটামুটি জিনিসগুলি সে প্রস্তুত করিতে লাগিল। পানের বরোজ করা একটি লাভজনক ব্যবসায়; মৌলবী সাহেবের উপদেশে কাঁটালগাছি গ্রামের ৪।৫ জন লোক ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। প্রথম প্রথম তাহাদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইলেও, তাহাতে তাহারা পশ্চাৎপদ হইল না। এই দুই বৎসরের মধ্যে তমিজুদ্দীনের দোকানের ৩।৪ জন যুবকও কামারের কাজ বেশ শিখিয়া ফেলিয়াছিল।

আমাদের খুব নিকটেই সয়দাবাদ গ্রাম। ঐ গ্রামে ২।৩ শত কারিগর (বস্ত্র-শিল্পী) বাস করে। তাহারা নানাপ্রকার মোটা কাপড় তৈয়ার করিয়া থাকে। মৌলবী সাহেবের উপদেশ মতে কতিপয় অর্থশালী মুসলমান তাহাদিগকে দাদন দিয়া কাপড় তৈয়ার করাইতে লাগিলেন। নানাপ্রকার নমুনা আনাইয়া দিয়া, সেই মতন কাপড় প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। নানাপ্রকার ডুরে, চারখানার থানও

তৈয়ার হইতে লাগিল। ধনীগণ দূরে দূরে ঐ সকল কাপড়ের চালান দিয়া বেশ লাভ করিতে লাগিলেন। কারিগরদিগের কাজও বেশ তেজে চলিতে লাগিল। মৌলবী সাহেব ২।৩ বার তাহাদের গ্রামে গিয়াও ওয়াজ করিলেন; এবং তাহাদিগকে খুব উৎসাহ দিয়া আসিলেন। কারিগরদিগের মধ্যে ধর্মের সঞ্জীবনী শক্তি খুব শীঘ্র কার্যকরী হইল। অল্প দিনের মধ্যে সেই গ্রামে ২ খানা জুম্মার ঘর তৈয়ার হইয়া গেল। নানা সৎ কাজে তাহারা প্রাণ খুলিয়া অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল।

খবরের কাগজে ২টী বিষয় পড়িয়া আসিতে ছিলাম; একটী আমাদের মহামান্য আমিরুল মুমেনিন যে হেজাজ রেলওয়ে নির্মাণ করাইতেছেন, তাহার বৃত্তান্ত; আর একটী তাঁহার বার্ষিক রাজ্যাভিষেক উৎসব। উৎসবটী করিতে আমার মনে পূর্ব্ব হইতেই আগ্রহ ছিল। বাবাজান হেজাজ রেলওয়ের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলেন। এক দিন আমাকে বলিলেন, "বাবা শরফুদ্দিন! যে রূপেই হউক, এই হেজাজ রেলওয়ে ফণ্ডে খামি প্রাণ খুলিয়া কিছু দান করিব। এ কথাটা আমার প্রাণে খুব লাগিয়াছে।" আমি বলিলাম, "বাবাজান! আপনি এমন পবিত্র কার্য্যে অর্থ দান করিবেন, তাহাতে কে না অনুমোদন করিবে? আমার মতে মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের রাজ্যাভিষেকের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একটী সভা আহ্বান করা হউক, তাহাতে আমরাও যাহা দিবার দিবই, তদ্ব্যতীত অপরেও যদি কেহ কিছু দেন, তাহাও একত্র করিয়া পাঠাইব। কিছু বেশী টাকা গেলে ভালই হইবে। ৩১শে আগষ্ট এই উৎসবের দিন, আমরা ঐ দিনে একটি সভা করিব।" জনাব বাবাজান কেবলা আমার প্রস্তাবটি যুক্তি সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

যথাসময়ে সভা আহূত হইল। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবকে পূর্ব্বেই "দাওৎ" করা হইয়াছিল; তিনি তাঁহার ৪।৫ জন উপযুক্ত শিষ্য সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুলতানল্ আজমের রাজ্যাভিষেকোৎসব ও হেজাজ রেলওয়ের বিষয় তাঁহাকে সংবাদ-পত্র হইতে পড়িয়া শুনাইলাম। উহা শ্রবণে তাঁহার প্রাণের ভিতর বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবাহিত হইল। ইতিপূর্ব্বে এ সব বিষয়ের তথ্য তিনি বড় একটা রাখিতেন না। জুম্মার দিন বাদ জুম্মা ওয়াজ আরম্ভ হইল। হেজাজ রেলওয়ের বিবরণ, হাজীদিগের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও রেল হইলে যে সুবিধা হইবে, মৌলবী সাহেব তাহা জলন্ত ভাষায় সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন। তৎপর এই কার্য্যে সাহায্য করিলে যে মহা পুণ্য (সওয়াব) "হাসেল" হইবে, জলদ গম্ভীর স্বরে ইহা শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন। কোরাণ ও হাদিস হইতে প্রমাণ প্রয়োগেও ত্রুটী করিলেন না। ঐ দিনের ওয়াজে অনেককে অশ্রুপাত করিতে হইয়াছিল। সভা স্থলেই ৮২৸৵০ খুচরা চাঁদা আদায় হইল। ২য় দিন মহামান্য আমিরুল মুমেনিনের রাজ্যাভিষেকোৎসব। উক্ত উৎসব উপলক্ষে "মহফেলে মিলাদ" করা হইয়াছিল। মুন্‌শী আবদুল গফ্‌ফার সাহেব ও আমি সংক্ষেপে আমাদের সুলতানল্ আজমের গুণানুবাদ করিলাম। মৌলবী সাহেব এ সম্বন্ধেও একটি "পোর-আছর" ওয়াজ করিলেন। এই উপলক্ষে সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বাতাসা বিতরিত হইল। বলিতে কি ঐ দিন আমাদের ২/ মণ বাতাসা খরচ হইয়াছিল। দরিদ্রদিগকে ২/ মণ চাউল ও ৪৲ টাকার পয়সা বিতরণ করিয়াছিলাম। এই দিনও হেজাজ রেলওয়ের চাঁদা ১০৯৷৵১০ আদায় হইল। অতঃপর শেষ দিনের সভা। এই সভায় নানা বিষয়িণী বক্তৃতা ও ওয়াজ হইল। উপসংহারে হেজাজ রেলওয়ের চাঁদা সম্বন্ধে ওয়াজ ও গরম

করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার দরবারে মহামান্ত আমিরুল মুমেনিনের দীর্ঘ জীবন ও রাজ্যোন্নতি কামনা করিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হইল। এই দিনও উক্ত ফণ্ডে ১০৩৲ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছিল। অবশেষে স্থির হইল, অবশিষ্ট ২০৪।৵০ আমাদের নিজ হইতে দিয়া এক কালীন ৫০০৲ টাকা হেজাজ রেলওয়ের সদর কমিটিতে—মহা রাজ-ধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে পাঠান হইবে। মৌলবী সাহেব নিজে মহ-কুমায় যাইয়া টাকা মনিঅর্ডার করিবেন, ইহা স্থির হইল। আমাদের স্কুলের হেড্মাষ্টার মহাশয়ের দ্বারা রেলওয়ে ফণ্ডের প্রেসিডেণ্টের নামে ইংরেজী ভাষায় এক খানি পত্র লিখাইয়া দেওয়া হইল। এই মহা কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের পিতা-পুত্রের হৃদয়ে যে অনুপম আনন্দের সঞ্চার হইল, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। দয়াময়ের অসীম করুণায় আমরা যে ভাবে টাকার মুখ দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে তাঁহার নামে কিছু ব্যয় করিতে আমাদের কোনও কষ্ট বোধ হইল না; বরং পরম পবিত্র আনন্দ অনুভূত হইল। এ কথা বলা অসাম-য়িক হইবে না যে, আমাদের যে তালুকখানি নীলাম হইয়াছিল, তাহার নীলাম ফাজিলি ৫৫০৲ টাকা ওয়ালেদ সাহেবের হস্তে জমা ছিল, সেই টাকা হইতে অর্দ্ধেক ও আমাদের নূতন আমদানীর আয় হইতে অর্দ্ধেক টাকা দেওয়া হয়।

এই ৩য় বৎসরে আমাদের অন্দর মহলে চিকণের কাজে যে সুন্দর ফল ফলিয়াছিল, তাহাও পাঠকবর্গের অবগতির জন্য জানাইতেছি।

ভাদ্র মাসে খরচ বাদে আয়	... ...	২২৲
আশ্বিন মাসে (কাজ কম হইয়াছিল বলিয়া)	...	১৬৸৵০
		৩৮৸৵০

ইজা—				৩৮৸৵০
কার্ত্তিক মাসে	...	...	...	২১৷৴০
অগ্রহায়ণ মাসে (শিক্ষয়িত্রী কয়েক দিন অনুপস্থিত থাকাতে)				১৮৷০
পৌষ মাসে	ঐ	ঐ	...	১৬৸৴১০
মাঘ মাসে	...	...	...	১৩৲
ফাল্গুন মাসে	...	...	...	২৬৲
চৈত্র মাসে	...	...	...	২৫৷৶০
বৈশাখ মাসে	...	...	...	২৩৸৴০
জ্যৈষ্ঠ মাসে	...	...	...	১৯৷০
আষাঢ় মাসে	...	...	...	২৭৶০
শ্রাবণ মাসে	...	...	...	২৭৷০
				২৬৮।১০
ইহার মধ্যে নানা বাবদে খরচ—				৯২৶০
সুতরাং খরচা বাদ মোট লাভ—				১৭৬/১০

এক্ষণে ৩য় বর্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাবটা একবার দেখুন। এ বৎসর খোদার ফজলে সকল বিভাগেই উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে।

৩য় বর্ষের আয় ব্যয়।

জমা—

বিবরণ	টাকা
দুগ্ধ বিক্রয় মোট—	৪৪৯৲
কপি, শালগম, সালাত ইত্যাদি শাক সব্জী বিক্রয়	১১১৷৷৵০
পেয়াজ ও রসুন্দ বিক্রয়	৩৮৸/০
খেশারি বিক্রয়	১০৭।/০
বিবিধ রবি শস্য	২৭৲
লিচু	৮২৸৵০
গোলাপ জাম প্রভৃতি	৯৷৷/০
আম বিক্রয়	১৭২৷৷৶০
আনারস	১৭৸/১০
কাঁঠাল	২৩৷৷০
কেলা	৩৬৷১০
পাট বিক্রয়	১৪২৲
আউস ধান	২৮৷৷০
হলুদ	২২৸৵১০
আমন ধান্ত বিক্রয় ৭৮/ মণ—	১১৫৲
কচু বিক্রয়	৪০৫৲
	১৮৬৯৸৶১০

খরচ—

বিবরণ	টাকা
গাভী খরিদ ২টা	৭৬৲
আসমতের বেতন ও পুরস্কার	৬০৲
শরাফতের বেতন	৫০৲
রাখাল বালক	২৫৲
বাজে মজুর ও ঠিকা চাষের খরচা মোট—	১১৮৷৷০
আম্র ও লিচুর কলম খরিদ	১০৲
বলদ ও গাভীর জন্য খৈল ভুষি প্রভৃতি	৮৪।৶০
গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি	২১৸০
জাল ভাড়া	১০৲
কৃষি যন্ত্রাদি মেরামত	৮৷০
কপি ইত্যাদির বীজ খরিদ	১৮৷৷০
এক জন মালীর বেতন, খোরাকী ও রাহা খরচ	১৭৲
বাজার খরচাদি মোট ১ বৎসরে	২০০৲
প্রয়োজনীয় কাপড়াদি খরিদ—	১৩২৶০
	৮৩১৷৷৵০

জমা—

ইজা—	১৮৬৯৸৶১০
৩য় বর্ষের শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ঐ বিক্রয়	১৮৬৸০
মূলা বিক্রয়	৪৩।/০
মৎস্য বিক্রয়	৫৩৲
বেগুণ বিক্রয়	৩১।/০
বাঁশ বিক্রয়	৭।৶১০
জমির খাজানা	১২৮৲
বিচালি বিক্রয়	১৮॥০
	২৩৯৮॥/০
বাদ খরচ—	১৮০৩৶০
	৫৯৫॥৶০
প্রথম বর্ষের মজুদ তহবিল	৫৮৬॥৶০
২য় বর্ষের ঐ	৮৫৸৵০
	১২৮০'৵১৫

খরচ—

ইজা—	৮৩১'৵০
ধোবা ও নাপিত	২০৲
ওয়াজের সভা ও দান-খয়রাত—	১১২৲
সংবাদ-পত্র ও পুস্তকাদি	২৭।০
হেজাজ রেলওয়ের চাঁদা (মায় মণিঅর্ডার খরচ এই তহবিল হইতে দেওয়া হয়)	১১০৲
স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণের চাঁদা	১৮৲
পুষ্করিণী কাটাইবার খরচ	৪৩২৲
পোনা মাছ খরিদ	৬১৸০
হাঁস খরিদ	৩৬৲
সোডা খরিদ	৭৲
কুঁড়া খরিদ	৪॥০
জাকাৎ	৩২৲
ঘরের জন্য উলু ঘাস (ছন) খরিদ	৮৮৲
ঐ দড়ী খরিদ	৯৲
ঘর মেরামত দঃ ঘরামীর মজুরী	২২৲
	১৮০৩৶০

তৃতীয় বৎসরের শেষে ১২৮০।৶১৫ তহবিলে জমা থাকিল। ওয়ালেদ সাহেব, আম্মা সাহেবা, ফুফু সাহেবা দ্বয়, মামানী সাহেবা প্রভৃতি সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ওদিকে অন্দরের তহবিলেও ২ বৎসরে ৩১০॥৶০ পূঁজি হইল।

আমার সহোদরা ভগিনীত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠার বয়স এ সময় ১৪ বৎসর, দ্বিতীয়ার বয়স ১২ বৎসর ও তৃতীয়ার বয়স ৯ বৎসর। পক্ষান্তরে আমার ফুফাতো ভগিনী জ্যেষ্ঠাটির বয়স ১৫ বৎসর, দ্বিতীয়ার ১০ বৎসর, তৃতীয়ার ৮ বৎসর। সুতরাং ২টী ভগিনীর বিবাহের বয়স হইয়া আসিল। এতদিন এ সব বিষয়ের তত খেয়াল ছিল না; এক্ষণে ভগিনীদিগের বিবাহের জন্য আমাদের মনে একটী নূতন চিন্তার উদয় হইল।

এক দিন আমাদের অন্দরের বড় ঘরের উত্তর বারান্দায় একটি ক্ষুদ্র কমিটী বসিল। সেই কমিটীতে ওয়ালেদ সাহেব, ওয়ালেদা সাহেবা, ফুফু সাহেবা দ্বয়, মামানী সাহেবা ও আমি উপস্থিত ছিলাম। বাবাজান ভগিনীদের বিবাহের প্রস্তাব তুলিলেন। আর আর মুরব্বিগণ বলিতে লাগিলেন, “মেয়েদের বিবাহ সম্বন্ধে আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। অত বড় বড় মেয়ে ঘরে আইবুড়ো, পেটের ভাত হজম হইবে কেমন করিয়া?” ওয়ালেদ সাহেব বলিলেন, “খোদার তরফ হইতে আমাদের উপর ‘রহমত’ নাজেল হইয়াছে; নচেৎ ৩ বৎসরের মধ্যে আমাদের অবস্থা এতটুকু উন্নতি লাভ করিবে, কে আশা করিয়াছিল? তালুক খানা যাওয়াতে আমরা ত এক প্রকার পথের ভিখারী হইয়াছিলাম। বাবা শরফুদ্দীনের উপর খোদাতা-লার ‘নেক নজর’ পড়াতে তাহার দ্বারা এই সকল নূতন কার্য্যের অনুষ্ঠান হইল। আমরা যেন এতকাল নিদ্রিত ছিলাম; খোদা এই বালকের দ্বারা আমাদিগকে জাগাইয়া

দিলেন। যখন তিনি আমাদের অবস্থা শোধরাইয়া তুলিয়াছেন, তখন মেয়েদিগের বিবাহের ব্যবস্থাও তিনি করিয়া দিবেন। তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে লজ্জিত ও অপদস্থ করিবেন না। আমরা তাঁহার উপরই নির্ভর করিতেছি। তবে অবশ্য আমাদেরও নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। ভদ্র লোকের ঘরে মেয়েদের বিবাহ একটু বেশী বয়সেই হইয়া থাকে; তাহাতে লজ্জা-শরমের বিষয় কিছুই নাই। আমাদের শরানুসারেও ইহা অসিদ্ধ নহে। আমার ইচ্ছা, পাত্র বিদ্বান্ ও সদ্বংশ জাত হয়; কোনওরূপ ভদ্রতা ও সম্মান রক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই হইল; কিন্তু ধার্ম্মিক, পরহেজগার ও সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক। আমরাও পাত্র পক্ষ হইতে বেশী দাবি দাওয়া করিব না; পক্ষান্তরে আমরা বেশী কিছু দিতে থুইতেও পারিব না। ঐরূপ পাত্রের অনুসন্ধান করা হউক। আমার ইচ্ছা, একটী মেয়ের বিবাহ দিয়া ঘরেই রাখি। সইদাকে (আমার ভগিনীত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠাটীর নাম সইদন্নেসা) আমি বিবাহ দিয়া ঘরেই রাখিতে চাই।" ওয়ালেদের কথা শুনিয়া সকলেই নীরব থাকিলেন; কেবল আমার জ্যেষ্ঠা ফুফু বলিলেন, "ভাই, আপনি যাহা মনস্থ করিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলেরই মনোনীত। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন না। আজিজা সম্বন্ধে আপনার মত কি? আমি উহাকে বাড়ীতে না হউক, যাহাতে এই গ্রামের মধ্যেই বিবাহ হয়, তাহাই চাই। যাহাতে হামেশা উহাকে দেখিতে পারি, ইহাই আমার বাসনা।" প্রিয় পাঠক, আমার জ্যেষ্ঠা ফুফাতো ভগিনীর নাম আজিজন্নেসা। আমি আদবের সহিত বাবাজানকে বলিলাম, "কাজী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র নুরল হোসেন মিয়াঁর সঙ্গে আজিজার বিবাহ হইলে কি ভাল হয় না? তিনি এক্ষণে মোক্তারী করিতেছেন, ক্রমশঃ পসারও বাড়িতেছে; স্বভাব

চরিত্রও খুব উত্তম।" কথাটা যেন বাবাজানের পসন্দ সই হইল। তিনি বলিলেন, "হাঁ। বাবা ঠিক বলিয়াছ। যদি তাঁহারা অগ্রসর হন, তবে খুব উত্তম প্রস্তাব।" আর সকলেও এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। ছোট সময়ে নুরু মিয়াঁ সর্ব্বদাই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন; দেখিতে শুনিতেও তিনি বেশ শ্রীমান্, বয়স ২৫।২৬ বৎসর হইবে। আজ এই পর্য্যন্ত কথা হইয়া থাকিল।

আমার বন্দোবস্তের চতুর্থ বৎসর।

—o—

এ বৎসর দুইটী নূতন কাজে হাত দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। প্রথমতঃ ১ খানি গরুর গাড়ী ক্রয়, দ্বিতীয়তঃ আন্দ'রর পুষ্করিণীটীর পঙ্কোদ্ধার। ঐ উভয় কার্য্যে ৪০০৲ টাকা খরচ হইবে বলিয়া অনুমান করিলাম। জিনিস পত্র এদিক ওদিক চালান দিতে অনেক সময় বিষম বেগ পাইতে হয়। নিজের গাড়ী থাকিলে কোন অসুবিধাই নাই। পক্ষান্তরে অনেক সময় গাড়ী ভাড়া দিয়াও কিছু আয় হইবার সম্ভাবনা আছে। আসমতের উপর এ কাজের ভার দেওয়া হইল। সে খুব দেখিয়া শুনিয়া নিকটবর্ত্তী শহর হইতে ৩০৲ টাকায় ১ জোড়া গাড়ীর চাকা ক্রয় করিয়া আনিল। ১ জোড়া গাড়ীর বলদ ৬২৲ টাকায় খরিদ হইল। সর্ব্বশুদ্ধ ১২৫৲ টাকায় গাড়ী খানি (বলদ সহ) ঠিক হইয়া গেল; একটী মজবুত ছোকরাকে মাসিক ৩৲ টাকা বেতনে গাড়োয়ান নিযুক্ত করিলাম।

অগ্রহায়ণ মাসে এক জন পাইকেড় আইসাতে ২৬ জোড়া রাজ হাঁস ৩৲ টাকা দরে ৭৮৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। ৪ জোড়া হাঁস

রাখিয়া দিলাম। পাতি হাঁসগুলির আরও ৮টা মরিয়া গিয়াছিল; অবশিষ্ট ১৯ গণ্ডা হাঁসের মধ্যে ৪ গণ্ডা রাখিয়া, ১৫ গণ্ডা বিক্রয় করিলাম। উহা মোট ২৬৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। সুতরাং এ বৎসর আমাদের রাজ হাঁস ১২ জোড়া ও পাতি হাঁস ৬ জোড়া থাকিল।

যথাসময়ে আন্দরের পুষ্করিণীটিও কাটাইলাম। পুষ্করিণীটী খুব গভীর করা হইল। সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০৲ টাকা খরচ হইয়াছিল। এই পুষ্করিণীটি কাটানে আমাদের পশ্চাদ্দিকের বাগানগুলির খুব উন্নতি হইল। এই পুষ্করিণীটির মাটী দ্বারা আন্দরের আঙ্গিনা গুলিও খুব উঁচু করা হইল।

চাষ বাস পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল। এবার ধানের অবস্থা বেশ ভাল বোধ হইল। এবার কপির আবাদ তেমন সুবিধা হইল না। খেশারির অবস্থাও বড় ভাল ছিল না। রবি-শস্য 'নেহায়েত' মন্দ জন্মিয়া ছিল না।

এ বৎসর ফতেহায় দোয়াজ-দহোম উপলক্ষে বাড়ীতে বেশ ধূম ধামে মৌলুদের সভা করিলাম। মক্তবের মৌলবী সাহেবই মৌলুদ পাঠক ছিলেন। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবের দুই জন উপযুক্ত শিষ্য আসিয়া খুব "ওয়াজ-নছিহত" এবং বক্তৃতাদি করিলেন।

অনেক চেষ্টায় এ বৎসর আর ৪/ বিঘা জমি স্থানীয় জমীদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম।

চৈত্র মাসে আসমত বলিল, "ছোট মিয়াঁ! ১ খানি লাঙ্গলে আমাদের আর কুলাইতেছে না। অনেক টাকা ঠিকা চাষের দরুণ দিতে হয়। তাহাও আবার ঠিক সময় মত পাওয়া যায় না। কৃষক নিজের কাজ ফেলিয়া ঠিকা কাজ কখনই আগে করে না। কেবল ৩টী বলদ ও ১ খানি লাঙ্গল হইলেই চলিতে পারে। আমরা ত দুই জন

আছিই, গাড়োয়ান ছোকরাও অনেক সময় চাষের কাজে আমাদের সাহায্য করিতে পারিবে। ১২০৲ টাকা বা ১২৫৲ টাকায় লাঙ্গল বলদ দুইই হইয়া যাইবে।" আমি বাবাজানের সহিত পরামর্শ করিয়া আসমতের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলাম। ৩টী বলদ ১০৫৲ টাকায় খরিদ হইল। লাঙ্গলাদি সহ ১১৮৲ টাকায় ১ খানা লাঙ্গলের সম্পূর্ণ সরঞ্জাম ঠিক হইয়া গেল।

আন্দরের পুষ্করিণীটীতে যথাসময়ে ৪৭৲ টাকার পোণা মাছ ফেলিলাম। দুইটী পুষ্করিণী মৎস্য পূর্ণ হওয়াতে মনে অনেকটা আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলাম, ৪।৫ বৎসর পরে অবশ্যই মৎস্য বিক্রয়ে কিছু টাকা হইবে।

ওদিকে মীর তোরাব আলী সাহেবের দ্বারা কাজি সাহেবের পুত্রের সহিত আমার ফুফাতো ভগিনীটীর বিবাহের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। কাজি সাহেব আগ্রহের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। উত্তরে বাবাজান বলিলেন, "কাজি সাহেবের সহিত সম্বন্ধ করিতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। আমি গরীব মানুষ; তিনি আমাদের তুলনায় বড় লোক; আমার ঘরে অনেকগুলি মেয়ে, সুতরাং অতি সংক্ষেপে না হইলে আমি কাজ করিতে পারিব না, আর আগামী মাঘ মাসের পূর্ব্বে কার্য্য সম্পাদন করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ, এ বৎসর নানা কাজে আমাদের বহু টাকা খরচ হইয়া গেল।" মীর সাহেব যাইয়া কাজী সাহেবকে এই কথা বলাতে তিনি তাহাতেই রাজী হইলেন। কাজ সংক্ষেপে হয়, ইহা তাঁহারও ইচ্ছা। তাঁহার ঘরেও পুত্র কন্যা অনেকগুলি, তিনিও খরচ-পত্রে "দস্ত-দারাজ" করিতে ইচ্ছুক নহেন।

যথানিয়মে কপি শালগমের ফসল, মূলার ফসল, ধানের ফসল,

বেগুণের ফসল, রবি-শস্য, পেয়াজ-রশুনের ফসল, লঙ্কা-মরিচের ফসল ইত্যাদি হইয়া গেল। বৈশাখ মাসে লিচু, গোলাপ জাম, আম, আর আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি যথানিয়মে বিক্রয় হইল। কেলা এবং হলুদের বিক্রয় কার্য্যও যথাসময়ে সম্পাদিত হইল।

এক্ষণে আমার পড়া শুনার কথাও এক বার শুনুন। এ বৎসর আমি মাইনার পরীক্ষা দিয়া পাস হইলাম। পাস করিতে পারিব, সে আশা আমার আদৌ ছিল না। কারণ সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে পড়া শুনা খুব কমই হইতে পারিত। পরীক্ষা দিতে আমাকে জেলায় যাইতে হইয়াছিল। জেলায় সেই উপলক্ষে এক সপ্তাহ বাস করিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে আসমত গিয়াছিল। আমাদের গ্রামের আরও ২ জন এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ৩ জন মুসলমান ছাত্রও পরীক্ষা দিতে গমন করিয়াছিল। সেই ৫ জনের মধ্যেও ৩ জন পাস হইয়াছিল। হিন্দু ছাত্র মোট ৭ জন পাস হইয়াছিল। জেলায় গিয়া এ বিষয়েরও সন্ধান লইলাম যে, সময় সময় তরি-তরকারী এবং ফল-ফলারি পাঠাইলে কোনও লোকের দ্বারা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইতে পারে কি না। ভাবিলাম, সুযোগ হইলে নিজের ক্ষেত্রোৎপন্ন জিনিস ছাড়া গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া কিছু বেশী পরিমাণ দ্রব্যাদি পাঠাইতে পারিলে, অবশ্যই কিছু না কিছু লাভ হইবে। যখন নিজের গাড়ী আছে, তখন মাল পাঠাইবার কোনও অসুবিধা নাই। সন্ধানে জানিলাম, মুন্‌শী আলতাফ্ হোসেন নামক এক ভদ্র দোকানদার বড়ই ধার্ম্মিক ও বিশ্বাসী। তাঁহার দোকান খানিও বাজারের উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত। মুন্‌শী সাহেবের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া বন্দোবস্ত করিলাম। তাঁহার দোকানের সম্মুখে রাখিয়া ঐ সকল ফল ও তর-

কারী তিনি নিজের লোক দ্বারা বিক্রয় করাইবেন; টাকায় /০ হিসাবে কমিশন তিনি গ্রহণ করিবেন; এরূপ বন্দোবস্ত ঠিক হইল। আমাদের কোন লোক আসিবার দরকার হইবে না; গাড়োয়ান আসিয়া মাল পঁহুছাইয়া দিয়া যাইবে মাত্র। মুন্‌শী সাহেবের ১ খানি বিনামার দোকান ও ১ খানি কাটা কাপড়ের দোকান আছে। মুন্‌শী সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি এক জন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ। ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া এই দোকানদারী দ্বারা তিনি বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। ২ খানি দোকানে ৪।৫ জন সরকার, গোমাশ্‌তা এবং ৭।৮ জন দরজী কাজ করে। একটী সেলাইয়ের মেশিন আছে। তদ্ব্যতীত তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বদা দোকানে উপস্থিত থাকেন। মুন্‌শী সাহেব নিজেও মাসে গড়ে ১৫।১৬ দিন দোকানে অবস্থিতি করেন। তিনি নিজ ভ্রাতা ও পুত্রকে লইয়া প্রত্যহ নিকটস্থ মসজেদে গিয়া জমাতে নমাজ পড়েন। দোকানের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যেও অধিকাংশ নমাজী মুসল্লি। দোকানের সম্মুখেই নগরের দৈনিক বাজার দুই বেলা বসিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার দোকান খানিতে সর্ব্বদাই প্রায় ভিড় থাকে।

পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিলাম। কিছু দিন পরে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমার পরীক্ষায় পাস হওয়ার সংবাদে বাবাজান কেবলা বড়ই আনন্দিত হইলেন। এই উপলক্ষে তিনি দরিদ্রদিগকে ৫৲ টাকা খয়রাত করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "বাবা, পড়া শুনা এ পর্য্যন্তই যথেষ্ট। এক্ষণে পারসী ও কিছু আরবী যদি পড়িতে পার, তবেই আমি সুখী হইব। মোক্তবের মৌলবী সাহেবের নিকটই পড়িতে পারিবে। "দিনি এলেম" একটু শিক্ষা করা দরকার। দুনিয়ার কাজ ত এক প্রকার চলিয়া যাইবে; পরকালের পথ "কোশাদা"

করা চাই।" এ সময় পর্য্যন্ত আমি পারসী গোলেস্তাঁ ও বোস্তাঁ পড়িয়া শেষ করিয়াছিলাম। উর্দ্দু পড়িবারও বেশ "মহাবেরা" হইয়াছিল।

আষাঢ় মাসে এক দিন ছিঁটে ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে; আমি বৈঠকখানায় বসিয়া আসমতের সহিত কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বলিতেছি, এমন সময় এক জন হিন্দু ভদ্রলোক ছাতা মাথায় দিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বয়স অনুমান ৫০ পঞ্চাশ বৎসর হইবে। পরিধানে সাদা ধুতি, গায়ে উত্তরীয়, গলায় পৈতা আছে; কিন্তু পায়ে জুতা নাই। আমি তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না। আসমত তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং বলিল, "ঠাকুর মহাশয় সেলাম, আসুন ঘরে আসুন।" ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিলেন; আমি উঠিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলাম। আসমত আনিয়া ১ খানি বড় জলচৌকি দিল। ব্রাহ্মণ ছাতাটী এক পাশে রাখিয়া চৌকিতে বসিলেন; এবং আসমতকে সম্বোধন করিয়া আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এইটি কি মুন্‌শী সাহেবের ছেলে?" আসমত বলিল, "হাঁ মহাশয়।" অতঃপর আসমত এক কল্‌কে তামাক সাজিয়া বামুনের হুকায় করিয়া, ঠাকুরকে দিল। তিনি হুকাটী লইয়া তামাক সেবন করিতে লাগিলেন; এবং তামাক খাইতে খাইতে আমার পিতা কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, তিনি এ সময় মসজেদে আছেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাপু একবার তাঁহাকে ডাকিয়া দাও, তাঁহার সহিত আমার বিশেষ কথায় প্রয়োজন আছে।" আমি মসজেদে গিয়া দেখিলাম, পিতা তসবি জপিতেছেন। তাঁহাকে ঠাকুরের আগমন-সংবাদ জানাইলে, আমাকে ইঙ্গিতে বলিলেন, আমি আসিতেছি। ৫।৬ মিনিট পরে পিতা মসজেদ হইতে বাহির হইয়া

ধীর স্থির ও গম্ভীর ভাবে বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। ঠাকুর একটু দূর হইতে বলিলেন, "মুন্‌শী মশায় সেলাম।" পিতা সেলামের উত্তর দিয়া হাস্য মুখে গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি একটি বড় মোড়া আনিয়া দিলাম, তিনি তাহাতে বসিলেন। বাবাজান জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি মনে করিয়া?"

ভট্টাচার্য্য।—কোন বিশেষ কথার দরকার আছে।

পিতা।—যাহা বলিবার থাকে বলিতে পারেন।

ভট্টাচার্য্য।—গোপনীয় কথা, সুতরাং আপনি ও আমি ব্যতীত আর কাহারও এখানে থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

ভাব গতিক দেখিয়া আমি ও আসমত সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাঁহারা কথা বার্ত্তা কহিলেন; তৎপর আগন্তুক ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে পর আমি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম; আসমত ইতিপূর্ব্বে নিজের কাজে চলিয়া গিয়াছিল।

বাবাজান কেবলা অন্দরে চলিলেন, আমাকেও অন্দরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। বাবাজান বড় ঘরের উত্তর বারাণ্ডায় গমন করিয়া চৌকির উপর বসিলেন এবং আমাকে বলিলেন, তোমার ফুফু প্রভৃতিকে ডাকিয়া আন। তাঁহারা সে সময় চিকণের কারখানা ঘরে কাজ করিতেছিলেন; আমি গিয়া ডাকিলে ওয়ালেদা সাহেবা সহ সকলেই তথায় আসিলেন, কেবল বালিকাগণ তথায় থাকিয়া কাজ করিতে লাগিল।

সকলে উপস্থিত হইলে বাবাজান বলিলেন, "খোদা যাহা করেন, তাহা মানুষের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। অজ্ঞান অবোধ মানুষ

তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়া ভীত ও চঞ্চল হয়। ধর্ম্ম-পথে থাকিলে খোদাতা-লা নিশ্চয়ই সকল বিপদ-বিঘ্ন কাটিয়া দেন। আমাদের তালুকখানি নীলাম হইয়া যাওয়াতে চক্ষে আঁধার দেখিয়াছিলাম; কি ভাবে দিন 'গে'জরান' হইবে, তাহা ভাবিয়া "হয়রাণ-পেরেশান" হইয়াছিলাম। 'খোদার তরফ' হইতে এই বালক শরফুদ্দীন সংসার সাগরে ঝাপ দিল। এই ৩।৪ বৎসরের মধ্যে খোদা আমাদিগকে পরিশ্রম ও চেষ্টার ফল বিলক্ষণ দিয়াছেন। ভবিষ্যতে তিনি আরও দিতে পারেন। নরহরি ভট্টাচার্য্যের বিশ্বাসঘাতকতায় আমার পৈতৃক তালুক খানি বাকী খাজানার দায়ে নীলাম হইয়া গেল; সে বেনামী করিয়া তাহার আত্মীয় গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নামে উহা খরিদ করাইল। আমি "শোকর" ও "সবর" করিয়া থাকিলাম। আজ সেই গোপাল ঠাকুর আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহার কথায় বুঝিতে পারিলাম, নরহরির সহিত তাঁহার বিষম মনোবাদ উপস্থিত হইয়াছে। গোপাল ঠাকুর নিজের টাকায় তালুক খরিদ করিয়াছিলেন; কথা ছিল, নরহরি পরে টাকা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে কবালা করিয়া লইবে। কিন্তু সে এ যাবৎ টাকা দেয় নাই। ইতিমধ্যে উভয়ের মধ্যে বিবাদ লাগিয়া গিয়াছে। গোপাল ঠাকুরের মনে একটু ধর্ম্মভাবও জাগরুক হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এখন আমার তালুকখানি আমাকেই ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছেন; তিনি ৭০০৲ টাকায় তালুক খানি নীলাম খরিদ করিয়াছিলেন। উহার ন্যায্য মূল্য ৩০০০৲ টাকার কম নহে। গোপাল ঠাকুর আমার নিকট মাত্র ১০০০৲ টাকা চাহিতেছেন। আমি ৮০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বলিয়াছি; এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া ২।১ দিনের মধ্যে সংবাদ দিব বলিয়াছি।" বাবাজানের কথা শুনিয়া সকলেরই বদন মণ্ডলে আনন্দ রেখা প্রকটিত হইল। আমি তখন

আদবের সহিত বলিলাম, "বাবাজান! এ কাজে আর বিলম্ব করিতে নাই। হাজার টাকা দিয়াই লওয়া হউক; মানুষের মনের গতি কখন কিরূপ হয় বলা যায় না। আজ ব্রাহ্মণের মনে যে ভাব উপস্থিত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহা উল্টিয়া যাইতে পারে। তালুকের নীলাম ফাজিলি টাকা এক্ষণে আপনার নিকট যাহা আছে, তাহা দিন; আমি এদিক হইতে অবশিষ্ট টাকার জোগাড় করিয়া দি; ২।১ দিনের মধ্যেই লেখা পড়া এবং দলিল রেজিষ্ট্রী হইয়া যাউক।" বাবাজান বলিলেন, তাহাই হইবে; কালই তাঁহার নিকট লোক পাঠান যাইবে। আজ আমাদের মধ্যে এই পর্য্যন্তই কথা বার্ত্তা হইয়া থাকিল। পর দিন সকালে আসমতকে গোপাল ভট্টাচার্য্যের বাড়ী পাঠান হইল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৈকাল বেলা আসিবেন।

বৈকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিলে, আমাদের বৈঠকখানায় ওয়ালেদ সাহেবের সহিত তাঁহার কথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। এই দিন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। গোপাল ঠাকুর বলিলেন, "মহাশয়! আপনি দেবতুল্য মানুষ; আপনার যে ক্ষতি করিবে, তাহার কখনও মঙ্গল হইবে না। নরহরি আপনার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা অতি নিন্দনীয়। কৃতঘ্নতার মতন মহা পাপ আর নাই। নরহরি আপনার নুণ খাইয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ধর্ম্ম ইহা সহিবে কেন? আমি এতটা ভিতরের খবর জানিতাম না, জানিলে অনেক দিন পূর্ব্বেই ইহার প্রতিকার করিতাম। যদিও আপনার সহিত আমার তেমন বেশী আলাপ পরিচয় নাই—দুই তিন বারের সাক্ষাৎ মাত্র; কিন্তু লোক মুখে আপনার প্রশংসাবাদ অনবরত শুনিয়া আসিতেছি; যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যক্ষও দেখিলাম। এমন বিপদেও আপনি অবসন্ন হন নাই; ঈশ্বরও সেই জন্য আপনাকে

তাহার পুরস্কার দিতেছেন। পূর্ব্ব জন্মে আপনি অবশ্যই কোন দেবতা ছিলেন, শাপগ্রস্ত হইয়া ধরাতলে আগমন করিয়াছেন। (আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া) অদৃষ্ট ফলে একটি সন্তান-রত্নও তেমনই লাভ করিয়াছেন। না হইবে কেন, ধর্ম্মবলে যিনি বলীয়ান্, ঈশ্বর সততই তাঁহার অনুকূল। আপনার তালুক খানি আপনি গ্রহণ করুন। আপনি যদি আমাকে কিছু ধরিয়া না দেন, তবে আমি ঐ ৭০০৲ টাকায়ই আপনাকে ইহা কবালা করিয়া দিব। আপনার প্রজা কয় ঘরও দেখিলাম, আপনার জন্য যেন উন্মত্ত। আপনার সহিত সাক্ষাতে ও আলাপে আমি কৃতার্থ হইয়াছি।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইত্যাকারের অনেক কথাই কহিলেন; অতঃপর ৯০০৲ টাকায় তালুক খানি কবালা করিয়া দিবেন, স্থির হইল; তবে একটি কথা এই থাকিল যে, প্রজাদিগের নিকট তাঁহার সময়ের যে খাজানা বাকী আছে, তাহা আদায় করিয়া তাঁহাকে দিতে হইবে। ঐ টাকার পরিমাণ প্রায় তিন শত টাকা হইবে। ৭০০৲ টাকায় ক্রয় করিয়া ৪ বৎসরে প্রায় ৫০০৲ টাকা খাজানা আদায় করিয়াছেন, এখনও প্রায় ১২০০৲ টাকা পাইতেছেন; সুতরাং ঠাকুর মহাশয়েরও বড় ঠকা হইল না। পক্ষান্তরে তিনি ধর্ম্ম এবং ন্যায়ের মর্য্যাদাও রক্ষা করিলেন। যাহা হউক, তখনই বায়নাপত্র লিখিত হইল; ১০০৲ টাকা বায়না স্বরূপ তাঁহাকে সেই দিনই দিয়া দিলাম; কথা হইল, এক সপ্তাহের মধ্যে দলিল লেখা পড়া হইয়া রেজিষ্ট্রী হইয়া যাইবে।

ফলতঃ এই ঘটনার ৫ দিন পরে বিক্রয় কবালা লেখা পড়া হইয়া গেল; ঠাকুর মহাশয় উপস্থিত হইয়া দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলেন। অবশিষ্ট ৮০০৲ টাকা তাঁহাকে দিয়া আমরা হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এই কার্য্যটী যথাসম্ভব গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল। কাজী

সাহেব, মক্তবের মৌলবী সাহেব, মীর তোরাব আলী সাহেব এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক জ্ঞাতি ভ্রাতা দলিলের সাক্ষী ছিলেন। ২।৪ দিনের মধ্যেই কথা রাষ্ট্র হইয়া গেল—নরহরির মস্তকে যেন বজ্র নিপতিত হইল। প্রজাগণও সংবাদ পাইয়া আনন্দ-চিত্তে—প্রফুল্ল মুখে আমাদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের অনেকের চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে দেখিয়াছিলাম। তাহারা বলিতে লাগিল, "আমরা যেন এতদিন পিতৃহারা হইয়াছিলাম, আজ পুনরায় পিতৃ লাভ করিলাম। খোদা আপনাদিগকে দীর্ঘজীবি করিয়া রাখুন; এবং আপনাদের সংসারের উন্নতি বিধান করুন। আমাদিগকে আপনারা "দোয়ায়-খায়ের" করিবেন। পিতা তাহাদের সকলকে সদালাপে মুগ্ধ করিলেন, এবং খোদাতা-লার দরগায় তাহাদের মঙ্গল কামনা করিলেন। আমাদের সর্ব্বশুদ্ধ ১৮ ঘর প্রজা ছিল, তন্মধ্যে ৭ ঘর হিন্দু ও ১১ ঘর মুসলমান। কিন্তু আমাদের প্রতি হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর প্রজার সমান ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। প্রজাগণ দুই হাত তুলিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সে দিনের জন্য চলিয়া গেল।

এক্ষণে আমাদের একটী নূতন ভাবনা উপস্থিত হইল। উপস্থিত ঘটনায় প্রায় হাজার টাকা খরচ হইয়া গেল, মাঘ মাসে বিবাহের 'আঞ্জাম' হইবে কি করিয়া। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজী সাহেবকে বলা হইল, এ বৎসর বিবাহের কার্য্যে হাত দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ঋণ করিয়া কোন কাজই আমরা করিব না, ইহা আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। তবে এ বৎসর "আথ্‌তবস্ত্" হইয়া থাকুক; ইতিমধ্যে আর একটী মেয়ের (আমার সহোদরা ভগিনীর) বিবাহ স্থির হইলে আগামী বর্ষে দুই কাজ একত্রেই সমাধা করিয়া ফেলিব। কাজী সাহেব অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি আমাদের বর্ত্তমান

অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া তাহাতেই রাজি হইলেন। আমরাও আর একটী পাত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার ওয়ালেদার এক খালাতো ভগ্নিপতি ছিলেন। তাঁহার নাম সৈয়দ লতাফত হোসেন। আমার সেই খালুর একটী পুত্র ছিলেন; খালু এবং খালার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহাকে তাঁহার পিতৃব্য লালন পালন করিয়াছিলেন। আমার সেই খালাতো ভাইটীর নাম সৈয়দ দেলাওর হোসেন। তিনি দেশে সামান্য কিছু পারসী পড়িয়া হুগলিতে গিয়া মোহসেনিয়া মাদ্রাসায় আরবী পড়েন। সেখানে জমাতে 'দোওম' পর্য্যন্ত পড়িয়া হিন্দুস্থানে চলিয়া যান; কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার খোজ খবরই পাওয়া যায় না। আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। ৭ বৎসর পরে তিনি হঠাৎ দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাসে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের আহ্লাদের সীমা পরিসীমা রহিল না। মাতা সাহেবা ত তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। ভ্রাতারও চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। তাঁহার মুখে তাঁহার সেই সুদীর্ঘ প্রবাস-বৃত্তান্ত শুনিয়া আমরা স্ব স্ব হৃদয়ের উদ্দীপ্ত কৌতূহল নিবারণ করিলাম। জানিতে পারিলাম, তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মাদ্রাসা পাস করিয়া হিন্দুস্থানের বিভিন্ন মাদ্রাসা দেখিয়া শুনিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সাহারণপুর, দিল্লী, রামপুর, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা ইত্যাদি স্থানের মাদ্রাসা সকল দেখিয়া, এক এক স্থানে ১৫।২০ দিন করিয়া অবস্থান পূর্ব্বক, তথাকার শিক্ষা-প্রণালী সুন্দর রূপ দেখিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বড় বড় আলেমদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। স্থূল কথা, তিনি এক জন অতি উচ্চ দরের আলেম হইয়াছেন। এ সময় তাঁহার

বয়ঃক্রম ২৬ বৎসর মাত্র। আমাদের মক্তবের মৌলবী সাহেব তাঁহার এলেমের পরিমাণ বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "এ যে এলেমের দরিয়া।" ভাই মৌলবী সাহেব ১ সপ্তাহ কাল আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া, গৃহে গমন করিলেন। আমরা পুনরায় আসিবার জন্য বিশেষ রূপ অনুরোধ উপরোধ করিলাম। ওয়ালেদা সাহেবা পাকা 'কওল' না লইয়া ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, আমাকে একবার পাটনায় যাইয়া মৌলবী খোদাবখ্‌শ্‌ খানবাহাদুরের কোতবখানার (লাইব্রেরী) প্রয়োজনীয় কেতাব সমূহ কিছু দিন পাঠ করিয়া দেখিতে হইবে। ২।৩ মাস কাল আমি তথায় অবস্থান করিব। ভাই সাহেবের আগমনে আমাদের গৃহ যেন আনন্দ-পুরীতে পরিণত হইয়াছিল; তাঁহার প্রস্থানে আমাদের প্রাণে বড়ই কষ্টানুভব হইল।

এক দিন ওয়ালেদ সাহেব আমাদিগকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার বড়ই ইচ্ছা, যদি এই ছেলেটী সইদাকে বিবাহ করিতে রাজী হন, তবে তাঁহার হস্তে উহাকে সমর্পণ করি। এরূপ উপযুক্ত পাত্র আর পাইব না। ইঁহার যখন পিতা মাতা নাই, তখন ইচ্ছা করিলে আমাদের এখানেও থাকিতে পারেন। উঁহার চাচ্চারও বোধ হয় এ বিষয়ে আপত্তি হইবে না।" আম্মা সাহেবা, ফুফু সাহেবা দ্বয়, মামানী সাহেবা – ইঁহারা সকলেই নিতান্ত আগ্রহের সহিত বাবাজানের প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। আমি বলিলাম, যদি ভাই মৌলবী সাহেব এ কাজ করেন, তবে আমাদের পরম সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে। অমন আলেম ও মোত্তাকি-পরহেজগার আমরা আর কোথায় পাইব? বিশেষতঃ তিনি আমাদের আত্মীয়। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে এ কাজের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তিনি এখানে থাকিলে আমাদের দেশ গোল্‌জার এবং গৌরবান্বিত হইবে। এরূপ আলেম

আমাদের দেশে আর আছেন বলিয়া বোধ হয় না।" স্থির হইল, ওয়ালেদা সাহেবা নিজে সেখানে যাইয়া, মৌলবী ভ্রাতার চাচ্চা এবং চাচ্চির নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন।

কয়েক দিন পরে ওয়ালেদা সাহেবা শিবানন্দপুর গ্রামে—মরহুম থালু সাহেবের বাটীতে গমন করিলেন; আমিও সঙ্গে গেলাম। থালু সাহেব জীবিত থাকিতে ওয়ালেদা সাহেবা কয়েকবার সেখানে গিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে সে স্থান নূতন নহে। বলা বাহুল্য, যাওয়ার পূর্ব্বে সেখানে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল।

আম্মা সাহেবা যাওয়াতে থালু সাহেব মরহুমের ভ্রাতা সৈয়দ আকরম হোসেন সাহেব বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। মৌলবী সাহেবের ত আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। আমার সহিত ত মৌলবী ভ্রাতার পূর্ব্ব হইতেই এক অপূর্ব্ব সদ্ভাব জন্মিয়াছিল; তিনি আমাকে পাইয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। আমরা ৫ দিন সেখানে থাকিলাম; ইতিমধ্যে বিবাহের কথা বার্ত্তা হইল। মৌলবী সাহেবের চাচ্চা প্রথমে বলিলেন, "উহার বাপ দাদার বাড়ী ঘর ছাড়িয়া কিরূপে আপনাদের ওখানে গিয়া থাকিবে; আমার ইচ্ছা এখানেই থাকে।" অনেক প্রকার কথা কাটাকাটির পর তিনি এক প্রকার রাজি হইলেন, এবং ওয়ালেদা সাহেবাকে বলিলেন, "পিতৃ পক্ষে আমি যেমন ছেলের অভিভাবক, মাতৃপক্ষে ত আপনিও তদ্রূপ। সুতরাং আপনার প্রস্তাবে আমি আপত্তি করিতে পারি না।" তিনি ভাই মৌলবী সাহেবকেও এ প্রস্তাবের বিষয় বলিলেন, তিনি তদুত্তরে প্রকাশ করিলেন যে, "আপনি আমার পিতৃব্য—পিতৃ স্থানীয়; বিশেষতঃ প্রতিপালক ও অভিভাবক; আপনি যাহা ভাল বোধ করেন, তাহাই করুন। আমি আপনার কোনও বাক্যেরই অন্যথাচরণ করিব না।" ইহার পর

আমার সহিতও মৌলবী ভ্রাতার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইল, তাহাতে আমি এ কার্য্যের জন্য এমনই আগ্রহ প্রকাশ করিলাম যে, তিনি তাহাতে মুগ্ধ হইলেন। স্থূল কথা, কথা বার্ত্তা এক প্রকার ঠিক হইয়া গেল। আগামী মাঘ মাসে "আখ্‌ত্ বস্ত্" হইয়া থাকিবে, ইহাও এক প্রকার নির্দ্ধারিত হইল। অতঃপর আমরা বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আমরা বাড়ীতে আগমন করিলে পিতা সাহেব, ফুফু সাহেবাগণ ও মামানী সাহেবা বিবাহ সম্বন্ধীয় সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যই অনুকূল বলিয়া প্রমাণীকৃত হওয়াতে, ওয়ালেদ সাহেব রোরুদ্যমান অবস্থায় খোদাতা-লার নিকট "শোকর গোজার" হইলেন। আমরাও সে সময় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই; ভক্তি-স্রোতে আমাদের সকলেরই হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ইতিমধ্যে মৌলবী ভাই সাহেব পাটনায় চলিয়া গেলেন। এস্থলে আমাদের ৪র্থ বর্ষের আয়-ব্যয়ের তালিকাটী প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি।

৪র্থ বর্ষের আয়-ব্যয়।

আয়।		ব্যয়।	
দুগ্ধ বিক্রয়	৪৯৮৸/০	গরুর গাড়ী খরিদ আর বলদ ১ জোড়া	১২৫৲
কপি, শালগম, সালাত ও অন্যান্য বিলাতী রকমের শাক-সবজী	১২৮৸/০	১ খানা লাঙ্গল সায় ১ জোড়া বলদ ইত্যাদি	১১৮৲
পেয়াজ ও রসুন্দ বিক্রয়	৩৫৲	আসমতের বেতন ও পুরস্কার	৬০৲
খেশারি বিক্রয়	১১৮৸৶০	শরাফতের বেতন	৫০৲
বিবিধ রবিশস্য বিক্রয়	১০৫৶০	রাখাল বালক	২৲
লিচু	৭৭॥০	গাড়োয়ানের বেতন ১০ মাসে	৩০৲
গোলাপ জাম প্রভৃতি	১১৲	বাজে মজুর খরচ	৭৮৸০
আম বিক্রয়	১৮৭॥০	কলম, চারা, বীজ ইত্যাদি খরিদ	১৮॥০
আনারস	২৬॥৵০	বলদ ও গাভীর খৈল ভূষি ইত্যাদি	৬৮৲
কাঁঠাল	১৪॥০		
কেলা	৪৮৷৶০		
পাট বিক্রয়	১৫৭৲	গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি	১৬॥০
আউস ধান	৩২॥০	জাল ভাড়া	১০৲
আমন ধান্য বিক্রয়	২১৮৲	কৃষি যন্ত্রাদি মেরামত ও কোদাল কাস্তে খরিদ	১১॥০
কচু বিক্রয়	৪৩৩৲		
	২০৭২॥/০		৬১১৷০

আয়।

ইজা—	২০৭২॥/০
মূগ বিক্রয়	৩৫৶০
মৎস্য বিক্রয়	১৯॥০
বেগুণ বিক্রয়	৩৬৲
বাঁশ বিক্রয়	১৫৲
বিচালি বিক্রয়	২২॥০
গরুর বাছুর বিক্রয় ২টা	১৪৲
রাজহাঁস বিক্রয়	৭৮৲
পাতি হাঁস বিক্রয়	১৬৲
জমির খাজানা	১৭৮৲
নানাপ্রকার তরি-তরকারী ও ফল-ফলারী যাহা শহরে চালান দেওয়া হইয়াছিল, কমিশন বাদে তাহার লাভ	৬৫৫/০
গাড়ী ভাড়া আদায়	৫২৵০
	২৬১৪॥৶০
সাবেক তহবিল—	১৪৩০৮৶১৫
	৪০৪৫॥/১৫
বাদ খরচ—	২০৮৯।৶০
মোট লাভ—	১৯৫৬৶১৫

ব্যয়।

ইজা—	৬১১।০
বাজার খরচ	২০০৲
মেহমান খরচ	৩৮॥০
কাপড় ইত্যাদি খরিদ	৯২৶০
তক্তপোষ ও আলমারি তৈয়ার করিবার মিস্ত্রি এবং কল-কব্জা	৩৬৲
ধোবা ও নাপিত	২০৲
ওয়াজ ও মৌলুদের সভা ইত্যাদির খরচ মায় জাকাৎ ও কোরবাণী	১৫৮।০
সংবাদ পত্র ও পুস্তকাদি	২২৲
পুষ্করিণী কাটাইবার খরচ	৩৫০৲
ঘোড়া খরিদ	৭॥০
ঘর মেরামতের ঘরামী দঃ খরচ ও দড়ি ইত্যাদি	৩২॥৶০
পোনা মাছ খরিদ	৪৭৲
তালুক খরিদ বাবদ	৪৩৮॥০
আমার পরীক্ষার খরচ	১২॥০
গরু ও গাড়ী রাখিবার ঘর	২২॥০
	২০৮৯।৶০

কার্ত্তিক মাসে মৌলবী ভাই সাহেব পাটনা হইতে ফিরিয়া আমা-

দের বাড়ীতে পুনরায় আসিলেন; তাঁহাকে পাইয়া আমাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। এই সময় একটি 'ওয়াজের সভা করিবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইলাম। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ করানও এই সভা আহ্বানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

মৌলবী ভাই সাহেব দিনি এলেমে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাতে বর্ত্তমান সময়োপযোগী 'খেয়ালাতের' অভাব ছিল। আমি সংবাদ-পত্রাদি শুনাইয়া এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করিলাম। হেজাজ রেলওয়ের চাঁদা আদায় ও প্রেরণাদির সংবাদ শ্রবণে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। উপস্থিত সভায় তিনি এ সম্বন্ধে "ওয়াজ" করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে আমি ইহাও বলিলাম যে, ভাই, উর্দ্দুতে ওয়াজ-নছিহত করিয়া পাড়াগাঁয়ে তেমন কিছু ফল হইবে না; কারণ, সর্ব্ব সাধারণ তাহা বুঝিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় ওয়াজ-নছিহত করিলে খুব কার্য্যকরী হইবে; আপনি তাহা অভ্যাস করুন। তিনি ইহার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিলেন। সেই দিন হইতেই উৎসাহের সহিত কিছু কিছু বাঙ্গালা পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব দলবলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা উভয় মৌলবী সাহেবের মধ্যে পরিচয় করাইয়া দিলাম। মক্তবের মৌলবী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। এই তিন জন আলেমের পরস্পর সম্মিলন কি মধুময় হইল, তাহা বর্ণনা করিতে আমার রসনা অক্ষম। আমরাও সে পবিত্র ভাব দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব অল্প সময়ের আলাপেই বুঝিতে পারিলেন, ইনি "এলেমের" সমুদ্র। পক্ষা-

স্বরে ভাই সাহেবও বুঝিতে পারিবেন, মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব বিদ্যায় কম হইলেও অভিজ্ঞতায়, বহুদর্শিতায়, জ্বলন্ত প্রতিভায়, স্বজাতি-বৎসলতা ও স্বধর্ম্মানুরাগে এক জন আদর্শ পুরুষ। ইঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়েই কৃতার্থ হইলেন; পরম করুণাময় খোদাতা-লার দরগায় উভয়েই "শোকর-গোজার" হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকেও অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এরূপ উচ্চ শ্রেণীর আলেম আমাদের দেশে আছেন বলিয়া দেশ গৌরবান্বিত; মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব পুনঃ পুনঃ এ কথা কহিতে লাগিলেন। ওয়ালেদ সাহেব এ পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোমল হৃদয় যেন গলিয়া দ্রবীভূত হইল। তাঁহার গৃহ যে এরূপ আনন্দ নিকেতনে পরিণত হইবে, এ কথা তিনি স্বপ্নেও কখন চিন্তা করেন নাই। উপস্থিত জনগণও আলেম ত্রয়ের শুভ-সম্মিলন দর্শনে পরম পুলকিত হইয়াছিলেন। আজ যেন আমাদের ক্ষুদ্র কুটীর হইতে ইস্‌লামের জ্বলন্ত রশ্মি চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল এই ভাবে কাটিয়া গেল। এই সময় আমাদের বহিরাঙ্গণে প্রায় ৩।৪ শত লোক সমবেত হইয়াছিলেন। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব সকলকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হে মুসলমান ভাই সাহেবগণ, পরম করুণাময় আল্লাহতা-লা আপনাদের জন্য এক অপূর্ব্ব "নেয়ামত" প্রেরণ করিয়াছেন। মৌলানা সৈয়দ দেলাওর হোসেন সাহেব এক জন অদ্বিতীয় আলেম। আমাদের এই জেলায়—এমন কি নিকটবর্ত্তী ২।৩ জেলার মধ্যেও এরূপ আলেম কেহ আছেন বলিয়া আমার জানা নাই। ইঁনি "আলেম বা-আমল"। ইঁহার সঙ্গে আলাপেই আমি ইঁহাকে বেশ করিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছি। ইঁনি "এলেমের দরিয়া"। ইঁহার স্বভাব চরিত্রও প্রকৃত আলেম এবং

আবেদোচিত। ইঁহার আগমনে আমাদের দেশ পবিত্রীকৃত হইয়াছে। আশা করি, ইঁহার দ্বারা এ দেশের "গোমরাহী" দূর হইবে; এবং দেশে "দিনি এলেমের চর্চ্চা" বৃদ্ধি হইবে। আপনারা ইঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করুন। ইঁনি কেবল আলেম নহেন; হিন্দুস্থানের এক জন বড় দরবেশের নিকট মুরিদ হইয়া "তছওফ্" বিদ্যায়ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং ইনি 'কাবেল' পীরের উপযুক্ত।" পক্ষান্তরে ভাই সাহেব ও মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবের অনেক প্রশংসাবাদ করিলেন। একটু পরে আছরের নমাজের সময় হইল; আজ আমাদের মস্জেদে মুসল্লির স্থান হইবে না বলিয়া আঙ্গিণায় নমাজের স্থান করা হইল। মৌলবী ভাই সাহেব এমামতি করিলেন। আছর পড়িয়া অধিকাংশ লোক মৌলবী সাহেবদিগের সহিত 'মোসাহ্ফা' করিয়া চলিয়া গেল, কেবল আমাদের শরিক পাড়ার ৩০।৪০ জন লোক রহিয়া গেলেন। পর দিন বাদ জোহর "ওয়াজ শুরু" হইবে, কথা ছিল। আছর বাদও সকলে বসিয়া নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। আমাদের (মুসলমান দিগের) সমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। দেশ হইতে ইসলামের "রওনক" ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে, "গোমরাহী" প্রবল হইয়া উঠিতেছে, এ সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া সকলেই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মগরেব বাদ খানিক 'ওজিফা' ইত্যাদি পড়িয়া, মৌলবী সাহেবগণ পুনরায় নানা প্রকার বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ কিছুক্ষণ "এল্মি তক্রির" হইল; সে বিষয় আমরা ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তবে মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে, আরবী আদব (সাহিত্য), হাদিস-তফসীর ও ফেকা-অসুল সম্বন্ধে অনেক

কথা বার্ত্তা হইল। পরে মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব কথা তুলিলেন যে, কি উপায়ে দিনি এলেমের 'তরক্কি' করা যাইতে পারে। তিনি বলিলেন, এক দিকে মূর্খতা—"গোমরাহী", অন্য দিকে 'জদিদ তালিমের' (ইংরেজী ইত্যাদি পাশ্চাত্য শিক্ষার) 'জহরিলা আছর' (বিষাক্ত ক্রিয়া), পবিত্র ইসলামের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ নির্ব্বাণোন্মুখ করিয়া তুলিল। 'নয়ি রওশনি' (নূতন আলো) আমাদের ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা-প্রাপ্ত বালক ও যুবকদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের ধর্ম্ম-জীবন একেবারে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে।

স্কুল-কলেজের মুসলমান ছাত্র মাত্রেই যেন এক নূতন জীব। তাহাদের অধিকাংশের মধ্যে না আছে নমাজ-রোজা, না আছে জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ, না আছে জাতীয় আদব-কায়দা, না আছে ধর্ম্ম-বিশ্বাস। অনেকে হিন্দুয়ানী লেবাছ 'এখতেয়ার' করিয়াছেন; অনেকে সাহেবী 'লেবাছ পসন্দ' করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে আড়ম্বর-প্রিয়তা, 'ফজুল খরচী' (অপব্যয়িতা) দৃঢ় ভাবে আসন লাভ করিয়াছে। একে ত মুসলমান সমাজ গরীব, উপযুক্ত খরচ-পত্র বহন করিয়া সন্তানদিগকে লেখা পড়া শিখান অনেকের সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহারা অতি কষ্টে সন্তানদিগের পড়ার খরচ-পত্র বহন করেন, ছেলেদের বাবুগিরিতে তাঁহাদিগকেও বিষম বেগ পাইতে হয়। উৎকৃষ্ট 'পোষাক-পরিচ্ছদ', উৎকৃষ্ট 'খানা-পিনা' বিলাসিতার অন্য উপকরণ ইত্যাদি না হইলে চলে না। অনেক গরীবের ছেলে, বড় লোকের সন্তানদিগের 'লেবাছ' পোষাক দেখিয়া তাহাদের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। নিজের পিতা মাতা ও অভিভাবকের অবস্থার বিষয় এক বারও চিন্তা করে না। অনেকের সুগন্ধি তৈল ও বিলাতী এসেন্সাদি ব্যবহার না করিলে চলে না। উৎকৃষ্ট বিলাতী সাবান,

টার্কিস তওলিয়া, ইহাও অনেকের নিত্য সাথী। উৎকৃষ্ট বিলাতী জুতা, মূল্যবান মোজা, দামী কাপড়ের কোট পাতলুন, খুব সরু ধুতি, এই সব গরীব লোকের সন্তানদিগকেও ব্যবহার করিতে দেখা যায়। মাসে ১৫৲।১৬৲ টাকা না হইলে একটী ছেলেকে শহরে রাখিয়া পড়ান যায় না। সামান্য মহকুমায়ও ১০৲—১২৲ টাকা খরচ পড়িয়া যায়। আবার অভিভাবক হীন অবস্থায় শহরে ছেলেদিগকে রাখিয়া দিলে, তাহাদের চরিত্রগত যে দোষ জন্মে, তাহা বড়ই ভীষণ। আজ কাল স্থানে স্থানে ২।১টী "মোস্লেম বোর্ডিং" বা "মোস্লেম হোষ্টেল" স্থাপিত হওয়াতে এতৎ সম্বন্ধে একটু সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অভাব পূরণ হইতে এখনও ঢের বাকী। 'বদ ছহবতে' পড়িয়া পাঠ্যাবস্থায় অনেক ছেলেই অধঃপাতে যাইতেছে, দেখা যায়। মুরব্বিদিগের শোণিত সম অর্থের সদ্ব্যবহার দেখিয়া, মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। এই সকল 'নামকাটা সিপাই' সামান্য একটু পড়া শুনা করিয়াই শিক্ষা-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করে, এবং চাকুরির জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে থাকে। এরূপ বিদ্যায় কি আজ কালকার "জামানায়" চাকুরী হইতে পারে? যদিও 'সহি সুপারিস' এ কেহ কোনও স্থানে ঢুকিয়া পড়ে, কিন্তু অনেক সময় অকর্ম্মণ্য বলিয়া তাড়িত হয়। অবশ্য হিন্দুদিগের মধ্যে 'নেহায়েত' অচল গুলিও চলিয়া যাইতে পারে, কারণ তাহাদের মুরব্বির জোর কত! প্রত্যেক আফিসে কাহারও না কাহারও খুড়া, জেঠা, মেশো, পিশে, মামা, দাদা বা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বিরাজ করেন; তাঁহারা অবাধে অচলগুলিকে চালাইয়া লয়েন। মুসলমানের অচল চলিবে দূরে থাকুক, অনেক সচলকেও অচল হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় ঐ শ্রেণীর 'নাকাবেল' যুবকদিগের দ্বারা মুসলমান সমাজ আরও দুর্নামগ্রস্ত হইয়া থাকে। চাকুরী-ক্ষেত্রে

সময় সময় ইহারা এমন চরিত্র হীনতার পরিচয় দেয় যে, তাহা শুনিয়া আমাদিগকে মস্তক অবনত করিতে হয়। উৎকোচ গ্রহণ, বেশ্যা গমন, মদ্য পান, জুয়া খেলা এই সকল তাহাদের অঙ্গের ভূষণ হইয়া পড়ে। হঠাৎ দেখিলে উহাদিগকে মুসলমান বলিয়া চেনাও ভার হয়। ইহাদের উপার্জ্জিত অর্থ পিতা মাতার অদৃষ্টে খুব কমই ঘটিয়া থাকে। নিজের উপার্জ্জিত অর্থে নিজের বাবুগিরিই ফলাইতে পারে না; সুতরাং অত্রাবস্থায় অন্যের কি সাহায্য করিবে? অনেক সময় অনেকে নানা প্রকার ঘৃণিত রোগে আক্রান্ত হইয়া হাস্পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে, বা বিদেশে অতি শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। এই ত গেল এক শ্রেণীর চিত্র। যাঁহারা শিক্ষা-ক্ষেত্রে কৃতীত্ব দেখাইয়া উন্নতি লাভ করেন, শিক্ষান্তে ভাল চাকুরী লাভ করেন বা স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা অবশ্য অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন; ইঁহারা চরিত্র গুণেও অনেকাংশে উন্নত হন; কিন্তু অনেক স্থলেই হৃদয় হীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যতীত তাঁহারা আর বড় একটা কিছু বুঝিতে চাহেন না। তাঁহাদের নিকট পিতা মাতা বা ভাই ভগিনীগণ উপযুক্ত সাহায্য প্রাপ্ত হন না। নিজের স্ত্রী পুত্র ব্যতীত অন্যের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত তাঁহারা বড় একটা সম্বন্ধ রাখিতে চান না। জাতীয় সদনুষ্ঠানে তাঁহাদিগকে খুব কমই খরচ-পত্র করিতে দেখা যায়। ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির সম্পূর্ণ অভাব তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমাইতে পারিলে বা কিছু কোম্পানীর কাগজ করিতে পারিলেই যেন তাঁহাদের পরকালের মুক্তির পথ 'খোলাসা' হয়। পূর্ব্বকালে চাকুরীজীবি বা স্বাধীন ব্যবসায়ী (উকীল মোক্তার) গণ নিজের বাটীতে যত জনা ভালবেলেম পুষিতে পারিতেন, আপনাদিগকে সেই পরিমাণ গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তাঁহারা

তালবেলেমদিগকে সমাজের একাঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। পক্ষান্তরে পাঠার্থীদিগকে শহরে যাইয়া জায়গীরের ভাবনা ভাবিতে হইত না। সামান্য দালের পানিকে তাঁহারা কোর্ম্মা-কালিয়া অপেক্ষা মূল্যবান্ মনে করিতেন। এইরূপ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক যাঁহারা পড়া শুনা করিয়া উন্নতি লাভ করিতেন—পরিশেষে চাকুরী বা আইনের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়া সংসারী হইতেন, তাঁহারাও নিজেদের পূর্ব্বাবস্থা ভুলিতেন না। নিজেরাও আবার তালবেলেমদিগকে জায়গীর দিয়া তাহাদের পড়া শুনার সুবন্দোবস্ত করিতেন। সে স্বর্ণযুগ আর নাই। তখন মাসে ৪০৲ ৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া লোকে যে ভাবে তালবেলেম পুষিয়া গিয়াছেন, এখন মাসে হাজার টাকা রোজগার করিয়াও তাহার এক আনা করিতে পারিতেছেন না। অথচ "বরকত"ও যেন উঠিয়া গিয়াছে। বড় বড় চাকুরীজীবি ও স্বাধীন ব্যবসায়ী দিগের তেমন "তরক্কি"ও ত কিছু দেখা যাইতেছে না। সে সময়ের লোকে চাকুরী করিয়া বা ওকালতী ও মোক্তারী করিয়া যে জমীদারী তালুকদারী করিয়া গিয়াছেন, এখনকার চাকুরীজীবি বা উকীল ব্যারিষ্টারদিগের পক্ষে তাহা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। এখন বিলাসিতার আসবাব, স্ত্রীর অলঙ্কার-পত্র, সন্তানদিগের পড়ার ব্যয়-ভূষণ করিয়াই যেন তাঁহারা কুল কেনারা পান না। ২।১ খানি পাকা বাড়ী, ২।১ খানি বাগ-বাগিচা পর্য্যন্তই অনেকের ষ্টেট্। স্থূল কথা, "নিয়েত আন্দাজ বরকত" হইয়াছে। পূর্ব্বে এক জন মোক্তারের বাড়ীতে যত জনা তালবেলেমের অন্ন সংস্থান হইত, এখন জজ কোর্টের বড় উকীল বা হাইকোর্টের খ্যাত-নামা উকীলের বাড়ীতেও তাহার এক পাই পরিমাণ তালবেলেমের অস্তিত্ব দেখা যায় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা পরের অর্থ সাহায্যে শিক্ষা লাভ করিয়া চাকুরী বা ওকা-

লতীর উচ্চ "ওহ্‌দা" লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও এক জন নিঃসহায় পড়ুয়ার সাহায্য করিতে মুষ্টিবদ্ধ। তাহাদের কাতর ক্রন্দনে সেই উন্নতিশীল মহাত্মা বর্গের কঠোর প্রাণ একটু মাত্র আন্দোলিত হয় না। এই সকল লোক নিজেদের পূর্ব্ব অবস্থার বিষয় একেবারেই ভুলিয়া যান। ইঁহারা নিতান্তই অকৃতজ্ঞ; কেবল মানুষের নিকট অকৃতজ্ঞ নহে—পরম করুণাময় খোদাতা-লার নিকটও অকৃতজ্ঞ। এই শ্রেণীর লোকদিগকে আমরা অতি নীচ জীব বলিয়া মনে করি। পক্ষান্তরে যে হিন্দুগণ আমাদের নিকট 'বিধর্ম্মী' বলিয়া উপেক্ষিত, উপরোক্ত সদ্‌গুণ নিচয় তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণ ভাবে বিরাজিত। ফলতঃ ইহাই তাঁহাদের বর্ত্তমান উন্নতির প্রধান কারণ এবং উহার অভাবই আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রবল অন্তরায়।

এই দুই শ্রেণীর পড়ুয়া লোকের চিত্র অঙ্কিত করিলাম। এক্ষণে বাকী রহিল আমাদের আরবী পড়ুয়া দলের কথা। আমাদের ধর্ম্মের যেমন শোচনীয় অবস্থা, এই শ্রেণীর তালবেলেমদিগেরও তেমনই অসাধারণ দুর্গতি; ইহারা অতি কষ্টে 'দিনি এলেম হাসেল' করেন। অতি কষ্টে শহর সমূহে জায়গীর লাভ করিয়া, বা নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া, সরকারী মাদ্রাসা সমূহে বা খারেজীতে পড়া আরম্ভ করেন। ইহাদের 'লেবাছ' পোষাকও দরিদ্রতা ব্যঞ্জক। কেবল বাঙ্গালা দেশে নহে—পড়ার উদ্দেশ্যে ইহারা হিন্দুস্থান এবং পঞ্জাব পর্য্যন্ত গমন করেন। (মৌলবী ভাইকে লক্ষ্য করিয়া) এ বিষয়ে আপনি আমা অপেক্ষা বিশেষ রূপ অবগত আছেন; বরং আপনি নিজে এক জন ভুক্তভোগী। দুঃখের বিষয়, দরিদ্রতায় ইঁহাদের 'খেয়ালাৎ'ও নিতান্ত 'পস্ত্‌' (নীচ) ও তঙ্গ্‌ (সঙ্কীর্ণ) করিয়া রাখে। শিক্ষা-প্রণালীর দোষে ইঁহাদের শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। অবশ্য

আরবী পড়িয়া অনেক আলেম হন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়োপযোগী শিক্ষার অভাবে ইঁহাদের দ্বারা সমাজের আশানুরূপ উপকার সাধিত হয় না। অবশ্য ইঁহাদের দ্বারা জন-সাধারণ মোটামুটি দিনি বিষয়ের উপদেশ লাভ করিয়া উপকৃত হয়; কিন্তু প্রকৃত উন্নতির পথ দেখিতে পায় না। ইঁহারা নিজেদের পেটের দায়ে অস্থির হইয়া "ভিক্ষা-জীবি" হইয়া পড়েন। ইহা তাঁহাদের দোষ নহে—সমাজের দোষ। সমাজ যদি এই সকল আলেমের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় করিয়া দেন, তবে ইঁহারাও নিশ্চিন্ত হইয়া সমাজ-সেবা করিতে পারেন। ইঁহা-দেরও যে কিছু কিছু দোষ নাই, সে কথা আমি বলিতে পারি না। ইঁহারা যদি নিজেদের পৈতৃক ব্যবসায়ের (যথা—কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি) উন্নতি করেন, তবে কি উদরান্নের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হয়? (আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এক্ষেত্রে আমাদের শরফুদ্দিন মিয়া অনেকের শিক্ষা-দাতার পদ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। আজ আমরা কাহার কল্যাণে এখানে সমবেত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি? ধন্য আমাদের মুন্‌শী বশিরুদ্দীন সাহেব, ইঁনি উপযুক্ত পুত্র-রত্নের জন্মদাতা বলিয়া আজ গৌরবান্বিত। মুন্‌শী সাহেবের ধর্ম্ম-প্রাণতার ইহা মহা পুরস্কার। ইঁহাদের পিতা পুত্রের কল্যাণে আজ এদেশে 'দিনি' চর্চ্চা ও 'এল্‌মি' চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। খোদাতা-লা ইঁহাদের অছিলায় এক মহা কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন। আশা করি, উত্তরোত্তর এই সকল অনুষ্ঠান পরিপুষ্টতা লাভ করিয়া, মুসলমান সমাজের 'তরক্কির' পথ 'কোশাদা' করিবে। আমি সমাজের সামান্য এক জন 'খাদেম', আমার দ্বারা যদি কিঞ্চিন্মাত্রও এ কার্য্যের সাহায্য হয়, তবে আমি আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করিব, এবং দয়াময়ের দরগায় 'শোকর গোজার' হইব। (মৌলানা ভাই সাহেবকে

সম্বোধন করিয়া) মৌলানা! আজ আমরা আপনাকে লাভ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়াছি; আশা করি. আপনি 'কওমের তরক্কি' জন্য কোমর বাঁধিবেন। আপনার 'কোশেশে' বহু কাজ হইবে। আমরা আপনার সাহায্যকারী রূপে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি, জানিবেন।

মৌলবী ভাই সাহেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত মৌলবী খলিলর রহমান সাহে-বের সুদীর্ঘ বক্তৃতা সুধা পান করিয়াছিলেন; তিনি একাগ্রচিত্তে তাঁহার সকল কথা শুনিতে ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে মৌলবী ভাইয়ের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। এতক্ষণ তিনি যেন মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় আত্মহারা অবস্থায় ছিলেন। ফলতঃ সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তিনি খুব কমই অবগত ছিলেন। সংসার-ক্ষেত্রে পরিপক্ক, 'জাঁহা দিদা' (বহুদর্শী) মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব সমাজের যে চিত্র তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন, তাহাতে তিনি অনেক নূতন তথ্য অব-গত হইলেন। সমাজের শোচনীয় দুর্গতির বিষয় ভাবিয়া তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল।

মৌলবী ভাই বলিতে লাগিলেন, "মৌলানা! আপনার বহুদর্শিতা-লব্ধ সুদীর্ঘ বক্তৃতায় আমার যেন নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। ফলতঃ সমা-জের যে ভীষণ চিত্র আপনি অঙ্কিত করিয়া দেখাইলেন, তাহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা লেখা পড়া শিখিয়াছি সত্য, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দুগ্ধপোষ্য শিশু অপেক্ষাও অক্ষম। আজ জানিলাম, আপনি এক জন যথার্থ সমাজ-নেতা। আপনার খেয়াল ও ধারণা অতি উচ্চ; আমরা অত উচ্চ ধারণা মনে স্থান দিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, 'ওয়াজ নছিহত' দ্বারা 'দিনি' বিষয়ে লোককে 'হেদায়েত' করা, লোককে কিছু 'দিনি' 'এলেমের' 'তালিম' দেওয়া, ইহাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। এক্ষণে আপনার কথায় আমার

জ্ঞান সঞ্চার হইল; আমি বুঝিতে পারিলাম, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য অতি কঠোর। যাহা হউক, অদ্য এই শুভ মুহূর্ত্ত হইতে আমি আমার এ ক্ষুদ্র জীবন, আমার দুর্দ্দশাগ্রস্ত সমাজের মঙ্গল কামনায় 'ওয়াকৃফ' করিলাম; আপনি বলুন, আমাকে এক্ষণে কি করিতে হইবে।"

মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব বলিলেন, "মৌলানা! অপনি যে এত সহজে সমাজের জন্ত আত্ম-ত্যাগে অগ্রসর হইবেন, তাহা আমি কখনও ভাবি নাই। যাহা হউক, আমি ইতিপূর্ব্বে সমাজের একমাত্র পড়ুয়া সম্প্রদায়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছি, সমাজের জমিদার ও ধনী সম্প্রদায়, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়, "ফকীর" উপাধিধারী এক নবভ্যুদিত পিশাচ সম্প্রদায়—ইত্যাদির জীবন্ত চিত্র যদি আপনার সম্মুখে উপস্থিত করি, তবে আপনি বোধ হয় 'বেহোশ' ও 'বে-এখ্তেয়ার' হইয়া যাইবেন। সমাজ-দেহে যত প্রকার মারাত্মক ব্যাধি জন্মিতে পারে, আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে তাহার কোনও ব্যাধিরই অভাব নাই। সমাজ এক্ষণে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছে। এক একটি করিয়া রোগ দূর করিতে চেষ্টা পাইলে, অনেকটা কৃতকার্য্য হইবার আশা আছে। আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এ অঞ্চলে অনেকগুলি বিষয়ের কিছু কিছু সংস্কার সাধন হইয়াছে। সাধারণ মুসলমান সমাজের কোন দোষ নাই, উপযুক্ত পরিচালক অভাবে তাহাদের বর্ত্তমান অধোগতি। আমাদের অভাব আমরা নিজেই আনিয়া ফেলিয়াছি। ধর্ম্মের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হওয়াতে, আমরা অধঃপাতে গিয়াছি। এক্ষণে আমরা ধর্ম্ম হীন, নীতি হীন, চরিত্র হীন, বিদ্যা হীন, অর্থ হীন, সম্মান ও 'এজ্জত' হীন, জ্ঞান হীন, আত্ম-মর্য্যাদা হীন, জাতীয় শক্তি-সামর্থ হীন, সাহস ও তেজোবীর্য্য হীন, কর্ত্তব্য জ্ঞান ও দায়িত্ব জ্ঞান হীন—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণ ও

সৎ প্রবৃত্তি বিহীন হইয়া পড়িয়াছি। অন্য জাতির নিকট আমরা নিতান্ত হেয় এবং নগণ্য বলিয়া পরিগণিত। প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে কিছুই হইবে না। দরিদ্র বলিয়া আমরা ভীত হইব কেন? ইস্‌লাম দরিদ্রতার মধ্য হইতেই মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডবৎ প্রচণ্ড তেজে সমুত্থিত হইয়াছিল; আমরা সে দিনের কথা ভুলিয়া যাই কেন? হজরত রেসালত পানা (দঃ) এবং পবিত্রাত্মা ছাহাবা মণ্ডলীর কার্য্য-কলাপ সম্মুখে রাখিয়া যদি আমরা আত্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হই, তবে আমাদের এ দুঃখ দুর্দ্দিন কখনও থাকিতে পারে না। কিন্তু আমরা সে সকলই বিস্মৃতি-সলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছি। যাহা হউক, আমি আশা করি, আপনার ন্যায় সহযোগী লাভ করিলে, আমি নিজের ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারাও 'বফজলে এলাহি' কিছু কাজ করিয়া দেখাইতে পারিব। কে বলে আমাদের সমাজ মৃত? আমাদের সমাজ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে; সমাজকে জাগাইলে এখনও এই দরিদ্র মুসলমান মণ্ডলীর দ্বারা অসাধ্য সাধন করা যাইতে পারিবে। এতদ্‌ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহার আলোচনা করিবার সময় এখন নহে; নিবিষ্ট চিত্তে—নীরবে সে বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। এই এনায়েৎপুর গ্রাম খানির কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল —ভাবুন দেখি? এই ৩।৪ বৎসরের মধ্যে ইহার অবস্থা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয় নাই কি? সামান্য একটি 'আঞ্জমন' ও সামান্য একটি 'মক্তব' এর সাহায্যে যেন এখানে শান্তির বাতাস বহিতেছে। ভিতরে ভিতরে ইহার ক্রিয়া এমন ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, কেহ যেন তাহা টের পাইতেছে না; অথচ অত্রত্য মুসলমানদিগের ধর্ম্মজ্ঞান, নৈতিক জ্ঞান, সাংসারিক জ্ঞান ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। কিছু দিন পরে খোদা চাহে ত এখানে যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

আপনার আগমনকে আমি খোদা তা-লার বিশেষ 'রহমত' বলিয়া মনে করিতেছি। আশা করি, এ দেশে শীঘ্রই ইস্‌লামের পুনরুত্থান হইবে।

রাত্রি অধিক হইয়াছিল—প্রায় ১১টা বাজিয়াছিল; মৌলবী সাহেবগণ এশার নমাজ পড়িবার জন্ম গাত্রোত্থান করিলেন। আমি ওদিকে অন্দরে গিয়া, খানার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া আসিলাম। এ সময়ও ১৫।১৬ জন 'মেহমান' আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদের সকলের জন্যই খানার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

মস্‌জেদে এশার নমাজ পড়িয়া সকলে বৈঠকখানায় আগমন করিলে, আহারের জন্ম 'দস্তরখান' বিস্তৃত করা হইল। ওয়ালেদ সাহেবও আহারে বসিয়া গেলেন। আসমতের সাহায্যে আমি ও মীর সাহেব অন্দর হইতে খাদ্য দ্রব্য আনয়নের বন্দোবস্ত ও পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত রহিলাম।

আহারান্তে আবার সকলে বসিলেন। এই সময়ে মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব তাঁহার সঙ্গীয় তালেবেলেমকে কেতাবের বস্তানি আনিতে বলিলেন। বস্তানী আনীত হইলে, তিনি তাহার মধ্য হইতে কয়েক খানি আরবী, পারসী ও উর্দ্দু খবরের কাগজ বাহির করিলেন। তন্মধ্যে মিসরের একখানি দৈনিক আরবী সংবাদ পত্র "আল্‌-মওয়েদ", একখানি ইস্তাম্বুলের "আল্‌মালুমাৎ", উর্দ্দু সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের মধ্যে ১ খানি লাহোরের "ওতন", ১ খানি লাহোরের "পয়ছা'আখ্‌বার", ১ খানি অমৃতসরের "উকীল", ১ খানি গোরখপুরের "রেয়াজুল আখ্‌বার"- একখানি মান্দ্রাজের "শামসুল আখ্‌বার" এবং পারসী একখানি কলিকাতার "হাবলুল মতিন"। মৌলবী সাহেব মৌলানা ভাইকে ঐ গুলি পড়িতে দিলেন। হেজাজ রেলওয়ের চাঁদা পাঠানের সময় হইতে মৌলবী

খলিলর রহমান সাহেব খবরের কাগজের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি অতি উৎসাহী—জেন্দা দেল লোক; অল্প দিনের মধ্যেই খোঁজ খবর করিয়া এই সকল সংবাদ পত্র আনাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা তেমন সচ্ছল না হইলেও, এই বহু মূল্যবান্ সংবাদ পত্রগুলি আনাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই এক বৎসরে তাঁহার মধ্যে যেন যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। জাতীয় সংবাদ পত্রাদি পাঠে তিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ফেলিয়াছেন। সমগ্র মুসলমান জগৎ যেন তাঁহার নখ-দর্পণে প্রতিফলিত। আমি এক বৎসর পূর্ব্বে মৌলবী সাহেবের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, এ সময় তাহার তুলনায় যুগান্তর উপস্থিত দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

প্রায় ১ ঘণ্টা কাল পর্যান্ত মৌলানা ভ্রাতা 'আখ্‌বার' গুলির বিভিন্ন প্রবন্ধ, প্যারা ও সংবাদ গুলি পাঠ করিলেন; পাঠ করিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। মিসর ও কনষ্টান্টিনোপলের আরবী সংবাদ পত্র দ্বয়ের ভাষার নূতনত্ব, তেজ, ভাব ও গভীরত্ব দেখিয়া তিনি যেন আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। মৌলবী সাহেব আজ যেন তাঁহার সম্মুখে সুধার ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। ইহার পর খানিক ক্ষণ বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া, রাত্রি প্রায় ২ টার সময় সকলে শয়ন করিলেন। আমিও বৈঠকখানার ফর্সের এক প্রান্তে গা ঢালিয়া দিলাম।

অত রাত্রিতে শুইয়াও সকলে অতিপ্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলেন। সকলে 'আউওল ওয়াক্তে' মস্‌জেদে ফজরের নমাজ পড়িলেন। মৌলানা ভাই ও মৌলবী সাহেব অজিফা 'তেলাওত' ইত্যাদি করিয়া, কিছু বেলা হইলে বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। এই সময়ে গ্রামের অনেক লোকই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমাদের স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহাশয় এবং আর একজন শিক্ষক ও

মৌলবী সাহেবদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে, মুসলমান ভ্রাতৃদিগের অনেকে মৌলবী সাহেবদের নিকট অনেক প্রকার 'মসলা-মসায়েল' জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; মৌলবী সাহেবগণও তাহার যথাযথ উত্তর প্রদানে সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। এই সময় গৃহে প্রস্তুত পিষ্টকাদি দ্বারা মেহমান দিগকে 'নাশ্‌তা' করান হইল। নাশ্‌তার পর আবার মুসলমান দিগের উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। এ সময় আমাদের নিজ গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত, ধনী ও বিদ্বান্ লোক আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। কাজি সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজি নূরুল হোসেন মোক্তার সাহেবও এই সময় আগমন করিয়াছিলেন। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনারা একটু সাহসে বুক বাঁধিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। টাকা পয়সা 'আখের' কিসের জন্য? নিজের ও 'কওমের' 'ফায়েদার' জন্য ঐ সকল ব্যয় করা নিতান্ত আবশ্যক। আর ইহা আমাদের হজরত রেসালত পানার পবিত্র উপদেশ। অর্থ সম্পত্তি যত কিছু যাহার আছে, সমস্তই খোদা তা-লার 'আমানত'; যাঁহারা সেই সকল অর্থের সদ্ব্যবহার না করেন—সৎকার্য্যে খরচ-পত্র না করেন, কেবল মাত্র নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যয় করেন, তাঁহাদের দ্বারা সেই 'আমানতে খেয়ানৎ' হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্দ্বারা মহাপাপ অর্জ্জিত হয়। সৎকার্য্যে দান করিলে কেবল যে পরকালে তাহার ফল পাওয়া যাইবে, তাহাই নহে; ইহকালেও তাহার মহা পুরস্কার আছে। দানের প্রতিদান খোদা তা-লা সঙ্গে সঙ্গে দিয়া থাকেন। আপনারা দেখুন, যাঁহারা অর্থের নিয়মিত রূপ জাকাৎ দান করেন, তাঁহাদের ব্যবসায়াদিতে কত 'তরক্কি'। তাঁহাদের ধন চোর ডাকাতের হস্ত হইতে, আগুণ

ও পানি হইতে, অন্যবিধ নানা প্রকার ক্ষতি হইতে রক্ষা পায়। আপনাদের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই এক্ষণে জাকাৎ দিয়া থাকেন; আশা করি, তাঁহারা আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন। মৌলবী সাহেব এই কথা বলিতেই সর্ব্ব প্রথমে বাবাজান কেব্‌লা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমি এ বিষয়ের একজন সাক্ষী। খোদা তা-লা আমার যে টুকু 'তরক্কি' দিয়াছেন, তাহা এই জাকাতের 'বদওলৎ'। আমি কোনও অবস্থাই জাকাৎ দানে পরাঙ্মুখ হই নাই। আমি হঠাৎ যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহাতে আমার সাংসারিক খরচপত্র চলাই ভার ছিল; কিন্তু খোদা তা-লার অসীম করুণা ও জাকাতের কল্যাণে আমি সকল প্রকার বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, এক্ষণে এক প্রকার সচ্ছল অবস্থাপন্ন হইয়া উঠিয়াছি।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে আরও ১৪।১৫ জন লোক দণ্ডায়মান হইয়া ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন। সকলেই বলিলেন, "জাকাৎ দানের পূর্ব্বে আমাদের ব্যবসায় বা চাষ বাসে তেমন কোনও তরক্কি দেখি নাই; কিন্তু এই ৩।৪ বৎসরে খোদা তা-লার ফজল ও করমে সকল কার্য্যেই বেশ উন্নতি দৃষ্টি হইতেছে। নানাপ্রকার সৎকার্য্যে কিছু বেশী পরিমাণ টাকা খরচ করিয়াও, সর্ব্ব বিষয়ের 'তরক্কি' দেখিতে পাইতেছি। আমরা এক্ষণে আপনাদের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে দৃঢ়তার সহিত প্রস্তুত আছি। এত দিন আমরা অন্ধকারে ছিলাম, এক্ষণে যেন আলোর মুখ দেখিতে পাইতেছি। যাঁহার দেওয়া ধনসম্পত্তি, তাঁহার নামে আমরা যথাসাধ্য দান করিব।" তখন মৌলবী সাহেব উৎসাহিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "ভাই সাহেবান! আপনারা এখন হইতে খোদার নামে একটি জাতীয় তহবিলের ভিত্তি স্থাপন করুন। আমাদের একটি তহবিল না হইলে

কিছুই হইবে না। আপানারা প্রতিজ্ঞা করুন যে, জাকাৎ বাদে অবশিষ্ট অর্থ হইতেও ১/১৬ ভাগ জাতীয় হিতানুষ্ঠানে ব্যয় করিবেন। ইহাতে আপনাদের গায় কিছু মাত্র বাধিবে না। অথচ ইহার যে ফল প্রাপ্ত হইবেন, তাহা দানের পরিমাণ অপেক্ষা বহুগুণে অধিক হইবে। সর্ব্ব প্রথমে আমাদের এই মক্তবটিকে মাদ্রাসায় পরিণত করা আবশ্যক। মাসিক ১৫০৲ টাকা আন্দাজ চাঁদা আদায় হইলে, ইহাকে উৎকৃষ্ট ভাবে চালান যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। (মৌলানা ভাইকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) এলেমের দরিয়া এই মৌলানা সাহেবকে আমরা এই মাদ্রাসায় আটকাইয়া রাখিব। ইঁহাকে আমরা বেশী কিছু দিতে পারিব না; যাহাতে ইঁহার সাংসারিক খরচ-পত্র চলে, মাত্র সেই পরিমাণ বেতন দেওয়া হইবে। মাসিক ৪০৲ টাকা হইলেই, বেশ স্বচ্ছন্দে ইঁহার চলিয়া যাইবে। ২৫৲ টাকা বেতনে একজন ২য় মৌলবী নিযুক্ত করা হইবে। আমাদের মক্তবের বর্ত্তমান মৌলবী সাহেব তৃতীয় মৌলবীর পদ প্রাপ্ত হইবেন। ইঁহাকে মাসিক ২০৲ টাকা দেওয়া হইবে। এক জন মাষ্টারের ২৫৲ টাকা, আর যিনি বর্ত্তমানে প্রধান পণ্ডিত আছেন, ইঁহাকে ১৫৲ টাকা দেওয়া হইবে। বাঙ্গালা দ্বিতীয় শিক্ষক পাইবেন ১০৲ টাকা করিয়া। আপাততঃ এই ৬ জন শিক্ষক হইলেই চলিবে। তদ্ব্যতীত একজন পেয়াদার আবশ্যক। তাহার বেতন হইবে মাসিক ৮৲ টাকা। ইহা ভিন্ন একটি বোর্ডিং গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে; মাদ্রাসার জন্যও একখানি উপযুক্ত গৃহ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। এতদর্থে ১০০০৲ টাকার দরকার। সকলে সাহায্য করিলে ইহা বড় বেশী কথা নহে। আর অবস্থানুসারে অনেককেই বিদেশীয় ছাত্রদিগকে জায়গীর দিতে হইবে। তাহার পরিমাণ কম পক্ষে ৫০ জন। এখনই 'রেজেষ্টেরী' খোলা হউক; কে মাসিক কত চাঁদা এবং এককালীন কত

টাকা দিবেন, তাহা দস্তখত করান শুরু হউক। যাঁহারা এক্ষণে উপস্থিত নাই, সভার পর তাঁহাদের নাম স্বাক্ষর করান হইবে। কৃষক ও জন সাধারণ হইতে নগদ পয়সাই হউক, বা খন্দের সময় ধানই হউক, আদায়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সমস্ত টাকা জাতীয় তহবিলে জমা হইবে, তাহা হইতে মাদ্রাসার খরচ, আঞ্জমনের খরচ, মসজেদাদি নির্ম্মাণ বা তাহার মেরামত খরচ, অসমর্থ দীন দরিদ্র ও 'কাবেল রহম' লোক দিগকে দান, ধর্ম্ম-সভাদি আহ্বানের খরচ পত্র, মক্কা শরিফের সওলতিয়া মাদ্রাসায় বৎসর বৎসর কিছু দান, নদ্‌ওয়াতুল ওলামা সভায় দান, লাহোরের আঞ্জমনে হেমায়েতে ইসলামে দান, আলিগড় কলেজ ফণ্ডে দান, দেওবন্দ মাদ্রাসা-ফণ্ডে দান, মুসলমান দিগের শিক্ষা সমিতিতে দান, কলিকাতার এতিমখানায় দান, আমাদের জেলার মোস্‌লেম বোর্ডিং এ দান, আরবী ও ইংরেজী পড়ুয়া দিগকে যথাসাধ্য বৃত্তি দান, একটি লাইব্রেরী যে স্থাপন করা হইবে, তাহার জন্য নিয়মিত চাঁদা দান, হেজাজ রেলওয়ে নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে সময় সময় দান, মুসলমানগণ হঠাৎ কোনও স্থানে বিধর্ম্মীদিগের দ্বারা বিপন্ন হইলে তৎ প্রতিকারার্থ দান, মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে পুরস্কারাদি দান— ইত্যাদি নানা প্রকার সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তহবিলের অবস্থা বুঝিয়া অল্প বা অধিক পরিমাণে এই সকল দান কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। "দুর্ভিক্ষ তহবিল" বলিয়া বৎসরে কিছু কিছু টাকা স্বতন্ত্র ভাবে জমা রাখিতে হইবে। তহবিলে যদি টাকা কিছু বেশী জমা থাকে, আর বিশ্বস্ত এবং ব্যবসায়াভিজ্ঞ কোনও মেম্বর উপযুক্ত "জামানৎ" দিয়া ব্যবসায়ের জন্য টাকা গ্রহণ করেন, তবে সে কাজও করা যাইবে। ঐরূপে কেহ কৃষি কার্য্যের জন্য টাকা গ্রহণ করিলে, লভ্যাংশ দেওয়ার বন্দোবস্তে টাকা দেওয়া হইবে।"

মৌলবী সাহেব এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিতান্ত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "ভাই সাহেবান! আমি নিজে নিতান্ত গরীব লোক, তবু এ কার্য্যে আমি এককালীন ২৫৲ ও মাসিক ২৲ টাকা চাঁদা প্রদান করিব। আর এই ফণ্ডের উন্নতি সম্বন্ধে যতদূর খাটিতে হয়, তাহা খাটিব।" তৎক্ষণাৎ বাবাজান কেবলা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমি এককালীন ১০০৲ টাকা ও মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া চাঁদা দিব। তদ্ব্যতীত মাদ্রাসা ও বোর্ডিং এর জন্য উপযুক্ত স্থান দান করিব।" কাজি সাহেবও এককালীন ১০০৲ টাকা ও মাসিক ৪৲ টাকা চাঁদা দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। ভাই কাজি নূরুল হোসেন মোক্তার সাহেব নিজে এক কালীন ২৫৲ ও মাসিক ২৲ হিসাবে চাঁদা দানাঙ্গীকার করিলেন; এই প্রকারে সেই উপস্থিত ভদ্র লোকদিগের মধ্যেই ৭৩৩৲ টাকা এককালীন দান ও ৫৭৲ টাকা মাসিক চাঁদা স্বাক্ষরীত হইল।

বেলা প্রায় ১১টার সময় সকলেই স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন; ২টার সময় "ওয়াজ" আরম্ভ হইবে, ঐ সময় আবার সকলকে আসিতে হইবে বলিয়া, কেহই আর এখানে থাকিলেন না। মৌলবী সাহেবেরাও এই সময় "গোছল" করিতে গমন করিলেন। বেলা ১২৷৷০ টার সময় আহার এবং ১টার একটু পরে জোহরের নমাজ পড়া হইল।

জোহর বাদ (২টার পর) ক্রমশঃ লোক সকল সভায় আসিতে লাগিল। আমাদের বিস্তৃত বহিঃপ্রাঙ্গণে সামিয়ানা লট্‌কাইয়া মজলেসের স্থান করা হইয়াছিল। মৌলবী সাহেবদের বসিবার জন্য ২খানা তক্তোপোষ একত্র করিয়া বিছানা পাতা হইয়াছিল। তদুপরি ৫।৬ খানা চেয়ার ও ১ খানি টেবিল স্থাপন করা হয়। অপর সকলের জন্য মাটিতে চেটাই বিছাইয়া, একই প্রকার বসিবার জায়গা করা হইয়াছিল।

অদ্যকার সভায় সর্ব্বজন মান্য কাজি সাহেবকে সভাপতি পদে

বরণ করা হইল। সর্ব্ব প্রথমে মৌলানা ভাই সাহেবকে ওয়াজ করিতে বসাইয়া দেওয়া হইল। তিনি সর্ব্বাগ্রে অতি সুমধুর স্বরে কোরাণ শরিফের কয়েকটি আয়াত পাঠ করিলেন। কেরাতের সহিত এমনই সুন্দররূপে পাঠ করিলেন যে, উপস্থিত জনগণ তচ্ছ্রবণে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় হইয়া রহিল। অতঃপর তিনি সরল উর্দ্দু ভাষায় কোরাণ শরিফ ও হাদিস শরিফ হইতে প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক অনন্ত ভাষায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। সে বক্তৃতার ভাব মোটা মুটি রূপে লোকে বুঝিতে পারিলেও, অনেকের তাহাতে তৃপ্তি হইল না। পরে তিনি কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত সাদাসিদে রকম বাঙ্গালা ভাষায় ওয়াজ করিলেন। এ ওয়াজ সকলেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল এবং শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৩টার সময় প্রায় ৫।৬ হাজার লোকের সমাগম হইল। মৌলানা সাহেব ৩৷৹টা পর্য্যন্ত ১১ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিলেন। তিনি উপবেশন করিলে, মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রথমে খোদা ও রসুলের প্রশংসাবাদ করিয়া, মৌলানা সাহেবের যথেষ্ট গুণ কীর্ত্তন করিলেন। তৎপর তাঁহার সেই উচ্চ দরের ওয়াজের খানিকটা 'খোলাসা' ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার পর আঞ্জমন, জাতীয় তহবিল, মাদ্রাসা ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া, তত্তৎ কার্য্যে সকলকে সাহায্য করিবার জন্য অতি ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। সে বক্তৃতায় অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ইসলামের সৌন্দর্য্য, মুসলমান দিগের অতীত গৌরব ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশার বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন। সকলের হৃদয়েই সে সকল কথা যেন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইল। অদ্যকার বক্তৃতায় যেন এক মহা অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। মৃতকল্প মুসলমান দিগের বিশুষ্ক হৃদয়-ক্ষেত্র হঠাৎ যেন ধর্ম্ম-রূপ সলিল সিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইয়া গেল।

অপরাহ্ণ ৪টার সময় ওয়াজ বন্ধ হইল, এবং সেই সভা-ক্ষেত্রেই আছ-রের নমাজের বন্দোবস্ত করা গেল। নমাজান্তে মৌলবী সাহেবের উপযুক্ত শিষ্য মুন্‌শী মোহাম্মদ এস্‌মাইল সাহেব এক ঘণ্টা কাল অনন্ত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক, সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে বিমোহিত করিলেন। মগরেবের নমাজও সেই স্থানেই পড়া হইল। 'বাদ মগরেব' মৌলবী সাহেবের দ্বিতীয় শিষ্য মুন্‌শী হবিবর রহমান সাহেব একটি সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। পরে মৌলবী সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিময় তেজে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে লোকের হৃদয় যেন একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল।

মৌলবী সাহেবের এই বক্তৃতায় জন-সাধারণ এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, তাহাদিগের নিকট এ সময় যে প্রস্তাবই করা যাইত, তাহাই যেন তাহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রতিপালন করিবে বলিয়া বোধ হইতেছিল। মৌলবী সাহেবও সুযোগ বোধ করিয়া জাতীয় তহবিল সংগ্রহের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে "আমরা প্রস্তুত আছি", "আমরা হাজির আছি", "আমরা আদেশ প্রতিপালনে প্রস্তুত" ইত্যাদি নানা প্রকার সহানুভূতি-সূচক ধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। এই সময় মৌলানা সাহেবও দাঁড়াইয়া কোরাণ এবং হাদিস শরিফ দ্বারা এইরূপ "নেক" কার্য্যের সুফল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। তাহাতে সর্ব্ব সাধারণের হৃদয়ে উৎসাহাগ্নি দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। তখনই কাগজ ও দোয়াত কলম আনীত হইল; চাঁদা ও সাহায্যকারী দিগের নাম স্বাক্ষর আরম্ভ হইল। সর্ব্বাগ্রে সভাপতি সাহেব, মৌলানা সাহেব, মৌলবী সাহেবও আমার ওয়ালেদ সাহেব নাম স্বাক্ষর করিলেন। গত রোজ যদিও ইঁহারা একবার চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; তবু অদ্য আবার সর্ব্ব সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য,

নূতন ফর্দ্দে নাম স্বাক্ষর ও চাঁদার টাকার পরিমাণ স্বহস্তে লিখিয়া দিলেন। এই দিনের সভায়ই ৯৭২৸/০ এককালীন দান ও ১৩২৷৷৫ টাকা মাসিক চাঁদা স্বাক্ষরীত হইল। নগদ খুচ্‌রা দান প্রাপ্ত হওয়া গেল ১০৯৷৷৵১০ আনা। তদ্ব্যতীত কৃষক শ্রেণীর জন-সাধারণের মধ্যে অনেকেই ফসলের সময় ধান এবং নগদ টাকা পয়সা দানে প্রতিশ্রুত হইল। রাত্রি ৯৷৷০ টার সময় অদাকার জন্য সভা ভঙ্গ হইল।

সভা ভঙ্গের পরও প্রায় রাত্রি ১১৷৷০ টা পর্য্যন্ত অনেক লোকের ভিড় রহিল মৌলানা সাহেব ও মৌলবী সাহেবদিগের সহিত "মোছাফা" করিতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল। অতঃপর সকলে এশার নমাজ পড়িতে গেলেন। রাত্রি প্রায় ১২৷৷০ টার সময় আহার ও ১৷৷০ টার সময় শয়ন করা গেল।

২য় দিবসও ঐরূপ ভাবে "ওয়াজ-নসিহত" এবং বক্তৃতাদি হইল। এ দিবসও চাঁদাদি স্বাক্ষরীত হইল। ৩য় দিবসে লোক সংখ্যা ৭৷৮ হাজার হইয়া পড়িল। এ দিবস মৌলানা সাহেব এবং মৌলবী সাহেবের উৎসাহাগ্নি অতি প্রবল আকার ধারণ করিল। অদ্যকার বক্তৃতা ও ওয়াজ যেন গভীর মেঘ গর্জ্জনবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বক্তৃতা ও ওয়াজে যেন সুধা-ধারা বর্ষিত হইল। আজ শেষ দিন। মগরেব বাদ সভার সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। আজ আলো ইত্যাদির বন্দোবস্তও খুব করিয়াছিলাম। বক্তৃতার উপসংহারে জাতীয় তহবিলে চাঁদাও এককালীন দান জন্য লোক দিগকে আহ্বান করা হইল। সকলেই স্ব স্ব নাম পূর্ব্বে লিখাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। রাত্রি ১০৷৷০ টা পর্য্যন্ত এই কাজ চলিল। এই তিন দিনে এককালীন দান সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৮৭৷৷০ টাকা, মাসিক ১৭২৲ টাকা স্বাক্ষরীত ও নগদ আদায় ২৩৯৸/০ হইল। এই সভায় কয়েক

ব্যক্তি উত্তেজনা ভরে নিজের গায়ের চাদর, মাথার পাগড়ি ও টুপি পর্য্যন্ত দান করিয়াছিল। ব্যাপার দর্শনে মৌলানা সাহেব ও মৌলবী সাহেবগণ অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন; তাঁহাদের হৃদয়ে যেন আশার প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইল।

আনন্দের বিষয়, আমাদের এই ধর্ম্ম-সভায় বহু সংখ্যক হিন্দুও উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার কার্য্য শেষ হইলে, বাবু প্যারিমোহন সরকার নামক একজন প্রৌঢ় বয়স্ক ভদ্র লোক এবং কাঙ্গালী চরণ প্রামাণিক নামক একজন ক্ষৌরকার মৌলানা সাহেবের হস্তে পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কথা বার্ত্তার ভাবে বোধ হইল, আরও কয়েক জন হিন্দুও শীঘ্রই সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ এই ধর্ম্ম-সভায় আমাদের আশার অতিরিক্ত সুফল প্রকাশ পাইয়াছিল।

সভার গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে; আজ আমাদের কয়েক গ্রামের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ও ধনী লোকদিগের ঘরাও মিটিং—প্রায় ৬০।৭০ জন উপযুক্ত লোক উপস্থিত। আমরা তাঁহাদের আহারেরও বন্দোবস্ত করিলাম। ২টি খাসি ও ১০টি মুরগী জবেহ্ করা হইল। দুগ্ধ ও মৎস্যাদিরও যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

কি প্রণালীতে মাদ্রাসাদির কাজ চলিবে, তৎ সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। এই সময় বাবাজান উৎসাহ-ভরে সভাস্থলে প্রকাশ করিলেন, "এই মৌলানা বাবাজীউর সহিত আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইয়া গিয়াছে। ইঁনি আমাদের নিকট আত্মীয়, ভরসা করি এ সংবাদে আপনারা সকলেই সুখী হইবেন। আমিও এ ব্যাপারে আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ আমার পরম সুহৃদ, এনায়েত পুরের রইসে আজম মাননীয়

কাজি সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র কল্যাণাস্পদ কাজি নূরুল হোসেন মোক্তার মিয়াঁর সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠা ভাগিনেয়ীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। এ উভয় কার্য্যই আমি খোদা তা-লার "রহমত" বলিয়া মনে করিতেছি। আপনারা দোওয়া করুন, খোদাতা-লা যেন নির্ব্বিঘ্নে এই উভয় কার্য্য সমাধা করিয়া দেন। আপনারা সকলে উপস্থিত থাকিয়া এ শুভ কার্য্য আঞ্জাম দিবেন। আপনারা সকলেই আমার ভাইয়ের মতন; মজহাবী সম্পর্কের ন্যায় পাকা সম্পর্ক কি আর দুনিয়াতে আছে?" ওয়ালেদ সাহেবের প্রত্যেক কথায় সরলতা এবং খোদা তা-লার প্রতি অসীম ভক্তি ও নির্ভর প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার কথা শুনিয়া মৌলবী সাহেব আনন্দে যেন বিভোর হইয়া পড়িলেন। তিনি আনন্দ গদ্‌গদ্ চিত্তে হর্ষ ভরে এই প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক ছোট খাট একটি বক্তৃতাই করিয়া ফেলিলেন। মৌলানা ভাই সাহেব লজ্জিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। সেই সভাস্থলে আরও একজন যুবক লজ্জায় নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিয়াছিলেন—তিনি কাজী সাহেবের সুযোগ্য পুত্র কাজি নূরুল হোসেন মোক্তার সাহেব। উপস্থিত সকলেই এই প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মৌলবী সাহেব এই শুভ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়ার জন্য হাত তুলিয়া খোদাতা-লার নিকট মনাজাত করিলেন।

অতঃপর আঞ্জুমন, জাতীয় তহবিল এবং মাদ্রাসা সম্বন্ধে পুনরায় কথা আরম্ভ হইল। উপযুক্ত লোকদিগকে সভায় উপযুক্ত পদ সকল প্রদান করা গেল। একজন বেতন ভোগী কেরাণী নিযুক্ত করা স্থির হইয়া গেল। আপাততঃ কেবল মাত্র মাদ্রাসা-গৃহ নির্ম্মিত হইবে, আমরা গো-শালা এখান হইতে অন্যত্র সরাইয়া নিলে, সেই স্থানে বোর্ডিং-গৃহ নির্ম্মিত হইবে বলিয়া স্থির হইল। বোর্ডিংএর জন্য এক

খানি বাবুর্চিখানাও প্রস্তুত হইবে। মৌলবী সাহেব যেখানেই থাকুন, মাসের মধ্যে অন্ততঃ ২।৩ দিন আসিয়া তাঁহাকে এখানে থাকিতে হইবে; আঞ্জমন, তহবিল ও মাদ্রাসার কার্য্য কলাপাদি পরিদর্শন করিয়া তিনি তৎ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি করিবেন; একথাও পাকা পাকি রূপে স্থির হইয়া গেল।

সভা শেষ হইবার পর ৩ দিন গত হইয়াছে; আনন্দ-বাজার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মৌলানা সাহেব ও মৌলবী সাহেব স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। গত ১সপ্তাহ কাল আমাদের গৃহটি যেন "ধর্ম্ম-নিকেতনে" পরিণত হইয়াছিল। আজ যেন সকলই নিস্তব্ধ। আমি এখন হইতে নিজের সাংসারিক কাজে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত লাগিয়া গেলাম। বাবাজান আমাকে বলিলেন, "বাবা শরফুদ্দিন! অন্দরে ১ খানি বড় ঘর তৈয়ার করান আবশ্যক। তোমার ভগ্নিটির বিবাহ হইলে, তাহার বাসের জন্ত একখানি উপযুক্ত ঘর না হইলে কেমন করিয়া চলিবে? বিশেষতঃ মৌলানা বাবাজিকে সামান্য ঘরে স্থান দান করাও শোভা পাইবে না। এ বৎসর অন্য কোনও বড় কাজে হাত না দিয়া, এই ঘরখানি তৈয়ার করিয়া ফেল।" আমি বলিলাম, "হুজুর যাহা 'এরশাদ ফরমাইতেছেন' সে 'খেয়াল' আমিও পূর্ব্বে হইতে করিতেছি। আমার মতে 'আখ্‌তবন্ত্' না করিয়া শুভ বিবাহ কার্য্যটাও শেষ করিয়া ফেলা উচিত। আমি আশা করি, খোদাতা-লা টাকার অভাবে ফেলিবেন না। চৈত্র মাসে কাজ হইলে, সে পর্য্যন্ত কতক-গুলি টাকা আমদানী হইবার সম্ভাবনা আছে। আমি এই দুই বিবাহে ও গৃহ-নির্ম্মাণে ২০০০৲ টাকা খরচ অনুমান করিয়াছি। খোদার ফজল ও করমে এ পরিমাণ টাকার জোগাড় হইয়া যাইবে; ধার করিতে হইবে না। চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তালুকের এবং লা-খেরাজ

জমির খাজানাও কিছু আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে। এবার "আখ্‌তবন্ত্‌" হইয়া থাকিলে অনেক গুলি টাকা বৃথা ব্যয় হইয়া যাইবে।" ওয়ালেদ সাহেব আমার কথা পসন্দ করিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যাহা ভাল মনে কর, তাহাই করিতে পার।" আজ এই পর্য্যন্তই কথা বার্ত্তা হইয়া থাকিল। ঘরখানি উত্তরের আঙ্গিণার পূর্ব্ব পার্শ্বে হওয়াই স্থিরীকৃত হইল। ঐ গৃহের পশ্চাতে কিছু খালি জায়গা পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

এবার চাষের কাজে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিলাম। একটি হালের বলদও ক্রয় করা হইল; উহার মূল্য হইল ৪৮৷৷৹ টাকা। আর একটি বৃদ্ধা গাভী ১৮৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া, ৪২৲ টাকায় একটি দুগ্ধবতী হৃষ্ট পুষ্ট গাভী ক্রয় করিলাম। এই গাভীটি ৴৩৷৷৹ সের দুগ্ধ প্রদান করিত।

খোদার মরজিতে এবার কপি ইত্যাদির বাগানে খুব উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিল। ধান্যের অবস্থাও খুব ভাল দেখা গেল। আমি গৃহ-নির্ম্মাণের আয়োজনে লাগিয়া গেলাম। ৬০৲ টাকার কেবল উলু ঘাসই খরিদ হইল। মিস্ত্রি লাগাইয়া কয়েক জোড়া কপাট, জানালা ও চৌকাট প্রস্তুত করাইলাম। এইবার আর একটা বহু পুরাতন কাঁঠাল গাছের তক্তা ভাঙ্গাইলাম। উহা, ও পূর্ব্বের যে সকল তক্তা ঘরে ছিল, তদ্দারা খুব সুন্দর ২ খানি পালঙ্গ, ২ খানি বৃহৎ তক্তপোষ, ২টি আলমারী ও ২ খানি জলচৌকী তৈয়ার করান হইল। মাঘ মাসের মধ্যে গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইল। গৃহে শুধু ৪৭৲ টাকার মাটীই লাগিয়াছিল। চৈত্র মাস পর্য্যন্ত মোট আয়-ব্যয় এইরূপ হইয়াছিল।

৫ম বর্ষের ১ম ৮ মাসের জমা খরচ।

—o—

আয়।	
দুগ্ধ বিক্রয়	৩১২৷৷০
কপি, শালগম ইত্যাদি	১৩৭৷৷/০
পেয়াজ-রশুন	৩২৲
খেশারি বিক্রয়	৯৭৷৵০
বিবিধ রবি শস্য বিক্রয়	১৩৫৷৷০
কেলা বিক্রয়	২১৷৷০
আমন ধান্য বিক্রয়	২১৬৲
মূলা বিক্রয়	৪২৵০
কচু বিক্রয়	২১২৲
বেগুণ বিক্রয়	১৭৷৷০
বিচালি বিক্রয়	২৭৲
গাভী বিক্রয় ১টা	১৮৲
রাজহাঁস বিক্রয়	৮২৲
পাতিহাঁস বিক্রয়	৩৬৷৷০
জমির খাজানা আদায়	২৭৫৲
	১৬৮২৷৷৵০

ব্যয়।	
১খানি ঘর নির্ম্মাণে খরচ	৪৩২৲
১টি বলদ খরিদ	৪৮৷৷০
১টি গাভী খরিদ	৪২৲
আসমতের বেতন ৮ মাস	৪০৲
শরাফতের বেতন	৩৩৲
রাখাল বালক	১৬৷৷০
গাড়োয়ান	৪২৲
বাজে মজুর	১৭৷৷/০
গরুর জন্য খইল ভূষি প্রভৃতি	৫৬৷০
কৃষি যন্ত্রাদির মেরামত	৫৷৷/০
বাজার খরচ	১০৬৲
মেহমান খরচ	২৮৷৷০
কাপড় ইত্যাদি খরচ	৪৪৸০
মিস্ত্রির মজুরি, করাতি ও কল কব্জা ইত্যাদি	২৭৷৷০
	৯৬৯৸৵০

ইজা—	১৬৮২॥৶০
গাড়ী ভাড়া আদায় ও ফল এবং তরকারি শহরে চালান দিয়া লাভ হইয়াছিল	১৩৮॥০
	১৮২১৶০
বাদ খরচ	১২৫৭॥৵০
	৫৬৩॥/০
গত বৎসরের তহবিল	১৮৯৮॥৶১৫
	২৪৬২।১৫

ইজা—	৯৬৯৸৵০
ওয়াজের সভা ইত্যাদির খরচ	১৩২॥০
সংবাদ পত্র ও পুস্তকাদি	১৬৸০
সোডা খরিদ	৭৲
সার ও বীজ ইত্যাদি খরিদ	১৩৲
নানা প্রকার খুচ্‌রা বাজে খরচ	৩৮৲
	১২৫৭॥৵০

ইতিপূর্ব্বেই বিবাহের তারিখ ঠিক করা হইয়াছিল। ২৮শে চৈত্র শুক্রবার রাত্রিতে বিবাহের দিন হয়। ইহার পূর্ব্বেই সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বিবাহের ১সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে মেহমানগণ আমাদের বাড়ীতে আগমন করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্ব দিন বৃহস্পতিবার খুব জাঁকাল রকম একটি মৌলুদের সভা করা হয়। ঐ দিন রাত্রিতে সম্ভ্রান্ত লোক ও আলেম ফাজেলদিগকে ভোজন করান হইয়াছিল। শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে গ্রাম্য সাধারণ জেয়াফত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত মেহমান প্রায় ৩০০ ছিলেন; সাধারণ নিমন্ত্রিত লোকের সংখ্যা ছিল অন্যূন ১২০০ শত। এ কাজে আমাদিগকে বড় ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয় নাই। আঞ্জমনের মেম্বরগণ, গ্রামের অন্যান্য জন-সাধারণ এবং আমাদের প্রজামণ্ডলী খাটিয়া পিটিয়া সব কাজ 'আঞ্জাম' দিয়াছিলেন। রবিবারে কাজি সাহেবের বাড়ীতে দাওয়াতে অলিমা হয়। তিনিও প্রাণ খুলিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্র লোকদিগকে আহারাদি করাইয়াছিলেন।

বিবাহের মোট ব্যয়।

জমা—		খরচ—	
সরকারী তহবিল	১৫৮৫॥০	২টি পাত্রীর অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি	৭০০৲
আন্দরের চিকণের কাজের তহবিল	৩০০৲	বাক্সে আসবাব যাহা দেওয়া হয়	২০০৲
	১৮৮৫॥০	ভোজন ব্যয় ও মৌলুদ শরিফের খরচ	৩৫০৲
		বাড়ীর মেহমান দিগের জন্য খরচ ও বিবিধ খুচরা দাতব্য	১৪৫৲
		বিবাহ উপলক্ষে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাপড়াদি খরিদ	১০০৲
		ধর্ম্মার্থে দাতব্য খরচ—	
		হেজাজ রেলওয়ের চাঁদা	৫০৲
		মাদ্রাসা সওলতিয়া মক্কা শরিফ	২০৲
		নজুয়াতুল ওলামা	২৫৲
		বঙ্গের মুসলমান শিক্ষা-সমিতি	২৫৲
		কলিকাতার এতিম খানা	২৫৲
		২ জন তালবেলেমের ১ বৎসরের বৃত্তি মাসিক ২৲ হিঃ	৪৮৲
		বাড়ীর মাদ্রাসার চাঁদা	২৫৲
		গরীব মিছকিনদিগকে খয়রাত	২০৲
		জাতীয় তহবিল	২৫৲
		মসজেদের চাঁদা	১০৲
		আলিগড় কলেজ-ফণ্ডে দান	২৫৲
		খুচরা বাজে খরচ	৯২॥০
			১৮৮৫॥০

বিবাহ উপলক্ষে মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব প্রায় ১ সপ্তাহ কাল আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। বিবাহে তিনি খুব খাটিয়াছিলেন। মৌলানা ভাই সাহেব তাঁহাদের নিজ বাড়ী হইতে বর সাজিয়া আসিয়া ছিলেন। তাঁহার চাচ্চা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সহ প্রায় ৬০ জন লোক বর-যাত্রী রূপে আগমন করিয়াছিলেন। কাজি সাহেবের বাড়ী হইতেও ঐ পরিমাণ লোক আগমন করেন।

এই বিবাহে সর্ব্বশুদ্ধ ৮টি গরু, ৩২টি খাসি ও বকরি, ১২২টা মোরগ-মুরগী, ৪/ মণ মৎস্য, ২০/মণ দধি, ১/৫ঘৃত ও ঐ পরিমাণ অন্যান্য জিনিস খরচ হইয়াছিল। শহর হইতে ২ জন বাবুর্চি আনা হইয়াছিল; তদ্ব্যতীত গ্রামের ২।৩ জন বাবুর্চিও ছিল। কাজি সাহেব ১ জন বাবুর্চি ও ২ জন মেট আনাইয়াছিলেন। নানাপ্রকার পিষ্টক ও ক্ষীর পায়সাদি আমাদের গৃহেই প্রস্তুত হইয়াছিল।

উভয় বিবাহের দান-দেহেজ ঠিক একই প্রকার দেওয়া হইয়াছিল। কোনও বিষয় একটু মাত্র বেশ কম করা হয় নাই। বহির্ব্বাটীর আঙ্গিণায় শামিয়ানা লট্‌কাইয়া বিবাহের আসর সজ্জিত করা হইয়াছিল।

বিবাহান্তে মৌলানা ভাই সাহেব এখানেই থাকিলেন; কথা হইল, কিছু দিন পরে একবার আমার ভগিনীকে লইয়া তাঁহাদের নিজ বাড়ীতে গমন করিবেন।

বিবাহের গোলমাল মিটিয়া গেল; টাকার অভাব হইল না; খোদা তা-লা কোনও প্রকারে কাজ চালাইয়া দিলেন। ওদিকে চাঁদা আদায় আরম্ভ হইল, এবং মাদ্রাসা-গৃহ নির্ম্মাণের ধূম পড়িয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসের ২২শে তারিখে গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইল। ফাল্গুন মাস হইতেই ইহার কার্য্য অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। গৃহ-নির্ম্মাণ কালে মক্তবের কাজ আমাদের বহির্ব্বাটীর দক্ষিণের গৃহে

সম্পাদিত হইয়াছিল। মাদ্রাসার জন্ম বৃহৎ আটচালা ঘর নির্ম্মিত হইল। পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিক দিয়াই গৃহের দরজা থাকিল। কবর-স্থানের দিকে একটি ক্ষুদ্র ফুলের বাগান করিয়া দেওয়া হইল।

মৌলবী সাহেবের চেষ্টায় নোওয়াখালী নিবাসী মৌলবী লুৎফল হক সাহেব মাদ্রাসার ২য় মৌলবী নিযুক্ত হইলেন। পাবনা জেলা নিবাসী একজন এফ্-এ ফেল পুরাতন শিক্ষক মাদ্রাসার হেড্ মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেন। গ্রামের শেখ গোলাম আলি মাদ্রাসার পেয়াদা নিযুক্ত হইল। আঞ্জমনের চাঁদাদি আদায়ের আংশিক ভারও ইহার উপর থাকিল। শেখ গোলাম আলী খুব চতুর এবং পরিশ্রমী লোক ছিল। আমাদের ৫।৭ গ্রামের প্রায় সকল লোকেই তাহাকে চিনিত। তাহার বেতন স্থির হইল মাদ্রাসা হইতে ৪৲ টাকা ও আঞ্জমন হইতে ৪৲ মোট ৮৲ টাকা। সে ১১ টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মাদ্রাসায় হাজির থাকিত; আর সকালে এবং কখন কখন রাত্রি কালে চাদা আদায় কার্য্য সম্পন্ন করিত। তাহার কার্য্য দক্ষতায় আদায়-উসুলের খুব সুবিধা হইতে লাগিল। ১২৲ টাকা বেতনে মুন্‌শী মোসাহেব আলী সাহেব আঞ্জমন ও জাতীয় তহবিলের কেরাণী নিযুক্ত হইলেন। লেখা পড়ার কাজ ছাড়া আদায় উসুলও তাঁহাকে করিতে হইত। আষাঢ় মাসের ১২ই তারিখে প্রথমে মাদ্রাসা খোলা হইল। মাষ্টার সাহেবের জায়গীরও কাজী সাহেবের বাড়ীতেই হইল। ২য় মৌলবী সাহেবের জায়গীর হইল এস্‌লামুদ্দিন মোল্লা সাহেবের বাড়ীতে। পণ্ডিত সাহেব পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের বাড়ীতেই থাকিলেন।

মাদ্রাসা খোলার দিন বহু লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি 'আম জলসা' করা হইল। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও সদলবলে আসিলেন। ৮।১০ খানি গ্রামের ভদ্র ও সাধারণ প্রায় সমুদয় লোক

বিবাহ উপলক্ষে মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব প্রায় ১ সপ্তাহ কাল আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। বিবাহে তিনি খুব খাটিয়াছিলেন। মৌলানা ভাই সাহেব তাঁহাদের নিজ বাড়ী হইতে বর সাজিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার চাচা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সহ প্রায় ৬০ জন লোক বর-যাত্রী রূপে আগমন করিয়াছিলেন। কাজি সাহেবের বাড়ী হইতেও ঐ পরিমাণ লোক আগমন করেন।

এই বিবাহে সর্ব্বশুদ্ধ ৮টি গরু, ৩২টি খাসি ও বকরি, ১২২টা মোরগ-মুরগী, ৪/ মণ মৎস্য, ২০/মণ দধি, ১/৫ঘৃত ও ঐ পরিমাণ অন্যান্য জিনিস খরচ হইয়াছিল। শহর হইতে ২ জন বাবুর্চি আনা হইয়াছিল; তদ্ব্যতীত গ্রামের ২।৩ জন বাবুর্চিও ছিল। কাজি সাহেব ১ জন বাবুর্চি ও ২ জন মেট আনাইয়াছিলেন। নানাপ্রকার পিষ্টক ও ক্ষীর পায়সাদি আমাদের গৃহেই প্রস্তুত হইয়াছিল।

উভয় বিবাহের দান-দেহেজ ঠিক একই প্রকার দেওয়া হইয়াছিল। কোনও বিষয় একটু মাত্র বেশ কম করা হয় নাই। বহির্ব্বাটীর আঙ্গিণায় শামিয়ানা লটকাইয়া বিবাহের আসর সজ্জিত করা হইয়াছিল।

বিবাহান্তে মৌলানা ভাই সাহেব এখানেই থাকিলেন; কথা হইল, কিছু দিন পরে একবার আমার ভগিনীকে লইয়া তাঁহাদের নিজ বাড়ীতে গমন করিবেন।

বিবাহের গোলমাল মিটিয়া গেল; টাকার অভাব হইল না; খোদা তা-লা কোনও প্রকারে কাজ চালাইয়া দিলেন। ওদিকে চাঁদা আদায় আরম্ভ হইল, এবং মাদ্রাসা-গৃহ নির্ম্মাণের ধূম পড়িয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসের ২২শে তারিখে গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইল। ফাল্গুন মাস হইতেই ইহার কার্য্য অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। গৃহ-নির্ম্মাণ কালে মক্তবের কাজ আমাদের বহির্ব্বাটীর দক্ষিণের গৃহে

সম্পাদিত হইয়াছিল। মাদ্রাসার জন্য বৃহৎ আটচালা ঘর নির্ম্মিত হইল। পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিক দিয়াই গৃহের দরজা থাকিল। কবর-স্থানের দিকে একটি ক্ষুদ্র ফুলের বাগান করিয়া দেওয়া হইল।

মৌলবী সাহেবের চেষ্টায় নোওয়াখালী নিবাসী মৌলবী লুৎফল হক সাহেব মাদ্রাসার ২য় মৌলবী নিযুক্ত হইলেন। পাবনা জেলা নিবাসী একজন এফ্-এ ফেল পুরাতন শিক্ষক মাদ্রাসার হেড্ মাষ্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেন। গ্রামের শেখ গোলাম আলি মাদ্রাসার পেয়াদা নিযুক্ত হইল। আঞ্জমনের চাঁদাদি আদায়ের আংশিক ভারও ইহার উপর থাকিল। শেখ গোলাম আলী খুব চতুর এবং পরিশ্রমী লোক ছিল। আমাদের ৫।৭ গ্রামের প্রায় সকল লোকেই তাহাকে চিনিত। তাহার বেতন স্থির হইল মাদ্রাসা হইতে ৪্ টাকা ও আঞ্জমন হইতে ৪্ মোট ৮্ টাকা। সে ১১ টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মাদ্রাসায় হাজির থাকিত; আর সকালে এবং কখন কখন রাত্রি কালে চাদা আদায় কার্য্য সম্পন্ন করিত। তাহার কার্য্য দক্ষতায় আদায়-উসুলের খুব সুবিধা হইতে লাগিল। ১২্ টাকা বেতনে মুন্‌শী মোসাহেব আলী সাহেব আঞ্জমন ও জাতীয় তহবিলের কেরাণী নিযুক্ত হইলেন। লেখা পড়ার কাজ ছাড়া আদায় উসুলও তাঁহাকে করিতে হইত। আষাঢ় মাসের ১২ই তারিখে প্রথমে মাদ্রাসা খোলা হইল। মাষ্টার সাহেবের জায়গীরও কাজী সাহেবের বাড়ীতেই হইল। ২য় মৌলবী সাহেবের জায়গীর হইল এসলামুদ্দিন মোল্লা সাহেবের বাড়ীতে। পণ্ডিত সাহেব পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের বাড়ীতেই থাকিলেন।

মাদ্রাসা খোলার দিন বহু লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি 'আম জলসা' করা হইল। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও সদলবলে আসিলেন। ৮।১০ খানি গ্রামের ভদ্র ও সাধারণ প্রায় সমুদয় লোক

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সভায় আগমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে মিলাদ শরিফ পড়া হয়। মৌলুদান্তে মৌলানা সাহেব, মৌলবী সাহেব এবং আরও কয়েক জন ভদ্র লোক সংক্ষেপে "ওয়াজ" এবং বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সমাগত লোক দিগের মধ্যে মিষ্টান্নও বিতরিত হইয়াছিল। বাদ জোহর হইতে মগরেব পর্য্যন্ত এই শুভানুষ্ঠান চলিয়াছিল। পরদিন সকালে মাদ্রাসা যথা রীতি খোলা হয়। মৌলানা সাহেব সুমধুর কণ্ঠে কোরাণ শরিফ পাঠ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। মৌলবী সাহেব ও ওয়ালেদ সাহেব সে দিন যেন আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মাদ্রাসা-গৃহ খানি খুব সুন্দর করিয়া নিৰ্ম্মাণ করা হয়। গৃহের চতুর্দ্দিকে খিড়কি জানালা রাখা হয়। করগেট্ আয়রণ অর্থাৎ ঢেউ তোলা টিন দিয়া গৃহের চাল নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৃহের মাঝের খণ্ড মৌলানা সাহেবের ক্লাস। পশ্চিমের বারাণ্ডায় ইংরেজী ক্লাস, উত্তর ও দক্ষিণ বারাণ্ডায় আরবী পারসীর নিম্ন ক্লাস, আর পূর্ব্ব দিকের বারাণ্ডায় বাঙ্গালা ক্লাস। পূর্ব্ব বারাণ্ডার উত্তর পার্শ্বে একটি ছোট কামরা করা হইয়াছিল, সেখানি ছিল মাদ্রাসার দফ্তর বা আফিস। মাদ্রাসার জন্য ছোট বড় ৩৮ খানি বেঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল। চেয়ার আনা হইয়াছিল সর্ব্বশুদ্ধ ১ ডজন; টেবিল ছিল ৮ খানা। ৪ খানা চেয়ার ও ১ খানা মেজ অফিস কামরায় রাখা হইয়াছিল। পশ্চিমের বারাণ্ডার উত্তর প্রান্তে ছোট ছোট ছেলেরা তালপাতায় লেখা শিখি ত। তাহাদিগের জন্য মাটীতে বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইত। সর্ব্ব নিম্ন শিক্ষক তাহাদিগকে লইয়া বসিতেন। মাদ্রাসা হওয়াতে আমাদের পুষ্করিণীতে তক্তা দিয়া খু সুন্দর ও মজবুত ঘাট তৈয়ার করিয়া দেও হইল। মৌলানা সাহেব, মৌলবী সাহেবগণ, অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র-

দিগকে লইয়া জোহরের নমাজ মসজেদে পড়িতেন। মস্‌জিদে এক বারে স্থান সঙ্কুলন হইত না বলিয়া ২।৩ জমাত হইত। আমাদের মস্‌জেদটিও বড় করা দরকার হইয়া পড়িল; পুকুরের উত্তর পাড়ের শেষ প্রান্তে, কেলা বাগানের উত্তর দিকে ছাত্রদের জন্য ২।৩টা পায়খানা তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইল।

অল্প দিনের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ১১৮ হইয়া পড়িল। ৫৭ জন ভিন্ন দেশীয় তালেবেলেমের জায়গীর আমাদের নিজ গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে হইল। আমাদিগকেও ২টি ছাত্রের জায়গীর দিতে হইল। ৬০ জন ছাত্র আমাদের কয়েক গ্রাম হইতে জুটিয়াছিল।

মাদ্রাসা হওয়াতে আমাদের বাড়ী খানি যেন 'গুলজার' হইয়া উঠিল। ছাত্রদিগের কলরবে বহির্ব্বাটী কয়েক ঘণ্টা কাল যেন মুখরিত হইত। সকালে এবং রাত্রিতে কতক ছাত্র আসিয়া মৌলানা সাহেবের নিকট পড়া বুঝিয়া লইত। প্রায় প্রতিদিন রাত্রি ৮।৯ টা পর্য্যন্ত অন্যান্য শিক্ষকগণ আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কোনও দিন বা সকলে কাজী সাহেবদের বাড়ীতে সমবেত হইতেন। অন্যান্য ভদ্র লোকদিগের বাড়ীতেও মধ্যে মধ্যে সকলে একত্র হইয়া ধর্ম্মালোচনা ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিতেন। আঞ্জমনের অধিবেশন ও ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে সময়ে সময়ে হইত। মাসের মধ্যে ২।১ দিন ভিন্ন ভিন্ন গ্রামেও বৈঠক বা ওয়াজের মজলেস্ হইত। নিকটবর্ত্তী কয়েক গ্রামের বেকার যুবকদিগকে নানা কাজে লাগান হইল। কেহ ব্যবসায়ে, কেহ কৃষিকার্য্যে ও বাগান প্রস্তুতে, কেহ শিল্প কার্য্যে লাগিয়া গেল। ছোট বড় কোনও শ্রেণীর লোকের মধ্যে বেকার লোক আর থাকিল না। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব আসিলে, মজলেস আরও "বা-রওনক"

হইয়া উঠিত। তিনি আসিয়া স্থির থাকিতেন না; ওয়াজ-নসিহত, বক্তৃতা ইত্যাদির দ্বারা লোকদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তিনি আসিলে প্রধানতঃ আমাদের বাড়ীতেই থাকিতেন; কখনও কখনও কাজী সাহেবদের বাড়ীতেও ২।১ দিন অবস্থান করিতেন। আমাদের গ্রাম খানি যেন আনন্দ বাজারে পরিণত হইল। সকলের মুখেই কাজের কথা—ধর্ম্মের কথা। বাজে বাহুল্য আলাপ যেন লোকের মুখ হইতে দূর হইল।

এক বৎসরের মধ্যে আমাদের বয়তুল মাল তহবিলে যাহা আয়-ব্যয় হইল, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে।

আয়।

নিয়মিত মাসিক চাঁদা (এক বৎসরে)	১৪২৫৲
এক কালীন দান—	৯১৩॥০
বিবাহাদি উৎসবে দান——	২১২৶০
কোরবাণীর চামড়ার মূল্য—	৮২৲
মুষ্টি ভিক্ষার চাউল ১১৭/ মণ গড়ে ৩৲ টাকা হিসাবে বিক্রয়—	৩৫১৲
কৃষকদিগের নিকট হইতে ধান্যাদি শস্যে যাহা আদায় হয়, তাহার মূল্য—	৩৫৭॥০
কয়েক ব্যক্তির মৃত্যুপলক্ষে দান প্রাপ্তি—	৪৮॥৵০
এক ব্যক্তি ৪ বিঘা জমি ওয়াকফ করিয়া দেন, তাহার বার্ষিক আয়	২৪৲
ব্যবসায়ীদিগের নিকট বিক্রিত জিনিসের উপর কিছু কিছু আদায় করেন, তাহার আয়	৭২॥০
	৩৪৫৩৸৵০

ব্যয়।

মাদ্রাসা-গৃহ নির্ম্মাণে মোট খরচ—	৯৪৫৲
১ ডজন চেয়ার খরিদ (মায় আনিবার খরচ)	৫২৶৹
৩৮ খানি বেঞ্চ তৈয়ার করিবার খরচ—	৮৫৷৶৹
৮ খানি টেবিল খরিদ (মায় আনিবার খরচ)	৯২৷৹
২টা আলমারী (মায় আনিবার খরচ)	২৭৷৴১০
১ খানা টানা পাখা—	৮৷৹
৬ খানা বোর্ড নির্ম্মাণের খরচ—	২৩৲
১টী ক্লক্ ঘড়ি—	১৫৲
আফিস গৃহের জন্য একটী ল্যাম্প —	৬৷৹
১টা ঘণ্টা—	৩৲
প্রয়োজনীয় খাতা ও কাগজ পত্রাদি	২২৸৹
বিছানার চেটাই ও মাদুর—	২৷৴৹
দোয়াত, কলম, রুল, পেন্সিল ইত্যাদি—	৫৷৶৹
মাদ্রাসার লাইব্রেরীর জন্য প্রয়োজনীয় কেতাব, (আরবী, পারসী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা ও ইংরেজী) ও ম্যাপ খরিদ—	১১৭৷৹
হেড্ মৌলবী সাহেবের বেতন (আষাঢ় মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত) মাসিক ৪০৲ হিঃ × ১০ মাসে =	৪০০৲
২য় মৌলবী সাহেব ২৫৲ হিঃ × ১০ মাসে =	২৫০৲
৩য় মৌলবী সাহেব ২০৲ হিঃ × ১০ মাসে =	২০০৲
মাষ্টার সাহেব ২৫৲ হিঃ × ১০ মাসে =	২৫০৲
হেড পণ্ডিত ১৫৲ হিঃ × ১০ মাসে =	১৫০৲
২য় পণ্ডিত ১০৲ হিঃ × ১০ মাসে =	১০০৲
	২৭৫ ৬৸৴১০

ইজা—					২৭৫৩৮৯/১০
৩য় পণ্ডিত	৭৲ হিঃ	×	১০ মাসে	=	৭০৲
পেয়াদা	৮৲ হিঃ	×	১০ মাসে	=	৮০৲

মাদ্রাসা দঃ দশ মাসে বিবিধ খুচরা খরচ—

আঞ্জমন সংক্রান্ত বিবিধ খরচ মায় অধিবেশন এবং কর্ম্মচারীর বেতন, ৪ খানি চেয়ার, ১ খানা টেবিল, ২ খানি বেঞ্চ, ১টী আলমারী, ১টী বাক্স, ১টি ল্যাম্প ও অন্যান্য সরঞ্জাম সহ ১০ মাসে — ২৯১৷৷০

মক্কা শরিফে মাদ্রাসা সওলতিয়ার জন্য দান— ৫০৲

নদুয়াতুল ওলামার ফণ্ডে দান— ৫০৲

হেজাজ রেলওয়ের ফণ্ডে দান— ৫০৲

কতিপয় পর্দ্দানিশিন দরিদ্র মহিলা ও উপযুক্ত মহতাজদিগকে দান ৪২৮০

একটি মসজেদ মেরামত খরচ বাবদ দেওয়া যায়— ৩০৲

৩৪৫৭৮৶১০

২য় বর্ষের বৈশাখ মাসে গত বর্ষের মজুদ তহবিল ৮৮৸৶১০ আনা মাত্র থাকিল। ১ম বৎসরের আয়-ব্যয়ের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, মাদ্রাসা সম্বন্ধেই অধিকাংশ টাকা খরচ হইয়াছিল। ২য় বৎসরে এতৎসম্বন্ধীয় এককালীন ব্যয়ের পরিমাণ যে অনেকটা কমিয়া যাইবে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

এই মাদ্রাসাটি স্থাপিত হওয়াতে আমাদের নিজ গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে অনেকের বাড়ীতে যেন এক একটি ক্ষুদ্র মক্তবের সৃষ্টি হইল। যে সকল ভিন্ন স্থানীয় ছাত্র ঐ সকল বাড়ীতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই সকালে এবং রাত্রিতে সেই

সেই বাড়ীর বা পার্শ্ববর্ত্তী ২।৪ বাড়ীর বালকদিগকে কায়দা বোগদাদী, আমপারা ও কিছু কিছু বাঙ্গালা পড়াইত। এই নিয়মে প্রায় ২০০। ২৫০ বালকের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হইল। ওদিকে স্থানীয় ছাত্রগণ মৌলবী সাহেবদিগের উপদেশ ক্রমে নিজ নিজ বাড়ীর বালিকা দিগকেও শিক্ষা দান আরম্ভ করিল। এই নিয়মে শতাধিক বালিকার মধ্যেও প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত হইল। মৌলানা ভাই সাহেব, মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব এবং মাদ্রাসার অপর মৌলবী ও শিক্ষকগণ, মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে এই প্রণালীতে শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিনিয়ত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রায় ২৫।২৬ খানি গ্রাম লইয়া এই প্রণালীর শিক্ষা-কার্য্য আরম্ভ হইল। উদ্যোগী মহাত্মাদিগের বিশেষ চেষ্টায় পার্শ্ববর্ত্তী ৫।৬ খানি গ্রামে স্বাধীন মক্তবও স্থাপিত হইল। ঐ সকল মক্তবে এক জন করিয়া উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন; তাঁহারা বালকদিগকে কোরাণ শরিফ পড়াইতেন, এবং বাঙ্গালা ও অল্প অল্প পারসী শিক্ষা দিতেন। পাঠ্য পুস্তকাদি আমাদের মৌলবী সাহেবগণই নির্ব্বাচন করিয়া দিতেন। প্রধানতঃ লাহোরের আঞ্জমনে হেমায়েতে ইসলামের প্রকাশিত পুস্তকাবলীই পঠিত হইত। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা শিক্ষার উপযুক্ত মুসলমান পাঠ্য পুস্তকের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল।

মৌলানা ভাই সাহেব, মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষক ও মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া মাদ্রাসার পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিলেন। আরবী, পারসী এবং উর্দ্দু ভাষা পড়ান সম্বন্ধে কিছু নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইল। ইতিহাস, ভূগোল মাদ্রাসায় প্রবেশ লাভ করিল। গণিতের দিকেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হইল। এমন প্রণালীতে পড়ান আরম্ভ হইল, যেন ছাত্রগণ আরবী বিভাগে

পাঠ শেষ করিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা সমূহে ভর্ত্তি হইতে পারে; এবং ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া এণ্ট্রান্স্ স্কুলে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু আরবী বিভাগে অঙ্ক, ইতিহাস ও ভূগোল শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হওয়াতে, এই তিনটী বিষয়ে ছাত্রগণ একটু একটু করিয়া পরিপক্ক হইতে আরম্ভ করিল।

আমাদের দেশের আরবী শিক্ষিত মৌলবী সাহেবগণের উর্দ্দু এবং বাঙ্গালা ভাষা আদৌ শিক্ষা হয় না। শিক্ষা-প্রণালীর দোষে তাঁহারা উপযুক্ত ধর্ম্ম-প্রচারকও হইতে পারেন না। আরবী, পারসী, উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ভাষায় কিছু লিখিবার শক্তিও তাঁহাদের হয় না। মৌলানা ভাই সাহেব এবং অন্যান্য শিক্ষকগণ এই সকল অভাব দূর করিবার জন্য বিশেষ ভাবে মনোযোগ প্রদান করিলেন; এবং প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। মাদ্রাসার নিয়মিত সময় ব্যতীত, সকালে এবং রাত্রিতে উপযুক্ত ছাত্রদিগকে মৌলবী সাহেবগন এবং মাষ্টার ও পণ্ডিত সাহেবগণ এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দিতেন।

মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব, জনাব কাজি সাহেব, জনাব ওয়ালেদ সাহেব এবং অন্যান্য জ্ঞানী পুরুষগণ মাদ্রাসার শিক্ষকদিগের বেতন এজন্য বেশী বেশী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, যেন তাঁহাদিগকে পেটের চিন্তায় বিব্রত থাকিতে না হয়। অল্প বেতনে উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না; দায়ে পড়িয়া অল্প বেতনে শিক্ষকগণ কার্য্য গ্রহণ করিলেও, সাংসারিক চিন্তায় ভগ্ন মনে কাজ করিয়া থাকেন। মাদ্রাসা স্থাপনের পূর্ব্বে এ সকল বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। মাদ্রাসার নিয়মিত সময় ব্যতীত সকালে ও রাত্রিতে শিক্ষকদিগকে যথাসাধ্য খাটিতে হইবে, ইহা তাঁহাদিগকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছিল; সুতরাং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে তাঁহারা কেহই ইতস্ততঃ করিতেন না।

মাদ্রাসা স্থাপনের এক বৎসর পরে যে পরীক্ষা গৃহীত হইল, তাহাতে সকলেই আশার অতিরিক্ত ফল দেখিতে পাইলেন। এই অল্প দিনের মধ্যে ছাত্রগণ যেটুকু শিক্ষা করিয়াছিল, সেই টুকুতে বেশ সুন্দররূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। অধিক বয়স্ক কয়েক জন বিদেশীয় ছাত্র কিছু বেশী পরিমাণে পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া আসিয়া, এই মাদ্রাসার আরবী বিভাগে প্রবিষ্ট হয়, তাহাদের শিক্ষাকার্য্য আরও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। এক বৎসরের আরবী শিক্ষায়ই তাহারা মোটামুটি রূপে আরবী ভাষায় জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহাদের জন্য মৌলানা ভাই সাহেবকে খুব অতিরিক্ত রূপে খাটিতে হইয়াছিল।

এই এক বৎসরের মধ্যেই ছাত্র সংখ্যা অনেক বাড়িয়া পড়িল। বাধ্য হইয়া স্কুল-বিভাগের নিম্ন ক্লাস আমাদের বহির্ব্বাটীর দক্ষিণ দিকের ঘর খানিতে স্থানান্তরিত করিতে হইল। এই এক বৎসরের মধ্যে আমাদের নিজ গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে বহু সভা সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সাধারণ ওয়াজ ও মৌলুদের মহফেল কত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

অতঃপর এক দিন "খাস" একটি বিষয়ের আলোচনা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। মৌলানা ভ্রাতা, মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষক এবং আমাদের কয়েক গ্রামের সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য মুসলমান ভাই সাহেবদিগকে আহ্বান করিয়া একটি ক্ষুদ্র সভা আহূত হয়। এই সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য, সাধারণ মুসলমান দিগকে "দিনি" বিষয় শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা। অর্থাৎ কলেমা, নমাজ, রোজা, অজু ও গোসলের সাধারণ নিয়মাবলী, ফরজ-ওয়াজেব-সোন্নত ইত্যাদির মোটামুটি জ্ঞান—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিত্য

নৈমিত্তিক কার্য্য-কলাপ ও বিশ্বাসাদির বিষয় যাহাতে প্রত্যেকে বেশ সুন্দররূপে জানিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, যে সকল ছাত্র মাদ্রাসায় কিছু বেশী পরিমাণ পড়ে, এবং যাহাদের বয়স অধিক, তাহারা প্রত্যহ বা ১ দিন ২ দিন অন্তর রাত্রি কালে অন্ততঃ ১ ঘণ্টা কাল সমবেত শ্রমজীবি লোকদিগকে এই সকল বিষয় মোটামুটি ভাবে শিক্ষা দিবে। আর যে সকল লোক এই সকল নিয়ম-পদ্ধতি ভালরূপ জানা আছে, তাহারাও অন্যান্যকে যথাসাধ্য শিক্ষা দিবে। তদ্ব্যতীত ৬।৭টী নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, শ্রমজীবি বালক ও যুবকগণ উহাতে শিক্ষা লাভ করিবে। প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধগণও তাহাতে সাধারণ মস্‌লা-মসায়েল শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। কয়েক স্থানে মক্তবের শিক্ষকগণ এবং কয়েক স্থানে গ্রামের উপযুক্ত মুন্‌শিগণ এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিবেন। ৪ জন মক্তবের শিক্ষক এবং ৩ জন গ্রাম্য মুন্‌শী এই কার্য্যের জন্য আপাততঃ নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহাদের বেতনও জাতীয় তহবিল হইতে দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইল। বেতন অবস্থানুসারে ৪৲ ও ৫৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল। বলা বাহুল্য, এই সভায় ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের কতিপয় মোড়ল-মাতব্বরও উপস্থিত ছিলেন।

মাদ্রাসা স্থাপনের ২য় বৎসরে চাঁদা ও সাহায্যাদি আদায় কার্য্য অধিকতর জোর-শোরে চলিতে লাগিল। একজন পেয়াদার দ্বারা কাজ চলা অসম্ভব বোধ হওয়াতে, ৭৲ টাকা বেতনে আর একজন পেয়াদা নিযুক্ত করা হইল। কেরাণীর কার্য্য ও অতিরিক্ত হইয়া পড়াতে, আদায় তহশিলের জন্য ৮৲ টাকা বেতনে একজন মুহুরী নিযুক্ত হইল। এই বৎসর জাতীয় তহবিলের আয় বৃদ্ধির একটী নূতন পথ খোদাতা-লা করিয়া দিলেন। আমাদের গ্রামের নিকটস্থ

মজিলপুর গ্রামে হেরাছতুল্লা মণ্ডল নামক একজন সঙ্গতিপন্ন কৃষক লা-ওয়ারিস ছিলেন; তাহার জমি জমা সামান্য ছিল না। সংসারে তাহার মাত্র এক স্ত্রী বর্ত্তমান ছিলেন। মৃত্যুর প্রায় ২ মাস পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব, মৌলানা ভাই সাহেব এবং স্থানীয় কতিপয় প্রধান প্রধান লোককে ডাকাইয়া, নিজের সম্পত্তি ওয়াকৃফ করিলেন। সর্ব্বজন মান্য কাজি সাহেবকে মতওল্লি নিযুক্ত করিয়া, ৮জন মেম্বর দ্বারা গঠিত এক কমিটীর তত্ত্বাবধানে ঐ ওয়াকৃফ সম্পত্তি প্রদান করিলেন। মীর আফ্‌তাব আলী সাহেব নায়েব মতওল্লি হইলেন। কাজি সাহেবের পরে তিনি মতওল্লি হইবেন; এবং উপরোক্ত ৮ জন মেম্বরের মতানুসারে ঐ সময় আর একজন নায়েব মতওল্লি মনোনীত হইবেন। মেম্বরদিগের মধ্যে কাহারও অভাব হইলে, অবশিষ্ট মেম্বরগণ ঐ স্থলে একজন নূতন মেম্বর নিযুক্ত করিবেন। মতওল্লিকে এই ৮ জন মেম্বরের সম্পূর্ণ মতানুসারে কাজ করিতে হইবে। আয়-ব্যয়ও এই মেম্বরগণ পরিদর্শন করিবেন। মতওল্লি বৎসরে ৫ × ১২ = ৬০৲ টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ পাইবেন মাত্র। যতদিন ওয়াকৃফকারী জীবিত থাকিবেন, ততদিন নিজ খরচ-পত্রের জন্য মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে পাইবেন; তাহার অভাবে তাহার স্ত্রী জীবিত কাল পর্য্যন্ত মাসিক ৬৲ টাকা হিসাবে পাইবেন। এই সম্পত্তি বেশ মূল্যবান্ ছিল। ৮২ বিঘা চাষের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট মৌরুসী জমি ও তাহাদের নিজ বসত বাটী প্রায় ১২ বিঘা ছিল। জমি গুলি ঠিকা বন্দোবস্তে বার্ষিক ৮৲ হিসাবে গড়ে প্রতি বিঘা বিলি হইতে পারিত। বসত বাড়ীতেও নানা প্রকার ফলের সুন্দর বাগান ছিল; একটী বড় পুষ্করিণী—তাহাতে বিস্তর মৎস্য ছিল। বৃদ্ধের ৪ খানি লাঙ্গল চলিত, গরু বাছুর অনেক ছিল। ওয়াকৃফ করিবার

২ মাস পরে তাহার মৃত্যু হইলে, তাহার মগফেরাতের জন্ম যথোচিত দান-খয়রাত ও অন্যান্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হইল। বৃদ্ধের ঘরে নগদও ১০০০৲ টাকা ছিল; স্বামীর মৃত্যুতে তাহার স্ত্রী ৫০০৲ টাকা আঞ্জমনের হস্তে দিলেন; উদ্দেশ্য, তাহার মৃত স্বামীর মগ্‌ফেরাতের জন্ম যথোচিত অনুষ্ঠান করা হয়। ঐ টাকা নিম্ন-লিখিত রূপে ব্যয়িত হইয়াছিল:—

গরীব-মিছকিনদের জন্ম খানায় খরচ—	১৫০৲
ঐ উপযুক্ত লোকদিগকে বস্ত্র দান—	৫০৲
১ জন তালবেলেমের পড়ার খরচ (অর্থাৎ দিনি এলেম পড়া) ৩ বৎসরের জন্ম বার্ষিক ২৪৲ টাকা হিসাবে—	৭২৲
মাদ্রাসায় সওলতিয়ার জন্ম —	২৫৲
নদুয়াতুল ওলামার জন্য—	২৫৲
হেজাজ রেলওয়ে ফণ্ডে—	৫০৲
দেওবন্দ মাদ্রাসার জন্য—	২৫৲
এতিম খানার জন্য—	২৫৲
আমাদের আঞ্জমনের মাদ্রাসায় এককালীন দান—	৫০৲
১২ জন তালবেলেমকে কেতাব ক্রয় করিবার সাহায্য ও অন্যান্য খুচ্‌রা দান—	৫৩৲
	৫০০৲

মোটের উপর প্রায় ৫০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি (খরচ-খরচা বাদ) আঞ্জমনের হস্তগত হইল। বৃদ্ধের মগ্‌ফেরাতের জন্ম মাদ্রাসার সমুদয় ছাত্র ও মৌলবী সাহেবগণ ২।৩ দফে খতম শফা পড়িলেন। আরবী বিভাগের প্রত্যেক ছাত্র কোরাণ শরিফ এক এক খতম পড়িয়া, এই

বৃদ্ধের কবরের উপর বখ্‌শিয়া দিল। এই সকল অনুষ্ঠান দর্শনে, বৃদ্ধের বিধবা স্ত্রী অতিশয় আনন্দিত হইলেন; এবং ভক্তি গদ্‌গদ্‌ চিত্তে আঞ্জমনের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ছেরাছতুল্লা মণ্ডলের গোলায় প্রায় ১৫০০/ মণ ধান্য মজুদ ছিল; উহা হইতে ২০০/ মণ ধান্য বিক্রয় করিয়া তদীয় বিধবা স্ত্রী, স্বামীর নামে একটি হজ্জ্‌ করাইবার জন্য অদূরবর্ত্তী আনোয়ার পুর গ্রামবাসী বিশেষ মুসল্লি ও মুত্তাকি মোহাম্মদ কাসেম হাজী সাহেবকে ৪৫০৲ টাকা দিয়া হেজাজ প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। বৃদ্ধার এই কাজে সকলেই আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলেন।

আমরা বিশেষ ভাবে তদন্ত করিয়া জানিয়াছিলাম, আঞ্জমনাদি স্থাপনের পূর্ব্বে আমাদের কয়েকখানি গ্রামের ৩৮০৩৬ জন মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে ২১ জন চোর, ২৮ জন বিবিধ অপরাধে জেল খাটা দাগী লোক, ১৭ জন গাঁজাখোর, ৪৪ জন তাড়িখোর, ২৪ জন বেশ্যাসক্ত ও লম্পট, ৭ জন সুরা পায়ী, ১২ জন জুয়াড়ি, ৩২ জন দাঙ্গাবাজ লেঠেল (লাঠিয়াল), ৩০২ জন নিষ্কর্ম্মা অলস লোক, ১৩৭ জন কার্য্যক্ষম ভিক্ষুক, ২৮ জন মোকদ্দমার দালাল, ১৯ জন মিথ্যা সাক্ষী দেনেওয়ালা, ২১২ জন সুদ খোর, ৩৩৮ জন অসদ্ব্যবসায়ী (অর্থাৎ জিনিসে ভেজাল দিয়া বিক্রয়কারী), ৩২ জন নিন্দুক লোক ছিল; খোদার ফজল ও করমে এই ৩।৪ বৎসরের মধ্যে তাহাদের প্রায় অস্তিত্বই রহিল না। অনেক অনুসন্ধানেও এক্ষণে এই সকল লোকের মধ্যে কোনওরূপ দোষ পাওয়া যায়না। ২।৩ জন চোর কিছুতেই নিজেদের ঘৃণিত ব্যবসায় ত্যাগ করিতে পারিয়াছিল না, অগত্যা তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৭ জন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়া তাহাদিগকে লইয়া ঘর করিত; সেই ৭ জন

পাপাচারীকে, সেই তালাক দেওয়া স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া তওবা করিতে হইয়াছিল। সেই ৭টী নিঃসহয়া রমণীর মধ্যে ৫টীকে অন্য উপযুক্ত পাত্রে নেকাহ্ দেওয়া হয়। চরিত্র হীনা যে কয়েকটী স্ত্রীলোক ছিল, তাহাদের চরিত্রও সংশোধিত হইয়া গিয়াছে; তাহারা "তওবা" করিয়া এক্ষণে নিতান্তই সদাচারিণী হইয়াছে। পাঠক, ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন, আমাদের আঞ্জমন, বক্তৃতা-সভা এবং ওয়াজের মজেলস দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে সমাজের কি অসাধারণ পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ২৯৭ জন দরিদ্র মুসলমান হিন্দুদিগের বাড়ীতে নিতান্ত নীচ, জঘন্য ও ঘৃণিত চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা সেই সকল হতর জনোচিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, নানা ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছে। ১৭।১৮টী মুসলমান তন্ত্রঃস্কাদি লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা সে ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই কয় বৎসরের মধ্যে নিম্ন-লিখিত দোকান সকল স্থাপিত হইয়াছে।

নানা জিনিসের আড়ত	৫টা
বৃহৎ মুদি দোকান	১৩টা
দেশী ও বিলাতী কাপড়ের ছোট বড় দোকান	১৭টা
মনোহারী দোকান	১০টা
কাটা কাপড় ও টুপির দোকান	১৪টা
কামারের দোকান	৭টা
(কামার প্রায় সকলেই তমিজুদ্দীনের শিষ্য)	
বেণে দোকান	৩টা
পানের দোকান	১৬টা
কেতাবের দোকান	৫টা

চাউলের দোকান	২৯টা
মিঠাইয়ের দোকান	৩৩টা
গোয়ালার দোকান	৭টা
মসলার দোকান	১৪টা
বাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের দোকান	শতাধিক
কুমারের কারখানা ও দোকান	২টা

আমরা অতি সতর্কতার সহিত তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম; সুতরাং পূর্ব্বে আমাদের ঐ গ্রাম গুলির মধ্যস্থ হাট বাজার সমূহে যে সকল দোকান পাট ছিল, তাহার উপরে এই সকল দোকান পাট নূতন খোলা হইয়াছিল। হাট বাজারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফড়ে অনেক হইয়া পড়িয়াছিল, একথা আমরা নিঃশংসয়িত রূপে বলিতে পারি। ৩০।৩২ জন লোকে এই সকল গ্রাম হইতে নানাপ্রকার ফল ও তরি-তরকারি বিভিন্ন স্থানে (শহরে-বন্দরে) চালান দিত।

এতদ্ব্যতীত আমার কারখানা ছাড়া ১২টা দুগ্ধের কারখানা, ৪৮ খানি ফল ও তরি তরকারির বাগান, ২৬৬টী নূতন ক্ষেত্র (পতিত ও অকম্মণ্য জমি আবাদ করিয়া), ২৮টী নূতন পুষ্করিণী (মৎস্যের জন্য) খনিত হইয়াছিল। ১টী বৃহৎ মাদ্রাসা (আমাদের বাড়ীর), ১৪টী মক্তব, ৫টী পাঠশালা, ২টী অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার উপযুক্ত প্রাইভেট্ স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। নূতন মসজেদ ১৭টী, জুমা মসজেদ ৮টী ও ইদগাহ ৩টী স্থাপিত হইয়াছিল। বিবাহ ও জানাজার নমাজ পড়াইবার উপযুক্ত মোল্লা পূর্ব্বে প্রায়ই পাওয়া যাইত না; এক্ষণে মৌলবী সাহেবদিগের যত্নে ৩৩ জন উপযুক্ত মোল্লা (মুন্‌শী) প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সাধারণ মসলা-মসায়েলে বেশ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিলেন। নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল ১২টী। ফলতঃ

আমাদের এই গ্রাম গুলির অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া হিন্দুগণ এবং দূর-বর্ত্তী স্থানের মুসলমানগণ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

বিবাহাদিতে যে সকল ধর্ম্ম-বিগর্হিত "রসম-রেওয়াজ" প্রচলিত ছিল, তাহা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে পরদার বিশেষ আঁটাআঁটি হইয়াছিল। প্রায় বাড়ীতেই স্ত্রীলোক দিগের জন্য পায়খানা প্রস্তুত হইয়াছিল।

মুসলমান দিগের মধ্য হইতে অপব্যয়ের মাত্রা কমিয়া যাওয়াতে, তাহাদের অবস্থাও ক্রমশঃ সচ্ছল হইয়া আসিতেছিল। মামলা-মোক-দ্দমার ঝোঁকটা খুবই কমিয়া গিয়াছিল। আমাদের আঞ্জমন দ্বারা ৩ বৎসরের মধ্যে ৮১টা বিবাদ আপসে মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য গ্রাম্য পঞ্চায়ত ও সালিশ দ্বারা ২৩৩টা বিবাদ-বিসম্বাদ আপসে মিটিয়া-ছিল; ইহার মধ্যে ৩৭টা সালিশ-সভায় মৌলবী খলিলর রহমান সাহে-বকে ও ১৩টায় মৌলানা ভাই সাহেবকে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বে গাজীর গীত, ঘেটুর গীত, জারি, ধুয়া, ছড়া, পাঁচালী ইত্যাদি নানাপ্রকার আমোদ-জনক ধর্ম্ম বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান আমাদের দেশে মুসল-মান দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। মুসলমানগণ আর হিন্দুর বাড়ী যাত্রা, ছড়া-পাঁচালী শুনিতে বা থিয়ে-টারাদি দেখিতে যাইত না। কোনও ছেলে-ছোকরা যাইতে চেষ্টা করিলেও, মুরব্বিদিগের তাড়না ও কড়া শাসনে তাহা ঘটিয়া উঠিত না। পূর্ব্বে হিন্দুগণ যাত্রা, বারইয়ারি, পূজা-পার্ব্বণ ইত্যাদিতে মুসলমান দিগের নিকট হইতে চাঁদা বা মাথট আদায় করিত; ইদানীং আর কেহ এক কপর্দ্দকও সে কাজে দিত না। জমীদার, তালুকদার দিগের বাজে জমা আদায়ের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল। সকলেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আইন সঙ্গত খাজানা ও ট্যাক্স ব্যতীত

জমীদার বা তাঁহাদের কর্ম্মচারি দিগকে উপরি এক পয়সাও দেওয়া যাইবে না। ইহাতে অত্যাচারী জমীদার ও তাঁহাদের উৎপীড়ক কর্ম্মচারী দিগের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল।

এ সময় যদি কেহ সন্ধ্যার পরে আমাদের এই সকল মুসলমান পল্লীর ভিতর দিয়া গমন করিতেন, তবে প্রত্যেক গৃহেই সদালাপ, ধর্ম্মালাপ, কাজের কথা, সাংসারিক উন্নতির কথা, জাতীয় উন্নতির কথা, একতা ও ভ্রাতৃ ভাবের কথা, নমাজ রোজার চর্চ্চা, ধর্ম্ম-বিষয় শিক্ষা, লেখা পড়ার চর্চ্চা, কোরাণ তেলাওতের শব্দ, কোনওরূপ শিল্প কার্য্য করা, এই সকল বিষয় তাঁহার দৃষ্টি গোচর বা শ্রবণ গোচর হইত। পূর্ব্বে কচিৎ কোনও গ্রাম হইতে নমাজের পূর্ব্বে আজান ধ্বনি শুনা যাইত, এক্ষণে প্রায় প্রত্যেক গ্রাম হইতেই আজানের সুমধুর ধ্বনি কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে। চোর চোট্টার উৎপাত, গুণ্ডা-বদমাশের উপদ্রব, চরিত্র হীন যুবক দিগের অশ্লীল সঙ্গীত-ধ্বনি এ সময় আর দৃষ্ট বা শ্রুত হওয়া যায় না। মূল্যবান্ জিনিস-পত্র বাহিরে পড়িয়া থাকে, কেহ উহা স্পর্শও করে না। রাখাল বালক গুলির মুখেও মিথ্যা কথা, অশ্লীল কথা অশ্লীল গান ইত্যাদি আর শুনা যায় না। পূর্ব্বে অনেক স্ত্রীলোক পীরের দরগায় "সিন্নি-ফাতেহা" দিতে বা "হাজত" চড়াইতে যাইত, সে সকল কু-প্রথা ও ধর্ম্মের বিপরীত আচার-ব্যবহার একেবারে লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে সকলের মুখেই ধর্ম্মের কথা, কাজের কথা, সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের কথা, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ ও ভ্রাতৃভাবের কথা, শিল্প-কৃষি ও বাণিজ্যের কথা, লেখা পড়ার তরক্কির কথা, দিনে ইস্লামের জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা ইত্যাদি শ্রুত হওয়া যায়। পর-নিন্দা, পরগ্লানি, বেহুদা গল্প-গুজব আর কাহারও মুখে প্রায় শুনা যায়না। পূর্ব্বে দেশের ৸৹ আনা

মুসলমান টুপি মাথায় দিত না, এক্ষণে একটি বয়স্ক লোকও টুপি ছাড়া দেখা যায় না। পূর্ব্বে অনেক কৃষক নেংটি পরিয়া বিষম অসভ্যতার পরিচয় দিত, এক্ষণে সকলেই সেই ডোর-কপ্নি ত্যাগ করিয়াছে; তৎপরিবর্ত্তে দরিদ্রগণ মোটা গামছা পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেক সৌখীন মুসলমান সরু ধুতি ছাড়িয়া লুঙ্গি ও তহবন্দ ধরিয়াছেন। ভদ্রলোক কেহ আর উলঙ্গ গাত্রে থাকেন না—প্রায়ই পিরহান ও কুর্‌তা পরিয়া থাকেন। পূর্ব্বাপেক্ষা বিনামার প্রচলনও অধিক হইয়াছে। কাহারও উপরে বিপদ পড়িলে এক্ষণে সকলেই নিজ বিপদ বলিয়া মনে করে। কেহ পীড়িত হইলে, স্ব গ্রাম এবং ভিন্ন গ্রামস্থ মুসলমানগণ তাহার 'খবরগিরি' করে। কেহ অর্থাভাবে পড়িলে, সঙ্গতিপন্ন লোকেরা তাহাকে "কর্জ্জা হাসানা" দান করে। পক্ষান্তরে ঋণ গ্রহীতাও সেই ঋণ শীঘ্র শীঘ্র পরিশোধের জন্য বিশেষ চেষ্টিত থাকে। কেহ কাহাকেও ঠকাইবার 'মতলব' প্রায়ই করে না। হিন্দুদিগের সঙ্গেও সকলে সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। জ্ঞানী হিন্দুগণ মুসলমানদিগের ঈদৃশ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু স্বার্থপর কুটিলমনাঃ হিন্দুদিগের চক্ষে এ দৃশ্য বড়ই ক্লেশকর বোধ হইতেছে। মুসলমান দিগকে তাহারা দাসবৎ খাটাইত, 'ধোকা' দিয়া 'বোকা' বানাইয়া তাহাদের যথা-সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিত, এক্ষণে আর তাহা পারা যাইবে না বলিয়া, ঐ শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ চেতা হিন্দুদিগের মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে মুসলমানের চালে খড় ছিল না, এক্ষণে সেই শ্রেণীর অনেকের টিনের ঘর তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। বাড়ী ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতে হয়।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে লেখা পড়ার চর্চ্চা আদৌ ছিলনা বলিলেই চলে; এক্ষণে প্রায় ঘরে ঘরে লেখা পড়ার অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে।

বালকদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া যে একান্ত কর্ত্তব্য, একথা ছোট বড় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। পুরুষ দূরে থাকুক, স্ত্রীলোক দিগের মস্তিষ্কেও এ কর্ত্তব্য জ্ঞান কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে। কি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক, কি সাধারণ শ্রেণীর লোক, সকলেই আপনাদের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাস খেলা, সতরঞ্চ খেলা, দাবা খেলা, দশ-পচিশ খেলা ইত্যাদি ক্রীড়া-কৌতুকের নাম গন্ধও নাই।

আমাদের বাড়ীতে যে চিকণের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা পাঠক বর্গকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আমার দুইটি ভগ্নির বিবাহ হওয়াতে, আমাদের বাড়ীতে ঐ কাজের মাত্রা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু কাজি সাহেবের বাড়ীতে একটী নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমার ফুফাতো ভগ্নিটিই এক্ষণে সে বাটীতে এ কাজের এক প্রকার শিক্ষয়িত্রী। আমাদের শিক্ষয়িত্রীটিও সে বাটীতে যাইয়া মাঝে মাঝে মহিলা এবং বালিকা দিগকে শিক্ষা দান করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত গ্রামের আরও ৪।৫ খানা বাড়ীতেও সে এই সূক্ষ্ম শিল্প শিক্ষা দান আরম্ভ করিয়াছে। ঐ সকল বাড়ীতে মাসিক ১৲ টাকা হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত তাহাকে দেওয়া হয়। এতদ্দ্বারা মাসে তাহার ১০৲ –১২৲ টাকা আয়ের পথ হইয়াছে। গ্রামের ২।৩টি বিধবা মহিলা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কাজ শিক্ষা করিতেছে। তাহারাও মাসে ২৲—৩৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। যে প্রকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় আমাদের এ অঞ্চল চিকণের কাজের একটি প্রধান 'আড়ং' হইয়া পড়িবে। আমাদের শিক্ষয়িত্রীর ভ্রাতা ২।৩ বার হুগলি জেলায় যাইয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাজের নমুনা আনিয়াছিল; ঐ সকল কাজের পারিশ্রমিকও খুব বেশী। আমার ৩টী ভগিনী, ছোট ফু ফু সাহেবা ও মামানী সাহেবা সেই

শ্রেণীর কাজ অনেকটা শিখিয়া ফেলিয়াছেন। আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর এ সময় অবসর খুব কম থাকিলেও, কাজ একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। মৌলানা ভাই সাহেব মাদ্রাসায় গমন করিলে, তিনি চিকণের কাজে লাগিয়া যান। এই কাজটির দ্বারা অলস ও অকর্ম্মা স্ত্রীলোক দিগের জড়তা ভাঙ্গিবার এক সুন্দর উপায় হইয়াছে ভদ্র মহিলাগণ পূর্ব্বে আলস্যেই সময় ক্ষেপ করিতেন, এক্ষণে তাঁহাদের অনেকেই সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছেন। অকর্ম্মা, অলস ও বাকপটু আমোদ-প্রিয়া ভদ্র মহিলা গণের অস্বাভাবিক হাস্য-তরঙ্গে আজ কাল আর অন্দর মহল মুখরিত হয় না। প্রায় সকলের মুখেই ধর্ম্মের কথা. কাজের কথা, সাংসারিক উন্নতির কথা, শিল্পাদি কার্য্য দ্বারা দু টাকা উপার্জ্জনের কথা, সন্তান-সন্ততি দিগের শিক্ষার কথা. লোক জনের স্বাস্থ্যের কথা, বাড়ী ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা, গুণবতী ও ধর্ম্ম-শীলা প্রতিবেশিনী দিগের ধর্ম্ম-পরায়ণতা ও সদগুণের কথা, পরিবারস্থ লোক জনের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য রাখিবার কথা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা শুনা যায়। অনেকের মুখে মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব, মৌলনা ভাই সাহেব, জনাব কাজি সাহেব, জনাব ওয়ালেদ্ সাহেব, মীর সাহেব অন্যান্য বক্তা ও ওয়ায়েজ সাহেব দিগের প্রসংসা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ন্যায় অকর্ম্মণ্য ব্যক্তির কথাও মধ্যে মধ্যে আলোচনা হয়। শরিফ মহিলা দিগের মধ্যে একটু একটু লেখা পড়ার চর্চ্চাও আরম্ভ হইয়াছে। মোটামুটি উর্দ্দু মসলা-মসায়েলের কেতাব এবং বাঙ্গালা মসলা-মসায়েল ও উপদেশ-মূলক ভাল পুথি পুস্তক অনেকে স্ব স্ব আত্মীয় স্বজনের নিকট শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ফলতঃ এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদে দেশটি ঠিক যেন নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।

আমাদের উল্লিখিত গ্রাম সমূহে কয়েক ঘর "মোহাম্মদী" জমাতের লোক ছিল; পূর্ব্বে হানিফী জমাতের লোক দিগের সহিত সর্ব্বদা তাহাদের বচসা ও ঝগড়া-বিবাদ হইত। সংখ্যায় অল্প বলিয়া, তাহারা সর্ব্বদাই ভীতি-বিহ্বল চিত্তে অশান্তির সহিত বাস করিত। আমাদের এই নূতন অনুষ্ঠানের পর হইতে, এক উভয় জমাতের মনোমালিন্য দূর হইয়াছে। কেহ কাহারও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না। কিন্তু চাষী মুসলমান দিগের মধ্যে অনেকগুলি লোক "নেড়ার ফকীর" হইয়া পড়িয়াছিল; তাহারা সমাজে এক ভীষণ মহামারী উপস্থিত করিয়াছিল; সুখের বিষয়, মৌলানা ভাই সাহেব ও মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব-প্রমুখ বক্তা ও ওয়ায়েজ দিগের অক্লান্ত পরিশ্রমে, সেই সকল ধর্ম্মভ্রষ্ট নেড়ার দল "শরা পরস্ত" হইয়া গিয়াছে। অল্প যে কয়েক জন আছে, আশা করা যায়, তাহারাও শীঘ্রই পথে আসিবে। ফলতঃ আমাদের এই গ্রাম গুলিতে মুসলমান দিগের মধ্যে আর দলাদলি বা বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব বাষ্পীয় শকটের ন্যায় সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ান।

অতঃপর আমার নিজের কথা কিছু বলি। এই এক বৎসরের মধ্যে আমি বিশেষ পরিশ্রম সহকারে পড়িয়া, পারসী ভাষায় বেশ একটু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি। মৌলানা ভাই সাহেব এ বিষয়ে আমার শিক্ষা-গুরু। একটু একটু আরবীও পড়া ধরিয়াছি। মাষ্টার সাহেবের নিকট পড়িয়া ইংরাজী বিদ্যাটুকুও কিছু 'তাজা' রাখিতেছি। বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন দস্তুর মতনই করিয়া থাকি। সংবাদ পত্রাদি এক্ষণে খুব বেশী পরিমাণে আনয়ন করা হয়। আঞ্জমনের লাইব্রেরীতেও অনেক গুলি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, আমাদের বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে

মাঠের মধ্যে একটি পুকুর আছে, তাহার পানি খুব উৎকৃষ্ট ; ঐ পুকুরের দুই দিকের জমী আমাদের—দুই দিকের জমী একজন হিন্দু তালুকদারের। তিনি সেই জমী গুলি ২।৪ বৎসরের জন্য ঠিকা পত্তন করিয়া থাকেন। আমরাও একাধিক বার উহা খাজানা করিয়া লইয়াছি। জমির পরিমাণ প্রায় ৬ বিঘা। আমাদের বাড়ীতে মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়াতে, উহার নিকটেই বোর্ডিং স্থাপন করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে ; এজন্য বাড়ীর বাহিরে আমাদের কিছু জমীর দরকার। সুতরাং সেই পুকুরের নিকটস্থ জমীর দিকেই আমাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। অনেক চেষ্টা ও উদ্যোগ করিয়া ১২৫৲ টাকা সেলামী দিয়া, বার্ষিক ২২৲ টাকা খাজানায় ঐ জমী ৬ বিঘা গ্রহণ করিলাম। দায়ে পড়িয়া বেশী সেলামী ও বেশী খাজানায় মোকর্‌রী স্বত্বে এই জমী গ্রহণ করিতে হইল। জমী গ্রহণ করিয়াই পূর্ব্ব পুষ্করিণীটির পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করাইলাম। উহাতে ১৬২৲ টাকা খরচ হইল। সেই পুকুরের পূর্ব্ব দিক মাটী দিয়া ভরাট করিয়া, সেই স্থানে গো-শালা নির্ম্মাণ করাইলাম। নিকটেই খড়ের গাদা গুলি নির্ম্মিত হইল। পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীটির দিকে যেন গরু-বাছুর আসিতে না পারে, তজ্জন্য এরণ্ড ও কাল চিতার বেড়া দেওয়াইয়া দিলাম। নূতন পুষ্করিণীটি গরু গুলির গা ধোয়াইবার জন্য খনন করান হইয়াছিল। উহাতেও ২২৲ টাকার পোনা মাছ ছাড়িয়া দিলাম। গরু ঘরের পার্শ্বে খানিক জায়গা, সময় সময় গরু বাঁধিয়া রাখিবার জন্য খালি রাখা হইল। নূতন পুষ্করিণীটির মাটীতে অনেকটা স্থান ভরাট হইল ; তন্মধ্যে গো-শালা সংশ্লিষ্ট জায়গা গুলি বাদ দিয়া, আর সব জায়গায় কেলার চারা রোপণ করাইয়া দিলাম। অমৃত সাগর, চাটীম, মর্ত্তমান, চাঁপা ও কাঁচকলা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতীয়

কেলার চারাই বেশীর ভাগ পোতা হইল। মোটামুটি রূপে সমস্ত স্থানটার চারিদিক এরণ্ডও, সিজ কাল চিতা ও জিকে (জেলা বিশেষে কাফিলা বলে) প্রভৃতির ডাল দিয়া বেড়া দেওয়াইলাম।

গো-শালা স্থানান্তরিত হওয়াতে ঐ স্থানে বিরাট আকারের বোর্ডিং গৃহ ও উহার পাকশালা নির্ম্মিত হইল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের কয়েকটা গাছ কাটিয়া, সেই দিকে জায়গা খোলাসা করিয়া দেওয়া হইল। বোর্ডিং গৃহ খানি আটচালা ও বাবুর্চিখানা খানি দোচালা হইল। বাবুর্চি খানার এক দিকে বোর্ডিং এর ভাণ্ডার গৃহ স্থাপিত হইল। ১২৭০৲ টাকার করোগেটেড্ আয়রণ্ দ্বারা এই ঘর দুই খানি নির্ম্মিত হইয়াছিল। বোর্ডিং গৃহে ৩৫ জন ছাত্র থাকিবার মতন জায়গা হইল। তদ্ব্যতীত স্কুল হইতে লাইব্রেরীও এই গৃহের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এতদিনে মাদ্রাসার সৌষ্ঠব বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল।

এক্ষণে আমাদের ৫ম বর্ষের শেষ ৪ মাসের আয়-ব্যয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল।

৫ম বর্ষের শেষ ৪ মাসের আয় ব্যয়।

জমা—		খরচ—	
দুগ্ধ বিক্রয়	১৮৮৷৶০	১টি গাভী খরিদ	৬২৲
বিবিধ রবি শস্য	২৭৷৶০	আসমতের অবশিষ্ট বেতন	২০৲
লিচু	৬২৶০	শরাফতের বেতন	১৭৲
		রাখাল বালক	৮৷০
	২৭৮৶০		১২৭৷০

জমা—

ইজা—	২৭৮৶০
গোলাপ জাম প্রভৃতি	১৫॥০
আম বিক্রয়	১৩২৲
আনারস	৪৪৲
কাঁঠাল	১৯॥০
পাট বিক্রয়	২১২৲
আউস ধান	৪৬৲
	৭৪৭৶০

খরচ—

ইজা—	১২৭॥০
গাড়োয়ান	৬৲
একটি ছোকরা চাকরের বেতন ৬ মাসের	১২৲
বাজে মজুর খরচ	৩৩৶০
গরুর জন্য খৈল ও ভূষি	২৮॥০
কলম, চারা ও বীজ খরিদ	১৬॥০
গাড়ী ভাড়া ও মুটে খরচ	২২॥৶০
জাল ভাড়া	১২৲
কৃষি যন্ত্রাদি মেরামত ও দা, কাস্তে ইত্যাদি খরিদ	৮॥০
বাজার খরচ	৭৭৲
কাপড় ইত্যাদি খরিদ	২৬।০
মেহমান খরচ	৩৭৸১০
মিস্ত্রি ও কল কব্জা	৮॥০
ধোবা ও নাপিত	২৪৲
খয়রাত, জাকাৎ, কোরবাণী ইত্যাদি দরুণ খরচ	৬৩।০
সংবাদ পত্র ও পুস্তকাদি	৩৬৲
সোডা খরিদ	১২৲
নানা প্রকার সার খরিদ	১৭॥০
	৫৬৯৸/১০

জমা—	
ইজা—	৭৪৭৵০
কচু বিক্রয়	২৩৩৲
বেগুণ বিক্রয়	৪৮॥৶০
বাঁশ বিক্রয়	১৩॥০
গাড়ী ভাড়া আদায়	২২॥৶০
ফল ও তরি-তরকারি শহরে চালান দিয়া লাভ	৮৭॥৵০
পোনা মাছ বিক্রয় ২/ মণ ১০৲ হিঃ	২০৲
	১১৭২॥৵০

খরচ—	
ইজা—	৪৬৯৮৶১০
ভাল একজন মালী ঠিকা ১ মাস কাল কাজ করে, তাহার বেতন ও রাহা খরচ ইত্যাদি	২৭৲
লিখিবার কাগজ, কালী, কলম, দোয়াত ইত্যাদি খরিদ	৫॥০
এক জন গোমাস্তার বেতন ৬ মাস দরুণ	১৮৲
নিজের নানা স্থানে যাতায়াত খরচ	১৯।০
ডাক্তার ও কবিরাজ এবং ঔষধ পত্র খরচ	২২॥০
বাটীতে আম্মা সাহেবা প্রভৃতি মুরব্বি দিগকে মাসিক ৩৲ টাকা হিসাবে নাশতা খরচ ৩ × ৪ = ১২ ; ১২ × ১২ =	১৪৪৲
ঐ ভগিনী দিগের ৬ জন ৬ × ২ = ১২ × ১২ =	১৪৪৲
ওয়ালেস সাহেবের পকেট খরচ মাসিক ৫৲ হিসাবে	৬০৲
	১১১০৶১০

জমা—

ইজা—	১১৭২॥৵৹
৫ম বর্ষের গত ৮ মাসের খরচ বাদ তহবিল	২৪৬২।১৫
	৩৬৩৪৸৵১৫
বাদ খরচ	৩৩৬৭।৶১০
খরচ বাদ ৫ম বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত তহবিল	২৬৭।৫ ৫

খরচ—

ইজা—	১১১০৶১০
মামাত ভ্রাতাটির মাসিক ২৲ হিসাবে নাশ্‌তা খরচ ও পড়ার খরচ এক বৎসরে (স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদি বাবদ) ২৮৲ টাকা মোট	৫২৲
আমার নিজ পকেট খরচ মাসিক ৩৲ টাকা হিসাবে	৩৬৲
দাসীটির নাশ্‌তা খরচ	১২৲
বিবাহের খরচ	১৫৮৫॥০
বিবাহের পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানের খরচ	১৮৫৲
পোনা মাছ খরিদ	৫৮৸০
	৩০৪১।৶১০
অন্যান্য দাতব্য খরচ	১১৬৲
হেজাজ রেলওয়ের চাঁদা	২৫৲
নদ্‌ওয়াতুল ওলামার ঐ	২৫৲
আমাদের আঞ্জমনের চাঁদা ও এককালীন সাহায্য	১৬০৲
	৩২৬৲
	৩৩৬৭।৶১০

এ বৎসর হইতে পরিবারস্থ প্রত্যেকের একটা নাশ্তা খরচ বা পকেট খরচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পাঠক, আমার বন্দোবস্তের পঞ্চম বৎসরের শেষ ৪ মাসের জমা খরচে তাহার হিসাব দেখিতে পাইবেন। ওয়ালেস সাহেব সহ পরামর্শ করিয়া এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সকলেরই খুচ্‌রা খরচ-পত্রের দরকার, অথচ খোদাতা-লা এক্ষণে আমাদিগের যথেষ্ট আয় করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ, বালক বালিকা এবং দাসীটির পর্যান্ত একটা মাসিক খরচ ঠিক করিয়া দেওয়া হইল। আমরা ইহা দ্বারা এ কথারও পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলাম যে, আমার ভগিনী দিগের মধ্যে কে কি ভাবে খরচ-পত্র করেন বা কে কি ভাবে টাকা জমা করেন, তাহা দেখিব।

৫ম বৎসরে বিবাহে অনেক টাকা খরচ হইয়া যাওয়াতে, বৎসরান্তে অতি অল্প টাকাই হাতে থাকিল। ৬ষ্ঠ বৎসরের প্রারম্ভে আমি দুগ্ধের কারবারটিতে কিছু বেশী পরিমাণে বাড়াইতে ইচ্ছুক হইলাম। গো-শালা বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত করাতে, নূতন গোগৃহ এবার বৃহৎ আকারে তৈয়ার করা হইল। ছোট বড় ২ খানি গরু-ঘর নির্ম্মাণ করিলাম। গাভী গুলি এক গৃহে ও বলদ গুলি অন্য গৃহে রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইল। গরুর কিসে উন্নতি হইতে পারে, এ খেয়াল আমার পূর্ব্ব হইতেই ছিল; ৬ষ্ঠ বৎসরের প্রারম্ভে আমার সেই খেয়াল অধিকতর বলবতী হইল। গো-পালন ও গো-রক্ষা সম্বন্ধীয় যে সকল বাঙ্গালা পুস্তকের সন্ধান পাইলাম, তাহা আনাইলাম। কৃষি ও [illegible] সম্বন্ধীয় পুস্তক-পত্রিকাদিও অনেক গুলি আনান হইল। ক[illegible] হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় ২টি গাভী আনিবার বড় "খাহেশ" ছিল [illegible] সঙ্গে ঐ জাতীয় একটি পুং বাছুরও আনা স্থির করিলাম। [illegible] সম্বন্ধে বাবাজান কেবলায় অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, আসমত ও গ্রামের এক জন

'হুশিয়ার' লোক সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলাম। অনেক সন্ধান করিয়া চীৎপুরের সওদাগর পট্টিতে এক ব্যাপারির নিকট ২টি উৎকৃষ্ট জাতীয়া গাভী ও একটী এঁড়ে (দামড়া) বাছুর পাইলাম। গাভী ২টির মধ্যে একটী /৮ আট শের ও একটি ।০ দশ সের করিয়া দুগ্ধ দিত। এই দুইটি গাভী মোট ২৯৫৲ টাকায় ও বাছুরটি ৩৬৲ টাকায় খরিদ হইল। এই গরু পালন সম্বন্ধীয় সকল বিষয় চীৎপুরের সেই ব্যাপারি ও সেই আড়তে উপস্থিত ২ জন দ্বারভাঙ্গা জেলা বাসী লোকের নিকট বেশ করিয়া জানিয়া লইলাম।

আসমত ও সঙ্গীয় অপর লোকটি গরু ৩টি লইয়া পদব্রজে দেশে রওয়ানা হইল; আমি রেলযোগে বাড়ীতে যাত্রা করিলাম। আমার ৮ দিন পরে আসমত ও তাহার সঙ্গীয় লোকটি গাভী এবং বাছুর সহ বাড়ীতে পঁহুছিল। হৃষ্ট পুষ্ট বৃহদাকার গাভী ২টি দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। তাহাদের জন্য গো-গৃহের এক পার্শ্বে বেড়া দিয়া স্বতন্ত্র স্থান করা হইল। স্থির হইল, গাভী দুইটি সেই গৃহ মধ্যেই সর্ব্বদা রাখা হইবে; অন্যান্য গাভীর ন্যায় ইহাদিগকে মাঠে চরিতে দেওয়া হইবে না। তাহাদের আহারের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খৈল-ভূষি ও দানার বন্দোবস্তও হইল। দুইটি গাভীই গর্ভবতী ছিল। উপস্থিত সময়ে একটি গাভী /৬ সের ও ১টি /৫ সের করিয়া দুগ্ধ দিত। আমাদের দেশীয় গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা ইহাদের দুগ্ধ কিছু পাতলা হইত। কিন্তু সকল গাভীর দুগ্ধ একত্র মিশাইয়া ফেলিলে বিক্রয়ের পক্ষে কোনও অসুবিধা ঘটিত না। ২টি গাভী ও বাছুরের জন্য দৈনিক গড়ে প্রায় ৷৹ আনা খরচ পড়িত।

গো-শালার সঙ্গীয় এক চালাতে রাত্রিকালে আসমত, শরাফত, রাখাল বালক, গাড়োয়ান ইহাদের মধ্যে গড়ে অন্ততঃ ২ জন সর্ব্বদা

উপস্থিত থাকিত। যে দিন তাহাদের মধ্যে ৩ জনের থাকা ঘটিত, সে দিন একজন আসিয়া আমাদের বাড়ীতে শুইত। আসমত বাড়ীতে খুব কমই যাইত। বাড়ীর জন্য যে ছোকরা চাকরটি রাখা হইয়াছিল, সেও কোনও কোনও দিন গিয়া গো-শালায় শয়ন করিত। পাড়ার ২।১টি লোকও কোনও কোনও দিন তাহাদের সঙ্গে গিয়া শয়ন করিত। ফলতঃ গো-শালা কোনও দিনই জনশূন্য থাকিত না। গরুর গাড়ী খানিও গো-শালার প্রাঙ্গণে রাখা হইত। গরুর ঘর ২ খানি বিচালি দিয়া খুব পুরু করিয়া ছাওয়া হইয়াছিল।

ষষ্ঠ বৎসরে সেই মাঠের পুকুরটি (গো-শালার নিকটে পূর্ব্ব হইতে যে পুষ্করিণীটি ছিল) কাটাইবার জন্য আমার বাসনা বড়ই বলবতী হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা পুকুরটি কিছু বড় করিতে হইবে, স্থির করিলাম। পুকুর কাটাইবার খরচ ৪০০৲ শত টাকা বরাদ্দ করা হইল। পুকুরটির উত্তর পাড়ে একটি বাগান বাড়ী তৈয়ার করিতে আমার বড়ই 'খাহেশ' জন্মিয়াছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড়ে একটু দূরে ফলের বাগান করার মনন ছিল। পূর্ব্ব পাড়ে উলু ঘাসের ক্ষেত্র তৈয়ার করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। এই পুকুরেও প্রচুর মাছ ছাড়িব, ইহা পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প ছিল।

আমাদের নিজ বসত বাটীর বাগানের মধ্যে যে যে স্থানে কলম ও চারা রোপণ করিবার উপযুক্ত স্থান ছিল, ঐ সকল স্থানে ভাল ভাল আম, লিচু, বাতাবী নেবু, জামরুল, উৎকৃষ্ট জাতীয় পেয়ারা, আতা, নারিকেলী কুল, বেল, বিলাতী আমড়া, শরবতী, সপেটা, কাগজী ও পাতী নেবু প্রভৃতির কলম পুতিলাম। উপযুক্ত স্থান সমূহে আনারসের চারা ও হলুদ লাগাইয়া দিলাম। ফলতঃ একটু জায়গাও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় খালি ফেলিয়া রাখিলাম না। মৃত্তিকা বন্ধ্যা নহে,

ইহা বেশ জানিতাম; সুতরাং মাটী হইতে উপযুক্তরূপ ফল-শস্য উৎপাদনে একটু মাত্রও কুণ্ঠিত হইলাম না।

মৌলানা ভাই সাহেবও আমার কাজে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন। বিশেষতঃ মাদ্রাসার ছুটীর পর বাদ আছর, আমার সঙ্গে হাটিয়া হাটিয়া বাগান ও ক্ষেত্র সকল দেখিতেন। তিনি বৃক্ষের ফল ও ক্ষেত্রের শস্য সকল দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেন। আমার ন্যায় নগণ্য লোকের প্রশংসা কীর্ত্তনেও তিনি বিরত থাকিতেন না। তিনি মাদ্রাসার ছাত্রদিগকেও ঐ সকল কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন। কোনও কোনও দিন মাদ্রাস-স্কুলের মাষ্টার সাহেবও কখন অন্যান্য মৌলবী এবং বাঙ্গালা শিক্ষকগণ বায়ু সেবনের 'ওছিলায়' আমাদের বাগান ও ক্ষেত্র সমূহ দেখিতেন; গোশালার নিকট যাইয়া আমার গো-পালনের সুবন্দোবস্ত দর্শন করিতেন। এই অল্প বয়সে আমাকে এইরূপ পাকা সংসারী দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন।

আমার ও ওয়ালেদ সাহেবের দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, আমার মামাতো ভাইটিকে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করান। আমার শিক্ষা-পথে যে প্রবল অন্তরায় ঘটিয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। আমি পড়া ক্ষান্ত না দিলে, আমাদের সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব ছিল। এমন কি, আমাদিগকে বিষম বিপদে পতিত হইতে হইত। আমার সংসার জীবনের প্রথমাংশ পাঠ করিয়া পাঠকগণ আমার কথার সত্যতা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমার ভ্রাতাটির নাম মীর আলতাফ্ হোসেন। আমার মামু সাহেবের নাম ছিল মীর লতাফত্ হোসেন (মরহুম)। আল্তাফ বেশ মেধাবী ছেলে, লেখা পড়ায় তাহার খুব অনুরাগ। সে আমাকে খুব ভয়

ও ভক্তি করে। তাহার পড়ার কোনও অসুবিধাই নাই। বাল্য কালে বড় ফু ফু আম্মা সাহেবা ও বাবাজান কেবলা তাহাকে কোরআন শরিফ পড়াইয়াছিলেন। এক্ষণে সে মৌলানা ভাই সাহেবের নিকট বিশুদ্ধ ভাবে (কেরআতের সহিত) কোরআন শরিফ পড়িতে লাগিল। তদ্ব্যতীত পারসী এবং উর্দ্দু ও অল্প অল্প পড়ান যাইতে লাগিল। তাহার পড়ার দিকে বাড়ীর সকলেরই বিশেষ লক্ষ্য ও মনোযোগ ছিল। পিতৃহীন (এতিম) বালক বলিয়া সকলে তাহাকে বিশেষ-রূপ স্নেহও করিতেন। ওয়ালেদা সাহেবা ত তাহাকে চক্ষের তারার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। মৌলানা ভাই সাহেবও তাহার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিতেন।

বিবাহের দ্বিতীয় বৎসরে মৌলানা ভাই সাহেবের গৃহে আমার একটি ভাগিনেয়ী জন্ম গ্রহণ করিল। এই বালিকার জন্ম দিনে বেশ আনন্দোৎসব করা হইল। মৌলানা ভাই সাহেব এতদুপলক্ষে যথোচিত দান-খয়রাত করিলেন। ওয়ালেদ সাহেবের আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকিল না। এই উপলক্ষে মৌলানা ভাই সাহেবের চাচ্চা ও চাচি সাহেবা প্রভৃতি আমাদের বাড়ীতে আগমন করিয়াছিলেন। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব আসিয়া মৌলানা ভাই সাহেবকে কন্যার শুভ জন্মগ্রহণ-সূচক "মবারক বাদ" দিলেন। বালিকার আকিকা উপলক্ষে মৌলানা ভাই সাহেব প্রায় পঞ্চাশ জন স্থানীয় ভদ্র লোক, ৩০ জন গরীব মিস্‌কিন এবং মাদ্রাসার সমুদয় শিক্ষক ও ছাত্রকে যথোচিত আয়োজনের সহিত আহার করাইলেন। এই উপলক্ষে 'মহ্‌ফেলে মিলাদ' এরও বন্দোবস্ত হইল। মুসলমান মিঠাই ওয়ালার দোকান হইতে ১/ এক মণ মিঠাই আনাইয়া মৌলুদ সভায় বিতরণ করা হইয়াছিল।

সভা-সমিতি, ওয়াজ ও মৌলুদের মহফেল ইত্যাদির বিরাম নাই। আজ এ গ্রামে, কাল ও গ্রামে, পরশু আর এক গ্রামে—এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বত্র চলিতে লাগিল। আমাদের নিজ গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের মুসলমানগণ হিন্দুর তৈয়ারী মিঠাই-মণ্ডা খাওয়া একেবারে ত্যাগ করিয়াছিল। ঘৃত, দধি ইত্যাদিও মুসলমানগণ তৈয়ার করা আরম্ভ করাতে, ঐ সকলও আর হিন্দু গোয়ালা দিগের নিকট হইতে লওয়া হইত না। হিন্দু মিঠাই ওয়ালা ও গোয়ালাগণ প্রমাদ গনিল। কারণ তাহাদের অধিকাংশ খরিদ্দারই মুসলমান ছিল। হিন্দু দিগের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ এই সকল কার্য্য করা হইতেছিল না; জাতীয় উন্নতি বিধান জন্যই ইহা করা হইতেছিল। বুদ্ধিমান ও নিরপেক্ষ হিন্দুগণ মুসলমান গণের এ কার্য্যে কোনও দোষ দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু সকীর্ণ-চেতা, অনুদার, কুটিলমনাঃ, মুসলমান-বিদ্বেষী স্বার্থান্ধ হিন্দুগণ ইহার মধ্যে জাতীয় বিদ্বেষের প্রকট মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া ক্রোধে আত্মহারা ও দিশাহারা হইল। তাহারা স্পষ্টই বলিতে লাগিল যে, হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার জন্য মৌলবী বেটারা তাহাদের স্বজাতি দিগকে হিন্দুদিগের বিরুদ্ধাচারী করিয়া তুলিয়াছে। এত দিন তাহারা আমাদের আদেশ পালন করিত, আমাদের সকল প্রকার কাজ কর্ম্ম করিত, আমাদিগকে বাঘের ন্যায় ভয় করিত, আমাদিগকে দেবতার ন্যায় মান্য করিত, এক্ষণে ঠিক তাহার বিপরীত ক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সামান্য মুসলমানগণও আমাদিগকে দেখিয়া "সেলাম" বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে না,—আমাদিগের নিকট পূর্ব্বের ন্যায় বিনীত ভাব প্রকাশ করে না। বরং আমাদিগকে যেন ঘৃণা ও উপেক্ষা করিয়া থাকে। সাধারণ কাজ কর্ম্মের জন্য আমাদিগকে বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। মৌলবী

বেটাদের জব্দ করিতে না পারিলে এ রোগের প্রতিকার হইবে না। এনায়েত পুরের কয়েকটা ভদ্র নামধারী মুসলমান এই কু-কাণ্ডের প্রধান পাণ্ডা; তাহাদিগকেও জব্দ করা উচিত। নীচাশয় হিন্দুগণ এই শ্রেণীর অনেক কথাই বলিত; কিন্তু সাহস করিয়া মৌলবী সাহেব দিগকে বা আমাদিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে পারিত না। সাধারণ নিরক্ষর লোক দিগের মধ্যেই সুযোগ বুঝিয়া এই ধরণের মন্তব্য প্রকাশ করিত। ফলতঃ জমীদার-তালুকদার, উকীল-মোখ্‌তার, নায়েব-গোমস্তা, মুহুরী-সরকার, সুদখোর মহাজন ও তমঃসুক লেখক, দোকানদার ও ভেণ্ডার, পুলিশ কর্ম্মচারী ও আদালতের পেয়াদা ইত্যাদি বহু শ্রেণীর হিন্দুরই স্বার্থে বিষম টান পড়িল। মুসলমান দিগের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে দেখিয়া তাহারা শিহরিয়া উঠিলেন; তাহাদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। অনেক ব্যবসায়ে যে তাহাদের এক চেটিয়া অধিকার ছিল, তাহা লোপ পাইল।

আমার বন্দাবস্তের ৫ম বর্ষের শেষভাগে, আমাদের দেশে কলেরার বিষম প্রাদুর্ভাব হইল। অসময়ে কলেরার প্রকোপ দেখিয়া আমরা বড়ই ভীত হইলাম। এই সময় মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র তিনি অন্যত্র হইতে আমাদের অঞ্চলে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকদিগকে সাবধান করিতে লাগিলেন। আহার ও পানীয় জলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তিনি সকলকে বিশেষভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। রোগীর মল মূত্র যাহাতে সাধারণের ব্যবহার্য্য পানিতে কোনও প্রকারে পড়িতে না পারে, রোগীর পরিত্যক্ত শয্যা ও বস্ত্রাদি যাহাতে প্রকাশ্য স্থানে ফেলিয়া রাখা না হয়, তজ্জন্য সকলকে খুব সাবধান করিয়া দিলেন। সর্ব্বদা

সকলকে দোওয়া-দরুদ পড়িতে, কোরআন শরিফ তেলাওত করিতে উপদেশ দিলেন। এই 'বালা' হইতে 'নাজাৎ' পাইবার জন্য মস্‌জেদে মসজেদে প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কয়েকটা বিরাট সভা আহ্বান করিয়া, খোদাতা-লার দরগায় এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ২।৩ জন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তিনি সকলকেই খুব সাহস দিতে লাগিলেন; যে যে স্থানে রোগের অধিক প্রাদুর্ভাব, সেই সেই স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার তদ্বির করিতে লাগিলেন। কেবল তিনিই নহেন, মৌলানা ভাই সাহেব, মাদ্রাসার অন্যান্য মৌলবী সাহেবগণ এবং আমরাও তাঁহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আঞ্জমনের পক্ষ হইতে একজন চিকিৎসক নিযুক্ত হইলেন; তিনি গরীব লোকদিগের মধ্যে বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ ও বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদিগকে চিকিৎসা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এক মাসের মধ্যেই খোদার ফজলে রোগের প্রকোপ একেবারে থামিয়া গেল।

মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও আঞ্জমনের কর্ম্ম-কর্ত্তাদিগের ঈদৃশ উদারতা ও সহানুভূতি দর্শনে সাধারণের ভক্তি-শ্রদ্ধা মৌলবী সাহেব ও আঞ্জমনের প্রতি অনেক বাড়িয়া গেল। অসময়ে ও বিপদের সময় যাঁহাদের নিকট সাহায্য পাওয়া যায়, তাঁহাদের প্রতি ভক্তির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক কথা। এই কলেরায় আমাদের কয়েকখানি গ্রামে ৭৩ জন লোক আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে ৩৪ জন মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল, আর সকলেই 'বফজলে-এলাহি' রক্ষা পাইয়াছিল। হিন্দুদিগের আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা এই হিসাবের বাহিরে। এই ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানগণও বিশেষ সহৃদয়তার

পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। পূর্ব্বে যখন এইরূপ মহামারী কখনও উপস্থিত হইত, তখন কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করিত না; কেহ কাহারও বিপদে সম বেদনা বা সহানুভূতি প্রকাশ করিত না। উপস্থিত সময়ে এক মুসলমান ভ্রাতার বিপদে যেন সকলেই স্ব স্ব বিপদ মনে করিতেছিল। রোগীদিগের তত্ত্বাবধান করিবার পক্ষে সকলেই মনোযোগ প্রদান করিয়াছিল। দরিদ্র রোগীদিগের ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা অনেক ধনী লোকে করিয়াছিলেন। আঞ্জমন যথা সাধ্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব-প্রমুখ সমাজ-নেতাগণ বিপন্ন হিন্দুদিগের সাহায্য করিতেও বিরত হন নাই। ইহার সুফল অচিরেই দৃষ্ট হইল; দুই মাসের মধ্যে ১ জন কায়স্থ (কেবল মাত্র নিজে) ও ৩ জন নমঃশূদ্র (সপরিবারে) পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কায়স্থটি লেখা পড়া জানিতেন, তিনি আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, মুসলমান দিগের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করাতে, আমাদের আঞ্জমন তাঁহাকে শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত করিয়া "বেড়পল্লী" নামক গ্রামে একটি পাঠশালা খুলিয়া দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে এই পাঠশালায় প্রায় ৪৫।৪৬ জন ছাত্র জুটিয়া গেল। ছাত্র দত্ত বেতন ও আঞ্জমনের সাহায্যে তাঁহার মাসিক ৮৲—৯৲ টাকা আয় হইতে লাগিল। বশির মণ্ডলের বাড়ীতে এই পাঠশালা স্থাপিত হয়। উক্ত মণ্ডল এই নব-দীক্ষিত মুসলমান ভ্রাতার আহার যোগাইতেন। এই কায়স্থ যুবকের নাম ছিল যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু, এবং ইস্‌লামী নাম হইয়াছিল জোলফোকার আলী।

এ বৎসর আঞ্জমনের চাঁদা ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে আদায় হইতেছিল। কৃষকগণ উৎসাহ সহকারে ধান্য এবং অন্যান্য উৎপন্ন শস্য আঞ্জমনের ভাণ্ডারে প্রদান করিতে লাগিল। আঞ্জমনের

গোমাশ্‌তা এবং পেয়াদাগণ এ সকল সংগ্রহ করিয়া কুল পাইত না। গ্রাম্য পঞ্চায়ত, চৌকিদার, মস্‌জেদের এমাম, পাঠশালা ও মক্তবের শিক্ষক, মণ্ডল-মাতব্বর ইত্যাদি শ্রেণীর উৎসাহী ব্যক্তিগণ চাঁদা প্রভৃতি আদায় কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করাতে, আঞ্জমনের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছিল। অন্যথা কেবল মাত্র বেতন ভোগী কর্ম্মচারী দিগের দ্বারা এ কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন ছিল।

আমার বন্দোবস্তের ৬ষ্ঠ বর্ষ।

এ বৎসর আমি নবোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম। বলা বাহুল্য, একা সকল দিক সাম্‌লাইয়া উঠা আমার পক্ষে অসম্ভব হওয়া পড়াতে, মীর নাছের আলী নামক একজন উদ্যোগী, বিশ্বস্ত ও কর্ম্মঠ যুবককে আমার সহকারিত্ব করিবার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলাম। তাঁহাকে খোরাকী ও মাসিক ৮৲ টাকা বেতন দেওয়ার বন্দোবস্ত হইল। বাগান ও কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন, দুগ্ধাদি বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত, শহরে মাল পত্র চালান দেওয়া, গরু-বাছুরের তত্ত্বাবধান, এই সকল কাজ তিনি খুব দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে লাগিলেন। আমার হাড়ে যেন একটু বাতাস পাইল। এই কয় বৎসরের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে আমার শরীর কিছু কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, এক্ষণে যেন হাফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। অতঃপর আমি পড়া শুনায়ও একটু বেশী মনোযোগী হইতে সক্ষম হইলাম। আঞ্জমনের কাজেও কিছু অধিক পরিমাণে মনোযোগ প্রদানের সুযোগ ঘটিল। এই বৎসর হইতে আমি মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবের সঙ্গে ও মৌলানা ভাই

সাহেবের সঙ্গে বিভিন্ন ওয়াজের সভায় এবং বক্তৃতা সভায় গমন করিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু বক্তৃতাও প্রদান করিতাম। অল্প দিনের মধ্যে আমার কিছু বলিবার কহিবার শক্তি জন্মিল। মৌলবী সাহেব ও মৌলানা ভাই সাহেব আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

একজন সাহায্যকারী হওয়াতে আমি স্বীয় কার্য্য-ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করিতে মনস্থ করিলাম। এ বৎসর আরও ১১/ বিঘা জমি নূতন ভাবে বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। ৩টি হালের বলদ ও একখানা নূতন লাঙ্গল ক্রয় করা হইল, এবং আর একটি চাকরও রাখা গেল। পশ্চিমা গাভী দুইটির খুব যত্ন করা যাইতে লাগিল। যথা সময়ে ২টি গাভীই প্রসব করিল। হৃষ্টকায় বাছুর ২টি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। বাবাজান কেবলাও খুব আনন্দিত হইলেন। জনাব কাজি সাহেব, মীর সাহেব, মৌলানা ভাই সাহেব, মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষকগণ, গ্রামের আর আর ভদ্রলোকগণ, প্রায় সকলেই আসিয়া এই নব-প্রসূত বাছুর ২টি দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে ৩ সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ১টি গাভী /৭ সের ও ১টি /৮॥০ সের দুগ্ধ দিতে লাগিল। যত্নের কোনও রূপ ত্রুটি হইল না। সকলেই আশা দিলেন যে, ভবিষ্যতে দুগ্ধ আরও বৃদ্ধি হইবে।

আমি এক দিন মীর সাহেব আলীকে সঙ্গে লইয়া আমাদের মহকুমায় গমন করিলাম। সেখানে ভাই কাজি নূরল হোসেন মোখতার সাহেবের বাসায় গিয়া উপস্থিত হওয়াতে, তিনি আমাকে দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। তাড়াতাড়ি অন্দরে গিয়া আমাদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। ভাই কাজি সাহেব অল্পদিন হইল মহকুমায় একটি বাসা প্রস্তুত করিয়া, আমার ভগিনীটিকে

তথায় আনিয়াছিলেন। ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করাতে, তিনি যেন আমাকে দেখিয়া হাতে আকাশের চাঁদ পাইলেন। যাহা হউক, অতঃপর বৈঠকখানায় আসিয়া মোখ্‌তার সাহেবের সহিত নানাপ্রকার বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার মহকুমায় যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য তথায় একখানি দোকান স্থাপনের বন্দোবস্ত করা। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেক কথা বার্ত্তা হইল। শেষে স্থির হইল যে, আপাততঃ একখানি কাপড়ের দোকান করাই যুক্তি সঙ্গত। মুসলমানগণ কাপড়ের কারবারে প্রায় অগ্রসর হয় না। এ কারবারটি যেন হিন্দুর এক চেটিয়া। মহকুমার উপর একখানি মুসলমানের কাপড়ের দোকান হইলে খুব চলিবার সম্ভাবনা। কাপড়ে "মুনফা" খুব কম হইলেও ইহা পাকা মাল। দেশী, বিলাতী দুই প্রকার কাপড়ই এই দোকানে রাখা হইবে, স্থির হইল। মূলধন আপাততঃ ২০০০৲ টাকা; তন্মধ্যে মোখ্‌তার সাহেবের নিজের ৫০০৲ টাকা, জনাব কাজি সাহেবের ৫০০৲ টাকা, আমাদের ৭৫০৲ টাকা ও ভাই মৌলানা সাহেবের ২৫০৲ টাকা এই মোট ২০০০৲ টাকা। মোখ্‌তার সাহেবের মধ্যম ভ্রাতা কাজি আজমল হোসেন সাহেব প্রায় বাড়ীতেই বসিয়া থাকেন, তিনিই দোকানের সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইবেন বলিয়া স্থির হইল। আর নইমুদ্দীন নামক আমাদের একজন অনুগত অর্দ্ধ শিক্ষিত কর্ম্মঠ যুবক আপাততঃ ৫৲ টাকা বেতনে, এবং একটি ছোকরা চাকর ৩৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইবে, বন্দোবস্ত হইয়া গেল। সম্প্রতি বাজারে একখানি ঘর ভাড়া লওয়া হইবে—পরে সুবিধা হইলে নিজেরাই একখানা ঘর প্রস্তুত করিয়া লইব, এইরূপ কথা বার্ত্তা হইল। সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আমি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

এবার আমাদের বাড়ীতে দুগ্ধ প্রচুর; কোনও দিন ॥৹/ মণ, কোনও দিন ॥১—॥২ সের দুগ্ধ হয়। গড়ে প্রায় ।৮ সের দুগ্ধ বাজারে বিক্রয় হয়, কিম্বা হিন্দু পাড়ায় রোজ দেওয়া হয়। বাড়ীতে খাওয়ার জন্যও /৩—/৪ সের রাখা যায়। ওদিকে নূতন নূতন কৃষি-ক্ষেত্র খোলা হইতে লাগিল। নানাস্থান হইতে নানাপ্রকার শাক সবজি ও তরি-তরকারির বীজ আনাইয়া, উপযুক্ত ক্ষেত্র সমূহে বপন করান হইতে লাগিল। এমন কি, ভুট্টা, গোল আলু, শাকরকন্দ আলু, মিঠা কুমড়া, সাদা কুমড়া, অড়হর, ভেরেণ্ডা ইত্যাদির ও চাষ আরম্ভ করাইয়া দিলাম। এক স্থানে কতকগুলি ঢেংসের গাছ হইয়াছিল, তাহাতেও কম ফসল জন্মে নাই। ১ বিঘা জমিতে বোম্বাই আখের চাষ করাইলাম। নানা দেশের উৎকৃষ্ট জাতীয় বেগুণ, লঙ্কা ইত্যাদি আনাইয়া নমুনা স্বরূপ অল্প অল্প জমিতে বপন করাইলাম। নর্শরীর ক্যাটালগ দেখিয়া, কৃষি সম্বন্ধীয় পুস্তক ও পত্রিকাদি পড়িয়া, উপযুক্ত কৃষকদিগের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিয়া শুনিয়া, নিজের বুদ্ধিতে যতটা কুলাইল, সেই পরিমাণ চাষ-আবাদের বন্দোবস্ত করিলাম। ইদানীং ৩ খানা লাঙ্গল চলিতেছে। আসমত ও শরাফত খুব মনোযোগের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতেছে। তাহাদেরও বেশ সুবিধা। বেতন এবং খোরাক ত আছেই, তাহার উপর তরি-তরকারি, ফল-ফলারি তাহাদিগকে বড় একটা খরিদ করিতে হয় না। অন্যান্য শস্যাদিও যথা সময়ে কিছু কিছু দেওয়া হয়। তাহারা নূতন চাকর দিগের কাজ কর্ম্ম খুব যত্নের সহিত দেখিয়া থাকে, এবং তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত রূপ কাজ বুঝিয়া লয়।

কাপড়ের দোকানের মূলধন জোগাইতে হইবে, সুতরাং টাকার বিশেষ দরকার। এজন্য এ বৎসর পুকুরের মাছ কিছু

বিক্রয় করিব, মনস্থ করিলাম। বহির্ব্বাটীর পুকুরে এই অল্প দিনের মধ্যেই মাছ গুলি /২—/২॥০ সের ওজনের হইয়া উঠিয়াছিল। অন্দরের পুষ্করিণীর মৎস্য /।০ হইতে /১ সের পর্য্যন্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসে জেলে ডাকিয়া বহির্ব্বাটীর পুকুরে জাল ফেলিলাম। জাল যখন পুকুরের অর্দ্ধেক পর্যান্ত টানিয়া আনা হইল, তখন মাছের আস্ফালনে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখাইতে লাগিল। ঐ সময় পুকুরে যেন ঠিক খৈ ফুটিতেছিল। প্রায় ৩০/ মণ মাছ ধরা পড়িল, তন্মধ্যে ছোটগুলি বাদ দিয়া ২২/ মণ মাছ বিক্রয়ের জন্য রাখাইলাম। গড়ে ১২৲ টাকা হিসাবে প্রতি মণ মৎস্য বিক্রয় হইল। ইহার কয়েক দিন পরে অন্দরের পুকুর হইতেও ৮॥০/ মণ মৎস্য বিক্রয় করা হইল; ঐ মৎস্য ১২॥০ টাকা হিসাবে প্রতি মণ বিক্রয় হইয়াছিল। আমাদের দেশে চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত মাছের অত্যন্ত অভাব হয়, সুতরাং ঐ সময় মৎস্য খুব বেশী মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। বাড়ীর দুইটী পুষ্করিণীতে মোট ৩৭০৲ টাকার মৎস্য বিক্রয় হইল; কিন্তু এই বৎসরই ৭০৲ টাকার পোনা মাছ আবার ৩টি পুষ্করিণীতে ফেলিলাম।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, আমাদের বাগান বাড়ীর (মাঠের মধ্যস্থ) পুকুরটি এ বৎসর কাটাইবার মনস্থ করিয়াছিলাম। তদনুসারে যথা সময় পানী সেঁচাইয়া ফেলিয়া পুকুরটি কাটাইলাম। এই পুকুরে নানা প্রকার মৎস্য যাহা পাওয়া গেল, তাহা নিজেরা খাইয়া ও বিলাইয়া ৭২৲ টাকা বিক্রয় করিলাম। এইটি একটি চমৎকার পুষ্করিণী হইল। পূর্ব্ব হইতেই এই পুষ্করিণীর পানী উৎকৃষ্ট ছিল; নূতন করিয়া কাটানে নিম্নদেশ হইতে বালু বাহির হইয়া পড়িল, সুতরাং ঠিক স্ফটিকের মতন স্বচ্ছ পানী হইল।

অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের প্রস্তাবিত কাপড়ের দোকান খোলা হইল। মাসিক ৮৲ টাকা ভাড়ায় মহকুমার বাজারের মধ্যে একখানি ঘর পাওয়া গেল। আমরা কলিকাতায় যাইয়া প্রথম চালান কাপড় আনিলাম। এই চালানে ১৪৭৬৲ টাকার কাপড় বড় বাজার হইতে (কেবল বিলাতী) এবং ৩৩৮৸৹ আনার কাপড় হাবড়ার হাট হইতে (দেশী) আনয়ন করা হইয়াছিল।

এক্ষণে আমাদের ৬ষ্ঠ বর্ষের আয়-ব্যয় দেখুন :—

ষষ্ঠ বর্ষের আয়-ব্যয়।

আয়—		ব্যয়—	
দুগ্ধ বিক্রয়	৮৯৬৸৹	২টি গাভী ও ১টি এঁড়ে বাছুর খরিদ—মায় নিজেদের কলিকাতায় যাতায়াত খরচ	৩৫৯৷৹
কপি, শালগম ইত্যাদি	১৭২৶৹	বাগান বাড়ীতে ২টি পুষ্করিণী খননের খরচ	৫১০৷৹
বিবিধ রবি শস্য	১৮৭৷৹	পোনামাছ খরিদ	৭০৲
লিচু	৬৭৸৵৹	নূতন জমি গ্রহণের সালামী, দলিল লেখাই, রেজেষ্ট্রী খরচ এবং জমীর বার্ষিক খাজানা ইত্যাদি	১০৯৶৹
গোলাপ জাম প্রভৃতি	৭৷৹		
আম	১১৭৷/৹		
(এবার আম খুব কম হইয়াছিল)			
আনারস	৪৭৵৹		
কাঁঠাল	১২৵৹		
	১৫০৯৷৵৹		১০৪৯৶৹

আয়—

জের—	১৫০৯॥৵০
পাট	৩৬৬৲
আউস ধান	১৭২॥০৲
মান কচু	২৯৮॥০
কেলা	৪১॥১০
বেগুণ	৬৭।০
বাঁশ	১৭।০
পেয়াজ-রসুন্দ	৩৮।৶০
খেশারি	৫২॥০
আমন ধান্য	৩৭৭/০
মূলা	৪৯।১০
বিচালি	৪৩৲
রাজহাঁস	৭৭৸৵০
পাতিহাঁস	৪১৲
গোল আলু	৬২।০
শাকরকন্দ	১৪৸০
লঙ্কা-মরিচের চারা বিক্রয়	১৮৸/০
ঐ লঙ্কা-মরিচ বিক্রয়	৫১৶০
ভুট্টা	৭॥০
মিঠা কুমড়া	১৬॥/০
সাদা কুমড়া	১২॥০
	১৮২৬॥০
	৩৩৩৬৵০

ব্যয়—

জের—	১০৪৯৶০
১ খানি লাঙ্গল সহ ৩টি বলদ খরিদ	১৭২৸০
আসমতের বেতন	৬০৲
শরাফতের বেতন	৫০৲
রাখাল বালকের বেতন	২৫৲
গাড়োয়ান	৪৮৲
নূতন চাকর ৮ মাস	৩২৲
বাজে মজুর খরচ	৪২৸/০
গৃহ কর্ম্মের জন্য, ছোকরা চাকরের বেতন	২৪৲
গরুর জন্য খইল-ভুষি	২৩৩॥০
কৃষি যন্ত্রাদি মেরামত ও নূতন খরিদ	১৫॥৵০
হাট ও বাজার খরচ	২৪৮৸/০
মেহমান খরচ	৩২৲
কাপড় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ খরিদ	১০২॥০
মিস্ত্রি, কল-কব্জা ইত্যাদি	৩০৶০
ধোবা ও নাপিত	৩৬৲
খয়রাত, জাকাৎ, কোরবানী ও দান ইত্যাদি	৮৮॥০
	১২৭০॥৶০
	২৩১৯৸৵০

আয়—		ব্যয়—	
জের——	৩৩১৬৶০	জের——	২৩১৯৸৶০
টেরস	৬॥৵০	সংবাদ-পত্র ও পুস্তকাদি	৫৮॥০
ওলকচু	৩২॥০	ঘোড়া খরিদ	১৪॥০
অড়হর	১৩৶০	নানাপ্রকার সার খরিদ	২২।৶০
ইক্ষু	৯৮৲	একজন মালী ঠিকা ২ মাস	৩২॥০
ভেরেণ্ডা	১১৵০	বীজ, কলম ও চারা খরিদ	৪৩৵০
তালুকের ও জমির খাজানা আদায়	৩১২॥০	লিখিবার কাগজ, কালি, কলম, দোয়াত, টিকিট ও পোষ্টকার্ড ইত্যাদি	৯৸০
	১৬১॥০	ডাক্তার, কবিরাজ ও ঔষধ পত্র	২৮॥৵০
	৩৪৯৭॥৶০	সহকারীর বেতন ১০ মাসে	৮০৲
		বাড়ীর সকলের নাশ্‌তা খরচ	৪২০৲
		মামাত ভ্রাতাটির পড়ার খরচ (স্কুলের বেতন, পুস্তক ও অন্যান্য)	৩৬॥০
		লিচু গাছের জন্য জাল ভাড়া	১৫৲
		নিজের নানাস্থানে যাতায়াত খরচ	৩১।৴০
		অতিরিক্ত গাড়ী ভাড়া ও মুটে খরচ	১৮॥০
			৮১১৶০
			৩১৩১৲

আয়—

জের	৩৪৯৭৷৷৵০
গাড়ী ভাড়া ও শহরে ফল এবং তরকারি চালান দিয়া লাভ হইয়াছিল	১৯২৷৶০
মৎস্য বিক্রয়	৪৪২৲
	১০৪৭৷৶০
	৪১৪৫/০
৫ম বর্ষের তহবিল	৫০৫৷৶৫
	৫০৫০৷৷৫
বাদ খরচ	৪২১১৲
	৮৩৯৷৷৫

ব্যয়—

জের—	৩১৩১৲
ওয়াজের সভা ও মৌলুদের মহফেল এবং মহামান্য রুমের সুলতানের রাজ্যাভিষেকোৎসব খরচ	১২২৷৷/০
আঞ্জমনের মাসিক চাঁদা ৫৲ টাকা হিসাবে ১ বৎসরে	৬০৲
জাতীয় পর্ব্বোপলক্ষে খরচ	৪৮৲
হেজাজ রেলওয়ের চাঁদা	২৫৲
নদ্ওয়াতুল ওলামার চাঁদা	২৫৲
এতিম খানার ঐ	২৫৲
মুসলমান শিক্ষা-সমিতির ঐ	২৫৲
নূতন দোকানের পুঁজি	৭৫০৲
	১০৮০৲
	৪২১১৲

৬ষ্ঠ বৎসরেও আমাদের বাড়ীতে একটি বিরাট বক্তৃতা-সভার অধিবেশন হইল। এ সভায়ও পূর্ব্ববৎ ওয়াজ, বক্তৃতা, উপদেশ দান ইত্যাদি 'দস্তুর' মতন হইয়াছিল। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও মৌলানা ভাই সাহেবের জ্বলন্ত উৎসাহের কথা আর কি বলিব। তাঁহাদের বক্তৃতায় যেন অগ্নি বর্ষণ হইয়াছিল। বহু দূর হইতে শ্রোতাগণ সাগ্রহে—সোৎসাহে এই সভায় আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছিলেন। এবার অনেক নূতন ওয়ায়েজ ও নূতন বক্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া আমাদের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। আমরা অদূরে জাতীয় উন্নতির উন্নত চূড়া যেন কল্পনা-চক্ষে দেখিতে পাইলাম। শ্রোতাগণের সেই একাগ্রতা ও জ্বলন্ত উৎসাহ এবং তাঁহাদের বদন-নিসৃত "মারহাবা"—"মারহাবা" শব্দ শ্রবণে আমাদের অন্তঃকরণে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সকলেই যেন এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একই উদ্দেশ্যে একই পথে ধাবিত হইবার জন্য শশব্যস্ত। আজ আর যেন পরস্পরের মধ্যে কোনও রূপ হিংসা-বিদ্বেষ নাই। আজ যেন আবার সেই প্রাথমিক ঐসলামীক যুগ বহু পশ্চাতে সরিয়া আসিয়াছে। সভাস্থলে মাঝে মাঝে পবিত্র "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি, সকলের কর্ণ-কুহরে যেন সুধা ধারা ঢালিয়া দিতেছিল। এবারও ক্রমাগত ৩ দিন পর্য্যন্ত এই বক্তৃতা-সভার অধিবেশন হয়।

এই বৎসর আমাদের আঞ্জমনের কাজ খুব তেজে চলিল। সর্ব্বশুদ্ধ ৭৩ খানি গ্রাম আমাদের আঞ্জমনের অধিকার ভুক্ত হইল। সর্ব্বত্রই মহোৎসাহ—সর্ব্বত্রই প্রবল আন্দোলন—সর্ব্বত্রই ইস্‌লামের পবিত্র জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা—সকলের মধ্যেই ঐস্‌লামীক পবিত্র তেজ পূর্ণমাত্রায় দেখা যাইতে লাগিল। পবিত্র একতা, পবিত্র ভ্রাতৃভাব, পরস্পরের সুখ-দুঃখে পরস্পরের সহানুভূতি, ধর্ম্মানুষ্ঠানে একাগ্রতা, জাতীয় উন্নতি-বিধানে সমবেত চেষ্টা, জাতীয় শিক্ষার জন্য অসাধারণ মনোযোগ, জাতীয় ধন বৃদ্ধির উপায় বিধান, ধর্ম্ম বিগর্হিত সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান বর্জ্জন, জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্যে পূর্ণ মনোনিবেশ, সর্ব্বনাশকর

মামেলা-মোকদ্দমায় বীতস্পৃহা, পরস্পরের বিবাদ-বিসম্বাদের মূলোৎপাটন, অপব্যয়ের মূলোচ্ছেদ, পরশ্রীকাতরতা ও হিংসা-বিদ্বেষের অস্তিত্ব বিনাশ ইত্যাদি কার্য্যে মুসলমান মাত্রেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। প্রত্যেক গ্রামে ও হাটে বাজারে মুসলমান আড়ত এবং দোকান পাট, প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে কোনও না কোন প্রকার শিল্পের অনুষ্ঠান, প্রত্যেক বাড়ীতে কৃষিক্ষেত্র বা ফলের নূতন উদ্যান, প্রত্যেক বাড়ীতে শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইল। বে-নমাজী লোকের নাম গন্ধও রহিল না। সর্ব্বপ্রকার বিবাদ-বিসম্বাদ আপসে মিটিয়া যাইতে লাগিল। বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ সেই উপলক্ষে আঞ্জমনে কিছু কিছু এককালীন দিয়া কৃতার্থ হইল। মোকদ্দমা বাধিলে যে স্থানে একশত বা দুই শত টাকায় পার পাইত না, সেই স্থানে ৫৲ টাকা বা ১০৲ টাকা দিয়া শান্তি লাভ করিতে লাগিল, ইহা অপেক্ষা সুবিধার বিষয় আর কি হইতে পারে ?

মুসলমানদিগের এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখিয়া হিন্দুগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের বড় বড় রাজ-নৈতিক পুরুষ দিগের মস্তিষ্ক ক্ষয়ে, বড় বড় বক্তাদিগের অনলোদ্গারিণী বক্তৃতায়, বড় বড় লেখকদিগের অক্লান্ত লেখনী সঞ্চালনে যে কাজ হয় নাই; আজ কতিপয় অল্প শিক্ষিত ও নগণ্য (হিন্দুদের মতে) মুসলমানের প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা হইতে চলিল। মুসলমান দিগের জীবন্ত ধর্ম্ম ভাব, একতা ও একপ্রাণতা, কার্য্য তৎপরতা, তেজস্বিতা ইত্যাদি দর্শনে হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন বিস্ময়ের ভাব—তেমনই আতঙ্কের ভাব উপস্থিত হইল। এ জাতি এই ভাবে উন্নতি-পথে ধাবমান হইলে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সামর্থ্য, বুদ্ধি-বিবেচনা, রাজনৈতিক শক্তি ও জ্ঞান—এ সমস্তই যে বিফল হইয়া যাইবে। এ দেশে সকল বিষয়ে আমাদের

একাধিপত্য ছিল; দু দিনের মধ্যে তাহা আমাদের হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম হইল। আমাদের উকীল-মোক্তারের পসার কমিয়া আসিল, পুলিশের উপরি রোজগার হ্রাস প্রাপ্ত হইল, ঋণদাতা মহাজনদিগের সুদের আয় বন্ধ হইতে চলিল, আদালতের আমলাদিগের পকেট শূন্য হইয়া পড়িল, জমিদার ও তাঁহাদের দুর্দ্ধর্ষ কর্ম্মচারী দিগের বাক্সে জমার গতি হঠাৎ রোধ হইল; বাণিজ্য-ব্যবসায়ী দিগের এক চেটিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায়েও ভাটা পড়িল; মোটের উপর সকল দিক্ দিয়াই আমাদের জাতীয় ক্ষতি সাধন হইতে চলিল। হিন্দুগণ এইরূপ আন্দোলন-আলোচনা এবং ইহার প্রতিকার সম্বন্ধে যুক্তি পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। উদার প্রকৃতির কোনও কোনও হিন্দু, মুসলমান দিগের ঈদৃশ উন্নতির অন্তরালে কোনও বিভীষিকা দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু ক্ষুদ্র মতি নীচচেতা হিন্দুগণ ঈর্ষানলে পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। বিশেষতঃ যাহাদের স্বার্থে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আঘাত লাগিয়াছে, তাহাদের ত ক্রোধ ও বিরক্তির সীমা পরিসীমাই নাই।

গোবিন্দপুর, হরিশঙ্কর পুর, সনাতনি, গোপী নগর, আমলা, গোসাঞী পুকুর, হাজীপুর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রাম একজন প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত বড় হিন্দু জমীদারের জমিদারী ভুক্ত; সেখানকার মুসল-মানগণ বহু কালাবধি গরু কোর্বাণী করিতে বা গরু জবে ও উহার মাংস ভক্ষণ করিতে পারিত না। কেহ করিলে তাহার আর রক্ষা ছিলনা। জমিদার-কাছারীর দুর্দ্দান্ত হিন্দু নায়েবগণ কোর্বাণী-দাতা ও গরু জবেহ্ কারীকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার ও নানাপ্রকার অপমান করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিত। সুতরাং তাহাদের অত্যাচারে ঐ অঞ্চল হইতে গো-কোর্বাণী-প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ঐ সকল গ্রামের মুসলমানগণ আমাদিগের আগমনে

আসিয়া নিজেদের দুঃখের কথা জানাইল। আঞ্জমনের এক বিশেষ অধিবেশন করিয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্য স্থির করা গেল। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট এ বিষয়ের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। আমরা আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম করিব, হিন্দুগণ কেন তাহাতে বাধা দিবে? তাহাদের কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ত আমরা বাধা প্রদান করি না। মৌলবী খলিবর রহমান সাহেব ঐ সকল গ্রামের ৮।১০ জন প্রধান প্রধান লোক লইয়া জেলার সদরে গমন করিলেন, এবং তত্রত্য জজ কোর্টের উকীল মৌলবী * * * * সাহেব দ্বারা মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করাইলেন। দরখাস্তে অকাট্য যুক্তি সকল প্রদর্শিত হইয়াছিল। দরখাস্ত পাইয়া মাজিষ্ট্রেট পুলিশের উপর হুকুম জারী করিলেন যে, কোর্বাণীর ঈদের সময় ঐ সকল গ্রামে যাইয়া, যেন মুসলমান দিগের কোর্বাণী দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। যাহাতে হিন্দুদিগের কোনওরূপ অসুবিধা না ঘটে, তৎ সম্বন্ধেও হুকুম নামায় উপদেশ রহিল। বলা বাহুল্য, সাধারণ ভাবে গরু জবে করিবার জন্যও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুসারে বক্রিদের সময় পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সকল গ্রামে গিয়া, মুসলমানদিগের কোর্বাণীর সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। জমিদার পক্ষ বাধা দিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইলেও, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দৃঢ়তা এবং পুলিশের কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় তাহা সফল হইল না। প্রত্যেক গ্রামে ২।৩ স্থানে গরু জবেহ্ করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। যে সকল পাড়ায় আদৌ হিন্দুর বসতি নাই, সে সকল পল্লীতে মুসলমানদিগকে নিজ নিজ বাড়ীতেও গরু জবে করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব, খোন্দকার আজিজল হক সাহেব, মুন্সী

কমরুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব—ইঁহারা পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সকল বিষয় বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। জমিদার এবং তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ কর্ম্মচারী দিগের ক্রোধের সীমা পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা মুসলমান দিগকে যে কোনও উপায়ে জব্দ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসিগণও সোৎসাহে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন।

এদিকে মুসলমানগণও হিন্দুদিগের চক্রান্তের বিষয় জানিতে পারিয়া দৃঢ়ভাবে একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। জমীদারকে খাজানা মাত্র দিবে, ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও অন্যায় আদেশ পালন করিবে না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। যদি কোনও মুসলমানের প্রতি অত্যাচার হয়, তবে সকলে "জানে-মালে" তাহার সাহায্য করিবে বলিয়া পরস্পর প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইল। আমাদের আঞ্জমনও তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমাদের আঞ্জমনের 'এলাকা' ছাড়া প্রায় ৩৭ খানি গ্রামের সমগ্র মুসলমান অধিবাসী উপরোক্ত রূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া হিন্দুগণ প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা আর বাড়াবাড়ি করিতে সাহস করিলেন না। মুসলমানগণও বলিলেন, আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে আঘাত না দিলে—আমাদের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন না করিলে—আমাদের স্বার্থে কোনওরূপ বাধা প্রদান না করিলে—হিন্দুদিগের সহিত আমাদের কোনও বিবাদ নাই। আমরা কোনও বিষয়েই তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারণ করিব না। জমিদারের ন্যায্য হুকুম অবনত মস্তকে প্রতিপালন করিব। অন্যান্য হিন্দুদিগের সহিত ভ্রাতৃভাবে—বন্ধুভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিব। হিন্দুগণ তাহাদের কথায় আশ্বস্ত হইয়া নিরস্ত হইলেন—সকল গোল মিটিয়া গেল। যে ভীষণ বিবাদাগ্নি

প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছিল, যদি হিন্দু জমিদার এবং অন্যান্য হিন্দুগণ সময়ে শান্তভাব ধারণ না করিতেন, তবে এই বিবাদানলে উভয় পক্ষের বহু লোক পতঙ্গবৎ বিদগ্ধ হইত।

এক্ষণে এই বৎসরের আঞ্জমনের আয়-ব্যয় দেখুন :—

আয়—		ব্যয়—	
নিয়মিত মাসিক চাঁদা এক বৎসরে আদায়	১৭৩৭৲	মাদ্রাসার হেড্ মৌলবী সাহেবের বেতন ১ বৎসরে ৪০ × ১২ =	৪৮০৲
এক কালীন দান প্রাপ্ত	১৪৫৮॥০	দ্বিতীয় মৌলবী ২৫ × ১২ =	৩০০৲
বিবাহাদি উৎসবে দান প্রাপ্ত	৩৩৫।/০	৩য় মৌলবী ২০ × ১২ =	২৪০৲
		মাষ্টার সাহেব ২৫ × ১২ =	৩০০৲
	৩৫২৮৸/০	হেড্ পণ্ডিত ১৫ × ১২ =	১৮০৲
		২য় পণ্ডিত ১০ × ১২ =	১২০৲
		৩য় পণ্ডিত ৭ × ১২ =	৮৪৲
		পয়াদা ৮ × ১২ =	৯৬৲
		আঞ্জমনের কেরাণীর ২ বৎসরের বেতন ১২ × ২৪ =	২৮৮৲
		চাঁদা আদায়কারী তহশীলদারের বেতন ১০ মাস ৮৲ টাকা হিসাবে ৮ × ১০ =	৮০৲
			২১৬৮৲

আয় —

জের —	৩৫২৮৸/০
কোরবাণীর চামড়ার মূল্য	১২৮৲
মুষ্টি-ভিক্ষার চাউল বিক্রয়ে আয়	১১৩৯॥০
কৃষকদিগের নিকট বিভিন্ন ফসলের সময় ধান্যাদি শস্য যাহা আদায় হয় তাহার মূল্য	৮৩২৸০
কয়েক ব্যক্তির মৃত্যুপলক্ষে দান প্রাপ্তি	১৬৫৲
	২২৬৫।০
	৫৭৯৪/০

ব্যয়।

জের —	২১৬৮৲
আঞ্জমনের পেয়াদার বেতন ১০ মাসে ৭ × ১০ =	৭০৲
খুচ্‌রা খরচ	৮২॥০
৭ খানা বেঞ্চ তৈয়ার করিবার খরচ	২৭।/০
লাইব্রেরীর জন্য আর ২টা আলমারী	৩৬॥০
প্রয়োজনীয় খাতা পত্রাদি (আঞ্জমন ও মাদ্রাসার জন্য)	৩৫৶০
বিছানার চেটাই ও মাদুর	৭॥০
দোয়াত, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি	৬৸০
লাইব্রেরীর কেতাব আরবী, পারসী, উর্দ্দু, ইংরেজী ও বাঙ্গালা	৩১২৲
মাদ্রাসার জন্য ম্যাপ খরিদ	২২॥০
আঞ্জমনের অধিবেশন এবং কতিপয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ খরচ	২৬৮৲
	৬২৮।০
	২৭৯৬।০

আয়—

জের ——	৫৭৯৪/০
ওয়াকফ্ সম্পত্তির আয়	৫১৮৲
ব্যবসায়ী দিগের ব্যবসায়ের উপর হইতে কিছু কিছু যাহা আদায় করা হয়	২৩৫॥/০
সদকা ও অন্যান্য খুচরা দান প্রাপ্তি	৩৫॥৶০
গত বৎসরের মৌজুদ তহবিল	৮৮৸৶১০
	৮৭৩৶১০
	৬৩৭০।১০
বাদ খরচ	৬৬১৯।০
	৩০৸১০

ব্যয়—

জের ——	২৭১৬।০
নূতন স্থাপিত মক্তব-পাঠশালার জন্য মাসিক সাহায্য মাসে ৩২৲ টাকা হিসাবে	৩৮৪৲
কলেরার সময় একজন ডাক্তারের বেতন ও ঔষধ খরচ	১০১৸০
৫টী মস্জেদের মেরামত খরচ	১৭২৲
২২ জন বিধবা ও রুগ্ন এবং প্রকৃত সাহায্য প্রাপ্তির উপযুক্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দান	২১৬।০
১৮ জন গরীবের গোর কাফন খরচ	৫৬৲
৩৩ জন দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা খরচ	৬০৸০
৫ জন ছাত্রকে আরবী পড়ার সাহায্য মাসিক ২০৲ হিঃ × ১২ =	২৪০৲
৩ জন ছাত্রকে ইংরেজী পড়ার সাহায্য মাসিক ১২৲ হিঃ × ১২ =	১৪৪৲
	১৩৭৫৸০
	৪১৭২৲

আয়— ব্যয় —

বিবরণ	টাকা
জের——	৩১৩১৲
৭ জন ওয়ায়েজ ও বক্তাকে পুরস্কার দেওয়া যায়	১৩২৲
কয়েকজন গরীব নমাজীকে নমাজের কাপড় ক্রয় করিয়া দেওয়া যায়	২৭৷৹
কয়েক জন দরিদ্র কৃষককে কর্জ্জা হাসনা দান	২০০৲
কয়েক জন দরিদ্র ব্যক্তিকে দোকান করিবার জন্য কর্জ্জা হাসনা দান	২৩৫৲
মাদ্রাসার অন্তর্গত একটী কৃষি ক্ষেত্র করিবার জন্য ৯ বিঘা জমী খরিদ	৩২৫৲
মাদ্রাসায় সওলতিয়ার দান	৫০৲
নদ্রয়াতুল ওলামার ফণ্ডে দান	৫০৲
হেজাজ রেলওয়ে ফণ্ডে দান	১০০৲
প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি ফণ্ডে দান	৫০৲
	১১৬৭৷৹
	৫৩৩৯৷৹

	ব্যয়—
জের—	৫৩৩৯॥০
মাদ্রাসার বোর্ডিং নির্ম্মাণের খরচ	১১৭৫৲
২৮ খানা তক্তপোষ তৈয়ার করিবার খরচ	১২৫৲
	১৩০০৲
	৬৬৩৯॥০

পাঠক! এ বৎসরের আয় ব্যয়ের প্রতি 'মোলাহেজা ফরমাইবেন'। এ বৎসর আঞ্জমন কর্ত্তৃক বহু স্বজাতি-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে। বোর্ডিং-গৃহ নির্ম্মাণেও বহু টাকা খরচ হইয়াছে। দরিদ্র কৃষক এবং ব্যবসায়ী দিগকেও 'কর্জ্জা হাসনা' দান করিয়াছে, কথা আছে, কৃষি এবং তেজারতে কিছু লাভ হইলে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া যাহা হয় আঞ্জমন-ফণ্ডে দান করিবে। আমাদের বাড়ীর খুব নিকটেই মাদ্রাসার অধীনে একটী আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র খুলিবার জন্য ৯ বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছে।

আমাদের কাপড়ের দোকান খানি কার্ত্তিক মাসের ১লা তারিখে খোলা হইয়াছিল; উহার মাসিক খরচ এইরূপ:—

ঘর ভাড়া মাসিক—	৮৲
কর্ম্মচারীর বেতন মাসিক—	৫৲
চাকর ১টির বেতন—	৩৲
দোকানের বাজে খুচ্‌রা খরচ মাসিক—	২৲
খোরাকি খরচ ৩ জনের মাসিক—	১২৲
	৩০৲

চৈত্র মাসে দোকানের নিকাশ হইল। খরচ-খরচা বাদ ৭৩৩৲ টাকা লাভ দাঁড়াইল। কাজি আজমল হোসেন সাহেব দোকানের সিকি লাভ পাইবেন, ইহা পূর্ব্বেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মুসলমানগণ উৎসাহের সহিত আমাদের দোকানে বস্ত্রাদি খরিদ করিতেছিল বলিয়া দোকানে কাটতি খুব ছিল। এজন্যই এত অল্প সময়ের মধ্যে এই নূতন দোকানে এইরূপ লাভ দাঁড়াইয়াছিল। ভাই কাজি নূরল হোসেন মোখ্‌তার সাহেব প্রায় প্রত্যহ কাচারী হইতে দোকানে যাইয়া দোকানে ২।৩ ঘণ্টা কাল বসিতেন। কোনও দিন বাসা হইতে কিঞ্চিৎ 'নাশতা' করিয়া দোকানে যাইতেন। তিনি দোকানের খাতা-পত্র বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। নূতন বৎসরের বৈশাখ মাসে আমাদের দোকানের মূলধন ২৭০০৲ টাকার উপর উঠিল। বৈশাখ মাসে মীর আফ্‌তাব আলী সাহেবও দোকানে ২৫০৲ টাকা মূলধন দিলেন। সুতরাং নূতন বৎসর হইতে ৩০০০৲ টাকার কার-বার চলিতে লাগিল। আরও অনেকে দোকানে টাকা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমরা বলিলাম, আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত দেখিয়া ঠিক এক বৎসর পরে নূতন বন্দোবস্ত করিব। যদি সুবিধা বোধ হয়, দোকানে মূলধন যথোচিত রূপ বৃদ্ধি করা যাইবে।

স্থূল কথা, আমরা 'খালেছ নিয়েতে' কাজ করিতেছি বলিয়া, খোদাতা-লা আমাদের প্রত্যেক কাজেই যেন 'বরকত' দিতে লাগি-লেন। 'দাগা-ফেরেব' ইত্যাদির 'খেয়াল' ও যেন মুসলমানদিগের মধ্য হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমা-দের মধ্যে যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহা দেখিয়া আমরা নিজেই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ইস্‌লামের জ্বলন্ত প্রভাব দর্শনে মুসলমান মাত্রেই খোদার দরগায় হাজার 'শোকর গোজার' হইতে লাগিল। মুসলমান

দিগের মধ্যে অশান্তির নাম গন্ধও যেন থাকিল না। বড় লোক দিগের মধ্য হইতে দুর্জ্জয় অহঙ্কার ও আত্মাভিমান চলিয়া গেল। ছোট বড় সকলেই পরস্পরের প্রতি আপন ভাই এর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। সর্ব্বপ্রকার অপব্যয়ের মাত্রা কমিয়া যাওয়াতে, মুসলমান দিগের হাতে দু পয়সা জমা হইতে লাগিল। আমরা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, এই বৎসরে ধনী মুসলমানগণ (আমাদের আশ্রমনের এলাকার মধ্যে) দরিদ্র দিগকে প্রায় ৬০০০৲ টাকা বিনা সুদে ধার দিয়াছেন। অবশ্য দস্তুর মতন দলিল লওয়া হইয়াছে। অবস্থাপন্ন প্রায় ব্যক্তিই হিসাব করিয়া জাকাৎ দান করিয়াছেন।

এই বৎসর আমাদের মাদ্রাসারও খুব উন্নতি দৃষ্ট হইল। মৌলবী সাহেবগণ, মাষ্টার সাহেব ও পণ্ডিত দিগের অক্লান্ত চেষ্টায় ছাত্র দিগের শিক্ষার খুবই সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। উপযুক্ত বেতন পাওয়াতে, এবং বেতনের উপর সকলেরই কিছু কিছু উপরি আয় হওয়াতে, সকলেই নিশ্চিন্ত মনে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিতেছিলেন। মৌলানা ভাই সাহেব ত শিক্ষা প্রদান কার্য্যে এবং সমাজ হিতকর কার্য্যে প্রাণ ঢালিয়াই দিয়াছিলেন। অন্যান্য শিক্ষক দিগেরও উৎসাহের সীমা পরিসীমা ছিল না। তাঁহারা যে বেতনভুক্ কর্ম্মচারী, ইহা বুঝিবার যো ছিল না। শিক্ষকগণ প্রাণের সহিত—মনের সহিত—দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে মাদ্রাসার প্রত্যেক বিভাগে উন্নতি প্রদর্শন করিতে তৎপর ছিলেন। অনেক অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ ছাত্রও শিক্ষার গুণে বেশ উন্নতি করিয়া তুলিল। জাতীয় উন্নতির দিকে, জাতীয় হিতানুষ্ঠানের দিকে, ছোট বড় সকল ছাত্রেরই বিশেষ মনোযোগ ছিল। সকলেই উহা স্ব স্ব কর্ত্তব্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইয়া-

ছিল। অনেক ছাত্র চাঁদা ও মুষ্টি ভিক্ষা আদায় কার্য্যে আঞ্জমনের অনেক সাহায্য করিত। সর্ব্বাপেক্ষা সুখের বিষয় এই যে, তাহাদের নৈতিক অবস্থা খুব উন্নত দৃষ্ট হইতেছিল। শিক্ষকগণ প্রত্যেক সময় তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ ও নৈতিক উপদেশ প্রদান করিতেন। শুক্রবার দিন মাদ্রাসা বন্ধ থাকিত, সেই দিন বৈকালে মৌলবী সাহেবগণ ছাত্রদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন—ওয়াজ এবং ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতা করিতেন। প্রায় অধিকাংশ ছাত্রই বাদ জুমা এই ধর্ম্মোপদেশ এবং বক্তৃতাদি শুনিতে মাদ্রাসায় আগমন করিত।

বোর্ডিং গৃহ প্রস্তুত হওয়াতে ২২ জন ছাত্র আসিয়া বোর্ডিংএ ভর্ত্তি হইল। আঞ্জমনের পক্ষ হইতে মাত্র তাহাদের থাকিবার জন্য এক এক খানি তক্তপোষ দেওয়া হইল। খোরাকি তাহাদের নিজ জিম্মায় ছিল। তাহারা দুইজন ভৃত্য রাখিল, উহারাই পাকসাক এবং অন্যান্য সব কাজ কর্ম্ম করিত। খাই-খরচ মাসিক ৪৲ টাকার বেশী কিছুতেই পড়িত না। আঞ্জমনের একটী বিশেষ অধিবেশনে স্থির হইল যে, আগামী বর্ষ হইতে বোর্ডিংএর ভৃত্যদিগের বেতন আঞ্জমন বহন করিবেন। খুব দরিদ্র এবং অক্ষম ৫ জন ছাত্রকে ফ্রি ও তদপেক্ষা একটু সচ্ছল অবস্থার ১০জন ছাত্রকে হাফ্ ফ্রি দেওয়া হইবে। ২৬।২৭ জন ছাত্র থাকার মতন জায়গা এই বোর্ডিংএ হইয়াছিল। বোর্ডিংএর খুব নিকটেই উহার বাবুর্চিখানা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মাদ্রাসার সঙ্গে বোর্ডিং গৃহ নির্ম্মিত হওয়াতে আমাদের বাড়ীখানা আরও "গুলজার" এবং 'বা-রওনক' হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে মাদ্রাসার ছুটী হইলে বাড়ীখানা নিঝুম হইয়া পড়িত; কিন্তু বোর্ডিং হওয়াতে সর্ব্বক্ষণই বালক এবং যুবকদিগের পাঠ-কোলাহলে বহির্ব্বাটী মুখরিত

হইতে লাগিল। বোর্ডিং গৃহখানিও আটচালা হইয়াছিল। উহার ভিতর খণ্ডে ৮ জন ও প্রত্যেক বারাণ্ডায় ৪।৫ জন করিয়া ছাত্রের স্থান হইয়াছিল। ভবিষ্যতে বোর্ডিংএর জন্য আরও গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে বলিয়া সকলেই অনুমান করিতে লাগিলেন। বোর্ডিং গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার পক্ষে বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

আমার বন্দোবস্তের সপ্তম বর্ষ।

৭ম বর্ষের প্রারম্ভ হইতে আমি অধিকতর মনোযোগের সহিত কার্য্যারম্ভ করিলাম। বাগান প্রস্তুত ও কৃষি কার্য্যের প্রতিই আমার প্রধান লক্ষ্য থাকিল। ৪ বিঘা জমিতে নূতন প্রণালীতে ও নূতন ভাবে সুপারির বাগান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বাকরগঞ্জ——দক্ষিণ শাহ্‌বাজপুর নিবাসী এক ভদ্র লোকের নিকট সুপারির বাগান করিবার নিয়মাদি বিশেষভাবে জানিয়া লইলাম। ৪ বিঘা উচু জমি মাটী কাটাইয়া সমতল করাইলাম। প্রথমে বহু দূর হইতে মান্দারের ডাল আনাইয়া, ঐ জমিতে শ্রেণীবদ্ধ রূপে পুতিয়া দেওয়া হইল। মান্দার গাছ সুপারি বাগানে থাকিলে, সুপারি বাগানের খুব উন্নতি হইয়া থাকে; ইহা সেই শাহ্‌বাজপুরী ভ্রাতার নিকট জানিয়াছিলাম। মান্দারের পাতা পচিয়া যে সার হয়, সেই সার সুপারি গাছের পক্ষে বড়ই উপকারী।

এবার বাগানের কাজের জন্য স্থায়ীভাবে একজন মালী রাখিলাম। ২।৩ বৎসর উড়ে মালীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, আমাদের দেশের আলিমুদ্দিন নামক একটী যুবক বাগানের কাজ বেশ শিক্ষা করিয়াছিল। 'খোরাক' ও ৬৲ ছয় টাকা বেতনে তাহাকে মালী নিযুক্ত করা হইল। সেও খুব যত্ন সহকারে বাগানের কাজ করিতে লাগিল।

প্রয়োজনানুসারে সময় সময় অন্যান্য চাকরেরাও তাহার কাজে সাহায্য করিত। এদিকে মীর নাছের আলীও খুব যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত আমার সহকারী রূপে সকল কাজ 'আঞ্জাম' দিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমার পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইল। আর অষ্ট প্রহর আমাকে মাঠে ও বাগানে চাকরদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। গুরুতর কাজ গুলিই প্রধানতঃ আমাকে দেখিতে হয়। নূতন ভাবে কোথায় কি কাজ করিতে হইবে, নূতন কোন্ বাগানের পত্তন করিতে হইবে, নূতন কোন্ কোন্ প্রকারের তরি-তরকারির চাষ আবাদ করিতে হইবে, তাহা আমি স্থির করিতাম। এই বৎসর কৃষি সম্বন্ধীয় অনেক গুলি পুস্তক আনাইলাম। কয়েক খানি ইংরেজী পুস্তকও আনা হইল। মাষ্টার সাহেবের সাহায্যে ঐ ইংরেজী পুস্তক হইতেও অনেক আনুকূল্য লাভ করিলাম। বাবু প্রবোধ চন্দ্র দের লিখিত বাগান ও কৃষি সম্বন্ধীয় পুস্তক গুলি আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, একথা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতে বাধ্য। তাঁহার ফল বাগান, সবজী বাগান, ফুল বাগান প্রভৃতি সম্বন্ধীয় পুস্তক গুলি আমার মতে এক অমূল্য জিনিস।

আমার আনীত পশ্চিমে গাভী ২টীর যত্নও খুব চলিতে লাগিল। এ সময় দুইটী গাভী দৈনিক ॥৫ সের হিসাবে দুগ্ধ দিতেছিল। উহাদের বাছুর ২টী অল্প দিনের মধ্যে খুব বাড়িয়া উঠিল। গাভী ও ষাঁড়টির খাওয়ার বন্দোবস্ত যত দূর সম্ভব, উৎকৃষ্ট ছিল। এই সময় মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও মৌলানা ভাই সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে, আমাদের মধ্যে গোয়ালার ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইবে। পল্লী গ্রামে প্রধানতঃ দই এর বিশেষ দরকার। 'খানা-জেয়াফতে' দই না হইলে চলে না। হিন্দু গোয়ালাগণ কি ভাবে—'নাপাকী হালাতে' দই তৈয়ার করিয়া থাকে, তাহার কোন স্থিরতা

নাই। তাহাদের মধ্যে যখন ইস্‌লামী ভাবের কোনও পাক-নাপাকের 'তমিজ' নাই—থাকিতেও পারে না, তাহাদের যখন খাস্তা-খাদ্যের তেমন বিচার নাই, তাহারা যখন পৌত্তলিক (মোশরেক), তখন তাহাদের তৈয়ারী খাদ্য দ্রব্য হইতে 'পরহেজ' থাকা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ শুনা গিয়াছে, অনেক হিন্দু গোয়ালা কেচোর খীর (কেচোর গায়ের রস) দিয়া দধি জমাইয়া থাকে। ঐরূপ জমান দধি যে 'হারাম', তাহাতে কোনই সংশয় নাই। আবার গোয়ালাগণ যে সকল জঘন্য ও নোংরা কাঁথা চাপা দিয়া দধি জমায়, তাহা দেখিলেও নিশ্চয় বমনোদ্রেক হয়। আমাকে বলিলেন, ভাই আপনার প্রচুর দুগ্ধ আছে, এবং ইচ্ছা করিলে ২।৩ গ্রাম হইতে আরও অনেক দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে পারেন; প্রয়োজন মত বাজার হইতেও দুগ্ধ ক্রয় করাইয়া আনিতে পারিবেন; সুতরাং আপনাকেই এই কারবারের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। মৌলবী সাহেব ও মৌলানা ভাই সাহেব—ইঁহারা প্রত্যেকে এই কাজে ১০০৲ টাকা করিয়া মূলধন দিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাদের উৎসাহ বাক্যে ও অনুরোধে রাজী হইলাম। আমাদের বাগান বাড়ীতেই (যথায় গো-শালা আছে) গোয়ালায় কারখানা স্থাপন করা স্থির হইল। অনেক অনুসন্ধানে শেখ আছগর আলী নামক এক ব্যক্তিকে ৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী আফজালপুর হইতে আনা হইল; এই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত করিতে পারে। ইহার বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল মাসিক ১২৲ টাকা; তদ্ব্যতীত খোরাক দিবার বন্দোবস্তও থাকিল। নিজ গ্রামের আমানতুল্লা নামক একজন যুবককে মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা বেতনে তাহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া দিলাম। নিজ ও পার্শ্ববর্ত্তী ৩।৪ গ্রামে প্রায় ১৫০৲ টাকা দুধের দরুণ দাদন দিলাম। প্রত্যহ

নগদ খরিদের ও বন্দোবস্ত করা হইল। নিজের বাড়ীর দুগ্ধ ত আছেই। এ সময় আমাদের নিজের দৈনিক প্রায় ১।৹/ সওয়া মণ করিয়া দুগ্ধ হইতেছিল। নিকটবর্ত্তী ২।৩টা হাট বাজারে ঢেঁড়্‌রা দিয়া দিলাম যে, আমাদের বাড়ীতে ক্ষীর ও দধির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়, কিছু কিছু ছানা, ঘৃত এবং মাখন তৈয়ারীরও বন্দোবস্ত করা হইল। কারখানা খোলা মাত্র খরিদ্দার জুটিয়া গেল। বিবাহ-শাদীতে, খানা-জেয়াফতে প্রচুর ক্ষীর-দধি বিক্রয় হইতে লাগিল। ফেরিওয়ালাগণ পাইকেরী দরে নিয়া ক্ষীর-দধি বিক্রয় করিতে লাগিল। সাধারণ দরের উপর তাহাদিগকে টাকায় ৵৹—৵১০ হিসাবে কমিশন দেওয়া হইত। ৭।৮ জন পাইকার বা ফেরীওয়ালা অল্পদিনের মধ্যেই বেশ সুবিধা করিয়া লইল। ||৹ আনা হইতে ৳৹—৳৵৹—১৲ পর্য্যন্ত তাহাদের দৈনিক আয় হইত। অল্প দিনের মধ্যে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, মাল জোগান ভার হইয়া উঠিল। অগত্যা বাধ্য হইয়া আরও ২ জন চাকর এই বিভাগের জন্য রাখা হইল। মৌলানা ভাই সাহেব অবসর পাইলেই এই কারখানায় আসিয়া বসিতেন। প্রথমে অস্থায়ী রকম একখানি গৃহ তাড়াতাড়ি নির্ম্মাণ করা হয়, পরে প্রায় ১৭৫৲ টাকা খরচে বেশ সুন্দর একখানি গৃহ কারখানার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার সম্মুখে ও পশ্চাতে বারাণ্ডা ছিল। পশ্চাতের বারাণ্ডায় মাল তৈয়ার হইয়া গৃহের মধ্যে মৌজুদ থাকিত। সম্মুখের বারাণ্ডার এক পার্শ্বে একখানি ছোট দোকান ও এক পার্শ্বে বসিবার জন্য তক্তপোষ ও বেঞ্চ প্রভৃতি রাখা হইয়াছিল। কারখানা-গৃহটীও বেশ মানান সই হইয়াছিল। অনবরত দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া হইতেছে, মাল তৈয়ার হইতেছে, মালসা বা পাতিলে পুরিয়া গৃহ মধ্যে উহা সারি সারি রাখা হইতেছে;

এক পার্শ্বে ও দোকানের মাচার নিম্নে অসংখ্য পাতিল (হাড়ী) ও মালসা ঢেরী দিয়া রাখা হইয়াছে; কেহ দুগ্ধ টানিয়া মাখন তৈয়ার করিতেছে, মাখনের বিলাতী কল দ্বারাও মাখন তৈয়ার করা হইতেছে, ঘৃত এবং ক্ষীরও কিছু কিঞ্চিৎ তৈয়ার করা যাইতেছে ;—এক বিরাট ব্যাপার !! খরিদ্দার এবং পাইকার আসিতেছে—ভারিগণ ভারে করিয়া দধি লইয়া যাইতেছে—বেশ একটা আমোদ বোধ হইতে লাগিল। জনাব বাবা জান কেবলা, জনাব কাজী সাহেব এবং মাদ্রাসার শিক্ষকগণ প্রায়ই আমাদের এই কারখানায় আসিয়া বসিতেন। শেষে স্থির হইল, মহকুমার উপরও একটী দোকান খোলা চাই। সে দোকানে আমাদিগকে কিছুই দেখিতে হইবেনা। কাপড়ের দোকানের কর্ত্তৃপক্ষই তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। কাপড়ের দোকানের পার্শ্বেই এই দোকান খোলা হইল। ৫০০৲ টাকা মূলধন লইয়া এই কার্য্য আরম্ভ করা গেল। আমাদের নিজ গ্রামের পূর্ব্বোক্ত আমানতুল্লা নামক যুবকটিকে মাসিক ৮৲ টাকা বেতনে এই নূতন দোকানে প্রধান কারিগর নিযুক্ত করা হইল; এবং তাহার সহকারী ২ জন ৫৲ টাকা হিসাবে ১০৲ টাকা বেতনে রাখা গেল। ইহার উপর তাহাদের খোরাকীর ও বরাদ্দ ছিল। অল্প দিনের মধ্যে সে দোকানও জাঁকিয়া উঠিল। দেখাদেখি অন্যান্য মুসলমানগণও নিকটবর্ত্তী হাট বাজারে ৫।৬ খানি ছোট খাট দোকান খুলিল। এই বার আমাদের মহান্ উদ্দেশ্য সাধন হইল বলিয়া মনে করিলাম।

এ বৎসর অন্যান্য চাষের কাজ এবং বাগানের কাজেও বেশ মনোযোগ প্রদান করা হইল। ১৮ বিঘা ধানী জমি ইজারা বন্দোবস্তে গ্রহণ করিলাম। হিন্দুদের চাষ-বাসের কাজে মনোযোগ না থাকাতে,

তাহাদের নিকট হইতে জমি বেশ সুবিধায়ই বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইল। এই জমি আমাদের নিজ গ্রামে ছিলনা, পার্শ্ববর্ত্তী হরিপুরের মাঠে ছিল। এই জমি বৃদ্ধি হওয়াতে, ঠিকা বন্দোবস্তে চাষ করাইয়া এ বৎসর উহার কাজ সমাধা করা হইল। এজন্য এ বার আর নূতন হাল-গরু খরিদ করা হইল না।

ও দিকে মহকুমায় আমাদের কাপড়ের দোকানখানি বেশ চলিতে লাগিল। এক বৎসর শেষ হইলে নিকাশ করিয়া দেখা গেল, খরচ-খরচা বাদ ১৬৭৮৲ টাকা লাভ হইয়াছে। এইবার আমরা অন্যান্য সেয়ারারও গ্রহণ করিলাম। ২০০০৲ টাকার সেয়ার বাড়াইয়া মূলধন ৫০০০৲ টাকা করা হইল। আমরা সকলে কিছু কিছু লভ্যাংশ গ্রহণ করিলাম। স্থির হইল, বিলাতী ও দেশী কাপড়ের সঙ্গে কাটা কাপড়েরও কিছু কারবার রাখিতে হইবে। ভাই কাজি নূরল হোসেন মোখ্‌তার সাহেব এই কাপড়ের ও গোয়ালার দোকানে প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। কাজি আজমল হোসেন সাহেব এই এক বৎসরের মধ্যে কাপড়ের ব্যবসায় বেশ বুঝিয়া লইয়াছিলেন। তিনি গত এক বৎসরের মধ্যে ২ বার কলিকাতায় গিয়া কাপড় আনিয়াছিলেন। কুমিল্লা হইতে অনেক গুলি ময়না মতির থান, নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত চৌমোহিনীর বাজার হইতে নানা রঙ্গের মশারি ও দেশীয় মোটা কাপড়, পাবনা হইতে ছিট, কুষ্টিয়া হইতে চারখানা, ঢাকা হইতে লুঙ্গি ও বিবিধ সাড়ী অনেক গুলি আনান হইয়াছিল; এবং উহাতে যথেষ্ট লাভও হইয়াছিল। মুসলমান ব্যতীত হিন্দু খরিদ্দার ও আমাদের অনেক ছিল।

পরম করুণাময় খোদা তা-লার 'ফজল' ও 'করমে' আঞ্জমনের কার্য্য খুব তেজে চলিতে লাগিল; মৌলবী সাহেব, মৌলানা ভাই

সাহেব এবং তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য দিগের "ওয়াজ-নসিহত" এবং বক্তৃতায় দেশ একেবারে জাগিয়া উঠিল। সাধারণ কৃষক ও বস্ত্র বয়নকারী কারিগর, মৎস্য ব্যবসায়ী ইত্যাদি সর্ব্ব শ্রেণীর মুসলমানই শিক্ষার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। অসংখ্য ছোট ছোট মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠশালা সর্ব্বত্র খুলিয়া গেল। কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় ও স্থাপিত হইল। জানানা মহলে শিক্ষা-কার্য্যেরও ক্রমিক উন্নতি দৃষ্ট হইতে লাগিল। চিকণের কাজ, সেলাইয়ের কাজ বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কয়েক জন লোক সেলাইএর কল আনিয়া, মফঃস্বলেও সেলাএর কারখানা ও খুলিয়া দিল। তাহারা কাপড় ছাটিয়া কাটিয়া জানানা দিগের নিকট পাঠাইয়া দিত, মহিলাগণ পারিশ্রমিক লইয়া উহা সেলাই করিয়া দিতেন। এই উপায়ে যে কোনও মহিলা মাসে ২৲ ৩৲ টাকা বা ৪৲ ৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

আমাদের আঞ্জমনের এক বিশেষ অধিবেশনে স্থির হইল যে, একটী শিল্প-বিদ্যালয় বা শিল্পের কারখানা খোলা চাই। যেই প্রস্তাব সেই কাজ। জনাব কাজী সাহেবের বহির্ব্বাটীতে একখানি সুদীর্ঘ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া এই শিল্প-বিদ্যালয় খোলা হইল। আপাততঃ একজন স্বর্ণকার, একজন কর্ম্মকার ও একজন সূত্রধর রাখা হইল। স্বর্ণকারটি বগুড়া জেলা হইতে আনাইয়াছি, বেতন মাসিক ২০৲ টাকা। সে সোণা রুপার কাজ মোটামুটি বেশ ভালই করিতে পারে। কর্ম্মকার ও সূত্রধরের বেতন ১৬৲ টাকা হিসাবে স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে ৩০।৩২টী বালক এবং যুবক শিল্প শিক্ষায় লাগিয়া গেল। জনাব কাজী সাহেবের ৩য় পুত্র কাজী এমদাদ হোসেন সাহেবকে শিল্প-শালায় তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা

হইল। তিনি মাইনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; পিতার অধীনে নিজেদের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বদা বাটীতেই থাকিতে হয়। তিনি খুব উৎসাহ সহকারে শিল্প-শালারও তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। শিক্ষক দিগের কাজের সময় ছিল সকাল ৯টা হইতে অপরাহ্ন ৫টা, মাঝে এক ঘণ্টা ছুটী। কারিগর ৩ জনই মুসলমান ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সকালে ও রাত্রিকালে যে কাজ করিত, তাহার পারিশ্রমিক তাহারা স্বতন্ত্র পাইত। ৩ মাসের মধ্যে দেখা গেল, এই স্কুলে আমাদের নিজের কিছুই খরচের দরকার হয় না; বরং মাসে ৫৲ ৭৲ টাকা বাঁচিয়া যায়। কাজ কর্ম্ম এত আসিতে লাগিল যে, ৩ জন কারিকর এবং শিক্ষার্থী ছাত্রগণ অনবরত খাটিয়াও কুল পায় না। ৩ মাস পরে একজন স্বর্ণকার ও একজন কর্ম্মকার বাড়ান হইল; সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি নূতন গৃহও নির্ম্মাণ করা গেল। আমাদের এই নূতন শিল্প-বিদ্যালয়ের সঙ্গে দস্তুর মতন একটী কারখানা বা দোকান চলিতে লাগিল।

ওদিকে মাদ্রাসার কাজ খুব জোড়-তোড়ে চলিতেছিল। বোর্ডিং-গৃহে আর ছাত্র ধরে না; অনেক ছাত্রকে বাধ্য হইয়া ফিরাইয়া দিতে হইল। আর একখানি গৃহ নির্ম্মাণ না করিলে চলিবে না, সুতরাং আগ্রমন আর একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করা মঞ্জুর করিলেন। মোট ৫০ জন ছাত্র যাহাতে বোর্ডিং এ থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইল। মাদ্রাসার শিক্ষা-কার্য্য অতি উন্নত ভাবে চলিতেছে বলিয়া, বহু দূর হইতে ছাত্রগণ আসিতে লাগিল। মাদ্রাসা-গৃহেও আর ছাত্র ধরিতেছে না। অগত্যা কতকগুলি করোগেটেড্ আয়রণ আনাইয়া, একটা অস্থায়ী চালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, তাহাতে নীচের ক্লাস গুলি স্থানান্তরিত করা হইল।

এই বৎসর জেলার স্কুল ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আমাদের মাদ্রাসা দেখিতে আসিলেন। তিনি মাদ্রাসা পরিদর্শন করিয়া অতীব আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি মুসলমান বলিয়া মাদ্রাসাটীর প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন; এবং একখানি গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় ও মাসিক উপযুক্ত সাহায্য যাহাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে মঞ্জুর হয়, তৎ সম্বন্ধে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে আমরা দাওৎ করিয়া একটা ভোজ দিলাম। তিনি মাদ্রাসার শিক্ষা-প্রণালী দেখিয়া, শিক্ষক দিগকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। শিল্প-বিদ্যালয়টী দেখিয়াও বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং উহার সম্বন্ধেও যাহাতে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হয়, তাহা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। আমাদের অন্যান্য অনুষ্ঠান ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, মুসলমান দিগের হঠাৎ জাগরণের ভাব, নানাবিধ দোকান-পাট, ধর্ম্ম ও নৈতিক উন্নতি ইত্যাদির বিষয় অবগত হইয়া তিনি মোহিত হইলেন। তিনি কি ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিবেন, তাহা যেন স্থির করিতে পারিতে ছিলেন না।

কিছু দিন পরে আমাদের মহকুমার মাজিষ্ট্রেট মহোদয়, মাদ্রাসা-স্কুল দেখিতে আসিলেন। তিনি মাদ্রাসা, বোর্ডিং, শিল্প বিদ্যালয়, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যদিও তিনি হিন্দু, কিন্তু একজন উদার প্রকৃতির সদাশয় লোক ছিলেন। আমাদের এ অঞ্চলে মুসলমান দিগের মধ্যে যে জাতীয় উন্নতির প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে ইহার অনুষ্ঠাতা গণকে তিনি পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এই মহকুমার এলাকায় ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা যে অনেক কমি-

য়াছে, তাহা তিনি নিজেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। মুন্সেফ্‌দিগের নিকট তিনি শুনিয়াছেন যে, দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যাও অনেক হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে ৩ জন মুন্সেফ্‌ কাজ করিয়া কুল পাইতেন না, আজ কাল সেখানে ২ জন মুন্সেফেরও কাজ নাই। শান্তি রক্ষক পুলিশের কাজও অনেক কমিয়াছে। আমার কার্য্য-কলাপের বিষয় শুনিয়া তিনি আমারও খুব প্রশংসাবাদ করিলেন। আমাদের পশ্চিমা গাভীদ্বয় ও গোয়ালার কারখানা দর্শন করিয়া অতীব প্রীত হইলেন। আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রটী দেখিয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মাজিষ্ট্রেট্ মহোদয় আঞ্জমনের কর্ত্তৃপক্ষকে খুবই উৎসাহিত করিলেন। মৌলবী সাহেব ও মৌলানা ভাই সাহেব যে প্রকৃত ধর্ম্মবীর ও প্রকৃত কর্ম্মবীর, এ কথারও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে তিনি ছাড়িলেন না। এইরূপ কার্য্যই যে প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষণা ও জলন্ত স্বজাতি-বৎসলতা, তিনি হর্ষ ভরে বারংবার এ কথার উল্লেখ করিলেন। মাদ্রাসাও শিল্প বিদ্যালয়ের জন্য যাহাতে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়, তজ্জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টকে দৃঢ়তার সহিত লিখিবেন বলিয়া বলিলেন।

চারি দিকে সভা-সমিতির ধূম, মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও তাঁহার ৮।১০ জন শিষ্য নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাননা। আঞ্জ-মনের এলাকার বাহিরে—মহকুমার এলাকার বাহিরে ও অনেক দূর পর্য্যন্ত ইহাদিগকে যাইতে হয়। সর্ব্বত্রই একটা জাগরণের ভাব উপস্থিত হইয়াছে। এদিকে ক্রমেই আমাদের কার্য্য-ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল। ৭ম বৎসরের শেষে ৮৭ খানি গ্রামে আমাদের আঞ্জ-মনের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১২টী শাখা আঞ্জমন এবং ৫৯টী পল্লী-সমাজ স্থাপিত হইল। বহুসংখ্যক বালক আরবী এবং ইংরেজী পড়িবার

অন্য নানা শহরে এবং কলিকাতায় রওয়ানা হইল। দোকান পাটের ত কথাই নাই। আমাদের দেখাদেখি কয়েকটী যৌথ কারবার ও স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে আমাদের নিকটস্থ ধান চাউলের ৩।৪ খানি বৃহৎ দোকান ও আড়ত, একখানি বৃহৎ মুদী দোকান, ২ খানি কাপড়ের দোকান, একটা করোগেটেড্ আবরণ বা ঢেউতোলা টীনের দোকান, একটা কাঠের কারবার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রথমোক্ত দোকান ও আড়ত কয়খানির মূল ধন ৮০০০৲ টাকা হইতে ১২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত; ২য় খানির মূল ধন ৫০০০৲ টাকা; ৩য় ও ৪র্থ খানির ৫৫০০৲ ও ৭০০০৲ টাকা; ৫ম খানির ১০৫০০৲ টাকা; ৬ষ্ঠ খানির ৭৫০০৲ টাকা। আসাম প্রদেশ হইতে শাল কাষ্ঠ আমদানী করা হইত। ধানের আড়তে প্রধানতঃ উত্তর বঙ্গ (দিনাজপুর ও বগুড়া জেলা) হইতে ধান্য আমদানী হইত। মুদী দোকানের মাল প্রধানতঃ কলিকাতা হইতে আসিত। আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা; পদ্মা নদীর সহিত উহার সংযোগ আছে। কাষ্ঠ সকল ঐ নদী দিয়া আনীত হইয়া উহার তীরেই বিক্রয় হইত। ধানের নৌকাও ঐ পথে আসিত। অন্যান্য জিনিস রেল গাড়ী এবং পরে গরুর গাড়ী যোগে আসিয়া পঁহুছিত। শোভারাম পুরের হাটে কাপড়ের দোকান, মুদী দোকান এবং করোগেটেড্ আয়রণের দোকান কয়খানি স্থাপিত হইয়াছিল। আমাদের এ অঞ্চলের মধ্যে এই হাটটী খুব বড়। এক দিকে নদী পথে নৌকায় মাল-পত্র আসিতে পারে, অন্য দিকে রেল হইতে গো-শকট যোগে মাল আনিবার ও খুব সুবিধা আছে। কতিপয় সুদ খোর মহাজন—যাঁহারা সুদ ছাড়িয়া ছিলেন, তাঁহারাই ২৫০৲—৫০০৲ বা ১০০০৲ টাকা করিয়া মূল ধন যোগাইয়া, এই

কারবার কয়টীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐরূপ কতিপয় সুদ-ত্যাগী ধনী ব্যক্তি কারিগর দিগকে টাকা দাদন দিয়া দেশী কাপড়ের ব্যবসায়ের খুব উন্নতি করিলেন। ৮।১০ খানি বড় এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র মিঠায়ের দোকান খোলা হইল। দুই তিন ব্যক্তি নিকারী দিগকে মূল ধন যোগাইয়া মৎস্যের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। গাভী পালন করিয়া দুগ্ধের ব্যবসায় অনেকেই আরম্ভ করিল। সঙ্গে গোয়া-লার ব্যবসায় ও স্থানে স্থানে খুলিয়া দিল। বাগান ও কৃষি-ক্ষেত্রের দিকে অনেক ভদ্রলোকেরও মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। যে সকল পতিত ও জঙ্গলাবৃত স্থান চিরকাল অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়াছিল; সে গুলি পরিষ্কৃত ও সমতল হইয়া সুন্দর বাগান ও কৃষি-ক্ষেত্রে পরিণত হইল। যে সকল পুকুর বুজিয়া বা মজিয়া গিয়াছিল, তাহার পঙ্কোদ্ধার হইতে লাগিল। কয়েকটা বিলের জল নিকাশ না হওয়াতে ফসল মাত্রও হইত না; মুসলমানগণ জমীদারের নিকট হইতে উহা সামান্য খাজানায় জমা লইয়া, খাল নালা কাটিয়া উহার জল নিকাশের বন্দোবস্ত করিল। একটা বিল ব্যতীত আর কয়টা বিলই চাষবাসের উপযুক্ত হইয়া উঠিল। সেই একটা প্রকাণ্ড বিলের জল নিকাশোপ-যোগী খাল খননে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের আবশ্যক বলিয়া, গবর্ণমেণ্টের সহিত তৎ সম্বন্ধে লেখালেখি চলিতে লাগিল। কতকগুলি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে, শ্রমজীবি বালক এবং যুবকদিগের শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইল। জায়গীর প্রাপ্ত মাদ্রাসার ছাত্রগণ প্রত্যেকেই যেন এক একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের পরিচালক হইয়া পড়িল। প্রত্যে-কের নিকটই সকালে এবং রাত্রি কালে ৪।৫টী হইতে ১০।১৫টী পর্য্যন্ত বালক বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিত। তদ্দ্বারা তাহাদের উপরি আয় যাহা হইত, তাহাতে নিজেদের বাজে খরচ বা উপরি

খরচ চলিয়া যাইত। এই কয় বৎসরের মধ্যে আমাদের ২০।২৫ খানি গ্রামের মধ্যে ৩৭ খানি নূতন জুম্মার ঘর নির্ম্মিত হইল। পূর্ব্বে আমাদের দেশের মুসলমানগণ টুপি খুব কম ব্যবহার করিত; এক্ষণে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কাহাকেও টুপি শূন্য দেখা যায় না। হাটে বাজারে স্বতন্ত্র টুপির দোকানও চলিতেছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোক চর্ম্মের ব্যবসায়কে বড় ঘৃণা করিত; এক্ষণে আর সে ভাব নাই, বহুসংখ্যক লোক চর্ম্মের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া বেশ লাভবান্ হইতেছে। হাটে ২।৪ খানা জুতার দোকানও স্থানীয় মুসলমানগণ চালাইতেছে। মনোহারী দোকান ত অনেকেই খুলিয়াছে।

পুষ্করিণী ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল নালা কাটিয়া, আমাদের বাড়ীর এদিকে ওদিকে অনেক স্থান সমতল করিয়া বাগানের উপযুক্ত করা হইল। অকর্ম্মণ্য পুরাতন, বৃক্ষ গুলি সমস্ত কাটিয়া ফেলিয়া ঐ সকল স্থানে উৎকৃষ্ট জাতীয় আম, লিচু প্রভৃতির কলম রোপণ করাইলাম। বাগানে আগাছা আদৌ জন্মিতে দেওয়া হইত না। বর্ষা কালে নানা প্রকার ঝাড়-জঙ্গল ও আগাছা যখন খুব জোর বাঁধিয়া উঠিত, তখন উহা কাটিয়া বা জড় সহ তুলিয়া ফেলা হইত। অন্য সময় কতক কতক আগুন দিয়াও পোড়াইয়া দেওয়াইতাম। এইবার একখানি ঢাকাই গেণ্ডেরী আখের (ইক্ষুর) ক্ষেত্র প্রস্তুত করাইলাম। উহার চারা আনিতে কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই এক বৎসরেই ইক্ষুর অবস্থা খুব ভাল দেখা গেল।

এ বৎসরও আঞ্জমনের বার্ষিক অধিবেশন মহা ধূমধামে সম্পন্ন হইল। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব দলবলে যথা সময়ে আগমন করিলেন। মৌলানা ভাই সাহেব ও মাদ্রাসার অন্যান্য শিক্ষকগণ [illegible]সত বক্তৃতায় শ্রোতৃ মণ্ডলীকে বিমোহিত করিয়া দিলেন। মৌলবী

খলিলর রহমান সাহেবের অনল বর্ষিণী বক্তৃতায় সমবেত জন মণ্ডলীর হৃদয়ে যেন জলন্ত ধর্ম্ম ভাব ও উৎসাহের প্রচণ্ড বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি 'দিনি' ও 'দুনিয়াবী' উভয়বিধ উন্নতি সম্বন্ধে এমন সরল ও বিশদ ভাবে সকল কথা বক্তৃতা-মুখে প্রকাশ করিলেন যে, শ্রোতৃগণ চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় একাগ্র চিত্তে তাঁহার সেই বক্তৃতা-সুধা পান করিয়া বিমোহিত হইয়া গেলেন। তিনি উন্নতির প্রত্যেক সূত্র ধরিয়া, প্রত্যেক পথ প্রদর্শন করিয়া জন-মণ্ডলীকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিলেন। এই অল্প দিনের মধ্যে আমাদের পতনোন্মুখ সমাজের কিরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, পাপরূপ পিশাচ আমাদের সমাজ হইতে কিরূপ ভাবে দূরীকৃত ও বিতাড়িত হইয়াছে, পবিত্র ইস্‌লাম-ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকে আমাদের সমাজ কিরূপ আলোকিত ও পবিত্রীকৃত হইয়াছে, দুর্ব্বল সমাজ কিরূপ সবল ও শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তন্ন তন্ন করিয়া তাহা সকলের মানস-দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া দেখাইলেন। তাঁহার বক্তৃতা কালে "মারহাবা" "মারহাবা" শব্দে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইতে লাগিল। অতি বড় পাষাণ হৃদয় যে সকল লোক, তাহাদের সে হৃদয় ও এই অনলোদ্গারিণী সুধা-বর্ষিণী বক্তৃতায় বিগলিত হইল। মৌলানা ভাই সাহেব ঐস্‌লামীক প্রাথমিক যুগের পবিত্র কাহিনী এমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, লোক সকল তচ্ছ্রবণে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। উত্তেজনা ভরে অনেকে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বপ্রকার পাপ কার্য্য ও পাপানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে সকলেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; এবং ইস্‌লামানুমোদিত সর্ব্ব প্রকার শুভানুষ্ঠান করিয়া জাতীয় উন্নতির পথ অধিকতর সুপ্রশস্ত করিতে সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। আমাদের আগমনের এলাকাধীন স্থান সমূহে

প্রকৃত ধর্ম্মবীর এবং কর্ম্মবীর দিগের কার্য্য-কলাপের উল্লেখ করিয়া, যখন তাঁহাদিগকে সভাক্ষেত্রে প্রদর্শন করান হইল, তখন সেই বিপুল জনসঙ্ঘ তাহাদিগকে দেখিয়া নানাপ্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রত্যেকে স্ব স্ব গ্রামে ও আত্মীয় স্বজন এবং পরিবার বর্গের মধ্যে আলোচ্য বিষয় সকল প্রচার করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত প্রতিশ্রুত হইলেন। নমাজ, রোজা, ইত্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল যাহাতে যথাযথ রূপে প্রতিপালিত হয়, তৎপক্ষে সকলকেই বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল; সমবেত জন-মণ্ডলী ও ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। বালক বালিকা দিগের সুশিক্ষা প্রদান জন্য সকলকে দৃঢ়তার সহিত উপদেশ প্রদান করা হইল। অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন পরিত্যাগ করিতে সকলকেই নিষেধ করা হইল। সৎপথে থাকিয়া সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের কি ফল, তাহা চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সকলকে দেখান হইল। আঞ্জমন প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বের অবস্থার সহিত, বর্ত্তমান সময়ের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখান হইল। স্থূল কথা, কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ই বুঝাইতে বাকি রাখা হইল না। ক্রমান্বয় ৩ দিন পর্য্যন্ত এই সভার কার্য্য চলিয়াছিল। দূরবর্ত্তী স্থানের লোকগণ নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে, স্ব স্ব আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রত্যহ নিয়মিত রূপে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তবুও ৩৫০।৪০০ লোকের খাওয়া দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইয়াছিল। ইহাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আঞ্জমনের পক্ষ হইতে করা হইয়াছিল। লোক সংখ্যা ৫।৬ হাজার হইতে শেষ দিন ৭।৮ হাজার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শাখা আঞ্জমন ও পল্লী-সমাজের পরিচালক

বৃন্দের অধিকাংশই সভায় আগমন করিয়াছিলেন; ঐ সকল শাখা সভা ও পল্লী সমাজের মোটামুটি কার্য্য-তালিকা ও আঞ্জমনে পেশ হইয়াছিল। ফলতঃ জাতীয় উত্থানের পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এবারকার আঞ্জমনের অধিবেশনে মৌলবী সাহেব ও মৌলানা ভাই সাহেব "জাকাৎ" সম্বন্ধে খুব জোর দিলেন। আমাদের দেশের লোক জাকাতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। উপস্থিত আন্দোলনে ও বক্তৃতা-মুখে জাকাতের উপকারিতা ও সওয়াবের বিষয় জন-সাধারণের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করা হইল। অনেক ধনী লোকই অতঃপর নিয়ম মত জাকাৎ দান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। যাঁহারা এখনও অর্থের মায়া-পাশ ছিন্ন করিতে অক্ষম ছিলেন, তাঁহারা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। আশা থাকিল, ভবিষ্যতে তাঁহারাও পথে আসিবেন।

শাখা সমিতি ও পল্লী-সমিতির প্রদত্ত তালিকা পাঠে আমরা জানিতে পারিলাম যে, আমাদের আঞ্জমনের এলাকা ভুক্ত ৮৭ খানি গ্রামের মধ্যে ৭৯৫ জন লোক সুদ ও ধানের বাড়ি ত্যাগ করিয়াছে। ৭৩ জন লোক মামেলা-মোকদ্দমার দালালি ছাড়িয়াছে। ২৭৯ জন কার্য্যক্ষম ভিক্ষুক ভিক্ষা ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রমজীবির কার্য্য ও ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। ১৪৭ জন নেশাখোর নেশা ত্যাগ করিয়াছে। চোর ছেঁচড়ের অস্তিত্ব আর পাওয়া যায় না। ১১৭টী মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠশালা ও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ জন ছাত্র আরবী এবং ইংরাজী শিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রা করিয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের প্রায় ২২৫ খানি ছোট বড় দোকান খোলা হইয়াছে; তন্মধ্যে ৪৫ খানা কেবল মিঠাই ও গোয়ালার

দোকান। ২০।২৫টী বিভিন্ন প্রকারের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১০৭টী নূতন মস্‌জেদ নির্ম্মিত ও ২৮টী পুরাতন মস্‌জেদের সংস্কার কার্য্য সাধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩টী পাকা মস্‌জেদ নূতন নির্ম্মিত ও ১টী পাকা মস্‌জেদ মেরামত হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামে ১৯টী সাধারণ গোরস্থান খোলা হইয়াছে। ২১১টী নূতন পুষ্করিণী খনিত ও ১৭৮টী পুরাতন পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে। নূতন বাগ-বাগিচা ত অনেকই হইয়াছে। পাঠকগণ ইহা দ্বারাই আমাদের আয়ত্তাধীন স্থান সমূহের উন্নতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন।

আমাদের দেশে পুকুরের সংখ্যা অল্প নহে; পূর্ব্বে কেহ মৎস্য বিক্রয় করিতেন না; ২।৪ জন যাহারা বিক্রয় করিতেন, তাহারাও আনুমানিক পুকুর ঠিকা চুক্তি বিক্রয় করিয়া ফেলিতেন। উহা আমাদের শরা অনুযায়ী যেমন "নাজায়েজ", তেমনই এই বন্দোবস্তে বিক্রেতাকে ঠকিতেও হয়। অতঃপর সকলেই মৎস্য ওজন দরে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। কেবল কৈ, মাগুর, শোল, বোয়াল ও অন্যান্য প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য চুপড়ি (টুকরি) হিসাবে বিক্রয় হইত। শান্তিপুর হইতে কতিপয় দরিদ্র নিকারী আসিয়া হাটে বাজারে মৎস্য বিক্রয় আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে আমাদের দেশে মুসলমান মৎস্য-ব্যবসায়ীর অস্তিত্বই ছিল না; উহা হিন্দু মৎস্য-ব্যবসায়ী দিগের এক চেটিয়া ব্যবসা ছিল। গত বৎসর আমাদের ৭ খানি গ্রামে হিসাব করিয়া দেখিলাম, ৫৭টী পুষ্করিণীতে গড়ে ২৭২৯৲ টাকায় মৎস্য বিক্রয় হইয়াছে। লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি হওয়াতে প্রতি বৎসর পুকুরে পোণা মৎস্য ফেলিতেছে। জিয়ল মৎস্য (কই, মাগুর, শোল, টাকি ইত্যাদি) ত মাঠ হইতে বর্ষাকালে আপনা আপনিই পুকুরে আসিয়া থাকে। গত বৎসর এই ৭ খানি গ্রামে ১২টী পুষ্করিণী নূতন খনন ও ২৩টী

পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে। মৎস্য বিক্রয়ের লাভ ত আছেই, তদ্ব্যতীত নূতন মাটীতে কলা বাগান, কচুর চাষ, ওলের চাষ, আখের ক্ষেত, তরি-তরকারির বাগান করিয়া অনেকে মাটী কাটার খরচ পোষাইয়া লইয়াছে। পুষ্করিণী হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকায় অনেক অকর্ম্মণ্য স্থান ও গর্ত্ত এবং ডোবাদি ভরাট হইয়া বাগানের উপযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে পাট চাষের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না, গত ৪।৫ বৎসর ধরিয়া তাহা আরম্ভ হইয়াছে; এবং উত্তরোত্তর পাট চাষের পরিমাণ হু হু করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। পাটের চাষে কৃষকগণ বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছে।

আমাদের দেখাদেখি অনেক হিন্দু ও বাগানাদি প্রস্তুত করিতে মনোযোগী হইয়াছে। সাহা শুঁড়ি জাতীয় হিন্দুগণ পূর্ব্বে কেবল ব্যবসায়েই লিপ্ত ছিল, এক্ষণে তাহাদের অনেকে নূতন পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করাইয়া ফলের বাগান ও তরি-তরকারির বাগান প্রস্তুত করাইতেছে। তবে সাধারণ চাষের কাজে এখনও তাহারা হাত দেয় নাই। মুসলমানগণ নানা ব্যবসায় অবলম্বন করাতে, সাহা শুঁড়ি দিগের এক চেটিয়া ব্যবসায় অনেকটা মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধা হইয়াছে সুদখোর মহাজন দিগের। তাহাদের পাপ-ব্যবসায় একেবারেই মাটী হইয়া গিয়াছে। কারণ মুসলমান গণই প্রধানতঃ তাহাদের শিকারের লক্ষ্যীভূত ছিল।

পক্ষান্তরে জমীদারের অত্যাচারী আমলা বর্গ এবং পুলিশের দুর্দ্ধর্ষ কর্ম্মচারী দিগের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। জমীদার নায়েব-গোমাশ্তাগণ অত্যাচার করিবে দূরে থাকুক, প্রজাদিগের সঙ্গে একটু কড়া কথা বলিতেও সাহস পাইতেছে না। কতকগুলি সুদ খোর মহাজন, কতিপয় ঋণগ্রস্ত দরিদ্র মুসলমানের নামে নালিশ

করিয়াছিল, আমাদের কতিপয় ধনী ভ্রাতা সেই ঋণগ্রস্ত লোক দিগকে বিনা সুদে টাকা ধার দিয়া, সেই ঋণ শোধ করাইয়া দিয়াছেন। মহাজনের টাকা কিস্তিবন্দী করিয়া দেওয়া হইতেছে। আমাদের আঞ্জমন হইতেও ৭ জন নিরূপায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ৪৭৭৲ টাকা দেনা শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ টাকাও তাহাদিগকে বিনা সুদে দেওয়া গিয়াছে, তাহারা মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া আদায় করিতেছে। এইরূপে জমীদার পক্ষ হইতেও কতকগুলি সত্য মিথ্যা নালিশ রুজু হইয়াছিল, কয়েকটা মিথ্যা নালিশ ডিস্‌মিস হইয়াছে; আর কয়েকটা মিথ্যা মোকদ্দমায় জমিদার পক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণ দর্শাইয়া ডিক্রি পাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও আমাদের ধনিগণ বিশেষ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। কেহ গরীব দিগকে চাকর রাখিয়া তাহাদের দেনা শোধ করিয়া দিয়াছেন, কেহ বিনা সুদে টাকা ধার দিয়া এক এক খানি বন্ধকী দলিল লিখিয়া লইয়াছেন। এক্ষণে জন-সাধারণকে বিশেষ ভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আঞ্জমন বা শাখা আঞ্জমন কিংবা পল্লী-সমিতিতে না জানাইয়া যেন কেহ ঋণ গ্রহণ না করে। কাহারও ঋণ গ্রহণ করা একান্ত দরকার হইলে, আঞ্জমনে (মূল আঞ্জমনই হউক, কিম্বা শাখা আঞ্জমন বা পল্লী-সমিতিই হউক) তাহা জানাইতে হইবে। আঞ্জমনের সব কমিটী অবস্থা বুঝিয়া কোনওরূপ সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমাদের আঞ্জমন ভুক্ত ৮৭ খানি গ্রামে এখনও ১৪৩ জন সুদখোর মহাজন আছে—যাহারা আজিও সুদের ব্যবসা পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু তাহারা সামাজিক শাসনে এমনই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, আর বেশী দিন এই পাপ-ব্যবসায় চালাইতে পারিবে না। আত্মীয় স্বজনগণ পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছে। 'শাদী' এবং গমিতে

তাহারা বিষম বিভ্রাটে পতিত হইতেছে। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব, তাঁহার কতিপয় উৎসাহী শিষ্য, মৌলানা ভাই সাহেব এবং মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবগণ গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোক দিগকে নানা প্রকারে 'হেদায়েত' করেন। প্রকাশ্য 'সভা-সমিতি' ছাড়া এইরূপ 'হেদায়েত' দ্বারাও অনেক কাজ হইতেছে।

আমাদের এই ৮৭ খানি গ্রামের মধ্যে ৮ খানি হাট ও ৩ খানি দৈনিক বাজার আছে। তদ্ব্যতীত ২ স্থানে ২টী বার্ষিক মেলা বসিয়া থাকে। এই ৮ খানি হাট ও ৩ খানি বাজারে প্রায় ৪০ ঘর বেশ্যা ছিল। তাহার মধ্যে মুসলমান বেশ্যা ছিল প্রায় অর্দ্ধেক। কিন্তু এই ৭ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় মুসলমান বেশ্যা ৫ ঘর মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। ৬টী মুসলমান বেশ্যা আপনাদের পাপ ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া "তওবা" করিয়াছে, আর ৭ ঘর বেশ্যা আমাদের এলাকা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। হিন্দু বেশ্যা ৩ জন মুসলমান হইয়াছে ও ৫ জন দেশত্যাগী হইয়াছে। মেলা দুইটিতে বৎসর বৎসর বিস্তর বেশ্যার আমদানী হইত, গত ৩ বৎসর ধরিয়া বেশ্যার আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়াছে। বেশ্যার অস্তিত্ব যাহাতে শেষ হয়, তজ্জন্য আমরা হিন্দু সমাজকেও বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের সদুদ্দেশ্যের প্রতি অনেকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হিন্দু যুবককে তাহারা শাসনে আনিতে পারিতেছেন না। আশা আছে, কালে তাহারাও পথে আসিবে।

৫ খানি খোলাভাটীর মধ্যে ৩ খানি উঠিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ২ খানিও প্রধানতঃ নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুদিগের দ্বারা চলিতেছে।

আমাদের এ অঞ্চলে রাস্তা ঘাটের বড় অসুবিধা। হিন্দু পল্লীতে

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং লোক্যাল বোর্ডের রাস্তা আছে, আমাদের মুসলমান পল্লীতেই তাহার অভাব। গত ২ বৎসর যাবৎ ভাই মোক্তার কাজি নূরুল হোসেন সাহেবের চেষ্টায় লোক্যাল বোর্ড হইতে আমাদের গ্রামে একটী ও আমাদের আঞ্জমনের এলাকা ভুক্ত বাহাদুর পুর গ্রামে একটী রাস্তা হওয়াতে, লোকের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে ১৪টা পুষ্করিণী খননের আংশিক খরচ পাওয়া গিয়াছে; এবং ৩২টী কূপ খননের সমস্ত খরচই প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে একটী খালের জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা। এবিষয়ে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই উদ্যোগী আছেন।

আমরা গত বৎসর হইতে একজন পশু-চিকিৎসক আমাদের গ্রামে আনিয়াছি। মীর সাহেবের বাটীতে তাঁহার বাসা দেওয়া হইয়াছে। চিকিৎসকটীর নাম মুন্সী একরাম আলী। তিনি কলিকাতার পশু-চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আমরা আপাততঃ মাসিক ২৫৲ টাকা তাঁহাকে পোষাইয়া দিব, এই বন্দোবস্তে আনিয়াছি। প্রথমে ৪।৫ মাস আমাদিগকে সাহায্য করিতে হইলেও, খোদার ফজলে এক্ষণে তাঁহার মাসিক আয় প্রায় ৩০৲—৩২৲ টাকা হইতেছে। তাঁহার চিকিৎসা গুণে নানাপ্রকার কঠিন ব্যাধি হইতে গবাদি পশু রক্ষা পাইতেছে। আশা আছে, ভবিষ্যতে একরাম আলী মিয়াঁর আয় আরও অনেক বৃদ্ধি হইবে।

চিকণের কাজটা আমাদের দেশের সর্ব্বত্র যেন ছড়াইয়া পড়িয়েছে। কৃষক শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও এ কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ৫।৬ জন লোক এই কাজে দাদন দিয়া বেশ লাভবান্ হইতেছেন। আবার শান্তিপুরের একজন নিকারী আমাদের গ্রামের অদূরবর্ত্তী নরোত্তমপুরে আসিয়া সপরিবারে বাস করিতেছে। তাহার

স্ত্রীর নিকট অনেকে শান্তিপুরী শাড়ির ফুল-বুটা তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে। নিকারিটা শান্তিপুর হইতে মহাজন দিগের কাপড় আনিয়া, ইহাদের দ্বারা ফুল-বুটা তুলাইয়া লয়। ইহাতে যে বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া লইয়াছে। স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে এরূপ শিল্প কার্য্যের পসার বৃদ্ধি হওয়াতে, আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি।

আমাদের গ্রাম সমূহ হইতে নানাবিধ ফল ও তরি-তরকারির চালান মহকুমায়, শহরে এবং আরও কয়েকটা বিখ্যাত হাট-বাজারে যাইয়া থাকে। আমার সেই চালানী কারবারটাও আছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে গরুর গাড়ীর খুব কম প্রচলন ছিল; এক্ষণে ১০।১২ জন লোক শুধু গরুর গাড়ীর ব্যবসায় চালাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। এই সকল গো-যান ভাড়ায় খাটিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা জিনিস পত্র আমদানী রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। অনেকে নিজের গাড়ী করিয়াছে। গাড়োয়ানের কাজ করিয়া অনেক গরীব দুঃখী সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। হিন্দুর বাড়ীতে আর কোনও মুসলমানই নীচ শ্রেণীর চাকুরী করে না; এজন্য বাবু ভায়াদের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

যে সকল নিষ্কর্ম্মা যুবক নানাপ্রকার অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত থাকিত, ঘুড়ী উড়াইত, তাশ খেলিত, জুয়া খেলিয়া বেড়াইত, নানাপ্রকার চরিত্রগত দোষে দোষী ছিল, তাহাদের জীবনের ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহাদের অনেকে শিল্প ও ব্যবসায়ে লাগিয়াছে, অনেকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া আঞ্জমনের অনেক কাজ করিতেছে। অনেকে নৈশ-বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষা লাভ করিতেছে। কেহ কেহ আমাদের নব প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বিদ্যালয়েও ভর্ত্তি হইয়াছে। এই সকল অশিক্ষিত যুবকের জীবনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা

পরিসীমা নাই। আমরা ইহাদের জন্য ডন-কুস্তি-কস্‌রৎ-ব্যায়াম ও লাঠি খেলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছি। আমাদের এলাকার মধ্যে ৮।১০ স্থানে এইরূপ খেলার আড্ডা আছে। উপযুক্ত খেলোয়াড়-গণ ইহাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া থাকে। এ বৎসর আমাদের আঞ্জমনের মিটিংএ স্থির হইয়াছে যে, ডন-কুস্তি এবং লাঠি খেলা ইত্যাদিতে যাহারা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইবে, তাহারা আঞ্জ-মন হইতে পুরস্কার পাইবে। কেবল তাহারাই নয়—তাহাদের শিক্ষক গণও পুরস্কৃত হইবে; আমাদের এই নিয়মের বিষয় প্রচারিত হওয়াতে, ব্যায়াম-প্রিয় ও খেলোয়াড় যুবকদিগের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। আঞ্জমনের বার্ষিক অধিবেশনের শেষ দিন এই সকল ক্রীড়া প্রদর্শিত হইবে; এবং সেই বহু জন পূর্ণ সভায় পুরস্কার বিতরিত হইবে, ইহাও স্থির হইয়া গিয়াছে।

আমাদের অন্দর ও বহির্ব্বাটীর মধ্যস্থলে যে ক্ষুদ্র ফুল বাগানটীর বিষয় ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, শহর হইতে আনীত মালি দিগের দ্বারা উহাকে অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করাইয়া লইয়া-ছিলাম। অতি মনোহর কেয়ারি করা হইয়াছিল। ইট দিয়া ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ফুলের চারা বসান হইয়াছিল। কলিকাতা নর্শরী হইতে এক প্রকার বৃহৎ জাতীয় গোলাব ফুলের চারা আনা হইয়াছিল; উহার ফুলের পরিধি ১০ দশ ইঞ্চির কম ছিল না। বৃহৎ জাতীয় বেল ফুলও আনা হইয়াছিল। ফলতঃ গোলাপ, বেল, যুঁই, চামেলী ও রজনী গন্ধা ফুলের বৃক্ষে ক্ষুদ্র বাগানটী অতি মনোহর আকার ধারণ করিয়াছিল। নানা প্রকার ক্রোটন বা পাতা বাহারের গাছ বাগানের পার্শ্বে রোপণ করা

হইয়াছিল। কতক গুলি ক্ষুদ্র জাতীয় বিলাতী ফুলের গাছ দ্বারাও বাগানটীর নানা স্থান সুসজ্জিত ও সুশোভিত করা হইয়াছিল। ইদানীং আমি নিজেই ফুল বাগান খানির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম। প্রায় প্রত্যহ বৈকালে বেলা দুই ঘণ্টা সময় আমার এই কার্য্যে পর্য্যবসিত হইত। সময় সময় মৌলানা ভাই সাহেব আসিয়াও আমার সহিত মালীর কাজে যোগ দিতেন। মামাতো ভাইটী স্কুল বন্ধের সময় দেশে থাকিলে, প্রায়ই এই ফুল বাগানের কাজে কিছু কিছু সময় খরচ করিত। বাগানের সুন্দর সুন্দর ফুল মুরব্বি দিগকে, আগন্তুক ভদ্র লোক দিগকে, বন্ধু ও প্রিয়জনকে এবং মাদ্রাসার শিক্ষক দিগকে অনেক সময় উপহার দিতাম। আমার দেখাদেখি মৌলানা ভাই সাহেবও অন্দরে—নিজের ঘরের পশ্চাদ্দিকে খানিক জায়গা বেড়া দিয়া, কতকটা ফুলের গাছ রোপণ করিয়াছিলেন। উহার অবস্থাও 'নেহায়েত' মন্দ ছিল না। আমার ভগিনী দিগের মধ্যে অনেকেই ঐ বাগানের পরিচর্য্যা করিতেন; এবং পুষ্পাদি চয়ন করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। আমার বাগানের ফুল অন্দরে খুব কমই যাইত। এই কুসুমোদ্যানটীর দ্বারা বহির্ব্বাটীর শোভাও অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আগন্তুক ভদ্র লোকেরা আমার এই ক্ষুদ্র ফুলের বাগানটী দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন।

এ বৎসর আমাদের আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত তালিকা দেখাইয়া আর পাঠক বর্গের বিরক্তি উৎপাদন করিতে চাহি না। এবার একটা মোটামুটি আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শন করিব, তদ্দ্বারাই পাঠকগণ আমাদের আর্থিক উন্নতির বিষয় অনুমান করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বতন হিসাবে সর্ব্বপ্রকার আয়—	৫৭৯৩৷৵১০
দধির কারখানার আয়—	৬৭৮৵০
কাপড়ের দোকানের আয় (আমাদের অংশে)	৩৩২৷৶০
	৬৮০৪৷৵১০
সর্ব্বপ্রকারে খরচ—	৩৬৯৯৷০
	৩২০৪৸৵১০

আমাদের পরিবার বর্গের পরিচয় পাঠকের অবিদিত নাই। আমার ২য়া ফুফাতো ভগিনীটি (এক্ষণে তাহার বয়স ১৪ বৎসর) আমাদের বাটীর বালিকাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ও সর্ব্বাপেক্ষা শিষ্ট শান্ত। তাহার নাম নবরন্নেসা। ওয়ালেদা সাহেবা তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা স্নেহ করিয়া থাকেন। সেলাইয়ের কাজ, চিকণের কাজ, উলের কাজ ইত্যাদিতেও তাহার বেশ পারদর্শিতা জন্মিয়াছে। ওদিকে পাক-সাকের কাজেও তাহার বিশেষ নিপুণতা দৃষ্ট হয়। কোরাণ শরিফ খতম করিয়া উর্দ্দু ও বাঙ্গালা পড়িতেছে। আমার বড় ভগিনী (মৌলানা সাহেবের স্ত্রী) এই অল্প সময়ের মধ্যে মৌলানা সাহেবের নিকট কোরাণ শরিফ অত্যন্ত "ছহি" করিয়া কেরাতের সহিত পড়িয়াছেন। পারসীতেও মোটামুটী অধিকার লাভ করিয়াছেন। উর্দ্দুতে ভাল ভাল কেতাব—এমন কি কোরাণ শরিফের উর্দ্দু তফসীর ও হাদিস শরিফের উর্দ্দু অনুবাদ সুন্দররূপ পড়িতে এবং বুঝিতে পারেন। লাইব্রেরীতে অনেক কেতাব আছে, সুতরাং কেতাব পাঠের কোনই অসুবিধা নাই। উর্দ্দু সংবাদ-পত্র ও "রেছালা" অনেকগুলি লাইব্রেরীতে আসিয়া থাকে, তাহাও তিনি পড়িয়া থাকেন। বাঙ্গালা ত

পূর্ব্ব হইতেই এক প্রকার জানা ছিল, এক্ষণে তাহাতে আরও উন্নতি লাভ করিয়াছেন। উর্দ্দু এবং বাঙ্গালায় চিঠি-পত্র লিখিবার এবং হিসাব-পত্র রাখিবার অধিকার জন্মিয়াছে। আমার অন্যান্য ভগিনিগণ আবার তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমার ২রা সাহেবরাও পড়া শুনায় বেশ তেজ। জ্যেষ্ঠা ফুফাতো ভগিনী (কাজি নূরল হোসেন সাহেবের স্ত্রী) বাঙ্গালা ভাষায় খুব বেশী ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ভাই কাজী সাহেব এ কয় বৎসর তাঁহাকে বেশ মনোযোগ সহকারে পড়াইয়াছেন। তিনি রচনাও করিতে পারেন, কিছু কিছু পদ্যও লিখিয়া থাকেন। কবিতা 'নেহায়েত' মন্দ হয় না। হিসাব-পত্রে তিনি খুব সুনিপুণা। মোখ্‌তার ভাইয়ার জমা-খরচ তিনিই রাখিয়া থাকেন।

বাবাজান কেবল এইবার দুইটি বিবাহের জন্য ব্যগ্র হইলেন। বলিতে লজ্জা হয় যে, আমার বিবাহ সম্বন্ধে বাড়ীর মধ্যে আন্দোলন-আলোচনা চলিতে লাগিল। আমাকে প্রকাশ্যে কিছুই বলা না হইলেও, ভাব-ভঙ্গীতে আমার কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। এক দিন মৌলানা ভাই সাহেব কথা পাড়িলেন। তিনি বলিলেন ভাই, সংসারে থাকিলেই সংসারী হইতে হয়। আপনার বিবাহের বয়স হইয়াছে; আমরা সকলে আপনার বিবাহের বিষয় স্থির করিয়াছি। পাত্রীর জন্য বাহিরে চেষ্টা করিতে হইবে না; ঘরেই উপযুক্ত পাত্রী রহিয়াছে। এরূপ পাত্রী দুই শত পাঁচ শতের মধ্যেও একটী খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। মুরব্বিদেরও নিতান্ত "আরজু" যে, এই বিবাহই হয়। ঘরে ঘরে কাজ হইলে খরচ-পত্রেরও বিশেষ সুবিধা হইবে। কল্যানীয়া-ভগিনী বদরন্নেসার বিবাহ বাহিরে দিলে, এবং আপনাকে বাহিরে বিবাহ করাইলে, খরচ ডবল পড়িয়া যাইবে। অথচ এরূপ

পাত্রী পাওয়া ভার হইবে। আমিও ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করি।

মৌলানা ভাই সাহেবের উক্তি শুনিয়া আমি লজ্জায় অধোবদন রহিলাম। তখন তিনি বলিলেন ভাই, আমার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিতে লজ্জা-সঙ্কোচের কি কারণ আছে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাতে মন খুলিয়া প্রাণের কথা উভয়ের নিকট উভয়ে বলিতে পারি। আমি লজ্জাবনত বদনে বলিলাম ভাই সাহেব, এখন কি আমার বিবাহের সময়? মুরব্বিগণ ভুল বুঝিয়াছেন। এখনও আমাদের সাংসারিক অবস্থা তেমন সচ্ছল হয় নাই যে, আমি বিবাহ করিয়া খরচের মাত্রা বৃদ্ধি করিব। আরও সাংসারিক উন্নতি হউক, একটু বিষয় সম্পত্তি হস্তগত হউক, তখন বিবাহ হইবে। অবশ্য ভগিনী দিগের বিবাহ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। আপনি নিজে জ্ঞানী ও সংসার বিষয়ে অভিজ্ঞ; ওয়ালেদ সাহেব কেবলা নিতান্ত সাদা-সিদে লোক, তিনি পরিণাম চিন্তা না করাতে, আমাদের সংসার একবার ডুবিয়াছিল; খোদাতা-লার অশেষ করুণায় কোনও রূপে উদ্ধার পাইয়াছে। এ অবস্থায় হঠাৎ ব্যয়-বাহুল্যে পতিত হইলে বিপদের আশঙ্কা। ধরুন এক বৎসর যদি চাষ-বাসের কাজ ভাল না চলে, বা ফসল না জন্মে, তবে কি উপায় হইবে?

মৌলানা ভাই সাহেব ধীর-গম্ভীর ভাবে বলিলেন ভাই, তা সব সত্য; আপনার কথার সত্যতা ও অভ্রান্ততা আমি অস্বীকার করি-না। কিন্তু কথা এই যে, জনাব শ্বশুর সাহেব, কেবলা কাজী সাহেব ও মীর সাহেব মিলিয়া পরামর্শ করিয়াছেন যে, তাঁহারা খোদার ফজলে আগামী বৎসর হজ্জ্ ব্রত ও মদীনা শরিফের জেয়ারৎ কার্য্য সমাপনার্থ পবিত্র ভূমি আরব দেশে গমন করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে বয়তুল

মকদ্দস্, দেমেস্ক, বোগদাদ, কারবালা ম-আল্লা, নজফ্-আশরফ্ প্রভৃতি পবিত্র স্থানের জেয়ারতও শেষ করিয়া আসিবেন। হজ্জে যাইতে হইলে এক প্রকার জীবনে নিরাশ হইয়া যাইতে হয়। সাংসারিক কাজ-কর্ম্মের শেষ করিয়া যাওয়া শ্রেয়ঃ এবং শরিয়তেরও হুকুম। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আপনার কোনও আপত্তিই খাটিতে পারে না। এরূপ ব্যাপার উপস্থিত না হইলে, আমিও আপনাকে বিবাহের জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিতাম না। আপনি খোদার নাম লইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে এ বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করুন। যিনি আপনাদের সংসারের অভাব মোচন করিয়া বর্ত্তমান উন্নতির মুখ দেখাইয়াছেন, তিনিই আপনাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার রাখিবেন। দয়াময়ের উপর নির্ভর করুন, তিনিই সকল কাজে "বরকত" দিবেন।

মৌলানা ভাই সাহেবের বাক্য শুনিয়া আমি নীরব ও নিরুত্তর হইলাম; তিনিও "মৌনে সম্মতি লক্ষণ" মনে করিয়া লইলেন।

ইহার পর এক দিন ওয়ালেদ সাহেবের সম্মুখে ওয়ালেদা সাহেবা বিবাহের কথা তুলিয়া নিজেদের "আরজু" জ্ঞাপন করিলেন। এই দিন ওয়ালেদ সাহেব ও নিজের হেজাজ যাত্রার অভিপ্রায় আমাকে জানাইলেন। আমি ওয়ালেদা সাহেবার কথা শুনিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলাম; কোনও কথার উত্তর দিতে পারিলাম না।

এস্থলে আর একটী নূতন ঘটনার অবতারণা হইল। মীর সাহেবের একটী বিধবা কন্যা আছেন; তাঁহার বয়স ২৫।২৬ বৎসর। ১৬ বৎসর বয়সে এই কন্যাটী বিধবা হন। কন্যাটী অতি সচ্চরিত্রা ও সদ্‌গুণ সম্পন্না। পিতা মাতার 'খেদমত' ও নমাজ, রোজা, কোরাণ শরিফ তেলাওৎ—ইহাই তাঁহার কাজ। সংসারের অন্য বিষয়ে তিনি বড় লিপ্ত হন না। মীর সাহেব কন্যার বৈধব্য অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদাই

বিমর্ষ ভাবে থাকেন। ইদানীং আমাদের এদিকে সভা-সমিতি, ওয়াজ-নছিহত ইত্যাদির দ্বারা শরা-শরিয়তের বিশেষ বাঁধাবাঁধি হওয়াতে, এবং বিধবার "নেকাহ্ ছানীর" বিষয় আলেম দিগের মুখে শুনিয়া, মীর সাহেবের হৃদয় বিচলিত হইল; তিনি কন্যার "নেকাহ ছানী" দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পরে তিনি ওয়ালেদ সাহেব ও কাজী সাহেবের নিকট স্বীয় মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারাও তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। এক্ষণে কথা হইল যে, উপযুক্ত পাত্র কোথায় পাওয়া যায়। বহু অনুসন্ধান-আলোচনার পর মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবের উপরেই সকলের দৃষ্টি পড়িল। যদিও তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমান আছেন, তবু আমাদের এখানে তাঁহার একটা [illegible] বন্দোবস্ত করা সকলের অভিপ্রেত হইল। মৌলানা [illegible] সাহেব এ বিষয়ে ঘটকালী করিলেন। উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হইল। মৌলবী সাহেবের প্রথমা স্ত্রী প্রায়ই পীড়িতা থাকেন, সন্তানাদিও কিছু হয় নাই—হইবার আশাও নাই। অত্রাবস্থায় তাঁহার আর একটি বিবাহ করাও দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। ওদিকে মৌলবী সাহেব নিজের প্রথমা স্ত্রীকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ রাজী করিয়া লইয়াছিলেন। কথা হইল, মীর সাহেবের কন্যা মীর সাহেবের বাড়ীতেই থাকিবেন; মৌলবী সাহেব মাসে ১০।১৫ দিন এখানে ও ১০।১৫ দিন দেশে অবস্থান করিবেন। সভা-সমিতির সময় তাঁহাকে ত প্রায় প্রবাসেই থাকিতে হয়। মীর সাহেব গরীব মানুষ, সুতরাং বিনা খরচ-পত্রে অতি সাদা-সিদে ভাবে যাহাতে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই স্থির হইল। ৫০০৲ টাকার দেন মোহর ও অলঙ্কার পত্রে সর্ব্বশুদ্ধ ২০০৲ টাকা খরচের মধ্যে কাজ "আঞ্জাম" হইবে বলিয়া এষ্টিমেট হইল। ইহার মধ্যে আবার ৫০৲ টাকা শুভ কার্য্যে

দান। মীর সাহেব মাত্র ১০০৲ টাকা খরচ করিবেন, তন্মধ্যে ২৫৲ টাকা কওমী চাঁদা বা কওমী দান। সমস্ত বিষয় ঠিক ঠাক হইলে, এক দিন জুমাবারে শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই বিবাহ ঘটনার দ্বারা মৌলবী সাহেবকে হাতে পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। মৌলানা ভাই সাহেবের ত আনন্দের সীমা-পরিসীমাই রহিল না। ৫০৲ টাকা খরচ করিয়া মৌলবী সাহেব খুব সংক্ষেপে "দাওতে অলিমা" করিলেন। ছোট বড় প্রায় ২৫০ লোকের ভোজন-ক্রিয়া এই উপলক্ষে সম্পন্ন হইয়াছিল।

আমার ২য়া ভগিনীর বিবাহ কাজী আজমল হোসেন সাহেবের সহিত স্থির হইল। সুতরাং আমাদের বাড়ীতে ২টী বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। বাড়ীর মধ্যে একখানি নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইল। পালঙ্ক, তক্তপোষ, আলমারী প্রভৃতি তৈয়ারীর ধূম লাগিয়া গেল। এবার জনাব মাতাজান কেবলা স্বয়ংই এ সব কাজের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

১৭ই বৈশাখ শুক্রবার বিবাহের দিন স্থির হইল। ১ সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে আত্মীয় স্বজনবর্গে গৃহে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 'জানানা মেহমান' অনেক আসিলেন। বাড়ীর মধ্যে একটা অস্থায়ী বৃহৎ চালা ও বহির্ব্বাটীতে ঐরূপ আর একটা চালা প্রস্তুত হইল। এক সপ্তাহের জন্য মাদ্রাসা-স্কুল বন্ধ রাখা গেল। বহির্ব্বাটীর ৩ খানি গৃহেই বিস্তর জায়গার বন্দোবস্ত হইল; তদ্ব্যতীত বোর্ডিং গৃহেও কতিপয় মেহমানের স্থান করা গেল।

মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও তাঁহার ৪ জন শিষ্য এই কার্য্যে প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। মাদ্রাসা-স্কুলের মৌলবী ও মাষ্টার-পণ্ডিতগণ প্রাণ খুলিয়া কাজ কর্ম্মে লাগিয়া গেলেন। ছাত্রদিগের মধ্যে

১৫।১৬ জন অনবরত খাটিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে বাদ জুম্মা একটী ছোট-খাট রকম 'ওয়াজের মজলেস্' হইল। মৌলানা ভাই সাহেব, মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব, মাদ্রাসার ২য় মৌলবী সাহেব ও কাণপুর হইতে আগত মৌলবী নাদেরজ্জমান সাহেব অতি সংক্ষেপে চমৎকার ওয়াজ করিলেন। বিবাহের মজলিস বাহির আঙ্গিণায় হইয়াছিল, লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০ এক হাজার। 'ওয়াজের এমনই 'তাছির' হইয়াছিল যে, শ্রোতাগণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া, হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রায় ২৷৷০ টার সময় শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। আমি বর-বেশে সকলকে "সালাম" করিলাম। সকলেই আমাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভাই কাজী আজমল হোসেন সাহেবও সকলকে অভিবাদন করিয়া, সকলের "দোওয়া" গ্রহণ করিলেন।

বিবাহের পর "মবারক বাদ" স্বরূপ মাদ্রাসার ২য় মৌলবী সাহেব একটী পারসী কসিদা, ২ জন ছাত্র দুইটী পারসী কবিতা, একটী ছাত্র একটী উর্দ্দূ কবিতা ও ৩টী ছাত্র ৩টী বাঙ্গালা কবিতা পাঠ করিলেন। কবিতা গুলি বেশ হৃদয়-গ্রাহিণী হইয়াছিল।

এই সময় মিঠাই বিতরণ হইল। উপস্থিত জনগণকে শরবত পান করান হইল। রাত্রিতে খানার দাওৎ ছিল, নিমন্ত্রিত ভদ্র লোকেরা দস্তুর মতন আহার করিলেন। প্রায় ৬০০ নিমন্ত্রিত ভদ্র লোককে তৃপ্তি সহকারে পোলাও-কোর্ম্মা-কালিয়া-ফিরণী ও জরদা দ্বারা আহার করান হইয়াছিল। অন্দর মহলে স্ত্রীলোক মেহমানের সংখ্যাই ছিল দুই শতের উপর। পর দিন কাজী সাহেবের বাড়ীতে 'দাওতে অলিমা' হইল। তিনিও মহা ধূমধাম সহকারে প্রায় ৪০০ নিমন্ত্রিত ভদ্র লোককে আহার করাইলেন।

ইহার পর আমাদের উভয় বাড়ীতেই সাধারণ লোকের ২টা ভোজ হইল। এ উভয় জেয়াফতেই উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যের বন্দোবস্ত ছিল। নিমন্ত্রিত লোকের সংখ্যা ১০০০ হইতে ১২০০ শতের মধ্যে ছিল। আঞ্জমনের এলাকাভুক্ত গ্রাম সমূহের মোড়ল-মাতব্বর প্রায় সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যাই ৩০০ তিন শতের কম ছিল না।

এই উপলক্ষে আমরা ধর্ম্মার্থে ও সাধারণ হিতকর কার্য্যে যাহা দান করিলাম, তাহা এই :—

মাদ্রাসায় দেওবন্দ্	১০০৲
নদুয়াতুল ওলামা—	৭৫৲
আলিগড় কলেজ ফণ্ড—	৫০৲
ইস্লাম মিশন ফণ্ড—	৫০৲
হেজাজ রেলওয়ে ফণ্ড—	৫০৲
কলিকাতার এতিম খানা—	২৫৲
আমাদের আঞ্জমন—	৫০৲
ঐ মাদ্রাসার জন্য খাস সাহায্য—	৫০৲
দীন-দরিদ্রের মধ্যে নগদ টাকা, পয়সা ও বস্ত্র বিতরণ—	৫০৲
	৫০০৲

কাজী সাহেব ও সর্ব্বপ্রকার কওমী কারে-খায়েরে ৩০০৲ টাকা দান করিলেন। এই ধরণের দান আমাদের এ দেশে বিবাহ-শাদীতে ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও করেন নাই। আমাদের বাড়ীর পূর্ব্ববর্ত্তী বিবাহেই এই ভাবের দান করিয়া সাধারণকে পথ দেখান হইয়াছিল।

আমার বন্দোবস্তের অষ্টম বর্ষ।

দেখিতে দেখিতে আমার বন্দোবস্তের ৮ম বর্ষ আসিয়া দেখা দিল। জনাব ওয়ালেদ সাহেব, জনাব কাজী সাহেব ও জনাব মীর সাহেব পবিত্র ভূমি হেজাজে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ইঁহারা পবিত্র হজ্জ্ব্রত সমাপনান্তে মদীনা শরিফে হজরত রেসালত পানার (দঃ) রওজা মবারক জেয়ারত করিয়া, পবিত্র নগরী বয়তুল মকদ্দস্, দেমেস্ক, হমস্, হলব, তারাব্লিস্ অল্-শাম এবং এরাক আরবের অন্তর্গত পবিত্র নগরী বোগদাদ, কারবালা-ম-আল্লা, নজফ-আশরফ, কুফা ও বস্রার জেয়ারতাদি কার্য্য সমাধান্তে, করাচির পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সুতরাং এ অবস্থায় বেশী পরিমাণে টাকা সঙ্গে লইয়া যাওয়া সকলেরই দরকার হইল। জনাব ওয়ালেদ সাহেব ও কাজী সাহেব প্রত্যেকে ২০০০৲ হাজার টাকা সঙ্গে লইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। মীর সাহেব ৮০০৲ শত টাকা লইবেন, স্থির হইল। মোহাম্মদ দানেশ কাজী নামক এক জন বলিষ্ঠ ও সাহসী পুরুষ ৩০০৲ শত টাকা মাত্র সম্বল লইয়া ইঁহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সে পূর্ব্বে একবার হজ্জ্ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া, অনেক বিষয় জানা শুনাও ছিল। সে সহচর রূপে যাইতে স্বীকৃত হওয়াতে, তাহার অবশিষ্ট খরচ-পত্র বাবাজান কেবলা ও কাজী সাহেব বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। অল্প দিন হইল বিবাহে প্রচুর টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের টাকার কিছু অনাটন বোধ হইল। অগত্যা আমি স্থির করিলাম, এই সময় ৪টী পুষ্করিণীর মৎস্য বিক্রয় করিয়া কিছু টাকার সংস্থান করিব। কয়েক বৎসর মৎস্য বিক্রয় না করাতে, পুষ্করিণীতে প্রচুর মৎস্য

জমিয়া গিয়াছিল। কেবল মাত্র বিবাহের সময় ৮/ মণ মৎস্য অন্দরের পুষ্করিণী হইতে ধরাইয়া খরচ করা হয়। জনাব ওয়ালেদ সাহেবও আমার এই প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। জেলে দিগকে ডাকিয়া প্রথমে অন্দরের পুকুরে জাল ফেলা হইল; ঐ পুকুরে ১৭/ মণ উৎকৃষ্ট মৎস্য পাওয়া গেল। প্রতি মণ ৯৲ হিঃ ১৫৩৲ টাকায় উহা বিক্রয় হইল। অতঃপর বহির্বাটীর বৃহৎ পুষ্করিণীর মৎস্য ধরান হইল। এই পুষ্করিণীতে জাল টানিয়া, অর্দ্ধেক পুষ্করিণী পর্য্যন্ত আনিলে, এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যাইতে লাগিল। সহস্র সহস্র মৎস্য লাফাইয়া উঠিয়া দর্শকগণকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিল—জেলেদিগের অনেকে নাকে মুখে চোট খাইল। মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রগণ এবং গ্রামের বহুসংখ্যক লোক তামাসা দেখিতে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সে দৃশ্য দেখিয়া অপার আনন্দ ভোগ করিলেন। এই পুষ্করিণী হইতে মোট ৬২/ মণ মৎস্য ধরা হয়, তন্মধ্যে ২/ মণ মৎস্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব দিগকে ও মাদ্রাসার ছাত্র দিগকে দেওয়া হইল; এবং কতক নিজেরা খাইবার জন্য রাখিলাম, অবশিষ্ট ৬০/ মণ মৎস্য ৯৲ টাকা হিসাবে ৫৪০৲ টাকায় ১৫।১৬ জন জেলে ভাগাভাগী করিয়া লইল। /৪ সেরের কম ওজনের মৎস্য আদৌ ধরা হয় নাই; উর্দ্ধ পক্ষে ।০—।১ দশ এগার সের ওজনের রুই, কাতল এবং মৃগেল মৎস্য পাওয়া গিয়াছিল। কয়েক দিন পরে বাগান বাটীর বৃহৎ পুষ্করিণীর মৎস্যও ধরান হইল; তথায় মৎস্য হইল ২৩/ মণ; উহা হইতে ২০/ মণ মাত্র বিক্রয় করা গেল; অবশিষ্ট খাওয়া এবং বিতরণ কার্য্যে পর্য্যবসিত হইল। বাগানের ছোট পুষ্করিণীটিতেও ৬/ মণ মৎস্য ধরা পড়িল। সুতরাং এই দুই পুষ্করিণীর ২৬/ মণ মৎস্যও ২৩৪৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইল। ৪টী পুষ্করিণীর মৎস্য মোট ৯২৭৲ টাকা

বিক্রয় হইয়াছিল; তহবিল হইতে আর ১৪৭৩৲ টাকা দিয়া মোট ২৪০০৲ টাকার সংস্থান করিলাম। কাজী সাহেবের নিকট প্রচুর টাকা জমা ছিল, সুতরাং তাঁহার টাকার কোন অভাব হইল না।

আমাদের আঞ্জমনাধীন গ্রাম সমূহ হইতে ২৭ জন নর নারী হজ্জ্-ব্রত পালনার্থ হেজাজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহাদের সম্বল ১৫০৲ টাকা হইতে ৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। যাহাদের ১৫০৲—২০০৲—২৫০৲ টাকা মাত্র সম্বল ছিল, তাহাদিগকে এই অল্প টাকা লইয়া যাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল; কিন্তু প্রবল ধর্ম্মানুরাগ বশতঃ তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইল না; কেবল মাত্র এক বৃদ্ধা নিজের ১৯৭৲ টাকা দাতব্য ফণ্ডে দিয়া হজ্জ্ যাত্রায় নিরস্ত হইল। অল্প টাকা লইয়া গিয়া যে বিষম বিপদগ্রস্ত হইতে হয়, সে কথাটা সেই দলের অপর কেহই বুঝিল না।

জনাব ওয়ালেদ সাহেব ও কাজী সাহেব আত্মীয় স্বজনবর্গের সহিত সাক্ষাতাদি করিতেই প্রায় এক মাস কাল কাটিয়া দিলেন। রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে আমাদের বাটীতে ও কাজী সাহেবের বাটীতে এক এক দিন কাঙ্গাল ভোজন ও এক এক দিন ভাল-বেলেম ভোজন করান হইল। কাঙ্গাল সংখ্যা ৪০।৫০ এর উপর কিছুতেই হইল না। আমাদের অসাধারণ চেষ্টায় ইতিপূর্ব্বে বহুসংখ্যক লোক ভিক্ষা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিল।

যাত্রা করিবার ১৫।১৬ দিন পূর্ব্বে একটা ছোট খাট সভা আহ্বান করা হইল; মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও মৌলানা ভাই সাহেব সেই সভায় "পোর-জোর" বক্তৃতা করিলেন। এই সভায় আমাদের শাখা সভা সমূহ ও পল্লী সমাজ সমূহের অধিকাংশ মেম্বর উপস্থিত ছিলেন। বহু সদুপদেশ পূর্ণ "ওয়াজ" দ্বারা সমবেত জন-মণ্ডলীকে

মোহিত করা হইয়াছিল। হজ্জের উপকারিতা ও অসীম পুণ্যের বিষয় তাঁহারা বিশদ ভাবে বর্ণনা করিলেন। হজরত রেসালত পানার (দঃ) রওজা মবারক জেয়ারতের 'ফজিলত' জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়া, শ্রোতৃবর্গকে কাঁদাইয়াছিলেন। সে জ্বলন্ত বক্তৃতা শ্রবণে সকলের হৃদয়েই ধর্ম্ম-ভাব প্রবল ভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর বাবাজান কেবলা, জনাব কাজী সাহেব ও জনাব মীর সাহেব পর্য্যায়ক্রমে দণ্ডায়মান হইয়া, সাশ্রু নয়নে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। আর মুসলমান ভ্রাতৃবর্গকে ধর্ম্মপথে থাকিয়া উন্নতি করিবার জন্য ২।৪ কথায় মোটামুটি ভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন; এবং তাঁহাদিগকে দোওয়া করিতে বলিলেন। সে সময়ের দৃশ্য যিনি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিই মোহিত হইয়াছিলেন। প্রায় সহস্রাধিক লোক বাষ্পাকুল লোচনে ইঁহাদিগকে দোওয়া করিলেন। তৎপর মৌলানা ভাই সাহেবের "পোর-আছর" মনাজাতের সহিত সভা ভঙ্গ হইল। সমবেত জনমণ্ডলীকে মিঠাই দিয়া বিদায় করা হইল। এই সভাটীর দ্বারা যে জন-সাধারণের হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বোক্ত হজ্জ্‌ যাত্রী দিগের মধ্যে ১০।১২ জন এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। ২ জন নূতন লোক (উভয়েই অর্থশালী) হজ্জ্‌-যাত্রার জন্য এই দিন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল।

সময় যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, আমাদের পরিবার বর্গের মধ্যে ততই এক উদাস ভাব ও বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। আমাদের ও কাজী সাহেবদের বাড়ীতে বহু আত্মীয়ের সমাগম হইল। শুক্রবার যাত্রার দিন স্থির হইল; বাদ জুম্মা হজ্জ্‌যাত্রিগণ পরিবার বর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, পবিত্র ভূমি অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। স্থির হইল, মৌলানা ভাই সাহেব, মৌলবী খলিলর রহমান

সাহেব, ভাই কাজী নূরুল হোসেন সাহেব ও আমি কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইব। আর মৌলানা ভাই সাহেব বোম্বাই পর্য্যন্ত যাইয়া, ইঁহাদিগকে জাহাজে "সওয়ার" করিয়া দিয়া আসিবেন। তদনুসারে আমাদের বৃহৎ 'কাফেলা' গো-শকটে রওয়ানা হইল। ঐ রাত্রি মহকুমায় থাকিয়া, পর দিন রেল ষ্টেসনে যাওয়া হইবে, পূর্ব্ব হইতে ইহাই স্থির হইয়াছিল। যাত্রার সময় বালক-বালিকা ও মহিলাগণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মান্তিক। মহকুমায় গিয়া ভাই কাজী নূরুল হক সাহেবের বাসায় আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই সেখানে খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ছিল। শা'বান মাসের ৩রা তারিখে আমরা মহকুমা হইতে রেল ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

৫ই শা'বান কলিকাতা পঁহুছিয়া, পূর্ব্ব বন্দোবস্তানুসারে ভাড়াটে বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমাদের একজন পরিচিত ভদ্রলোক কলিকাতায় ছিলেন, তিনি ১৭৲ টাকায় মির্জ্জাপুরে এক খানি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিয়া ছিলেন; সেই বাসায়ই আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। বেশী টাকা কড়ি সঙ্গে লইয়া যাওয়া অসুবিধা জনক বলিয়া হাজী * * * সাহেবের মক্কা শরিকস্থ গদীতে মং ৫০০০৲ টাকা হুণ্ডী করিলাম। কলিকাতা হইতে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কিছু লইয়া ৭ই শা'বান তারিখে ইঁহারা হাওড়া হইতে বোম্বাই রওয়ানা হইলেন। আমি, মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও ভাই কাজী নূরুল হোসেন সাহেব কলিকাতায় রহিলাম। কথা হইল, মৌলানা ভাই সাহেব বোম্বাই হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, আমরা একত্রে দেশে যাত্রা করিব।

জাহাজের অপেক্ষায় মৌলানা ভাই সাহেবকে ৯ দিন বোম্বাইয়ে থাকিতে হইয়াছিল। ১৬ দিন পরে তিনি কলিকাতায় পঁহুছিয়া

ছিলেন। এই ১৬ দিন আমরা কলিকাতায় থাকিয়া প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ক্রয় করিয়াছিলাম, আর কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দেখিয়া ছিলাম। মোগল কোম্পানীর জাহাজে চড়িয়া ওয়ালেদ সাহেব-প্রমুখ হজ্জ্ যাত্রিগণ পবিত্র হেজাজ ভূমে রওয়ানা হইয়াছিলেন। "শবে বরাত" পর্ব্ব তাঁহাদিগকে বোম্বাই শহরেই সমাধা করিতে হইয়াছিল।

মৌলানা ভাই সাহেব আসিলে পর, ৩ দিন কলিকাতায় থাকিয়া আমরা দেশে যাত্রা করিলাম। এ যাত্রায় কাপড়ের দোকানের জন্য আমরা ১৩৭০৲ টাকার দেশী ও বিলাতী কাপড় ক্রয় করিয়াছিলাম। তদ্ব্যতীত গোয়ালার কারখানার জন্য কতক গুলি প্রয়োজনীয় জিনিস এবং মাদ্রাসার জন্য ২টী আলমারী, ২ খানা টেবিল, ৬ খানা চেয়ার, ১টী ক্লক্ ঘড়ী, ৭ খানি ম্যাপ, লাইব্রেরীর জন্য প্রায় ১৬৫৲ টাকার কেতাব, বাগানের জন্য ৩৬৲ টাকার নানাবিধ বীজ, কয়েক পিপা সার, শিল্পশালার জন্য কতকগুলি "আওজার" খরিদ করিয়া আনিয়াছিলাম। দেশীয় কাপড় গুলি হাওড়ার হাটে খরিদ করা হইয়াছিল।

বাড়ীতে আসিয়া আমরা যথারীতি কাজ কর্ম্মে মন দিলাম। ওয়ালেদ সাহেবের জন্য কয়েক দিন প্রাণে বিষম যাতনা অনুভূত হইয়াছিল। ক্রমে সংসার-স্রোতে গা-ঢালিয়া দিয়া সকলই বিস্মৃত হইলাম।

আমাদের দেশে ক্ষেত্রে পানী দিয়া শস্যাদি জন্মাইবার প্রথা আদৌ ছিল না; আমিই প্রথমে মাঠের মধ্যে একটী কূপ খনন করাইয়া ক্ষেত্রে পানী দিবার ব্যবস্থা করিলাম। কূপ হইতে পানী তুলিবার উপযুক্ত একটী কল হাওড়াস্থ এক ইংরেজ কোম্পানীর কারখানা হইতে আনাইলাম। ইহা দ্বারা ক্ষেত্রে পানী দিবার বিশেষ সুবিধা হইল। এ বৎসর প্রায় ১৫।১৬ বিঘা জমীতে সেই কূপের পানী দিয়া

শস্যোৎপাদন করা হইয়াছিল; ইহাতে আশার অতিরিক্ত ফল লাভ করিয়াছিলাম। আমার দেখা দেখি আব্বাস মণ্ডল এবং দেলাওর সর্দ্দার ২টী কূপ খনন করাইল। প্রত্যেক কূপ খননে ৩০৲—৩৫৲ টাকার বেশী খরচ পড়িল না। আমার কলটী ভাড়া লইয়া তাহারাও অনেকটা সুবিধা করিল। আমি দৈনিক ১৲ টাকার হিসাবে ভাড়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। শুনিলাম, মান্দ্রাজের একজন সুবিখ্যাত ও উচ্চ পদস্থ মুসলমান মহাত্মা এই শ্রেণীর একটী উৎকৃষ্ট কল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা কূপ হইতে পানী তুলিবার ও ক্ষেত্রে পানী দিবার বিশেষ সুবিধা। ভবিষ্যতে ঐ কলও একটী আনাইবার বাসনা থাকিল।

আমাদের পশ্চিমা গাভীর গর্ভে ২টী উৎকৃষ্ট বক্‌না বাছুর জন্মিয়াছিল; সে দুটী দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিত। অনেকে উহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত; কিন্তু আমার বিক্রয় করিবার ইচ্ছা আদৌ ছিলনা।

মীর নাছের আলী কাজ কর্ম্মে খুব দক্ষতা দেখাইতে লাগিলেন। চাষ বাসের কাজে তাঁহার খুব অভিজ্ঞতা জন্মিয়া ছিল। এই বৎসর হইতে তাঁহার বেতন ২৲ টাকার হিসাবে বাড়াইয়া দিলাম; ইহাতে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিতে লাগিলেন। গোয়ালার কারখানা খুব সুন্দর রূপে চলিতে লাগিল। হিন্দু গোয়ালা দিগের বিষম ক্ষতি সাধন হইল। মুসলমান দিগের অন্যান্য গোয়ালার কারখানা গুলিও বেশ সুন্দর ভাবে চলিতে লাগিল।

এই বৎসর আমাদের মহকুমায় কাপড়ের দোকানের সঙ্গে সঙ্গে একটী দরজী খানা খোলা হইল। একটী সেলাইয়ের কল আনিয়া ৪।৫ জন দরজী রাখিয়া নানা প্রকার কাটা কাপড় তৈয়ার করান যাইতে লাগিল। এ কারবারটীতেও ভবিষ্যতে লাভ হইবে বলিয়া বোধ হইল।

আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে সরিষা উৎপন্ন হয়, কিন্তু কলুর সংখ্যা খুব কম বলিয়া দেশে তৈল বেশী তৈয়ার হয় না; প্রায় সমস্ত সরিষা বিদেশে রফ্‌তানী হইয়া থাকে। আমরা পরামর্শ করিয়া মুন্‌শী নেছার আহ্‌মদ সাহেবের দ্বারা একটী তেলের ছোট কল খোলাইয়া দিলাম। হাওড়া হইতে ৩০০৲ টাকায় একটী কল আনীত হইল; কল আনিতে খরচ পড়িল ১৭৲ টাকা। উহাতে বেশ তেল তৈয়ার হইত। খরচ-খরচা বাদ মুন্‌শী সাহেবের দৈনিক ১৷০—১৷৵০ লাভ থাকিত; আমরাও খাঁটি সরিষার তেল সহজে পাইতে লাগিলাম। মুন্‌শী সাহেব ৭।৮ শত টাকা মূলধন খাটাইয়া মাসে প্রায় ৪০৲—৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

আঞ্জমন ও মাদ্রাসার কাজ বেশ সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। মুসলমানদিগের অবস্থা আরও ফিরিয়া গেল। অপকার্য্যের নাম গন্ধও তাহাদের মধ্যে থাকিল না। সাধারণ কৃষক বালক দিগের মুখেও অশ্লীল কথা, অশ্লীল গান ইত্যাদি শুনা যায় না। রাখাল বালক গুলিও শিষ্ট-শান্ত হইয়া উঠিল। সকলেই নিজ নিজ বাড়ী ঘর সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে ব্যস্ত ও মনোযোগী। গ্রাম সমূহের রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইল। ঝাড়-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বাগান ও ক্ষেত্র-প্রস্তুত করা হইতে লাগিল। জুম্মার দিন জুম্মার ঘরে মুসল্লি ধরে না। জুম্মার নমাজান্তে প্রায় মসজেদে ওয়াজ-নছিহত হয়। নৈশ-বিদ্যালয় সমূহে শ্রমজীবি বালক এবং যুবকেরা শিক্ষা লাভ করে; বৃদ্ধ এবং প্রৌঢ় বয়স্ক লোকেও অজু-নমাজ প্রভৃতির কায়দা-কানুন ও মস্‌লা-মসায়েল শিক্ষা করে। জুয়া খেলা, তাস খেলা, দশ-পঁচিশ খেলা ইত্যাদি এ অঞ্চল ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। অবশ্য কুস্তি-কস্‌রৎ, ডন, লাঠি খেলা ইত্যাদি হইয়া থাকে। শরীরের বল বর্দ্ধক খেলাতে কোন বাধা

না থাকাতে, সে সব যথারীতি সম্পন্ন হয়। "কপাটী" ও "গোল্লাছুট" প্রভৃতি খেলার মাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। স্কুল-মাদ্রাসা ও মক্তবের ছেলেরা ফুটবল এবং ব্যাট-বল ইত্যাদি খেলিয়া থাকে। দেশের নানা স্থানে কয়েকটী ক্ষুদ্র ছাত্র-সমিতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্কুলের ছেলেরাও বাড়ীর ঝাড়-জঙ্গল সাফ্ করে, মাটী কাটিয়া রাস্তা সমতল করে। অনেকের বাড়ীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের বাগান দৃষ্ট হইতেছে। আমাদের মাদ্রাসার সংলগ্ন ক্ষুদ্র ফুল বাগানটী অতীব মনোরম। আমাদের বাগানের মালিটী উহা সাজাইয়া দিয়াছে। মেহেন্দী গাছের বেড়াতে উহা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট হইয়াছে। মাদ্রাসার আদর্শ-কৃষি ক্ষেত্রটী একটি আদর্শ জিনিস। নানাবিধ বিলাতী শাক-সবজীও উহাতে শোভা পাইতেছে।

গ্রামে কাহারও মৃত্যু হইলে বহুসংখ্যক লোক জানাজায় 'শরিক' হইয়া থাকে। কেহ পীড়িত হইলে গ্রামের প্রায় লোকে তাহাকে দেখিতে আইসে। কেহ কোনও রূপ বিপন্ন হইলে, সকলে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং যথাসাধ্য সাহায্য করে। চোর-ছেঁচড়ের নাম-নেশান পর্য্যন্ত মিটিয়া গিয়াছে। বেদাত কাজ মুসলমান দিগের মধ্যে আদৌ নাই। মুসলমান মাত্রেই যেন পরস্পর ভাই ভাই; কেহ কাহারও সঙ্গে রাগ করিয়া কথাটী পর্য্যন্ত কহেনা। পূর্ব্বে স্ত্রীলোক দিগের ঝগড়া ও কোন্দলে পাড়া প্রতিধ্বনিত হইত; এক্ষণে তাহাদের সামান্য আওয়াজও শুনা যায় না। সকলেই নীরবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে লিপ্ত থাকে। বালিকা বিদ্যালয় গুলিতে ছোট ছোট বালিকারা অল্প অল্প শিক্ষা পাইতেছে। চিকণের কাজ ত ভদ্র ও সাধারণ সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোক দিগের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের ১৮।২০ খানি গ্রামে বৎসরে প্রায় ৫০০০৲ হাজার টাকার

চিকণের কাজ হইয়া থাকে; এই টাকার অধিকাংশই স্ত্রীলোক দিগের স্ত্রী-ধনে পরিণত হয়। মসজেদের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে, এক্ষণে প্রায় প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী হইতে ৫ "ওয়াক্ত" আজান-ধ্বনি শুনা যায়। প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, পরগ্লানি, পরানিষ্ট সাধন ইত্যাদি মারাত্মক দোষ গুলি সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইয়াছে। মৌলানা ভাই সাহেব, মৌলবী সাহেব ও তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য গণের "ওয়াজ-নছিহত" ও বক্তৃতাদি শুনিয়া, প্রত্যেক সাধারণ লোকই উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছে; শিক্ষার দিকে আপামর সর্ব্বসাধারণেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ভাল মন্দ বুঝিবার শক্তি সকলেরই হইয়াছে। পূর্ব্বে অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ পবিত্র কোরআন শরীফের একটী ছুরাও জানিত না; এক্ষণে অন্ততঃ ২।৪টী ছুরা শিখিয়া ও তাহারা নমাজ পড়িতেছে। মাদ্রাসা-মক্তবের ছেলেরাও অনেককে নমাজের নিয়মাদি শিক্ষা দিতেছে। যদিও ভিক্ষুকের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু "মেহমান-মোসাফেরের" আদর বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে "রাহাগীর-মোসাফের" প্রায় বাড়ীতেই আশ্রয় পাইত না; আজ কাল প্রত্যেকেই আগ্রহের সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করে। তাহাদের প্রতি আদর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটী হয় না। পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী বাচাল বাগীশেরা (আলেম না হইয়াও) মৌলবী-মৌলানা সাজিয়া অনেক টাকা লইয়া যাইত, আজ কাল তাহাদের সে বাহাদুরী আর খাটিতেছে না। পূর্ব্বে বহুতর অশিক্ষিত পীর ও খোন্দকার মিছামিছি মুরিদ করিয়া লোক দিগকে "গোম্‌রাহ্" করিত এবং দান-দক্ষিণা ও "নজর নেয়াযৃ" লইয়া প্রস্থান করিত, আজ কাল এ অঞ্চলে তাহাদের 'কলুকে' পাওয়া ভার হইয়াছে।

হাটে বাজারে জিনিস পত্র ক্রয়-বিক্রয়ে আর বৃথা দর-দস্তর নাই;

এক কথায়ই প্রায় কেনা-বেচা হইতেছে। ওজনে কম দেওয়া, ভেজাল জিনিস ব্যবহার করা প্রভৃতি কতক গুলি মারাত্মক রোগ ছিল, সে রোগ সমূহও আস্তে আস্তে অনেক দূর হইয়াছে। খাঁটি জিনিস খাঁটি দামে প্রায় এক কথায় বিক্রয় হইতেছে। পূর্ব্বে হাটে বাজারে দাঙ্গা-ফাসাদ ও মারামারি প্রায়ই ঘটিত; আজ কাল তাহা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে অর্থশালী লোকেরা গরীব দিগকে ঘৃণা করিত, সে ভাব তিরো-হিত হইয়াছে; এক্ষণে ধনিগণ গরীব দিগের প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করেন। অপব্যয়ের মাত্রা একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। বিবাহ-শাদীতে ধার করিয়া আর কেহ খরচ-পত্র করেনা। খুব সাদা-সিদে ভাবে বিবাহাদি কাজ "আঞ্জাম" দিয়া থাকে। বিবাহে বাদ্য-বাজনা-গান ইত্যাদি যে সকল ধর্ম্ম-বিগর্হিত "রসম-রেওয়াজ" ছিল, তাহা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। অনেকে বিবাহ-শাদীতে বাজী পোড়াইয়া বহু টাকা ভস্মে পরিণত করিত, তাহা বন্ধ হইয়াছে।

স্বাস্থ্য রক্ষায় সকলেই মনোযোগী হইয়াছে। সেবার কলেরার প্রাদুর্ভাব হওয়ার পর হইতে লোক বিশেষরূপে সাবধান হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই সাধারণ গোরস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; নিজ নিজ বাড়ীর গোরস্থানও খুব ভাল অবস্থায় রাখিতে সকলে সচেষ্ট হইয়াছে। প্রায় গোরস্থানই মেহেদী, কাল চিতা, জিকে বা এরণ্ডের বেড়া দিয়া ঘেরা হইয়াছে। নীচু গোরস্থান গুলিকে মাটী দিয়া উচু করা হইয়াছে। গোরস্থানে গবাদি পশু প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। গোরস্থানে স্ত্রীলোকেরা আদৌ যাইতে পারে না।

আজ কাল অনেক সময়ই গোরস্থানে লোক দিগকে কবর জেয়া-রত করিতে দেখা যায়। প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবারে গোরস্থান সমূহে বহুতর মুসল্লি সমবেত হইয়া কবর জেয়ারত করেন। গত ৩৪ বৎসর

হইতে শবেবরাতের সময় ও রমজান মাসে কবরস্থান সমূহ লোক সমাগমে "গুলজার" হইয়া থাকে। কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মৃত ব্যক্তি দিগের পারলৌকিক সদ্গতির জন্য মুসলমান দিগের আগ্রহ দেখিয়া হৃদয়-মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।

গ্রামের নিঃস্ব দরিদ্র লোক দিগকে ধনিগণ কিছু কিছু সাহায্য করিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতেছেন। আঞ্জমন দ্বারাও এ বিষয়ের পূরা সাহায্য হইতেছে। আলেম দিগের প্রতি বিশেষ ভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ছোট ছোট ঈদ্গাহ গুলি ভাঙ্গিয়া ৫।৬ গ্রামের লোকে এক একটী ঈদ্গাহের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আমাদের গ্রামের ঈদ্গাহে প্রায় ৫।৬ হাজার মুস'ল্লির সমাগম হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে মরা গরুর চামড়া গুলি হিন্দু মুচিগণ গ্রহণ করিত; এক্ষণে কতক "দাবাগত" করিয়া বিক্রয় করা হয়; কতক আসন্ন মৃত গবাদি পশু জবেহ্ করিয়া দিয়া, উহার চামড়া হালালীতে পরিণত করা হয়। ইহা দ্বারা প্রতি গ্রামে বহু টাকা বৎসর বৎসর বাঁচিয়া যাইতেছে। চামড়ার ব্যবসায় করিলে পূর্ব্বে এদেশের মুসলমান দিগের জাতি নাশ হইত; এক্ষণে সে অমূলক ধারণা তিরোহিত হইয়াছে; অনেকে চামড়ার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে।

জুম্মার দিন মস্জেদে ক্ষীর, মিঠাই, বাতাসা প্রচুর পরিমাণে আসিয়া থাকে। ধর্ম্মের প্রতি সকলেরই চূড়ান্ত আস্থা জন্মিয়াছে। ছোট ছোট ওয়াজের সভা, মৌলুদের মহফেল সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবগণ দাওৎ গ্রহণ করিয়া কুল পান না। অনেক গ্রাম্য মুন্শীও মোটা মুটি ওয়াজ করিয়া এবং মৌলুদ পড়িয়া মাসে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টান্ন ও বাতাসাদির কাটতিও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এবার আমাদের

আঞ্জমনের অধীনে ১১১ খানি গ্রাম আসিয়াছে। শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে ৪।৫টী গরু ও ৮।১০টী খাশী-বকরী কোরবানী হইত; এক্ষণে কেবল মাত্র আমাদের গ্রামেই ৩০।৩২টী গরু ও ৪০।৫০টী খাশী-বকরী কোরবানী হয়। এই ভাবে প্রত্যেক গ্রামেই কোরবানীর পশু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে কৃষক দিগের মধ্যে অনেকেই কৌপীন ধারী (নেংটী পরিহিত) ছিল; এক্ষণে সেই লজ্জা-জনক পরিচ্ছদ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিবাহ-শাদীতে স্ত্রীলোক দিগের মধ্যে অতি জঘন্য ও ঘৃণিত "রসম-রেওয়াজ" প্রচলিত ছিল, তাহার অস্তিত্ব এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোক দিগের অবরোধ-প্রথার বাঁধুনী বেশ মজবুত হইয়াছে। পূর্ব্বে রমণিগণ দল বাঁধিয়া নদী, ঝিল, খাল বা পুষ্করিণীতে জল আনিতে যাইত; সঙ্গে সঙ্গে অনেক অনাচার-ব্যভিচারও ঘটিত; এক্ষণে তাহা একেবারে হ্রাস পাইয়াছে। অনেক স্থলে পুরুষেরা বাড়ীর প্রয়োজনীয় পানী নিজেরা দূর হইতে বহন করিয়া আনিয়া দিতেছে; খুব নিকটবর্ত্তী স্থানে পুকুরাদি থাকিলেও, বয়স্থা রমণীগণ তথা হইতে অতি সতর্কতার সহিত পানী আনিয়া থাকে। লম্পট পুরুষের দল লোপ পাওয়াতে, অন্যায়াচরণের আশঙ্কাও কমিয়া গিয়াছে। বাল্য-বিবাহ ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতেছে। কৃষক দিগের মধ্যে পূর্ব্বে বাল্য-বিবাহের বড় বাড়াবাড়ি ছিল, এক্ষণে তাহা নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সৎকার্য্যে দান করিবার স্পৃহা সকলেরই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ অশিক্ষিত লোক, অশিক্ষিতা পুর-মহিলা—এমন কি, বালক বালিকারা পর্য্যন্ত দান কার্য্যে সিদ্ধহস্ত হইয়াছে। সৎকার্য্যে দান করা অতি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া তাহারা মনে করিয়া লইয়াছে। এবার আঞ্জমনের চেষ্টায় বিবিধ দাতব্য ফণ্ডে বহু টাকা পাওয়া গিয়াছে।

সকলেই মাদ্রাসাটীকে সিনিয়ার মাদ্রাসায় পরিণত করিয়া, স্কুলটীকে স্বতন্ত্র এণ্ট্রান্স্ স্কুলে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এলাহি বখ্‌শ্ ও আবদুর রহমান নামক দুইটী লোক আঞ্জমনের কাজে নিঃস্বার্থ ভাবে খাটিতে কোমর বাঁধিয়াছে। ইহাদের অবস্থা ভাল, সাংসারিক চিন্তা তভটা নাই; সুতরাং আঞ্জমনের কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এরূপ "কওমী খাদেম" যে জাতির মধ্যে "পয়দা" হইতেছে, সে জাতির উন্নতি বহু দূরে নহে বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নয়। খোদাতা-লা মুসলমান জাতির উন্নতি-বিধান করুন। তাহারা বঙ্গদেশেও আদর্শ জাতিতে পরিণত হউক।

আমাদের নিজের কথা একটু শুনুন:—এক্ষণে ১৮৭ বিঘা জমি আমাদের খাস দখলে আসিয়াছে! লাঙ্গল ৬ খানা পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫৮ বিঘা জমিতে বাগান ও ১২৯ বিঘা জমিতে চাষের বন্দোবস্ত আছে। তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত পরিমাণে জমি গুলি চাষের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ক্ষেত্র।

আমন ধান—	...	...	৪৭ বিঘা।
আউস ধান—	...	...	১৮ বিঘা।
পাট—	...	...	১৬ বিঘা।
ইক্ষু—	...	...	৫ বিঘা।
গোল আলু—	...	...	৪ বিঘা।
শাকর কন্দ—	...	...	৪ বিঘা।
			৯৪ বিঘা।

জের— ৯৪ বিঘা।

সরিষা—	... ...	৬ বিঘা।
হরিদ্রা—	... ...	৬ বিঘা।
পেয়াজ-রসুন—	... ...	৫ বিঘা।
মান কচু ও ওল—	... ...	৮ বিঘা।
কপি, শালগম প্রভৃতি—	...	৬ বিঘা।
বিবিধ তরি-তরকারি ও বাজে চাষ—		৪ বিঘা।
		১২৯ বিঘা।

বাগান।

আম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল, আনারস, প্রভৃতি (নিজ বসত বাটী সহ)	...	২২ বিঘা।
সুপারী—	... ...	৮ বিঘা।
উলু ঘাস—	... ...	৬ বিঘা।
কেলা—	... ...	৫ বিঘা।
মেহগ্নি, শিশু ও সেগুণ গাছ—	...	৫ বিঘা।
খেজুর ও তাল গাছ—	...	৩ বিঘা।
অন্যান্য—	... ...	৯ বিঘা।
		৫৮ বিঘা।

১৬ বিঘা জমীতে যদিও স্বতন্ত্র ভাবে পাট দেওয়া হয়; কিন্তু আউস্ ধানের সঙ্গেও পাটের চাষ হইয়া থাকে। সুতরাং গড়ে প্রায় ৪৫।৪৬ বিঘা জমীতে পাটের চাষ হয়। মোটের উপর আমাদের পাটের চাষই বেশী।

এবার আমাদের একটী বিশেষ অধিবেশনে কয়েকটী যৌথ কারবার খুলিবার প্রস্তাব হইল। নানাপ্রকার আলোচনার পর সর্ব্ব-প্রথমে একটী ইটের কারবার খুলিবার প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মূলধন ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা স্থির করিয়া, প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০০৲ টাকা ধার্য্য করা হইল। সভার মধ্যেই ৩৭০০৲ টাকার সেয়ার স্বাক্ষরীত হয়, অবশিষ্ট ১৩০০৲ টাকার সেয়ার শীঘ্রই বিক্রয় হইবে বলিয়া আশা করা গেল। ইহার মধ্যে আমরা নিম্ন-লিখিত পরিমাণ সেয়ার গ্রহণ করিলাম। কাজি সাহেবগণ ৫ সেয়ার ৫০০৲, আমাদের সরকারে ৫ সেয়ার ৫০০৲, মুন্‌শী জহুরল আলম ৫ সেয়ার ৫০০৲, মৌলানা ভাই সাহেব ২ সেয়ার ২০০৲, আবদুল্লা মণ্ডল ৩ সেয়ার ৩০০৲, মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ১ সেয়ার ১০০৲, অন্যান্য মেম্বরগণ ১৬ সেয়ার ১৬০০৲ টাকা।

এই কাজের জন্য স্বতন্ত্র একটী কমিটী গঠিত হইল। ভাই কাজি নূরল হোসেন সাহেব খাজাঞ্চী মনোনীত হইলেন। মুন্‌শী জহুরল আলম নামক একজন কর্ম্মঠ পুরুষ কর্ম্ম-কর্ত্তা ও আবদুল্লা মণ্ডল তাঁহার সহকারী মনোনীত হইলেন। ইঁহারা দুইজনে লাভের উপর শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে কমিশন (পারিশ্রমিক) পাইবেন বলিয়া স্থির হইল। মুন্‌শী সাহেব ৫ সেয়ার ও মণ্ডল সাহেব ৩ সেয়ার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত "আসান-সোল" হইতে পাথুরে কয়লা আনাইয়া ইট পোড়াইতে হইবে, ইহাও স্থির হইল। আমাদের গ্রামেরই বহির্ভাগে বিস্তৃত মাঠের মধ্যে ৬ বিঘা জমি এই কাজের জন্য "পসন্দ" করা হইল। প্রচলিত দর অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে—সবলগ ৪০০৲ চারি শত টাকায় এই জমি খরিদ করা হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে ইটের কারখানা আদৌ ছিল না। ধনী হিন্দুগণ মহকুমা বা অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থান হইতে অনেক খরচ-পত্র করিয়া ইষ্টক আনাইয়া ইমারাতাদি নির্ম্মাণ করিতেন। এ কাজে আমরা তাঁহাদের নিকট হইতেও বিলক্ষণ সহানুভূতি লাভ করিলাম। অভিজ্ঞ মিস্ত্রী ও ইষ্টক নির্ম্মাতা দিগের নিকট হইতে এষ্টিমেট লইয়া দেখা গেল, যদি কোনও দৈব বাধা-বিপত্তি না হয়, তবে একাজে কম পক্ষে শতকরা ৩০৲ হইতে ৩৭৷৷০ পর্য্যন্ত লাভ পোষাইবার খুব সম্ভাবনা আছে।

পাঠকগণ আমাদের অসময়ের সহায়কারী ও পরম-হিতৈষী ভৃত্য আসদতের কথা বোধ হয় ভুলিয়া যান নাই। বেচারা আজ কাল বয়াধিক্য বশতঃ কিছু দুর্ব্বল ও কাবু হইয়া পড়িয়াছে; এক্ষণে তাহাকে আর শ্রমসাধ্য কোনও কাজে লাগাই না। সে কেবল কাজ কর্ম্ম পরিদর্শন করিয়া বেড়ায়। শরাফত নামক ২য় ভৃত্যটী আজ কাল পূরা দমে কাজ করিয়া থাকে। আরও ৩টী ভাল চাকর আমরা পাইয়াছি; সুতরাং কাজ কর্ম্ম বেশ সুশৃঙ্খল রূপেই চলিয়া থাকে। আসদত ও শরাফতকে নির্দ্দিষ্ট বেতনের উপর বৎসরে ১০৲ টাকা করিয়া পুরস্কার এবং ১ জোড়া করিয়া কাপড়, ১ জোড়া করিয়া জুতা ও ২ বৎসর অন্তর ১টী করিয়া ছাতা দেওয়া হয়; ইহাতে তাহারা ভারী খুশী।

এ বৎসর বর্ষা সময়ে আমাদের ৪টী পুষ্করিণীতে ১২৯৲ টাকার পোনা মৎস্য ছাড়িলাম। মৌলানা ভাই সাহেবও এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া তাহাতে ছোট একটী পুষ্করিণী কাটাইয়া, সুন্দর বাগান প্রস্তুত করিতে ছিলেন। আমার দেখা দেখি তিনিও এসব কাজে বিশেষ মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি এক জন মাত্র চাকরের

সাহায্যে সমস্ত কার্য্য 'আঞ্জাম' দিতেন। আমিও এ বিষয়ে তাঁহার যথা সাধ্য সাহায্য করিতাম। এ বৎসরে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র পুষ্করিণীতে ১৭৲ টাকার পোনা মাছ ছাড়িয়া দিলেন।

কাজী সাহেবদের বহির্ব্বাটীর কিছু দূরে একটী পুরাতন দীঘি ছিল। দীঘিটি গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকাইয়া যাইত। অন্য সময়েও উহা দল-দামে পরিপূর্ণ থাকিত। ভাই কাজী নূরল হোসেন সাহেব ও ভাই কাজী আজমল হোসেন সাহেবদ্বয় উহার পঙ্কোদ্ধার করাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ৭০০৲ টাকা এষ্টিমেট হইল। যথা সময়ে দীঘিটি সেচিয়া কৈ, মাগুর, শোল, শাল, বোয়াল ইত্যাদি মৎস্য ধরা হইল, এবং খাওয়া ও বিতরণ কার্য্য ব্যতীত ১১৭৲ টাকায় বিক্রয় করণান্তর উহা কাটান আরম্ভ হইল। ৪ দলে ৪৮ জন মেটেল (কুলি) পুষ্করিণী কাটিতে লাগিয়া গেল। এই দীঘির মাটিতে কাজী সাহেবদের বিশাল বাড়ী খানির আঙ্গিনা, বাগান ইত্যাদি ভরাট হইল; দীঘির চারি পাড় বেশ প্রশস্ত ও সমতল হইল। রাস্তায়ও অনেক মাটি ফেলা হইল। ফলতঃ ইহা দ্বারা তাঁহাদের বাড়ী খানি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। আমরা মধ্যে মধ্যে যাইয়া মাটি কাটিবার দৃশ্য দেখিতাম। এই দুই মাস কাল কাজী নূরল হোসেন সাহেব প্রায় বাড়ীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন; কার্য্যস্থলে (মহকুমায়) ৮।১০ দিনের বেশী থাকিতে পারিয়াছিলেন না। কাজী আজমল হোসেন সাহেবও এই উপলক্ষে প্রায় ৩ সপ্তাহ কাল বাড়ীতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা প্রায় সর্ব্বদাই এ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলাম। দেড় মাসের মধ্যে দীঘিটীর পঙ্কোদ্ধার কার্য্য শেষ হইলে, ৭০০৲ টাকা স্থলে ৭৯৭৲ টাকা মোট খরচ পড়িল। ৬৪৫৲ টাকা ব্যয়ে এক পাড়ে ১টী সুন্দর প্রশস্ত পাকা ঘাট নির্ম্মিত হইল। বর্ষায় দীঘিটী পরিপূর্ণ হইলে,

১৩২৲ টাকার পোনা মৎস্য তাহাতে ছাড়া হইল। আমাদের কয়েক গ্রামের মধ্যে এমন সুন্দর দীঘি আর কাহারও বাড়ীতে ছিল না। দীঘিটীর ৩ পাড়ে সুন্দর কেলার বাগান ও ইক্ষু-ক্ষেত্র করা হইল; অনেকে অনুমান করিলেন যে, ৩ বৎসরের মধ্যে এই কেলা বাগান ও ইক্ষু-ক্ষেত্র দ্বারাই প্রায় দীঘি কাটার খরচ উঠিয়া যাইবে। আমরা ইহাও স্থির করিলাম যে, যদি মাদ্রাসা ও স্কুল কখনও স্বতন্ত্র করা যায়, তবে এই দীঘিটীর পাড়েই উহার একটী আনিয়া স্থাপন করা যাইবে। স্কুলটী (মায় বোর্ডিং) এই স্থানে স্থাপন করাই অনেকের মত হইল। মাদ্রাসাটী আমাদের বাড়ীতেই থাকিবে; এরূপ মত অধিকাংশ মেম্বরই প্রকাশ করিলেন। আমরাও তাহাই পসন্দ করিলাম।

এবারও একটী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইল। খরচ-পত্র সমস্ত আঞ্জুমন-ফণ্ড হইতেই দেওয়া হইল। এই দীঘির তটে নূতন মাটির উপর শামিয়ানা খাটাইয়া সভার স্থান করা হইয়াছিল। প্রধান প্রধান মুরব্বিগণ দেশে উপস্থিত না থাকাতে, সভার "রওনক" কিছু কম হইয়াছিল বটে, কিন্তু লোক সংখ্যা বড় কম হইয়াছিল না। মৌলানা ভাই সাহেব, মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও তাঁহাদের ৫।৬ জন শিষ্য জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা ও ওয়াজ করিয়াছিলেন। মাদ্রাসার শিক্ষকগণের মধ্যেও অনেকে সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সমবেত জন মণ্ডলিকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ২ দিন পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহকুমার সবরেজিষ্ট্রার মৌলবী * * * সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টর সাহেব, ৩ জন মোখ্‌তার, ২ জন পেস্কার, ৫ জন কেরাণী এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এবার মহকুমার স্কুলের ১২ জন ছাত্র ভলাণ্টিয়ার হইয়া আসিয়াছিল; আমাদের মাদ্রাসা হইতেও ১২ জন

ছাত্র বাছিয়া একদল ভলাণ্টিয়ার প্রস্তুত করা হয়। মহকুমা-স্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাসের ছাত্র মবিরুদ্দীন আহমদ ক্যাপ্টেন মনোনীত হইয়াছিলেন। ঐ স্কুলের ২য় শ্রেণীর ছাত্র আরজান আলি মল্লিক ও আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র আবদুল খালেক মিয়া সহকারী ক্যাপ্টেনের পদ লাভ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্ব হইতেই ৫০টী অর্দ্ধ চন্দ্রাঙ্কিত সুন্দর পতাকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া ছিলাম; ভলাণ্টিয়ারগণ পতাকা-হস্তে "আল্লাহো আকবার" শব্দে আগন্তুক ভদ্রলোক দিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। সভার সময় ইহারা সভার চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিত।

গুডফ্রাইডের বন্ধোপলক্ষে এই সভা আহূত হওয়াতেই, অফিসারগণ ও ছাত্রগণ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিয়াছিলেন। এক দিন কাজী সাহেবদের বাড়ীতে ও এক দিন আমাদের বাড়ীতে এই 'মেহমান' দিগকে 'দাওৎ' করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল। এক দিন আঞ্জমনের পক্ষ হইতে কিছু উচ্চ ধরণের ভোজ দেওয়া হয়। সে ভোজ-ব্যাপারও কাজী সাহেবদের বাটীতেই সমাধা হইয়াছিল। এবারকার সভায় ইস্লাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও ধর্ম্মে নীতি, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় উন্নতি এবং শিল্প-বানিজ্য ও কৃষি সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। সভা-ক্ষেত্রে আঞ্জমন ও মাদ্রাসার জন্য ৪৩৭৲ টাকা খুচ্‌রা চাঁদা আদায় ও ৪৩৲ টাকা মাসিক চাঁদা নূতন করিয়া স্বাক্ষরীত হইয়াছিল। বিভিন্ন দাতব্য ফণ্ডের জন্য ৭৯৮৷৶০ আনা আদায় হয়। এবারকার সভায় বক্তৃতার মধ্যে এই একটু বিশেষত্ব ছিল যে, পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মের "হুকুম-আহ্‌কাম" মানিয়া চলিলে, মুসলমানগণের কিরূপ উন্নতি হইতে পারে, তাহা চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক দেখাইয়া দেওয়া হয়। মৌলানা ভাই সাহেব ও মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব

এ সম্বন্ধে জলন্ত ভাষায়—রুদ্র তেজে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে বক্তৃতায় যেন সুধা ধারা বর্ষিত হইয়াছিল। পবিত্র কোরাণ শরিফ, হাদিস শরিফ ও মৌলানা রুমের মস্‌নবী শরিফ হইতে নানা প্রমাণ ও দলিল প্রদর্শন পূর্ব্বক বক্তৃতার পোষকতা করা হইয়াছিল। আছর ও মগ্‌রেবের সময় যখন ৭।৮ হাজার লোক এই বিশাল সভা-ক্ষেত্রে জমাতে নমাজ আদায় করিত, তখন কি এক স্বর্গীয় দৃশ্যই না প্রতিভাত হইত।

সব রেজিষ্ট্রার সাহেব-প্রমুখ সমাগত ভদ্র লোকেরা সভার কার্য্য-কলাপ ও সভামণ্ডলীর উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখিয়া এবং বক্তাগণের অনলোদ্গারিণী বক্তৃতা শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহারাও স্ব স্ব দেশে এইরূপ সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করিলেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা মাদ্রাসা, শিল্পশালা, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, গোয়ালার কারখানা, লাইব্রেরী, বোর্ডিং, আমাদের উদ্যান ও ক্ষেত্রাবলী বিশেষ ভাবে পরিদর্শন করিলেন। কারখানার নির্ম্মিত ছুরী ও কাঁচি তাঁহাদিগকে উপহার দেওয়া হইল। স্বর্ণকার দিগের নির্ম্মিত চান্দির সুন্দর মাথার ফুল ও সার্টের বোতাম ইত্যাদি সকলকে উপহার দেওয়া গেল। মহিলা দিগের চিকণের কাজ দেখিয়া তাঁহারা শত মুখে প্রশংসা করিলেন। বলা বাহুল্য, সভার শেষ অধিবেশনের দিন, মনাজাতের সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ্‌-যাত্রী সাহেব দিগের মঙ্গলের জন্য সেই ৭।৮ হাজার মুসলমান ভ্রাতা সকরুণ ভাবে খোদা-তালার দরগায় প্রার্থনা করিলেন। মুসলমান দিগের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য ও একাগ্রতার সহিত উচ্চ কণ্ঠে প্রার্থনা করা হইল; বোধ হইল, তাঁহাদের সেই প্রার্থনা-ধ্বনি খোদা-তালার আর্শে-মোয়াল্লা পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল।

ওয়াজেদ সাহেব-প্রমুখ হজ্জযাত্রিগণ রমজান মাসের ১৩ই তারিখে, মক্কা-মোয়াজ্জমা হইতে তাঁহাদের মঙ্গল মতে তথায় পঁহুছার সংবাদ

প্রথমে লিখিয়াছিলেন। তৎপর প্রায় মাসেই ২।৩ খানি করিয়া পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ২২শে জেলহজ্জের পত্রে, মঙ্গল মতে হজ্জ্ কার্য্য সমাধা হইয়াছে, এবং মদীনা শরিফ শীঘ্রই রওয়ানা হইবেন বলিয়া লিখিত ছিল। ১৮ই মোহার্‌রম তারিখে "মদীনা তৈয়বা" হইতে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ৫ই সফর তারিখে ইয়াম্বু বন্দর হইতে পত্র লিখিলেন যে, তাঁহারা মিসর দেশ হইয়া ষ্টীমার-যোগে বৈরুত বন্দরে গমন পূর্ব্বক, তথা হইতে বয়তুল-মকদ্দসে গমন করিবেন। ২২শে সফর বয়তুল-মকদ্দস্ হইতে লিখিত এক খানি পত্র পাই। ঐ মাসের ২৮শে তারিখে দেমেস্ক হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন। এ যাবৎ পথে কাহারও কোনরূপ অসুখ বা অসুবিধা ঘটে নাই। মদীনা শরিফ হইতে হিন্দুস্থানের রায় বেরেলী শহর নিবাসী এক মৌলবী সাহেব তাঁহাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্গে থাকাতে তাঁহাদের শাম (সিরিয়া) এবং এরাক ভ্রমণে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। কারণ ঐ প্রদেশদ্বয়ে আরবী ভাষা প্রচলিত। আরবী জানা লোক না হইলে, তদ্দেশের অধিবাসী দিগের সহিত কথা বার্ত্তা বলিবার উপায় নাই।

আমাদের অঞ্চলে রাস্তার বড় সুবিধা ছিল না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ড হইতে যে সকল রাস্তাদি নির্ম্মিত হইত, তাহাতে হিন্দু মেম্বরগণ আপনাদের পাতে ঝোল ঢালিতেন। হিন্দু পল্লীর জন্যই রাস্তার ব্যয় মঞ্জুর হইত। এ ক্ষেত্রে স্বায়ত্ত শাসনের সুমধুর ফল আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিলাম। আমরা বহু লোকের স্বাক্ষরীত দরখাস্তাদি দিয়া, অতি কষ্টে, বহু বিলম্বে একটা রাস্তা মঞ্জুর করাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে ভাই কাজী নূরল হোসেন মোখ্‌তার সাহেব বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সদরস্থ জজ কোর্টের খ্যাতনামা

উকীল মৌলবী * * * সাহেবকে ধরিয়া এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আমাদের গ্রামের ৭ মাইল উত্তর হইতে, আমাদের গ্রাম হইয়া মহকুমা পর্য্যন্ত এই রাস্তাটী নির্ম্মিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। এই বৎসরই জমির পরিমাপ কার্য্য সম্পন্ন হইল; ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া গেলেন। আশা হইল, আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে।

পশু চিকিৎসক সাহেবের চেষ্টায় আমাদের অঞ্চলে গবাদি পশু ভীষণ মড়ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার নিকট মোটামুটি শিক্ষা লাভ করিয়া লোহাগড়া ও জালালপুর গ্রামের ৩।৪ জন হিন্দু ও মুসলমান যুবক পশু চিকিৎসায় বেশ একটু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে শরচ্চন্দ্র দাস ও গোলাম নবী মিঞার পসার-প্রতিপত্তি বড় মন্দ হয় নাই। ইহারা দূরবর্ত্তী নানাস্থানে চিকিৎসা কার্য্য করিয়া থাকেন। মাসে গড়ে ১৫৲—১৬৲ টাকা তাহাদের আয় হয়। লোকে উপকার লাভ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ইহাদিগকে দর্শনী দিয়া থাকে।

আমাদের ইটের কারখানায় যে মাটী তোলা হইবে, স্থির হইল যে একাধিকটী পুষ্করিণী কাটিয়া তাহা হইতে মৃত্তিকা তুলিয়া ইষ্টক নির্ম্মাণ করা যাইবে। ইহা দ্বারা ইট তৈয়ার ব্যতীত এক দিকে মৎস্য, অন্য দিকে বাগানাদির দ্বারাও কিছু আয়ের সম্ভাবনা আছে। মাঠের মধ্যে পুকুর হইলে বর্ষাকালে মাঠের মাছ তাহাতে আপনা আপনিও অনেকটা আসিয়া পড়িবে। ফলতঃ এই সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কার্য্যারম্ভ হইল। আসানসোল হইতে ২০০০/ মণ কয়লাও আসিয়া পঁহুছিল। এই কাজের জন্য ৪ খানা গরুর গাড়িও তৈয়ার করান হইল; যদিও ইহাতে প্রায় ৪০০৲ টাকা খরচ পড়িল, কিন্তু

অনেক সুবিধা হইল। নিজের গাড়ী না হইলে গাড়ীর ভাড়ায় বহু টাকা উড়িয়া যাইত। প্রথমে ৫ লক্ষ ইট ৫টা পাঁজায় তৈয়ার করান হইল। এই ৫টা পাঁজার মধ্যে ৪টা পাঁজার ইটই উৎকৃষ্ট হইল, একটা পাঁজা প্রায় ঝামা হইয়া গেল। ৫ লক্ষ ইষ্টকে মোট ২২০০৲ টাকা খরচ পড়িল; ৮৲ হইতে ১০৲ পর্য্যন্ত দরে ইটের হাজার বিক্রয় হইতে লাগিল। ঝামা এবং অর্দ্ধ ঝামা ইট গুলিও প্রায় পড়্‌তা দামে বিক্রয় হইতে লাগিল। ৬ মাসের মধ্যেই প্রায় সমস্ত ইট বিক্রয় হইয়া গেল। ৪৫০০০০ ইষ্টক ও কতকগুলি ঝামা মোট ৪০০০৲ টাকা বিক্রয় হইল। ঢোলাই খরচ বাদ ১৫০০৲ টাকা নিট লাভ দাঁড়াইল। ২য় বৎসর ৮ লক্ষ ইট কাটাইবার এষ্টিমেট হইল। এবার পাঁজা ছোট বড় মোট ১০টা করা হইয়াছিল। ২টা পাঁজার ইট কিছু কাঁচা রহিয়া গিয়াছিল; মোটের উপর কাঁচা ও ঝামা বাদ প্রায় ৭ লক্ষ উৎকৃষ্ট ইষ্টক পাওয়া গিয়াছিল। ইট কাটিবার জন্য যে পুষ্করিণী গুলি (অবশ্য উপযুক্ত মাটী পাইবার জন্য ঠিক পুষ্করিণীর আকার হইয়াছিল না) কাটা হইয়াছিল, তাহা হইতে প্রয়োজন মতে আরও মাটী তুলিয়া বাগানের উপযুক্ত স্থান করা হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে ২টী পুষ্করিণীতে প্রচুর পোনা মৎস্য ফেলা হইয়াছিল। উত্তোলিত নূতন মৃত্তিকায় কেলা বাগান, তরি-তরকারির ক্ষেত্র, উলু ঘাসের ক্ষেত্র ও বোম্বাই ইক্ষুর ক্ষেত্র করা হইল। প্রথম বৎসরেই ৮৮৸/০ আনার তরি-তরকারি বিক্রয় হইয়াছিল।

২৮শে রবিওল আউওল জনাব ওয়ালেদ সাহেব কেবলা ও কাজী সাহেব কেবলার পত্র বোগদাদ শরিফ হইতে আসিয়াছিল। তাহাতে লিখিত ছিল যে, তাঁহারা কারবালা মোয়াল্লা, নজফ্-আশরফ ও কুফার জেয়ারত কার্য্য সমাধা করিয়া, বোগ্দাদে পঁহুছিয়াছেন; শীঘ্রই বস্রা

হইয়া করাচিতে পঁহুছিবেন। ২১শে রবিয়স্‌সানি করাচি হইতে পত্র লিখিলেন যে "আমরা খোদার ফজলে নিরাপদে এখানে পঁহুছিয়াছি। এখান হইতে মুলতান, পাক পটুন, লাহোর, সরহেন্দ, দিল্লী, আজমীর শরিফ, আগরা, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস, আজিমাবাদ (পাটনা), বেহার প্রভৃতি স্থান দেখিয়াও তত্রত্য বোজর্গানে দিনের মজার শরিফ্‌ সকল জেয়ারত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" কাজী সাহেব কেবলা বোগদাদ শরিফে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সহজেই তাঁহার সে রোগ সারিয়া যায়। তদ্ব্যতীত পথে আর কাহারও কোনরূপ অসুখ-বিসুখ ঘটে নাই। ইঁহাদের মঙ্গল মতে করাচি পঁহুছিবার সংবাদ শ্রবণে আমাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। আমরা খোদাতা-লার দরগায় "শোকর-গোজার" হইলাম। আর দেড় বা দুই মাসের মধ্যে যে তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন, আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম।

মৌলানা ভাই সাহেব এই সময় "ওয়াজ নসিহতে" খুব মন দিয়াছিলেন। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ত এক স্থানে তিষ্টিতেই পারিতেছেন না। ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ও তাঁহার দাওৎ হইতে লাগিল। সুতরাং দেশের কার্য্য-ভার অনেকটা মৌলানা ভাই সাহেবের উপরই পড়িল। ইঁহাদের যে কয়টি শিষ্য-প্রশিষ্য তৈয়ার হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বেশ কাজ করিতেছিলেন। সাধারণ ওয়াজের সভায় তাঁহারা বেশ "ওয়াজ-নছিহত" করিতেন। প্রবল আন্দোলন থাকাতে, মুসলমান দিগের মধ্যে নব জীবনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। মুসলমান সমাজের হঠাৎ ঈদৃশ পরিবর্ত্তন দর্শনে স্থানীয় হিন্দু অধিবাসিগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহারা অর্থ সামর্থ, বিদ্যা-বুদ্ধি ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তিতে অনেক উন্নত ছিলেন, কিন্তু দরিদ্র

মুসলমান সমাজে ধর্ম্ম-জীবনের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে, তাহারা এক আদর্শ জাতি বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। সর্ব্ব প্রকার কদাচার ও অনাচার দূর হওয়াতে, নিতান্ত গরীব লোকেরাও যেন স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিল। বেকার ও ভিক্ষুকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে, সমাজ জীবন্ত ভাব ধারণ করিল। একের বিপদে সকলে সহানুভূতি প্রকাশ করাতে, জাতীয় শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ঘরে ঘরে নমাজ রোজার চর্চ্চা, ধর্ম্ম কথার আলোচনা, সৎ কথা ও হিত জনক বিষয়ের অনুশীলন হইতে লাগিল। প্রায় বাড়ীতে প্রায় মাসে, মৌলুদ শরীফের মহফেল বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ওয়াজের মজলেস্ হইত। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলেই পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া বিমল আনন্দ-নীরে অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

পাঠক, আমার মামাত ভাইটির কথা বোধ হয় কেহ ভুলিয়া যান নাই। তাহার নাম মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেন। তাহাকে মহকুমার এণ্ট্রান্স্ স্কুলে পড়িতে দেওয়া হইয়াছে। সে, ভাই মোখ্তার সাহেবের বাসায় থাকিয়া পড়া শুনা করে। আমার ফুফাতো ভগিনিটী তাহাকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করেন। আবার আমার সহোদরা ভগিনী (কাজী আজমল হোসেনের স্ত্রী) ও সময় সময় সেখানে থাকেন, সুতরাং মোয়াজ্জম হোসেনের যত্নের কোন ক্রটী হয় না। ভাই মোখ্তার সাহেব তাহার পড়া শুনা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। সে বেশ মেধাবী ও মনোযোগী ছাত্র; এ বৎসর প্রমশন পাইয়া এণ্ট্রান্স্ ক্লাসে উঠিয়াছেন। সভার সময় ভলাণ্টিয়ার দলভুক্ত হইয়া মহোৎসাহে কাজ করিয়াছিল। তাহার দ্বিতীয় ভাষা পারসী রাখা হইয়াছে। জনাব ওয়ালেদ সাহেব কেবলা ও মৌলানা ভাই সাহেবের মতানুসারে তাহার দ্বিতীয় ভাষা পারসী

রাখা হয়। বাঙ্গালা সে মোটামুটি রকম জানে। সকলেই কৃষি-কার্য্য, বাগানাদি প্রস্তুত—ইত্যাদি বিষয়ে মনোযোগী হওয়াতে দেশে জমির বড়ই অভাব হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে দেশে বহু পতিত জমি ছিল, বহু ঝাড়-জঙ্গল ছিল, বহু খানা ডোবা ছিল, সে সকল লোপ পাইয়াছে। অকর্ম্মন্য ও পতিত জমি গুলি কৃষি-কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে; বন-জঙ্গল আবাদ করিয়া সুন্দর সুন্দর বাগান, উৎকৃষ্ট তরি-তরকারীর ক্ষেত্র ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের দেখা দেখি হিন্দুগণও ঐ সকল কাজে লাগিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহাদের অধিকাংশ চাকরী জীবি ও ব্যবসায়ী বলিয়া, এদিকে তেমন জোর দিতে পারিতেছেন না। আমরা আঞ্জমনের একটা বিশেষ অধিবেশন করিয়া স্থির করিলাম যে, কৃষি-কার্য্যের দিকে আমাদিগকে অধিকতর ভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। দেশে যখন জমি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন দূর দেশে জমি গ্রহণ পূর্ব্বক বিস্তৃত ভাবে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করা হউক। অবশেষে স্থির হইল যে, খুলনা জেলার অন্তর্গত সুন্দর বনে জমি গ্রহণ পূর্ব্বক, যৌথে চাষের কারবার চালাইতে হইবে। আমাদের জেলারই জনৈক হিন্দু জমীদারের অধীনে কয়েকটা ছোট বড় লাট সুন্দর বনে আছে, উহার বন্দোবস্ত হইবে বলিয়া সংবাদ পাইলাম। মুন্‌শী আলি আশরফ ও মুন্‌শী হেমতুল্লা মণ্ডল এ বিষয়ের সন্ধান লইবার জন্য সেই জমীদার বাড়ীতে গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় গিয়া জানিতে পারিলেন যে, ১২০০০ বিঘার ১টা লাট ও ৭০০০ বিঘার একটা লাট প্রজা বিলি হইবে। উহার কতক জমী আবাদী, আর কতক গর্-আবাদী। জমীদার মৌরুসী (কায়েমী) স্বত্বে গড়ে ৸০ আনা হিসাবে বিঘা প্রতি খাজানা এবং উপযুক্ত নজর চাহেন। অগ্রক্রমে ৫ বৎসর বিনা খাজানায়, তৎপর জমী আবাদ হইলে উপযুক্ত

খাজানা স্বীকারে লওয়া যাইতে পারে। জমী দেখিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত মুন্শী সাহেব দ্বয়ও হেকমত আলী সরদার সুন্দর বনে গমন করিলেন। তাঁহারা তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে রিপোর্ট দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, ৭০০০ বিঘা লাটের জমিটাই পসন্দনীয়। উহাতে অন্যূন ৩০০০৲ টাকা খরচ করিয়া ভেড়ি (বাঁধ) বাঁধিতে হইবে। জঙ্গল আবাদ করিতেও ঐ পরিমাণ খরচ পড়িবে। কিন্তু কাষ্ঠ বিক্রয়ের দ্বারা অনেকটা খরচ উঠিয়া যাইবে। দেশ হইতে কর্ম্মঠ মজুর লইয়া গেলে বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা আছে। সেখানেও লোক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বেতন বেশী দিতে হইবে। পানীয় জলের উপযুক্ত পুষ্করিণী খনন করা যাইতে পারে। বিঘা প্রতি ৭/—৮/ মণ হইতে ১০/ ১৩/ মণ পর্য্যন্ত ধান জন্মিতে পারে। রীতি মতন যত্ন করিলে অন্য ফসলও কতক জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। গরু এবং মহিষ পুষিবার বিশেষ সুবিধা। নিজেদের নৌকা এবং গরুর গাড়ী করিতে হইবে। সেখানে উপযুক্ত কার্য্য পরিচালকের সর্ব্বদা হাজীর থাকা আবশ্যক হইবে। এই সকল তথ্য অবগত হইয়া সকলেই উৎসাহিত হইলেন। জনাব ওয়ালেদ সাহেব কেবলা ও জনাব কাজী সাহেব কেবলা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই, এক কোম্পানি গঠিত করিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইহা স্থির হইল। প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০০৲ হিসাবে; ২৫০ সেয়ার—১৫০০০৲ টাকা মূলধনে কোম্পানি গঠন করা স্থির হইয়া গেল।

এক্ষণে আমার পড়া শুনার কথা ও একটু শুনুন। আমি ইংরেজী ভাষায় এতটুকু অধিকার লাভ করিয়াছি যে, মোটামুটি চিঠি পত্র লিখিতে পারি, খবরের কাগজ পড়িতে পারি, ইংরেজী ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় এক রকম অনুবাদ (তরজমা) করিতেও পারি।

স্কুলের মাষ্টার সাহেব দিগের সাহায্যে আমার এতটা উন্নতি হইয়াছে। পারসী ভাষা মৌলানা ভাই সাহেবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, তাহাতে বেশ একটু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি। উর্দ্দুও বেশ পড়িতে এবং কিছু কিছু লিখিতেও পারি। উর্দ্দু সম্বন্ধে খবরের কাগজের সাহায্যেই অধিকতর ফল লাভ করিয়াছি। এক্ষণে একটু একটু আরবী পড়িতেছি। আরবী ভাষায় মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা আমার ইচ্ছা। মৌলানা ভাই সাহেব আশা দিয়াছেন যে, দৈনিক ২।১ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিলে ৩।৪ বৎসরে আমাকে বেশ আরবী শিখাইয়া দিতে পারিবেন। আমি কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বাঙ্গালা পুস্তক ও মাসিক পত্রিকাদি খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া থাকি। উহা দ্বারা আমি ঐ সকল বিষয়ে বেশ উপকার এবং অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি।

কৃষি এবং ব্যবসায়ের দিকে আমার বিশেষ লক্ষ্য। আমি বিশেষ সতর্কতা সহকারে প্রত্যেক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করি। আমার সহকারিটির কার্য্যও খুব প্রশংসনীয়। দুগ্ধের ব্যবসায় এবং গোয়ালার কারখানাটী ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। একটী মাখন তৈয়ারীর কল আনাইয়া মাখন এবং ঘৃতও তৈয়ার করাইতেছি। পূর্ব্বে ঘৃত তৈয়ারীর বন্দোবস্ত ছিল না; গত বৎসর হইতে সে কার্য্যও আরম্ভ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট ক্ষীর (ক্ষীরসা) ও তৈয়ার করান হয়। সকল জিনিসই বেশ চলিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা দধির কাট্‌তি অধিক। ক্ষীর এবং ঘৃত মাখনও নিতান্ত মন্দ চলে না। বোর্ডিংএর ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই দুধ রোজ লইয়া থাকে।

পুষ্করিণী গুলিতে প্রতি বৎসরই কিছু কিছু করিয়া পোনা মাছ

ফেলা হইতেছে। মানকচু, ওলকচু, ইক্ষু ইত্যাদির ক্ষেত্র সমূহ দেখিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

মৌলানা ভাই সাহেব যে বাগানবাড়ী খানা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাও বেশ সুসজ্জিত হইয়াছে। কলমের চারা সমূহে বাগান শোভা পাইতেছে। পুকুরে প্রচুর পোনা মাছ ছাড়া হইয়াছে। আমরা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে সেখানে গমন করিয়া থাকি। আমার বন্দোবস্ত অনুসারেই প্রায় সে বাগানের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। একটী মাত্র চাকর আছে, সে মালির কাজ ও অন্যান্য সমস্ত কাজই "আঞ্জাম" দিয়া থাকে। সে বাগান বাড়ীতেও তরি-তরকারির বেশ বন্দোবস্ত আছে। উক্ত বাগানে মৌলবী সাহেব খরচ-খরচা বাদ বৎসরে ৫০৲—৬০৲ টাকা লাভ পাইতেছেন। ভবিষ্যতে প্রচুর লাভ পাইবার সম্ভাবনা আছে। ঐ বাগানে জমির পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ৯ বিঘার কিছু উপর, তন্মধ্যে পুকুরটিই ১ বিঘার বেশী হইবে। খানিকটা উচ্চ ভূমিতে উলু ঘাস আছে। প্রায় ১ বিঘা জমিতে বেতের জঙ্গল আছে, উহা ইচ্ছা করিয়াই রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঁশের ১৮টী ঝাড় আছে, তন্মধ্যে ৩।৪ ঝাড় বাঁশ খুব উৎকৃষ্ট।

এক দুই করিয়া গণনা করিতে করিতে ১ মাস ২৩ দিন গত হইয়া গেলে, হঠাৎ মহকুমা হইতে সংবাদ আসিল যে, হজ্জ্ যাত্রিগণ—আমাদের শ্রদ্ধেয় মুরব্বিগণ কুশল মতে, ভাই মোখ্তার সাহেবের বাসায় আসিয়া পঁহুছিয়াছেন। এই সংবাদ প্রাপ্তে আমাদের কয়েক বাড়ীতে আনন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। পুর মহিলাগণ ও বালক বালিকাগণ ত আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। আমি, মৌলানা ভাই সাহেব, মাদ্রাসার ৪ জন মৌলবী ও মাষ্টার, আসমত ভাই এবং গ্রামের আরও ৬।৭ জন লোক ২ ঘণ্টা পরেই মহকুমাভিমুখে

ছুটিলাম। আনন্দের উচ্ছ্বাসে—মনের উল্লাসে প্রত্যেক ঘণ্টার পথ যেন পনর মিনিটে পার হইলাম। ঠিক মগরেবের সময় আমরা ভাই মোখ্‌তার সাহেবের গৃহে গিয়া পঁহুছিলাম; এবং মুরব্বিদিগের "কদম বুছি" করিয়া আত্মা চরিতার্থ করিলাম।

জনাব ওয়ালেদ সাহেব, জনাব কাজী সাহেব ও জনাব মীর সাহেব আমাদিগকে অতি স্নেহে—অতি আদরে গ্রহণ করিলেন, এবং মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক দোওয়া করিলেন। আমাদের সকলের নয়ন হইতেই আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ভাই মোখ্‌তার সাহেব আমাদের সকলের আহারের জন্য বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিলেন। একটী খাসী ও ৪০টী মুর্গী তৎক্ষণাৎ জবাই করা হইল। সেই রাত্রি-তেই কোথা হইতে ২টা বৃহৎ কাতল মৎস্য আসিহইলেন। শেষে শুনিলাম, তাঁহার পরম ভক্ত 'মওক্কেল' আবদুল বারি মণ্ডলের পুকুর হইতে মৎস্য ২টী আনান হইয়াছিল। সে অঞ্চলের মধ্যে তাহার পুকুর মৎস্যের জন্য প্রসিদ্ধ। আমাদের দোকান হইতে দধি এবং জ্বাল দেওয়া ঘন দুগ্ধ, মালাই ইত্যাদি আনান হইল। মুসলমান মিঠাই ওয়ালার দোকান হইতে উৎকৃষ্ট মিঠাই তৈয়ার করাইয়া আনাইয়া, সকলকে "নাশ্‌তা" দেওয়া হইল। ওয়ালেদ সাহেবান আসিয়াই মধ্যাহ্ন কালে মোটামুটি অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করিয়াছিলেন। আমার উভয় ভগ্নিই তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং এক্ষণে অন্দর-বাহিরে আহারের আয়োজনের ধূম লাগিয়া গেল। কাজী আজ-মল হোসেন সাহেব অন্যত্র গিয়াছিলেন, তিনিও রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় আসিয়া পঁহুছিলেন। মহকুমার মুসলমান অফিসার এবং আমলা গণ আসিয়া হজ্জ্‌ প্রত্যাগত "বোজর্গ" দিগের সহিত সাক্ষাৎ করি-লেন। সে শুভ সম্মিলনের পবিত্র দৃশ্য বর্ণনা করা অসাধ্য।

ইঁহাদের 'সফর' সম্বন্ধে অনেকেই নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ মিসর, বয়তুল মকদ্দস, দেমেস্ক, তারাব্লস্-অল্-শাম, বোগদাদ, কারবালা-মোআল্লা, নজফ-আশরফ ও বস্রার বিবরণ অনেকেই আগ্রহের সহিত শুনিতে লাগিলেন; এবং ইঁহাদিগকে "খোশ-নসীব বলিয়া অভিহিত করিলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জন-সমাগম রহিল। সকলে বিদায় হইয়া গেলেও, মোখ্তার সাহেবের ৪।৫ জন বন্ধু থাকিয়া গেলেন; তিনি তাঁহাদিগকে আমাদের সঙ্গে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

রাত্রি ১১টার সময় আহার কার্য্য শেষ হইল। আমি, মোখ্তার সাহেবেরা দুই ভ্রাতা ও স্নেহাস্পদ মিয়াঁ মোয়াজ্জম হোসেন ও ভাই আসমত, অন্দর হইতে খাদ্য দ্রব্য আনয়ন ও পরিবেশন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আজ আমার ভগ্নি দ্বয়ের আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি কত! রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত রান্না, অন্ন ব্যঞ্জন বাহির করিয়া দেওয়া, ইত্যাদি কার্য্যে তাঁহাদের পর্য্যবসিত হইল। একটী মাত্র চাকরাণীর এবং আমাদের কতক মাত্র সাহায্য তাঁহারা পাইয়াছিলেন। এত পরিশ্রমেও আজ তাঁহারা শ্রান্তি-ক্লান্ত বোধ করিলেন না। এই অল্প সময়ের মধ্যে মুরগীর কোর্ম্মা, মৎস্যের ব্যঞ্জন, মৎস্য ভাজা, মুরগীর ডিম ভাজা, মৎস্যের অম্বল, মুগের ডাল ইত্যাদি পাক হইয়াছিল। দুগ্ধ, মালাই ইত্যাদি ত আমাদের গোয়ালার দোকান হইতেই আনীত হইয়াছিল। আহারান্তে রাত্রি প্রায় ১টার সময় আমরা শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

অতি প্রত্যুষেই জনাব ওয়ালেদ সাহেব কেবলা, জনাব কাজী সাহেব কেবলা ও জনাব মীর সাহেব কেবলা গাত্রোত্থান করিলেন। ফজরের নমাজ পড়িয়া সকলে অজিফা পড়িলেন। একটু বেলা হইলে

সকলেই গোছলের জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ প্রবাসের পর স্বভাবতঃই স্নানে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। যদিও তাঁহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি অনেকটা দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন; তবুও বস্ত্রাদি অনেকটা ময়লা হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহারা মৌলানা হাফেজ জামালুদ্দীন মরহুমের মস্‌জেদে ৪ দিন ছিলেন; এই সময় মধ্যে কলের পানীতে বেশ করিয়া স্নান করিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক, আমরা তাঁহাদিগকে লইয়া মহকুমার একটী ভাল পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গমন করিলাম। বহু দিন পরে স্বদেশের পানীতে প্রাণ ভরিয়া তাঁহারা স্নান করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এই স্নান-কার্য্যে পর্য্যবসিত হইল।

স্নানান্তে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মহকুমার কতিপয় ভদ্রলোক ইঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। সকলে পরস্পর অভিবাদন-প্রত্যভিবাদন ও কর মর্দ্দনাদি করিলেন; অতঃপর বসিয়া আলাপাদি চলিতে লাগিল। ওয়ালেদ সাহেব, কাজী সাহেব ও মীর সাহেব আরব, মিসর, শাম ও এরাক দেশের অবস্থা, প্রধান প্রধান নগরের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের বিষয় বর্ণনা করিতেছিলেন; আর আগন্তুক ভদ্রলোকেরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া নিতান্ত আগ্রহ সহকারে তাহা শ্রবণে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। ক্রমে ১০।১২ জন ভদ্রলোকের সমাগম হইল। কাছারি যাইতে হইবে বলিয়া, ৯ টার পূর্ব্বে কিছু চা পান করিয়া, প্রায় সকলেই বিদায় গ্রহণ করিলেন; কেবল বাজারের ৩।৪ জন দোকানদার ও মহকুমাস্থ মস্‌জেদের এমাম সাহেব রহিয়া গেলেন। এই সময় নাশ্‌তা আনীত হইল; সকলে একত্রে নাশ্‌তা করিলেন। এই নাশ্‌তায় কেবল মাত্র রুটী ও ফিরণী এবং দোকানের কিছু মিঠাই ছিল।

নাশতা হইয়া গেলে আগন্তুক ভদ্রলোকেরা প্রস্থান করিলেন; তৎপর সকলে এই সময় একবার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তথায় পান-তামাকের ব্যবস্থা ছিল। ভগিনী দুইটী ওয়ালেদ সাহেব, কাজী সাহেব ও মীর সাহেবের 'কদম বুছি' করিলেন; তাঁহারাও উঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিলেন।

অতঃপর বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সকলে একটু বিশ্রাম করিলেন। এদিকে পাকের বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। ভাই মোখ্‌তার সাহেব সকালেই একটী খাশি আনাইয়া জবেহ্ করাইয়া দিয়াছিলেন। ৪।৫টী মোরগ-মুর্গীও জবেহ্ করা হইল। গত রজনীর সেই বৃহৎ মৎস্য ২ টার অধিকাংশই রহিয়া গিয়াছিল। মুরগীর কোর্‌মা, খাশির কালিয়া ও কিছু কাবাব, মৎস্য ভাজা ও মৎস্যের ব্যঞ্জন, অম্বল, ফিরণী এই সমস্তের জোগাড় হইল। তদ্ব্যতীত গোয়ালার কারখানা হইতে মিষ্ট দধি ও মালাই আনান হইল।

স্থির হইল, বাদ আছর দেশের দিগে রওয়ানা হওয়া যাইবে। ভগ্নি ২টীও বাড়ী যাইবার জন্য বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১টার সময় জোহরের নমাজ পড়িয়া সকলে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময়ও ৫।৬ জন বাহিরের মেহমান ছিলেন। সকলেই তৃপ্তি সহকারে আহার করিলেন। আহারান্তে আবার সকলে একটু বিশ্রাম করিলেন। ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত নানাপ্রকার বাক্যালাপে অতিবাহিত করিয়া, ৪টার সময় আছরের নমাজ পড়া হইল। ইতিপূর্ব্বেই আমাদের যান বহিনাদি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ৩ খানি পালকি, ৩ খানি গো-শকট ও ২টী ঘোড়া আনীত হইয়াছিল। নমাজান্তে আন্দর হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, সকলেই খোদাতা-লার নাম লইয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। কথা হইল, মোখ্‌তার সাহেব

ভগিনীদ্বয়কে লইয়া আগামী কল্য বাদ জোহর, দেশে রওয়ানা হইবেন। কাজী আজমল হোসেন সাহেবও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। মৌলানা ভাই সাহেব ও মাদ্রাসার আর এক মৌলবী সাহেব অশ্বারোহণে গমন করিতে লাগিলেন। মুরব্বি ত্রয় পাল্‌কী আরোহণে, আর আমরা পদব্রজে চলিলাম। আমরা মাঝে মাঝে গো-শকটে চড়ার উৎকট সুখও অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের "কাফেলা" খুব দ্রুতগতিই চলিতে লাগিল। কথাই আছে "বাড়ীর নামে বাঙ্গাল ধায়"। সন্ধ্যার সময় আমরা এক গৃহস্থের বাড়ীতে মগরেবের নমাজ পড়িয়া লইলাম। আঞ্জমনের প্রভাবে দেশে আমাদের অপরিচিত লোক প্রায়ই ছিলনা। সে বাড়ীর লোকেরা তাড়াতাড়ি অজুর পানী ও নমাজের বিছানা আনিয়া দিল। আমরা নমাজ পড়িয়াই রওয়ানা হইলাম। কেহ কেহ একটু পান তামাকের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। শুক্লপক্ষ রাত্রি; সুতরাং আমরা সেই জ্যোৎস্নাময়ী সুন্দর রজনীতে খুব স্ফূর্ত্তির সহিত চলিতে লাগিলাম। আনন্দোৎসাহে ও কথা বার্ত্তায় শ্রান্তি-ক্লান্তি একটুও বোধ হইল না। সকলাপেক্ষা ভাই আহমদের আনন্দের মাত্রাটা যেন বেশী ছিল। সে ওয়াদেদ সাহেবকে পিতৃবৎ ভক্তি করিত; সুতরাং তাঁহার আগমনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল।

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় আমরা স্বগ্রামে উপস্থিত হইলাম। জনাব কাজী সাহেবদের বাড়ী হইয়া আমরা আমাদের বাড়ীতে গমন করিলাম। জনাব মীর সাহেবের সঙ্গে লোক দেওয়া হইল, তাঁহাকে তাহারাবাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিল। কাজী সাহেব কেবলা ও ওয়াদেদ সাহেব প্রভৃতি সে বাড়ীর অবস্থা পরিবর্ত্তনে একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশাল দীর্ঘিকা, সুন্দর পাকা ঘাট ইত্যাদি দেখিয়া

কাজী সাহেব পুত্রদিগের এই কার্য্যের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমরা আমাদের বহির্ব্বাটীতে পঁহুছিবামাত্র বোর্ডিংএর ছাত্রগণ ও ৩।৪ জন শিক্ষক আসিয়া আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ওয়ালেদ সাহেবকে সকলে সালাম জ্ঞাপন করিলেন; তিনিও সকলকে সালামের প্রত্যুত্তর দিয়া—আশীর্ব্বাদ করিয়া, অনেকের সহিত গলায় গলায় মিলিলেন; অনেকের সহিত কর মর্দ্দন করিলেন; এবং সকলের 'খএরাফিয়ত' জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর কিয়ৎক্ষণ বৈঠকখানায় বসিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বাড়ীতে একজন লোক পাঠাইয়া, আমাদের আগমনের সময় নির্দ্দেশ-সূচক সংবাদ দিয়াছিলাম; সুতরাং বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত আয়োজন যথা সময়েই করা হইয়াছিল। গৃহে মোরগ-মুরগী এবং পুকুরে মৎস্যের অভাব নাই। শরাফত জাল দিয়া কয়েকটা বড় রকমের পোনা মাছ ধরিয়া দিয়াছিল; সুতরাং গৃহেও মুর্গীর মাংস, মাছ ভাজা, মাছের তরকারি, অম্বল এবং ডাল ইত্যাদি পাক হইয়াছিল। বাড়ীতে প্রচুর দুগ্ধ, সুতরাং মালাই প্রস্তুত এবং ফিরণী ও পাকান গিয়াছিল।

অন্তঃপুরে বড় ঘরের জোড়-তক্তপোষের উপর বিছানা করা হইয়াছিল; ওয়ালেদ সাহেব গৃহে প্রবেশ করিয়াই বড় ফুফু সাহেবাকে সালাম করিলেন; কারণ ইনি ওয়ালেদ সাহেবের বয়োজ্যেষ্ঠা। আর সকলে আসিয়া ওয়ালেদ সাহেবের পাদ স্পর্শ পূর্ব্বক সালাম করিলেন। তিনিও সকলের মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার ভাগিনেয়ীটি (মৌলানা ভাই সাহেবের কান্ত) আসিয়া মাতামহের ক্রোড়ে চাপিয়া বসিল; এবং নানা প্রকার আবদার করিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সুদীর্ঘকাল পরেও সে যে তাহার

নানাকে চিনিতে পারিল। ওয়ালেদ সাহেব তাহাকে লইয়া নানা-প্রকার আদর ও সোহাগ করিতে ও তাহার মুখ চুম্বন করিতে লাগি-লেন। আজ আমাদের পরিবারে আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস; কাহারও হৃদয়ে যেন আনন্দ ধরেনা। কন্যা ও ভাগিনেয়িগণ, পিতা ও মাতুলকে বেষ্টন করিয়া রহিল। ফুফু সাহেবা দ্বয় ও মামানী সাহেবা, ওয়ালেদ সাহেবকে পথ কষ্টের বিষয়, আরাম-ব্যারামের বিষয়, কষ্ট-অসুবিধার বিষয় ও পবিত্র স্থান সমূহের জেয়ারতাদির বিষয় নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ওয়ালেদ সাহেবও সহাস্য বদনে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন।

একটু পরে বহির্ব্বাটীতে গিয়া আমরা সকলে মিলিয়া এশার নমাজ পড়িলাম। ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্যে অন্ন বাহির করা আরম্ভ হইল। নমাজান্তে ওয়ালেদ সাহেব বৈঠক খানায় আসিয়া একটু বসিলেন; তখন তিনি, আমি, মৌলানা ভাই সাহেব ও আসমত ভাই ছাড়া আর কেহ সেখানে ছিল না। বাবাজান কেবলা সাংসারিক বিষয়ে আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আমিও আদবের সহিত তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলাম। আঞ্জমন এবং মাদ্রাসা সম্বন্ধে মৌলানা ভাই সাহেবকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; সে সকল বিষয়ের তিনিই উত্তর দিলেন। সাংসারিক বিষয় ও কৃষি কার্য্যাদি সম্বন্ধে আসমত ভাইও কতক "রিপোর্ট" প্রদান করিল। দীঘিটার পঙ্কোদ্ধার করাতে কাজী সাহেবদের বাড়ীর সৌষ্ঠব যে অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে কথা উল্লেখ করিয়া ওয়ালেদ সাহেব স্বীয় জামাতা দ্বয়ের কার্য্যের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই সময় রাত্রি ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। আহারের জন্য অন্দরে ডাক পড়িল।

ওয়ালেদ সাহেব, মৌলানা ভাই সাহেব ও আমি একত্রে আহার

করিতে বসিলাম। বাবাজান কেবলা বলিলেন, কলিকাতা আইসার পূর্ব্বে আর আমাদের অদৃষ্টে মাছ খাওয়া ঘটে নাই; অন্নাহারও খুব কমই ঘটিয়াছে। রুটী ও মাংস খাইতে খাইতে এক্ষণে উহা আহারের বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। খাওয়ার সুবিধা অন্য দেশ অপেক্ষা হিন্দুস্থানে যে অধিক, তাহাও তিনি বলিলেন। মিসর, শাম ও এরাক দেশের খাওয়া দাওয়া আমাদের নিকট তেমন রুচিকর বোধ হইল না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। অতঃপর আমাকে বলিলেন বাবা, কাল অনেকেই দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, সুতরাং সকালে মোটামুটি রকম কিছু নাশ্‌তার আয়োজন করা চাই। আমি 'বা-আদব' বলিলাম, আচ্ছা তাহা হইবে। আহারান্তে আমরা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলাম। আজও রাত্রি ১টার কমে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না।

প্রভাতে উঠিয়াই তাড়াতাড়ি বাজার হইতে ময়দা ও চিনি আনাইয়া দিলাম। ওদিকে গোয়ালার কারখানায় ।০/ দশ সের দুগ্ধ রাখিয়া দিতে বলিলাম। সকাল হইতে সকলে রুটী ও ফিরণী তৈয়ার করিতে লাগিয়া গেলেন। /৬ সের ময়দার রুটী ও ।০/ দশ সের দুগ্ধের ফিরণী তৈয়ার হইল। এই অবসরে জাতীয় মিঠাইয়ের দোকান হইতে /৭৷৷০ সের কচুড়ি ও জিলাপী আনাইয়া লওয়া হইল। ফজরের নমাজ পড়িয়াই ওয়ালেদ সাহেব বলিলেন—চল, একবার কাজী সাহেবদের বাড়ী হইতে বেড়াইয়া আসা যাক। মৌলানা ভাই সাহেব সহ আমরা তথায় গমন করিলাম। যাইয়া দেখিলাম, জনাব কাজী সাহেবও এই মাত্র মসজেদ হইতে বৈঠকখানায় পদার্পণ করিয়াছেন। আমাদিগকে এত সকালে উপস্থিত দেখিয়া তিনি কথঞ্চিৎ বিস্ময়-সূচক আনন্দ প্রকাশ করিলেন। এখানে ১৫ মিনিট কাল অবস্থান করিয়া

সকলে মিলিয়া মীর সাহেবের বাড়ীতে গমন করিলাম। তিনিও বস্ত্রাদি লইয়া আমাদের এদিকে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, এমন সময় আমরা যাইয়া উপস্থিত। সেথানে কয়েক মিনিট মাত্র বিলম্ব করিয়া, সকলে একেবারে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা ৮টা বাজিয়াছে। বাড়ীতে পঁহুছিয়া দেখি, গ্রামের ৫।৬ জন ভদ্রলোক উপস্থিত। কেহ কেহ আবার কাজী সাহেবদের বাড়ী হইতেও ফিরিয়া আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সকলের সঙ্গে গলায় গলায় মেলামিলি এবং অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনাদি চলিতে লাগিল। ৯৷৷০ টার সময় প্রায় ২৫।৩০ জন ভদ্র ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক উপস্থিত হইলেন। তখন বাড়ীর মধ্যে নাশ্‌তাও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। ঠিক ১০টার সময় বৈঠকখানায় দস্তরখান বিছান হইল। আসমত ও ছোকরা চাকর অন্দর হইতে থাঞ্চায় করিয়া নাশ্‌তা আনিতে লাগিল, আমি ও মৌলানা ভাই সাহেব পরিবেশন করিতে লাগিলাম। মৌলবী সাহেবও মাষ্টার সাহেবদেরও ডাকিয়া লওয়া হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে এই সাদাসিদে রকমের নাশ্‌তা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল; এগারটার মধ্যেই যে যাঁর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব প্রায় ১৭ মাইল দূরে 'ওয়াজ' করিতে গিয়াছিলেন; হজ্জ্ যাত্রী দিগের আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রে তিনি অশ্বারোহণে তথা হইতে যাত্রা করিয়া, অপরাহ্ণ ৩টার সময় আমাদের এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, গত কল্যই তিনি সেথানে সভার কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার একটু পরেই ভাই মোখ্‌তার সাহেব, আমার ভগিনী বয়কে লইয়া বাড়ীতে আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহারা বাদ জোহর মহকুমার

বাসাবাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন। এইবার আনন্দের মাত্রা ষোল কলা পূর্ণ হইল।

মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব আগমন করাতে, বাবাজান কেবলাকে প্রবাসের বিবরণ খুব বিস্তৃত ভাবে তাঁহার নিকট বলিতে হইল। কারণ, প্রবাস-বর্ণনের ভার তাঁহার উপরই পতিত হইয়াছিল। মৌলবী সাহেব একাগ্রচিত্তে সেই সুদীর্ঘ প্রবাস-বিবরণ শ্রবণ করিয়া, পুলকিত হইতে লাগিলেন; এবং তিনি এই শুভ-প্রবাসে গমন করেন নাই বলিয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রাত্রে জনাব কাজী সাহেবের বাড়ীতে আমাদের সকলের 'দাওৎ' ছিল, সুতরাং নৈশ-আহার সেখানেই সম্পন্ন হইল। অল্প সময়ের মধ্যে ভাই কাজী আফজল হোসেন সাহেব খাওয়া-দাওয়ার বেশ সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

৩য় দিন সকালে ওয়ালেদ সাহেব আমাকে বলিলেন, বাবা শরফুদ্দিন! দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে আসিয়াছি, পবিত্র হজ্জ্ ব্রত সম্পন্ন ও হজরত রেসালত পানার (দঃ) রওজা মবারকের জেয়ারতের সঙ্গে সঙ্গে, অন্যান্য 'বোজর্গানে দিনের' কবর শরীফের ও 'জেয়ারত হাসেল' করিয়াছি। এই দীর্ঘ প্রবাস হইতে যে খোদা নির্বিঘ্নে বাঁচাইয়া আনিয়াছেন, তোমাদিগকে যে পুনরায় দেখিতে পাইয়াছি, ইহার 'শোকর গোজারী' করিয়াই কূল পাইতেছি না। দু দিনের 'জেন্দেগানী' ভালয় ভালয় কাটিয়া গেলেই মঙ্গল। খোদা সকল প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ। যাহা হউক, খোদার 'শোকর' প্রকাশ জন্য আগামী সোমবার দিন কিছু খানার বন্দোবস্ত কর। আমাদের পরম প্রিয় মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকগণ, গ্রামের মুসলমান ভ্রাতাগণ ও ফকীর মিছকিনগণকে

কিছু খাওয়ান হউক। তুমি লোকদের 'দাওৎ' করিয়া দাও। আর যাহা যাহা আবশ্যক, এখন হইতেই তাহা সংগ্রহ করিতে থাক। এই উপলক্ষে একটু 'ওয়াজ-নছিহত' ও হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আগমন সংবাদও লোকে জানিতে পারিবে। ২০০ লোকের আন্দাজ খানা হওয়া চাই। আমি আদবের সহিত হুকুম 'তামিল' করিবার পক্ষে অভিমত জানাইলাম।

* এ কয় দিন বেড়ানে ও প্রবাসের অবস্থা বর্ণনেই অতিবাহিত হইল। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবও উপস্থিত আছেন। কোনও দিন মাদ্রাসা দেখা হইল, কোনও দিন শিল্পশালা; হয় ত এক বেলা বোর্ডিং, অপর বেলা কৃষি-ক্ষেত্র; এক দিন গোয়ালার কারখানা ও এক দিন ইটের কারখানা দেখা হইল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মুরব্বিগণ খুবই আনন্দ লাভ করিলেন। জাতীয় উন্নতির পথ ক্রমশঃ প্রশস্ততর হইতেছে দেখিয়া, তাঁহারা সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিষয়ের দিকে তাঁহাদের মনোযোগ অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইল।

সুন্দরবনে জমি গ্রহণ করিয়া, যৌথে একটী বিরাট কৃষি ফারম প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব হইয়াছে, এবং মুরব্বিদের আগমনের অপেক্ষায় সে প্রস্তাবটী 'মুলতবি' আছে, ইহাও তাঁহাদিগকে বলা হইল। এই প্রস্তাবের সংবাদে তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। খানার দিনই এই প্রস্তাবটী সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা হইবে, ইহা স্থিরীকৃত হইয়া গেল।

আমি খানার জন্য একটী হৃষ্টপুষ্ট বলদ, ৪টী বড় রকম খাসি, ৩০টী মোরগ-মুরগী ও ১/ মণ মৎস্যের জোগাড় করিলাম। উৎকৃষ্ট সুমিষ্ট দধি প্রস্তুত করিবার জন্য নিজের গোয়ালার কারখানায় ফরমাএশ,

দিলাম। দেশীয় ২জন বাবুর্চি নিযুক্ত করিলাম। ২০০ স্থলে ২৫০—৩০০ লোকের খানার বন্দোবস্ত করা হইল।

রবিবার দিন সকাল বেলা আমাদের কয়েক গ্রামের ভদ্র, শিক্ষিত ও অর্থশালী লোকগণকে ডাকান হইল। তাঁহারা আসিলে, "কৃষি-কোম্পানি" সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইল। এরূপ একটা কৃষি ফারমের যে একান্ত দরকার, এবং ভবিষ্যতে যে ইহা বিশেষ লাভজনক হইবে, মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব তাহা তাঁহাদিগকে অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। কেবল মাত্র দেশের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, জীবন সংগ্রাম অতি কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এরূপ ক্ষেত্রে সময় থাকিতে সাবধান না হইলে, ভবিষ্যতে বড় বিপদ হইবে; আমাদের অধঃস্তন পুরুষ দিগের ভিক্ষা ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না। দেশে যে পরিমাণ জমি আছে, তাহাতে আর বেশী কিছু করিবার "গোঞ্জায়েশ" নাই। আমরা যদি সেই ৭০০০ বিঘার লাটটি জমীদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লই, তবে ৩০০০ বিঘা আন্দাজ জমি প্রজা-বিলি করিয়া অবশিষ্ট ৪০০০ বিঘা জমি কোম্পানির নিজ চাষের জন্য রাখিতে পারিব। দেশে যাহাদের জমি-জমা নাই, কিম্বা এরূপ যৎসামান্য জমি-জমা আছে যে, তদ্দ্বারা তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা কঠিন, তাহাদিগের নিকটই আমরা ঐ জমি পত্তন করিব। প্রয়োজন মতে তাহারা আমাদের কোম্পানির কারমে ঠিকা বা বেতন হিসাবে কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবে। আমরা ১০ বিঘার ন্যূন ও ২০ বিঘার বেশী জমি কাহাকেও দিব না। অবস্থা অনুসারে এই জমি উপযুক্ত খাজানায় বিলি করা যাইবে। প্রয়োজন অনুসারে তাহাদিগকে কিছু কিছু টাকাও ধার দেওয়া যাইবে—ইত্যাদি। আমরা আপাততঃ মৌরুসী স্বত্বে কাহাকেও জমি দিব না;

অথচ আমাদের পসন্দ মতে চাষ বাস করিয়া জমির উন্নতি করিলে, আমরা জমি কখনও ছাড়াইয়াও লইব না। সময়ের অবস্থা অনুসারে সামান্য পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করা যাইবে মাত্র। আমরা ৩০০০ বিঘা জমি প্রজাবিলি করিলে গড়ে প্রায় ২০০।২৫০ লোককে জমি দিতে পারিব। তাহা হইলে আমাদের আশ্রমনাধীন গ্রাম সমূহের বহু দরিদ্র লোকের মহোপকার সাধন হইবে।

মৌলবী সাহেবের প্রস্তাবে সকলেই আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিলেন। মৌলবী সাহেব ইহাও বলিলেন যে, কোম্পানীর নিজস্ব ৪০০০ বিঘা জমিকে আমরা ৮ অংশে বিভক্ত করিয়া, ৮ জন উপযুক্ত ব্যক্তির উপর উহার কর্তৃত্ব-ভার অর্পণ করিব। জমিও ভাল মন্দ গড়ে সকলের জিম্মায় সমান দেওয়া হইবে। দেখা যাইবে, ইহার মধ্যে কে কেমন সফলতা প্রদর্শন করিতে পারেন। একটী সদর ডিহি থাকিবে; তাহাতে আমাদের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা বা ম্যানেজার অবস্থিতি করিবেন; এবং তিনি ভিন্ন ভিন্ন ফারম সর্ব্বদা পরিদর্শন করিবেন। আমরা বড় কর্ম্মচারী দিগের মধ্যে কাহাকেও বেতন ভুক্ নিযুক্ত করিব না। সকলেই লাভের উপর শতকরা নির্দ্দিষ্ট হারে একটা কমিশন বা লভ্যাংশ পাইবেন। এরূপ না হইলে কেহ প্রাণপণে কাজ করিবেন না। ৫০০ বিঘা জমি চাষের জন্য বোধ হয় ২০।২২ খানি লাঙ্গল যথেষ্ট হইবে। দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ পালন করিয়া দুগ্ধের ব্যবসায় ও করিতে হইবে। প্রত্যেক ৫০০ বিঘা জমিতে অন্যূন ২০।২৫ বিঘা করিয়া জমি গবাদি পশুর ঘাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। উপযুক্ত সংখ্যক পুষ্করিণী খনন করাইয়া, মৎস্য পালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উলু ঘাসের জন্য ও কিছু জমি স্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়া দিতে হইবে। প্রয়োজনীয় জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য কিছু জঙ্গল

রাখিতে হইবে। ছাগল এবং ভেড়াও পালন করিতে হইবে। সুন্দর-বনের চাষ বাস সম্বন্ধে যাঁহাদের ভাল অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক কাজ করিতে হইবে। প্রত্যেক সেয়ারের মূল্য ১০০৲ টাকা; ১০ সেয়ারের বেশী কাহাকেও দেওয়া হইবে না। কারণ, এ কাজে আমরা আশ্রমনাধীন প্রায় সমস্ত গ্রামের কিছু কিছু সংস্রব রাখিতে চাই।

মৌলবী সাহেব এইরূপ মোটামুটি ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিলে, আরও অনেকে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিলেন। একাজ যে অতি প্রয়োজনীয়, একথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইল। মোটামুটি যত প্রকার শস্যের চাষ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, তাহার প্রত্যেকটীর পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে, একথাও স্থির হইল। মূলধন ৩০০০০৲।৩৫০০০৲ টাকার কমে হইবে না, সকলেই ইহা অনুমান করিলেন। আমাদের এই কয় গ্রামের মধ্যেই ৫ জন কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইলেন। কয়েক দিন পরে আশ্রমনের অধীনস্থ প্রত্যেক গ্রামের ২।৪ জন করিয়া প্রধান বা মোড়ল ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা করা হইবে, এরূপ স্থির হইল। আগামী কল্য খাওয়া দাওয়ার গোলমালে এ সব বিষয়ের আলোচনার সুবিধা হইবে না বলিয়া, অদ্য রবিবারে এই কমিটী আহূত হইয়াছিল। কাল আছরের বাদ কিছু ওয়াজ হইবে, ইহাই ঠিক হইল। বেলা প্রায় ১১ টার সময় এই কমিটী ভঙ্গ হইল। আমরাও স্নানাহারের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

অদ্য বৈকাল বেলা মাদ্রাসা-স্কুলের শিক্ষক দিগকে লইয়া এক পরামর্শ সভা আহ্বান করা হইল। আমি উহাতে যোগদান করিতে পারিলাম না। আমি আগামী কল্যের খানার বন্দোবস্তে লাগিয়া

গিয়াছিলাম। বাদ আছর গরু ও খাসী জবেহ্ করিয়া দেওয়া হইল। পাক-সাক রাত্রেই শেষ করিতে হইবে, সুতরাং সময় থাকিতে ইহার আয়োজন করা আবশ্যক। ওদিকে পরামর্শ-সভায় মাদ্রাসার উন্নতি সম্বন্ধেই আলোচনা হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ছাত্র সংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে বর্ত্তমান স্কুল-গৃহে বা বোর্ডিং গৃহে ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলন হওয়া দায়। যদি স্কুল ও মাদ্রাসা স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে, তবেই সুবিধা হওয়ার কথা। শেষে সিদ্ধান্ত হইল যে, আগামীতে একটা বৃহৎ সভা আহ্বান করিয়া এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা করা যাইবে। যদি উপযুক্ত আয়ের বন্দোবস্ত হয়, তবে কাজী সাহেবদের দীঘির তটে হাইস্কুল এবং এই স্থানে একটী সিনিয়র মাদ্রাসা খোলা হইবে। স্কুলের জন্য ঐ দীঘির উত্তর বা পূর্ব্ব তট সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। মাদ্রাসার "গোঞ্জায়েশ্" (বোর্ডিং সহ) এখানে বেশ হইতে পারিবে। স্কুলটি বোর্ডিং সহ ঐ স্থানে বেশ মানান মত হইবে।

বাদ মগরেব জনাব মৌলবী সাহেব, আর জনাব মৌলানা ভাই সাহেবও আমার সহিত কাজে যোগ দিলেন। মৌলানা ভাই সাহেবের পাক-সাক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 'মেহারেত' কম ছিল না। তিনি বাবুর্চি দিগকে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দুস্থানের বড় বড় বাবুর্চি দিগের পাক-সাক দেখিয়াছেন; সুতরাং পাক-সাকের কার্য্যে তিনি বেশ পরিপক্ক ছিলেন। পাক সম্বন্ধীয় ভাল ভাল পারসী এবং উর্দ্দু কেতাবও কয়েকখানি তাঁহার নিকট ছিল। যাহা হউক, আজ তিনি নিজে কিছু "কাবাব" তৈয়ার করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। /৭—/৮ সের আন্দাজ উৎকৃষ্ট মাংস তিনি কাবাবের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া লইলেন। ২।৩ টা কাঁচা পেপে আনীত হইল। মাংস-

গুলি তিনি একজন বাবুর্চি সহ নিজেই কাবাবের উপযুক্ত করিয়া কাটিলেন। অন্দর হইতে পসন্দ মতন মসলা পেসাইয়া আনিলেন। আসমত ও শরাফত কর্ত্তৃক সেই রাত্রেই—১ ঘণ্টার মধ্যে ২০টা বাঁশের শিক (শলাকা) প্রস্তুত হইল। মাংস, উপযুক্ত মসলা ও কিঞ্চিৎ দধি সংযুক্ত করিয়া একটা পাত্রে রাখিয়া দিলেন। স্থির হইল, শেষ রাত্রে কাবাব প্রস্তুত করা হইবে। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব এ সব বিষয়ে পরিপক্ক নহেন; তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মৌলানা ভাই সাহেবের এই 'বাবুর্চিগিরি' সম্বন্ধীয় কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে মাদ্রাসার মৌলবী সাহেব ও মাষ্টার সাহেবদের কেহ কেহও আসিয়া কাবাব তৈয়ার ব্যাপারটা আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিলেন। মৌলানা ভাই সাহেবের যে পাক বিদ্যায় এতটা অধিকার আছে, মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব-প্রমুখ সাহেবান পূর্ব্বে তাহা জানিতেন না; আমরা অবশ্যই কতকটা জানিতাম। মৌলানা ভাই সাহেব বলিলেন, পাক বিদ্যা অতি প্রয়োজনীয়; এ বিদ্যায় সকলেরই কম-বেশ অধিকার থাকা চাই। বাবুর্চিদিগকে তিনি যে ভাবে উপদেশ দিলেন, তাহারা সেই ভাবে মাংস সকল কাটিয়া কোর্ম্মা ও কালিয়া পাকাইবার বন্দোবস্ত করিল। গ্রাম্য বাবুর্চির পক্ষে তাহাতে একটু নূতনত্ব বোধ হইল। মাংস গুলির ছেঁচ্‌ড়া ও পর্দ্দা (ঝিল্লি) গুলি মৌলানা ভাই সাহেব খুব ভাল করিয়া সাফ্ করাইলেন। ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশীয় বাবুর্চিগণ এ বিষয়ে বড় অসাবধান ছিল। মাংসের টুক্‌রাও বেশ বড় বড়—মানান সই মতন করা হইল। আলু গুলিও সুন্দর রূপে ছিলিয়া দুই দুই টুক্‌রা করা গেল।

আমরা নৈশ-উপাসনা ও আহারাদি করিয়া একটু শয়ন করিলাম। কথা হইল, শেষ রাত্রে উঠিয়া কাবাব তৈয়ার করিতে হইবে, এবং

তশ্‌তরিতে ফিরণী ও জরদা জমাইতে হইবে। ফিরণী ও জরদা অন্দরে তৈয়ার হইতেছিল।

রাত্রি ২ ঘণ্টা থাকিতে আমরা উঠিলাম। মৌলানা ভাই সাহেব কাবাব তৈয়ার করিতে বসিলেন। কাবাবের মাংস সেই বাঁশের শিকে গাথিয়া অলস্ত কয়লার উপর উহা স্থাপন করিতে লাগিলেন। আমি, মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব, আমাদের কর্ম্মচারী মীর সাহেব ও মাদ্রাসার ২।৩ জন শিক্ষক ফিরণী ও জরদা তশ্‌তরীতে জমাইতে লাগিলাম। ওদিকে বাবুর্চিদিগকে 'পোলাও' দম দিবার জন্য প্রস্তত হইতে বলা হইল। মৌলানা ভাই সাহেব সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেন। কাবাবের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হওয়াতে, অনেকের রসনাগ্রে জল-সঞ্চার হইল। ৪ বারে ২০ শিক কাবাব সেঁকিয়া নাবান হইল। ১ ঘণ্টার মধ্যেই কাবাব প্রস্তুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এদিকে আমরাও ফিরণী এবং জরদা তশ্‌তরীতে জমাইয়া ফেলিলাম। মাংসের আখ্‌নী প্রস্তুত হইতে লাগিল। ফজরের নমাজের পরেই পোলাওএ দম দেওয়া হইবে, স্থির হইল। কাবাবের সুগন্ধেই মৌলবী ও মাষ্টার সাহেবেরা বলিলেন, এই কাবাব নিশ্চয় অতি উপাদেয় হইবে। এই দিন হইতে মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবেরও পাক শিক্ষার দিকে বেশ ঝোক পড়িল। তিনি এ বিষয়ের জন্য পুনঃ পুনঃ মৌলানা ভাই সাহেবের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

টক্‌ দধি ও আধ কচি লাউয়ের দ্বারা মৌলানা ভাই সাহেব একটা "বোরাণী" প্রস্তুত করিলেন। এরূপ মুখ রোচক অপূর্ব্ব জিনিস আমাদের পাড়াগাঁয় কেহ কখনও দেখেন নাই। উহাতে গোলমরিচ চূর্ণ দিয়া একটু ঝাল করা হইল।

ভোর হইলে আমরা নমাজ পড়িতে গমন করিলাম। নমাজ

পড়িয়া আসার পর 'পোলাও' এ দম দেওয়া হইল। দুই দেক্‌চিতে ১॥৹ দেড় মণ চাউলের পোলাও পাক হইতে লাগিল। তদ্ব্যতীত ২/ মণ চাউলের অন্নও পাক হইতেছিল। ব্যঞ্জনের মধ্যে মুরগীর কোর্ম্মা ও আলু দ্বারা কালিয়া তৈয়ার হইল। কালিয়া দুই প্রকার হইয়াছিল। গো-মাংসের ও ছাগ মাংসের। মৎস্যের ব্যঞ্জন অন্দরে পাক হইয়াছিল।

বেলা ৭ টার মধ্যে পাকের কার্য্য শেষ হইয়া গেল। আমরা নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দিগকে সকাল সকাল আসিতেই "দাওৎ" করিয়াছিলাম। বহির্ব্বাটীর প্রশস্ত আঙ্গিনায় সামিয়ানা লট্‌কাইয়া আহারের স্থান করা হইয়াছিল। কাজী সাহেবদের বাড়ীর বৃহৎ সামিয়ানাটী আনিয়াই খাটানী হইয়াছিল; উহা দৈর্ঘে ৩৬ হাত ও প্রস্থে ২৪ হাত।

বেলা ৮॥৹ টার পরেই মেহমানগণ আসিতে লাগিলেন। আমরাও বাসনাদি ধোওয়াইয়া পূর্ব্বেই প্রস্তুত রাখিয়াছিলাম; বিছানাও প্রস্তুত ছিল; মেহমানগণ আসিয়া বসিলেন। ৭০।৮০ জন একত্র হইলেই প্রথম দফা তাঁহাদিগকে আহারে বসাইয়া দেওয়া হইল। আগন্তুক মেহমান ও বোর্ডিংএর ছাত্রদিগের দ্বারা এই সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছিল। ১০॥৹ টার মধ্যে ৩ দফা খানা হইয়া গেল। এই ৩ দফায় ২৩১ জন লোক আহার করিয়াছিলেন। তৎপরে ৪৬ জন লোকের এক জমাত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ভিক্ষুকের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৭ জন। বাড়ীর লোক সহ এই দিন প্রায় ৩৫০ লোকের আহার কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। বলা আবশ্যক যে, পরিবেশনাদি কার্য্যে মৌলানা ভাই সাহেব, মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব, মাদ্রাসার শিক্ষকগণ, ভাই কাজী আজমল হোসেন সাহেব এবং গ্রামের কতিপয় 'হুশিয়ার' লোক নিযুক্ত ছিলেন।

মৌলানা ভাই সাহেবের বন্দোবস্তে অদ্যকার খানা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কাবাবের 'তা-রিফ' সকলেই মুক্তকণ্ঠে করিয়াছিলেন। গত দুই বিবাহের সময় অনেক অধিক খরচ-পত্র হইলেও, খানা ইহা অপেক্ষা বড় বেশী ভাল হইয়াছিল না। অথচ তখন শহর হইতে নামজাদা বাবুর্চি আনা হইয়াছিল। কাবাব সকলকেই একটু একটু করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। "বোরাণী" খাইয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ রুচিকর দ্রব্য ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশের প্রায় কেহ কখন খান নাই, বলিলেন। যাঁহারা শহরে গিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য খাইয়াছেন; কলিকাতার ত কথাই নাই।

খানার সময় জনাব ওয়ালেদ সাহেব উপস্থিত থাকিয়া সকলের নিকট 'মাজেরাত' চাহিতেছিলেন। সকলেই উদর পূরিয়া তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করিয়াছিলেন। ভদ্র, সাধারণ সকল শ্রেণীর লোককেই একই প্রকারের খানা দেওয়া হইয়াছিল। সে বিষয়ে কোনও রূপ ইতর বিশেষ করা হইয়াছিল না।

আমাদের আহার শেষ করিতে ১ টা বাজিয়া গিয়াছিল। আহার করিয়া অতি অল্পকাল পরেই জোহরের নমাজ পড়িতে হইয়াছিল। আহার হইয়া গেলে আঙ্গিনা বেশ পরিষ্কার করান হইল। বিছানাও পরিষ্কার করিয়া, সতরঞ্জি ও চেটাই বিছাইয়া দেওয়া হইল। বাদ আছর সংক্ষেপে ওয়াজ হইবে, ইহা তাহারই পূর্ব্বানুষ্ঠান।

নমাজ পড়িয়া সকলেই একটু বিশ্রাম করিলাম। বেলা ৩॥০ টার পর আবার লোক আসিতে লাগিল। ৪ টার সময় আছরের নমাজ পড়িয়া ওয়াজ আরম্ভ করা হইল। প্রথমে মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব খোদা ও রছুলের প্রশংসাবাদ করিয়া, আমাদের মহামান্য রুমের সুলতান এবং সম্রাট্ ৭ম এড্ওয়ার্ডের দীর্ঘ জীবন কামনা

করিলেন। তৎপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রজা-পালন ও উদার শাসনের বিষয় উল্লেখ করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন; ইহার পর ধর্ম্ম বিষয়ে জ্বলন্ত ভাবে বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন। জনাব ওয়ালেদ সাহেব কেবলা, জনাব কাজী সাহের কেবলা ও জনাব মীর সাহেব কেবলার বাচনীক হেজাজ, মিসর, শাম ও এরাকের যে অবস্থা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকলের উল্লেখ করিয়া ইস্‌লামের বর্ত্তমান গৌরবের বিষয়ও অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিলেন।

এখনও আরব, মিসর, শাম (সিরিয়া), এরাক প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যে কিরূপ দিনী চর্চ্চা, কিরূপ অতিথি-পরায়ণতা, কিরূপ জাতীয় সহানুভূতি, কিরূপ সত্যবাদিতা ও ভ্রাতৃভাব বিদ্যমান আছে, তাহা বিশদ ভাবে শ্রোতা দিগকে বুঝাইয়া দিলেন। বঙ্গীয় মুসলমানগণ পবিত্র কোরআন হাদিসের আদেশ অমান্য করিয়া, বর্ত্তমান শোচনীয় দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছে; এ কথা নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেন। এই অল্প দিনের মধ্যে খোদা-রসুলের আদেশ ও উপদেশ পালনের ফলে আমাদের এই অঞ্চলের মুসলমান দিগের অবস্থা কিরূপ ফিরিয়াছে; এবং উত্তরোত্তর এই ভাবের 'তরক্কি' হইলে ভবিষ্যতে কিরূপ সুখ-সম্পদের আশা আছে, তাহা অতি সুন্দররূপে শ্রোতাগণের হৃদয়ঙ্গম করাইলেন। মোস্‌লেম-রাজ্য সমূহের মুসলমানগণ এখনও ব্যবসায়-বাণিজ্যে কতদূর উন্নত, এবং কিরূপ পরিশ্রম ও যত্ন-চেষ্টা সহকারে উষ্ট্রযোগে ভীষণ মরুভূমির উপর দিয়া নানাবিধ পণ্য দ্রব্য সহ যাতায়াত করিয়া থাকে—পার্ব্বত্য ভূমি অতিক্রম করিয়া থাকে—অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিনাতিবাহিত করিয়াও ভীষণ স্থান সমূহে অতিক্রম করিয়া থাকে—অনেক সময় পিপাসায় মৃতকল্প হইয়া

পথ অতিক্রম করে; সময় সময় অনেকে দারুণ পিপাসায় বা ভীষণ গরমে ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবু অসম সাহসিকতা প্রভাবে ঐ সকল জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ হয় না; কোনও বিপদকেই বিপদ বলিয়া গ্রাহ্য করেনা, কোনও বাধা-বিঘ্নেই পাছে হটে না; বহু দূর দেশ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিতে ভীত বা কাতর হয় না; ভিক্ষা-বৃত্তিকে বিষম ঘৃণা করিয়া থাকে; প্রাণ থাকিতে পরের দ্বারস্থ হইতে বা পরের গলগ্রহ হইতে চায় না। অশেষ পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন করিয়া, সাধু ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। অভ্যাগত ও অতিথি দিগের সৎকার প্রাণপণে করিয়া থাকে। আমরা অলস এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি; এমনই ননীর পুতুল হইয়াছি যে, সহজেই গলিয়া যাই; এক জেলা হইতে অন্য জেলায় যাইতে হইলে মনে করি, কত দূরে—পৃথিবীর এক প্রান্তে যাইতে হইতেছে। পুরুষোচিত সাহস, দৃঢ়তা, অকুতোভয়তা প্রভৃতি আমরা হারাইয়াছি। গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া থাকিতেই ভাল বাসি। উঠান-সমুদ্র পাড়ী দিতে হইলে বিষম প্রমাদ মনে করি। আরব, মিসর ও সিরিয়াদি দেশের মুসলমান দূরে থাকুক—পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী এবং বিহার বাসী দিগের অপেক্ষাও এ সকল বিষয়ে আমরা অনেক হীন। তবু বঙ্গ দেশের মধ্যে হুগলি-হাওড়া জেলার এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলার কতিপয় স্থানের কিয়ৎ সংখ্যক মুসলমান ভ্রাতা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে দূরদেশে গমন করিয়া, বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছে। হুগলি ও হাওড়া জেলার কতক গুলি মুসলমান দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার পর্য্যন্ত গমন করিয়া, নানাপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে, তাহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। কলিকাতায়ও তাহারা

নানাবিধ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। ঢাকা জেলার "ব্যাপারী" উপাধি ধারী মুসলমান ভ্রাতৃগণ উত্তর বঙ্গ ও সমগ্র আসাম প্রদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করিতেছেন। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট এবং ত্রিপুরা জেলার অনেকগুলি লোক কলিকাতা মহানগরীতে নানাবিধ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। যশোহর জেলার অত্যল্প সংখ্যক মুসলমানও কলিকাতায় কিছু-কিঞ্চিৎ কার-বার করিয়া থাকেন। নদীয়া—শান্তিপুরের মুসলমানগণ বস্ত্র ব্যবসায়ে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারাও প্রশংসার পাত্র। অন্যান্য জেলার অত্যল্প সংখ্যক মুসলমান ধান্য, চাউল, পাট ও নানাবিধ ভূষি মালের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। এই অনুকরণে বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার মুসলমানগণ ও যদি নানাবিধ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হন, তবে তাঁহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা থাকিতে পারে না। চট্টগ্রামের বহুসংখ্যক মুসলমান রেঙ্গুণে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া বড় লোক হইয়াছেন। ঐ জেলার বহুসংখ্যক মুসলমান ব্রহ্ম দেশের নানা জেলায় চাষ-বাসের কাজ করিয়া যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি উপলক্ষে বিদেশে গিয়া না পড়িলে, অর্থা-গমের উপায় হইতে পারেনা। গৃহ-কোণে থাকিয়া কোনও জাতিই উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। বঙ্গের সাহা বা পাল ও কুণ্ডু উপাধিধারী হিন্দু বণিক্‌গণ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া কতই না উন্নত। তাঁহাদের মধ্যে ক্রোড়পতি লোক পর্য্যন্ত আছেন। ঢাকা জেলার ভাগ্যকুলের কুণ্ড রাজা ও বাবুগণ, লৌহজঙ্গের পাল বাবুগণ, বালিয়াটীর সাহা বাবুগণ ও তেঁওতার বাবুগণ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া আজ বিপুল জমিদারীর অধিকারী। ফরিদপুর-চৌদ্দ রশির বাবুগণও প্রসিদ্ধ সওদাগর বাবু নিত্যানন্দ কুণ্ড ব্যবসায়ের দ্বারা বড় জমীদার। নদীয়া-

রাণাঘাটের পাল চৌধুরি গণও ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা এক সময় বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। নদীয়া-নাটুদহ এবং কুমারখালীতে অসংখ্য ধনী ব্যবসায়ীর বাস। ঢাকা জেলার "কেলা-কোপা" ও "সোণার গাঁয়ের" অন্তর্গত "পানাম" এর সাহাগণও খুব ধনী। ব্যবসা-বাণিজ্যই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। বঙ্গদেশে এইরূপ পাল, কুণ্ড, সাহা ও রায় উপাধী ধারী অসংখ্য ধনী ব্যবসায়ী আছেন। ফরিদপুর জেলার বহু সংখ্যক হিন্দু কলিকাতার বহুবাজার প্রভৃতি স্থানে কাষ্ঠ নির্ম্মিত জিনিসের বড় বড় কারবার করিয়া থাকেন। কলিকাতার সুবর্ণ বণিকগণ খুব বড় বড় ব্যবসায়ী, তাঁহাদের মধ্যে লক্ষপতি এবং ক্রোড়পতি লোকেরও অভাব নাই। বঙ্গীয় হিন্দুগণের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী এবং কারবারী লোক আছেন; মুসলমানের সংখ্যা সেই তুলনায় সমুদ্রে বিন্দুবৎ। কলিকাতার চীৎপুর এবং উল্টাডিঙ্গিতে পাটের আড়ত দেখুন, হাটখোলায় ভূষি মালের আড়ত দেখুন, পোস্তায় তরি-তরকারী, পান, ছোলা ইত্যাদির আড়ত দেখুন, বেলেঘাটায় চাউল, চূণ, নানাবিধ তরি-তরকারী ও পেয়াজ-রশুন ইত্যাদির আড়ত; চেৎলায় ধান, চাউল ও অন্যান্য বহুবিধ জিনিসের আড়ত; মাওলা আলী দরগা, তালতলা ও মল্লিক বাজারে চাউলাদির আড়ত; হাওড়া—রামকৃষ্ণপুরে চাউল ও কাষ্ঠের বৃহৎ বৃহৎ গোলা, উল্টাডিঙ্গি-মাণিকতলা প্রভৃতি অঞ্চলে অসংখ্য তেলের কল, বড় বাজারে বিরাট কাপড়ের কারবার, ঘৃত-চিনি প্রভৃতির আড়ত; টাঁকশালের নিকট লোহা-লক্কড়, করোগেটেড্ আয়রণ প্রভৃতির বড় বড় দোকান; রাজার কাটারায় বহু প্রকার মসলাদির দোকান, চীনাবাজার ও রাধাবাজারে নানাপ্রকার ফ্যান্সি ও বিলাতী জিনিস এবং ঔষধ পত্রের দোকান; ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে বড় বড় দোকান ও হৌস; বহুবাজার,

চাঁদনী, কলেজ ষ্ট্রীট্, হ্যারিসন রোড্, জোড়াসাঁকো প্রভৃতি অঞ্চলে কাটা কাপড় এবং অন্যান্য বহুবিধ জিনিসের কারবার; চাঁদনী, মাওলা আলী, বড়বাজার ও জোড়াসাঁকোতে তাঁবা-পিতলের বড় বড় দোকান, নগরের বিভিন্ন স্থানে সেগুণাদি কাষ্ঠের আড়ত ইত্যাদি সমস্তই হিন্দুদিগের দ্বারা পরিচালিত। মুসলমান এ সকল ব্যবসায়ে 'নাই' বলিলেই চলে। আমরা কলিকাতায় গিয়া এ সকল বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ফলতঃ বঙ্গদেশের পনর আনা ব্যবসায় হিন্দু ভ্রাতাদিগের হস্তে। কলিকাতায় নাখোদা, সুর্‌তি, ময়মনী, খোজা, দিল্লীওয়াল প্রভৃতি শ্রেণীর সওদাগর এবং ব্যবসায়িগণ না থাকিলে, মুসলমানের অস্তিত্বই অনুভূত হইত না। মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, চাঁদনী বাজার, খিদিরপুর, খোংরাপটী, তুলাপটী প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি মুসলমান ব্যবসায়ী ও দোকানদার দেখিতে পাওয়া যায়। চর্ম্মের ব্যবসায় হিন্দুগণ প্রায় করেনা বলিয়া এই কাজে কিছু মুসলমান দেখা যায়। আমার শিল্প-বিভাগ ও হিন্দুদিগের একচেটিয়া। তাঁবার জিনিস, পিতল ও কাঁসার জিনিস, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার প্রভৃতি; টিনের জিনিস, কাঠের জিনিস, ছাতার কারখানা, ষ্টীল ট্রাঙ্কের কারখানা, নানাবিধ সুগন্ধি সাবান এবং সুগন্ধি এসেন্সের কারখানা, লোহার নানাবিধ জিনিসের কারখানা, ঔষধের কারখানা ইত্যাদি সমস্তই হিন্দুদিগের হস্তে আছে। অধিকাংশ দরজি দোকান আজ কাল হিন্দুগণই প্রধানতঃ করিতেছেন। অনেকে জুতার কারখানাও খুলিয়াছেন। অন্যান্য ব্যবসায়ের মধ্যে চাট্‌নীর কারবার, রুটি-বিস্কুটের কারবার, বাঙ্গালা সাবানের কারবার প্রভৃতিও হিন্দুগণ ধরিয়াছেন। মুসলমানের অল্প বিস্তর ব্যবসা বা কারবার যাহা ছিল, তাহাও ক্রমশঃ মিটিয়া যাইতেছে। তাহাদের স্থান হিন্দু ভ্রাতৃগণ

অধিকার করিতেছেন। যে দিক্ দিয়াই দেখা যায়, মুসলমানদিগের মধ্যে অবনতি ভিন্ন উন্নতি আদৌ দৃষ্ট হয় না। মুসলমানের আলস্য, অমনোযোগ, শ্রম-বিমুখতা, বিলাসিতা, মূর্খতা, অপরিণাম দর্শিতা প্রভৃতি তাহাদিগকে ক্রমশঃ বহু পশ্চাতে নিয়া ফেলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুখের সংখ্যাও হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে। আমাদের এ অঞ্চলের অবস্থাই বা কি ছিল? কয়েকজন সুদখোর মহাজন ও অসদ্ব্যবসায়ী লোক ব্যতীত, কোনও প্রকার কারবারী লোকের অস্তিত্বই ছিল না। খোদাতা-লার ফজল ও করমে এক্ষণে অল্প অল্প করিয়া অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে ঝুকিয়াছেন। এই ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিলে আর ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে এ দেশের মুসলমান-গণের অবস্থা নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবে। আমি যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিলাম, উপস্থিত সভ্য এবং শ্রোতাবৃন্দ এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আন্দোলন-আলোচনা করিলে, অনেকটা ফল লাভ হইবে বলিয়া আশা করি। হিন্দুগণ যেমন এ দেশের অধিবাসী, আমরাও তেমনই এ দেশের অধিবাসী। যে অন্ন জল ও মাছ মাংস খাইয়া তাহারা জীবন ধারণ করে, সেই সকল খাইয়া আমরাও জীবন ধারণ করি। দেশের যে জল বায়ুতে তাহারা পরিপুষ্ট, তদ্দ্বারা আমরাও পরিবর্দ্ধিত। সুতরাং হিন্দু ভ্রাতৃগণ যাহা করিতে পারে, আমরা তাহা পারিবনা কেন? যত্ন, চেষ্টা ও মনোযোগ থাকিলে সকলই হইতে পারে। চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। আমরা যত্ন চেষ্টা করিব, পরিশ্রম করিব, অলস হইয়া বসিয়া থাকিব না, সকল বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনা করিব, প্রত্যেকে মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, যে কোনও কঠিন কার্য্যও আমাদের দ্বারা অবাধে সম্পাদিত হইতে পারিবে। আমরা কোনও সম্প্রদায় হইতে পশ্চাতে

পড়িয়া থাকিব না। ছেলেদের লেখা পড়া সম্বন্ধেও আমাদিগকে ঐরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষার্থী ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়া, তাহাদিগকে ন -জীবন সম্পন্ন এবং কর্ম্মঠ করিয়া তুলিতে হইবে। হৃদয়ের বলের সহিত শারীরিক বল একত্র হইলে খোদাতা-লার ফজলে আমরা সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারিব। খোদাতা-লা আমাদিগকে কোনও শক্তিতেই 'কম জোর' রাখেন নাই। স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া ধার্ম্মিকতার সহিত কর্ম্ম-জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া আমরা যে কার্য্য করিব, খোদাতা-লা তাহাতেই 'বরকৎ' দিবেন—তাহাতেই আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারিব। আমাদের অর্থাভাব ঘুচিয়া যাইবে; আমরা নানাবিধ সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া জীবন সার্থক করিতে সক্ষম হইব। অর্থ উপার্জ্জন করিলেই যে আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হইল, তাহা নহে। সেই অর্থের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। অভাব গ্রস্তের অভাব পূরণ, দরিদ্রের সাহায্য, মাদ্রাসা-মক্তবের সাহায্য, মস্‌জেদ নির্ম্মাণ ও মস্‌জেদ সংস্কার, রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ, সেতু নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী, খাল ও কূপ খনন, ঈদ-গাহের প্রতিষ্ঠা, সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা, অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠা, ওয়ায়েজ ও ধর্ম্মোপদেষ্টা গণের সাহায্য, অনাথা বিধবা গণের সাহায্য, সর্ব্ব-শ্রেণীর আলেমগণের সাহায্য, শিল্পশালার প্রতিষ্ঠা, নৈশ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, জাতীয় গ্রন্থাদি ছাপার সাহায্য, লাইব্রেরী বা কোতবখানা স্থাপন, দরিদ্র মৃত মুসলমানের কাফন দাফনের সাহায্য, জাতীয় বিপদে সাহায্য প্রদান, বিভিন্ন প্রদেশের মজহাবী বিদ্যালয়ের সাহায্য, দরিদ্র হাজীদিগের সাহায্য, ছাত্রদিগের সাহায্য, স্কুল ও বোর্ডিং স্থাপন, পশুপালনের ব্যবস্থা ও উহার উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ,

চিকিৎসালয় স্থাপন, রোগীর সেবা-শুশ্রূষার সুব্যবস্থা, জাতীয় সংবাদ পত্রের সাহায্য, কৃষি ও শিল্প বিদ্যালয়ের সাহায্য, বিপন্ন ভ্রাতৃগণকে কর্জ্জা হাসানা দান, দরিদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষকদিগকে মূলধন দিয়া সাহায্য, কন্যাদায়গ্রস্ত লোকের সাহায্য, দরিদ্র লোকের বিবাহের সাহায্য, গৃহহীন ব্যক্তির গৃহ নির্ম্মাণে সাহায্য, জাতীয় শিক্ষা-সমিতি প্রভৃতির সাহায্য, ধর্ম্ম-সমিতির সাহায্য, রাজনৈতিক সভা-সমিতির সাহায্য, জাতীয় অন্যান্য সদনুষ্ঠানে সাহায্য, দেশের স্বাস্থ্য-বিধানে ব্যয়, সর্ব্ব শ্রেণীর ভিক্ষুককে (যাহারা দান প্রাপ্তির প্রকৃত পাত্র) দান, অতিথি সৎকারে ব্যয়, নিঃস্ব বালকগণের খৎনা কার্য্যে ব্যয়, দরিদ্র ও অসমর্থ লোকের চিকিৎসা-ব্যয়ের সাহায্য, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও বন্যা-পীড়িত লোকের সাহায্য, জাতীয় বিপজ্জনক মামেলা-মোকদ্দমায় সাহায্য, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে ইস্‌লাম-প্রচারে সাহায্য প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান, পুণ্যানুষ্ঠান ও সদনুষ্ঠান আছে, তৎ সমস্তেই যথা শক্তি সাহায্য করিয়া, অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। খোদাতা-লা যে উদ্দেশ্যে মানুষকে অর্থদান করেন, সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধন না করিলে মহাপাপী হইতে হইবে। খোদাতা-লা কেবল নিজের এবং পরিবার বর্গের আরাম ও আয়েশের জন্য কাহাকেও অর্থ দান করেন না। সর্ব্ব প্রকার সদুদ্দেশ্য সাধন জন্য—মানুষের ইমান ও বিশ্বস্ততা পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে অর্থ দান করিয়া থাকেন। তাঁহার দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত 'বান্দা' গণের সাহায্য করা এবং ধর্ম্মার্থে দান করা খোদাতা-লার আদেশ এবং হজরত রসুলো-ল্লার (দঃ) উপদেশ। যাহারা সে আদেশ ও সে উপদেশ পালন না করে, কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলাকারী বলিয়া তাহারা মহাপাপী এবং নরকের ইন্ধন।

মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব এই বিষয় গুলি বক্তৃতা-মুখে এমনই জ্বলন্ত ভাষায় বলিলেন, এবং সমাগত জনমণ্ডলীকে এমনই উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিলেন যে, সকলেই যেন উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। অনেকের উৎসাহাগ্নি এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, আঞ্জুমন ফণ্ডে নগদ টাকা-পয়সা, কাপড়, ছাতা, টুপি, পাগড়ী প্রভৃতি চতুর্দ্দিক হইতে পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে মৌলবী সাহেব অধিকতর উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা প্রদানে শ্রোতাদিগকে একেবারে উন্মত্তবৎ করিয়া ফেলিলেন। বোধ হইল সে দিন কাহারও নিকট টাকা, বা নগদ পয়সা আর কিছুই বাকি ছিলনা। উৎসাহ ও উত্তেজনার তরঙ্গ উঠিয়া গেল। এই সময় মৌলানা ভাই সাহেব আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি বক্তৃতার জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন। তিনি কোরাণ শরীফের আয়েত ও হাদীস শরীফের রওয়ায়েত আবৃত্তি করিয়া, তাহার ব্যাখ্যা করিয়া লোক দিগকে কাঁদাইতে লাগিলেন। তিনি বেহেশ্‌তের সুখভোগ, পরম করুণাময় খোদাতা-লার 'দিদার' লাভ প্রভৃতির জ্বলন্ত চিত্র একদিকে অঙ্কিত করিয়া লোকদিগকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন; অন্য দিকে দোজখের ভীষণ আজাব, খোদা-দর্শন লাভে বঞ্চিত হওয়ার অনুপম ক্লেশ ও মানসিক যন্ত্রণার বিষয় বর্ণনা করিয়া, সকলকে কাঁদাইয়া আকুল করিলেন। সভাস্থলে ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। অনেকে উন্মত্ত হইয়া ভূতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। খোদা পরস্ত ও পরহেজগার লোকের অশ্রু ধারায় দুই গণ্ড ভাসিয়া গেল। আজ সভাস্থলে যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহা বর্ণনাতীত ও কল্পনাতীত। উপযুক্ত পরিমাণ টাকা পয়সা সঙ্গে না থাকাতে, অনেকে চাঁদার কাগজে নাম স্বাক্ষর করাইতে লাগিলেন। আমরা কয়েক জন

কাগজ ও পেন্সিল লইয়া সভাস্থলে লাফাইয়া পড়িলাম। কাগজে চাঁদা-দাতাগণের নাম ঠিকানা এবং চাঁদার পরিমাণ লেখা যাইতে লাগিল। তৎপর বক্তাগণ বক্তৃতা বন্ধ করিলেন। আর কিছুক্ষণ বক্তৃতা "জারি" থাকিলে অনেক লোক অথম হইয়া পড়িত। আমরা মুসলমান ভ্রাতৃ মণ্ডলীর উৎসাহ দেখিয়া আনন্দে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িলাম। ৩ জন নামজাদা সুদখোর অগ্রসর হইয়া মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবের নিকট তওবা করিল, এবং এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, চির দিনের জন্য সুদ পরিত্যাগ করিলাম। যাহাদের নিকট টাকা পাওনা আছে, তাহাদের নিকট হইতে কেবল মাত্র আসল টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক সুদ মাফ করিয়া দিব, ইহাও প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল। সকলে এ ব্যাপারে আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিল। মৌলবী সাহেব এবং মৌলানা ভাই সাহেব বলিলেন, আজ হইতে তোমরা আমাদের প্রাণের ভাই। এত দিন তোমা-দিগকে আমরা সকলেই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম; আজ হইতে সেই ঘৃণার ভাব দূর হইল। তাহাদের নয়ন হইতেও খোদা-তা-লার প্রতি ভয়-ভক্তি জনিত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল। একজন নিঃসন্তান লোক আপ্তমনে তাহার যথা সর্ব্বস্ব দান করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তাহার একখানি বাড়ী ও ১০।১২ বিঘা চাষের জমী আছে, স্ত্রী ভিন্ন সংসারে তাহার আর কেহই নাই। আমরা অনেকে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বাহু-পাশে আবদ্ধ করিলাম। অতঃপর সুদীর্ঘ মনাজাতের সঙ্গে সভা ভঙ্গ হইল। মৌলানা ভাই সাহেবের সে মনাজাতও এমন "পোর-আছর" হইয়াছিল যে, অধিকাংশ লোক আবার কাঁদিয়া "জার জার" হইল। সভান্তে গণনা করিয়া দেখা গেল, ৩৭৲ টী টাকা, ৪৯ খানি আধুলি, ৮৪ খানি সিকি,

১৩৪ খানি দুয়ানি এবং ৩৬৷৵০ আনার পয়সা পড়িয়াছে। আর উড়ণী (চাদর) ২২ খানা, টুপি ৩৬ টা, পিরাণ ১৭ টা, কোট ১৫টা, আচকান ৯ টা, ছাতা ৫টা, গঞ্জি ১১ টা সভাক্ষেত্রে পড়িয়াছে। তদ্ব্যতীত ২টা সোণার অঙ্গুরীয়ক, ৫ খানা লাঠি, ১ টা ঘড়ি, ৫ খানা চাকু, ৪ সেট চান্দির বোতাম, ৪ জোড়া চশমা, ২২ খানি রুমাল ও পাওয়া গিয়াছিল। স্বাক্ষরীত চাঁদার পরিমাণ ছিল ২৮৮৶০ আনা। সেদিনকার সভায় লোকের নিকট আর টাকা কড়ি না থাকাতে, এবং সময় নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়াতে, প্রাপ্ত জিনিস-পত্রগুলি নীলামে বিক্রয় হইতে পারিল না। সে গুলি ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকিল।

রাত্রি প্রায় ৮৷০—৯ টা পর্য্যন্ত লোকের ভিড ছিল; এই সময় মধ্যে মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব, মৌলানা ভাই সাহেব মাদ্রাসার শিক্ষকগণ, আমাদের মুরব্বিগণ এবং অন্যান্য স্থান হইতে আগত ভদ্রলোক দিগের সহিত দূরবর্ত্তী স্থানের লোকেরা নানাপ্রকার বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা মণিরামপুর, জালালপুর, মোহাম্মদ নগর, বাড়েরা, গঙ্গাজলঘাটী, ঠাকুর পুকুর, নিম্‌তা প্রভৃতি গ্রামের মুসলমানগণ অধিকতর উৎসাহ দেখাইলেন। তাঁহারা শীঘ্রই ওয়াজের সভা আহ্বান করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

আজ সারা দিন রাত্রি আমাদের বিশ্রাম ছিল না। গত রাত্রি হইতে অদ্যকার রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-গণের ভোজন-ক্রিয়া সম্পাদনে এবং সভার আয়োজন ও উহার শেষানু-ষ্ঠানে অতিবাহিত হইল। রাত্রি ১১ টার সময় আহার করিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে শয়নাগারে প্রবেশ করিলাম।

আমার বন্দোবস্তের নবম বর্ষ।

দেখিতে দেখিতে আমার বন্দোবস্তের অষ্টম বর্ষ শেষ হইয়া নবম বর্ষ আরম্ভ হইল। এক্ষণে আমাদের নিজের সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

খোদাতা-লার ফজল ও করমে আমাদের অবস্থা এক্ষণে অনেকটা উন্নত। সমস্ত খরচ-পত্র নির্ব্বাহ হইয়া বৎসরে প্রচুর টাকা বাঁচিয়া থাকে। অষ্টম বৎসরে খরচ-খরচা বাদ সর্ব্বপ্রকারের আয় ৩৭৮৭৲ টাকা হইয়াছিল। কৃষি বিভাগের আশাতীতরূপ উন্নতি। বাগান সমূহেরও যথেষ্ট "তরক্কি" হইয়াছিল। গোয়ালার কারখানায় বেশ আয় হইতেছে। একটী চালানী কাজ যে আছে, তাহাতেও মন্দ আয় হয় নাই। তরি-তরকারি ও বাগানের ফল আদি সুযোগ মতে মহকুমায় চালান দেওয়া হয়। গরুর গাড়ীর ভাড়া, ক্ষেত্রে পানী দিবার কলের ভাড়া হইতেও বেশ দশ টাকা হয়। জনাব ওয়ালেদ সাহেব কেবলার হজ্জে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে, কতক সম্পত্তি ইজারা ও কতক পত্তনী বন্দোবস্তে লওয়া হইয়াছিল। উহার মধ্যে কতক খাস খামারের জমিও আছে। প্রায় ৩৮ বিঘা জমি খাস খামারের অন্তর্গত; অবশিষ্ট সব প্রজা বিলি আছে। এ বৎসর আরও ২ খানা লাঙ্গল বাড়ান হইয়াছে। ৫টী উৎকৃষ্ট হালের বলদ ২৭৭৲ টাকায় খরিদ করা হইয়াছে। যাতায়াতের সুবিধার জন্য ৮২৲ টাকায় একটী ভাল ঘোড়া খরিদ করিয়াছি। বাড়ীর ঘরগুলি মেরামত করা হইয়াছে। এক্ষণে জনাব ওয়ালেদ সাহেব কেবলা এবং মৌলানা ভাই সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইল যে, সর্ব্ব প্রথমে খোদার ঘর অর্থাৎ মসজেদটী বড় করা আবশ্যক। মাদ্রাসার দরুণ নমাজীর সংখ্যা অনেক বেশী

হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং ৩।৪ জমাতের কমে নমাজ পড়া যায় না—মুসল্লির স্থান হয় না। স্থির হইল যে, মস্‌জেদটী করোগেট আবরণে নির্ম্মিত হইবে। দেওয়াল পাকা করিয়া উহার মেজেও পাকা করিতে হইবে। এষ্টিমেট হইল ২০০০৲ টাকা। আমাদের নব গঠিত কোম্পানীর ইটের কারখানা হইতেই ইট লওয়া স্থির হইল।

আমাদের পুরাতন মানকচুর বাগানটী খারাপ হইয়া যাওয়াতে, ৮০৲ টাকা খরচ করিয়া উহাতে নূতন মাটী তোলা হইল। ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ সারও প্রক্ষিপ্ত হইল। ইক্ষুর বাগানেও ৩৬৲ টাকার মাটী তোলা হইয়াছিল। গত বৎসর পাটের ফসল ভাল জন্মায় নাই, কিন্তু ধান আউস ও আমন দুই প্রকারই ভাল জন্মিয়াছিল। তরিতরকারি এবং ফলের অবস্থা খুব ভালই ছিল। কেবল রবি শস্যের অবস্থা ভাল ছিল না। গবাদি পশুর কোনও প্রকার রোগ ছিল না। হাঁস এবং মুরগীর অবস্থা বেশ ভাল ছিল। এই এক বৎসরে ১৩৮॥/০ আনার ডিম ও বাচ্চা বিক্রয় হইয়াছিল। অন্দরে চিকণের কাজ অনেকটা কম চলিয়াছিল। ভগিনী দিগের বিবাহ হইয়া যাওয়াতে এবং জনাব ওয়ালেদ সাহেব কেবলা দেশে না থাকাতে, এ কাজে কেহ বড় গা লাগান নাই। তবু ১০৭৲ টাকা লাভের কাজ হইয়াছিল। একটী নূতন বাগান বাড়ীর পত্তন করা হয়, তাহাতে সুপারির চারাই বেশী রোপিত হইয়াছিল। আম, কাঁঠাল, লিচু, বাতাবী, উৎকৃষ্ট জাতীয় পেয়ারা ও উৎকৃষ্ট জাতীয় বেলের চারা পোতা হইয়াছিল। বহু উৎকৃষ্ট জাতীয় কেলার চারা আনিয়া রোপণ করা হয়। প্রথমে কেলার চারা পুঁতিয়া ৩ হাত অন্তর সুপারির চারা রোপণ করা হয়। মাঝে মাঝে মান্দারের ডালাও পুতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বাগানটীর চতুর্দ্দিকেও প্রচুর পরিমাণ মান্দারের ডালা পুতিয়া দেওয়া

হইয়াছিল; উহা প্রকৃত প্রস্তাবে বাগানের বেড়ার কার্য্য করিয়াছিল। দেশে জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব হওয়াতে, মান্দার গাছগুলি ভবিষ্যতে জ্বালানী কাষ্ঠ রূপে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে রোপণ করা হয়। এই বৃক্ষ খুব শীঘ্র ২ বাড়িয়া থাকে। জ্বালানী কাষ্ঠের পক্ষে ইহা সম্যক্ উপযোগী। পাঠক বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমি ইতঃপূর্ব্বেও একটী সুপারির বাগান সাজাইয়াছিলাম। উহার চারাগুলিও বেশ সতেজ হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

আমি প্রথম হইতেই বাগানাদির অকর্ম্মণ্য ও অব্যবহার্য্য স্থান সমূহে খেজুরের চারা রোপণ করিয়া আসিতেছিলাম। এ যাবৎ চতুর্দ্দিকে প্রায় ১০০০ এক হাজার খেজুরের চারা রোপণ করা হইয়াছিল। এ বৎসর উহাদের মধ্যে প্রায় শতাধিক গাছ কাটিবার উপযুক্ত হইল। আমি পূর্ব্ব হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর সব ডিবিজান এবং সদর এলাকায়, আর ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমা ও সদরের এলাকাস্থিত নবাবগঞ্জ থানার এলাকার লোকেরা প্রধানতঃ খেজুর গাছ কাটিয়া রস বাহির করিতে ও গুড় প্রস্তুত করিতে বিশেষ সুদক্ষ ও সিদ্ধ হস্ত। যদিও যশোহর এবং নদীয়া জেলায় খেজুর গাছের বাগান অনেক অধিক, এবং গুড় ও চিনির কারবার ও যথেষ্ট; কিন্তু এই দুই জেলার শিউলী বা গাছিগণ তেমন সুদক্ষ নহে। আমি আমাদের কর্ম্মচারী মীর সাহেবকে ফরিদপুর জেলায় পাঠাইয়া দিলাম। তাহাকে একজন উপযুক্ত সুদক্ষ এবং কর্ম্মঠ গাছি জোগাড় করিয়া আনিতে বলা হইল। মীর সাহেব ৯ দিন পরে আকরম আলী নামক একজন ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্ক শিউলী লইয়া আসিলেন। কার্ত্তিক মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ৫ মাসে ৫৫৲ টাকা বেতন এবং খোরাকী দিতে হইবে; তদ্ব্যতীত এক জোড়া

কাপড় এবং অর্দ্ধ মণ গুড় দিতে হইবে, এই বন্দোবস্তে আনা হইল। সেখান হইতে ৪ খানা গাছ কাটা দা বা ছেনীও মীর সাহেব আনিয়াছিলেন। তথাকার খেজুর গাছ কাটা দা ও অতি উৎকৃষ্ট। শিউলীকে ১০৲ টাকা অগ্রিম দিয়া আনা হয়। আমাদের দেশীয় একজন লোক তাহার সহকারী নিযুক্ত করা হইল। ইহার ৫ মাসের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল ৩০৲ টাকা। চারা গাছ বলিয়া পত্র (ডাগুয়া বা ডোগা) ও কণ্টকাদি বেশী থাকাতে, গাছ পরিষ্কার করিতে সময় অনেক বেশী লাগিল। এ কাজে আসমত ভাই এবং শরাফত ও অবসর মতে তাহাদের কতক সাহায্য করিল।

আমাদের বহির্ব্বাটীর পুষ্করিণীতে ২।৩টা বোয়াল মাছ বড় হইয়া পোণা মাছ গুলির নিপাত সাধন করিতেছিল। অনেক কষ্টে সে গুলিকে ধরিয়া নিষ্কণ্টক হওয়া গেল।

আমি কলিকাতার বৈঠকখানার হাট হইতে ২।৩ বারে উৎকৃষ্ট জাতীয় কয়েকটী মোরগ-মুরগী আনিয়াছিলাম; তাহাদের বংশ ক্রমশঃ অনেক বাড়িয়াছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামের বহু শৌকীন লোকে এই সকল মুরগীর বাচ্চা খরিদ করিয়া নিত। ক্রমে আমাদের দেশের অনেক স্থলেই ঐ সকল উৎকৃষ্ট জাতীয় মোরগ-মুরগীর বংশ বিস্তার হইল। জাপানী এবং শিঙ্গাপুরী মোরগ মুর্গীও আমার কয়েকটা ছিল। সে গুলির মর্য্যাদা পাড়াগাঁয়ের লোকে বুঝিত না। সুতরাং সে গুলির উচিত মূল্যও হইত না। এ গুলির বাচ্চা রক্ষা করিতে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইত।

গরুর গাড়ী ক্রমশঃ ৩ খানি পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে একখানি প্রধানতঃ নিজেদের যাতায়াতের জন্যই ব্যবহৃত হইত। গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে আর একখানি নুতন গো-শালা নির্ম্মাণ করিতে

হইয়াছিল। পশ্চিমা গাভী দিগের যত্ন যথারীতি করা হইত। আমি নিজে প্রায়ই উহাদের তত্ত্বাবধান করিতাম।

মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব এ যাবৎ আমাদের এথানেই আছেন। কয় দিন খুব আনন্দেই কাটিয়া গেল। হজ্জ্-প্রত্যাগত মুরব্বি সাহেব দিগের সহিত অনেক সময় বসিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। দেশের উন্নতি কর, জাতীয় উন্নতি জনক নানা কথার চর্চ্চা ও পরামর্শ হইত। অনেক সময়ই পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ভদ্র লোকেরা সমবেত হইয়া নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের আন্দোলন এবং আলোচনা করিতেন। কে কি ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন, কে কিসের বাগানাদি প্রস্তুত করিবেন, কে সন্তানাদির পড়া শুনার কিরূপ বন্দোবস্ত করিবেন, কোন্ পথ অবলম্বনে কিরূপ অর্থাগমের উপায় করিবেন—ইত্যাদি নানাপ্রকার যুক্তি পরামশ চাহিতেন। জনাব কাজী সাহেব, জনাব ওয়ালেদ সাহেব, জনাব মৌলবী সাহেব, জনাব মৌলানা ভাই সাহেব প্রভৃতি সাহেবান তাঁহাদিগকে যথোচিত সুপরামর্শ প্রদান করিতেন। ধর্ম্মকথা, জাতীয় উন্নতি-প্রসঙ্গ, একতা ও এক প্রাণতা স্থাপিত হওয়ার উপায়, দরিদ্রতা ও মূর্খতা দূর হইবার পন্থা নির্দ্দেশ ইত্যাদি সম্বন্ধেই প্রধানতঃ আন্দোলন-আলোচনা হইত। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার উপর সকলেরই ঐকান্তিক নির্ভর ছিল। ইস্লামের গৌরব রক্ষায় সকলেই বদ্ধ-পরিকর। ধর্ম্ম-বহির্ভূত কার্য্য করিতে সকলেই ভীত এবং কুণ্ঠিত। কৃষি কোম্পানী সম্বন্ধে সকলেই আলোচনা করিয়া থাকেন। কৃষির উন্নতি, বাগ-বাগিচায় উন্নতি, গবাদি পশুর উন্নতি, ছাগ পালন, মেষ পালন, মোরগ-মুর্গী ও হংসাদি পালন, মৎস্য পালন ইত্যাদি সকল বিষয়েই সকলের আগ্রহ এবং মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে।

আসাম হইতে শাল কাষ্ঠের আমদানী করিয়া কেহ কেহ বেশ লাভবান্ হইতেছে। উত্তর বঙ্গের হিলি ও অন্যান্য স্থান হইতে ধান্যের আমদানী করিয়া অনেকে বেশ লাভ করিতেছে। এ বৎসর আমাদের দেশের কতিপয় লোক হরিহরচ্ছত্রের মেলায় গমন করিয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট গরু এবং কয়েকটী ঘোড়া ক্রয় করিয়া আনিয়াছে। কেহ কেহ উহা বিক্রয় করিয়া বেশ লাভবান্ হইয়াছে। প্রায় দেড় মাসে তাহারা ঐ সকল পশুর চালান লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কেহ কেহ গরু এবং ঘোড়া নিজেরা পালন করিতে আনিয়াছিল। আমাদের দেশে অধুনা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী এবং বলদ দৃষ্ট হইতেছে। আবার কয়েক জন লোক দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ "নেক মদ্দন" এর মেলা হইতে কতিপয় উৎকৃষ্ট গাভী এবং কয়েকটী অশ্ব ক্রয় করিয়া আনিয়াছে। এ সকল বিষয়ে লোকের উৎসাহ দেখিয়া আমরা খুবই আশ্বস্ত হইয়াছি। গো-জাতির উন্নতি হইলে কৃষি কার্য্যেরও উন্নতি হইবে। গো-জাতির অবনতি নিবন্ধন বঙ্গ দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই কৃষি কার্য্যের অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। জীর্ণ-শীর্ণ, রোগা-ঘোড়া গাভীর উদরে ও ঐরূপ ষাঁড়ের ঔরসে ভাল গরু কিরূপে জন্মিবে? দুর্ব্বল ও নিস্তেজ পিতা মাতার সন্তান আরও দুর্ব্বল হইয়া থাকে; ইহা প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। অশিক্ষিত কৃষকগণও যে গো-জাতির উন্নতির জন্য যত্নবান্ হইয়াছে, ইহা নিশ্চয়ই আশার কথা। আগামী বর্ষে আমিও হরিহরচ্ছত্রের মেলা হইতে কতিপয় উৎকৃষ্ট গাভী এবং একটী উৎকৃষ্ট ষাঁড় আনিব বলিয়া মনস্থ করিলাম।

আমাদের দেশের গরীব ও অনাথা কৃষক রমণী দিগের পূর্ব্বে বড়ই কষ্ট ছিল। অনেকে বাধ্য হইয়া ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল।

অনেকে পেটের দায়ে হিন্দুদের বাড়ীতে গিয়া অতি নীচ শ্রেণীর চাকুরী করিত। গো-শালা পরিষ্কার করা, জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করা, ছেলে মেয়ের মল মূত্র পরিষ্কার করা, গরু চরান ইত্যাদি মেথর ডোমের কাজ পর্য্যন্ত তাহারা করিতে বাধ্য হইত; এক্ষণে তাহাদিগকে আর সে সব ঘৃণিত কাজ করিতে হয় না। আঞ্জমনের বিশেষ উদ্যোগে মুসলমান রমণিগণ ঐ সকল ঘৃণিত কাজ পরিত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে গ্রামের চাউল ব্যবসায়িগণ ধান্য ক্রয় করিয়া ঐ সকল দরিদ্রা ও অনাথা কৃষক রমণীর দ্বারা চাউল প্রস্তুত করাইয়া লইতেছেন। অনেকে নিজের বাড়ীতেই বিরাট ঢেঁকিশালা স্থাপন করিয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে চাউল প্রস্তুত করাইতেছেন। অনেক স্থলে দরিদ্রা রমণিগণ নিজের ঘরে ধান লইয়া গিয়া, চাউল প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। ইহার মজুরীতে তাহাদের বেশ পোষাইয়া যাইতেছে। এখন আর কোনও অনাথা কৃষক রমণীই অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে না। তাহাদের দিন ও সময় একেবারে ফিরিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে হিন্দু সুদখোর মহাজন, হিন্দু জমীদারের আমলা, হিন্দু তালুকদার ও গাঁতিদার, হিন্দু চাকুরী জীবি ও ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা, মুসলমান দিগের বাড়ীতে আসিয়া নানা কৌশলে উৎকৃষ্ট চাউল, গুড়, ভাল ফল ও তরি-তরকারী, মশুর-মুগ প্রভৃতি রবি শস্য চাহিয়া লইতেন। ওহে শেখের পো, ওহে মোড়লের বেটা, ওহে মোল্লা চাচা, অমুক জিনিস কি একা একাই খাইবে? আমরা কি কেউ নই? ইত্যাকার মিষ্ট কথায় আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেন। সাদা-সিদে মুসলমান কৃষকগণ আপনাদের মহাজন বা মনিব বলিয়া, জমীদারের কর্ম্মচারী বলিয়া, আদালতের চাকুরে বলিয়া, ব্রাহ্মণ ঠাকুর বা মুদী পসারী বলিয়া ক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট চাউল,

উৎকৃষ্ট ডাল, ফল, তরি-তরকারী, পুকুরের মাছ, খেজুর বা আখের উৎকৃষ্ট গুড়, দুগ্ধ প্রভৃতি তাহাদিগকে উপঢৌকন বা নজর স্বরূপ দিত। দুই এক জনকে দিয়া রক্ষা পাইত না, অনেককেই দিতে এবং অনেকেরই মন যোগাইতে বাধ্য হইত। ইহাতে বৎসরে তাহারা কম ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। ভয়ে, চক্ষু-লজ্জায়, শরম-সঙ্কোচে, 'খাতের-মরুওতে' তাহারা ঐ সকল দিতে বাধ্য হইত। গ্রামের নাপিত, ধোবা প্রভৃতি সকলেই এক হাত মারিত। এরূপ দেওয়ার একটা বাঁধা নিয়মই যেন হইয়া পড়িয়াছিল। না দিলে অনেকেরই বিরাগ-ভাজন হইতে হইত; কাবু পাইলে অনেকেই সাদা-সিদে কৃষককে বিপন্ন করিতে ছাড়িতেন না। বিশেষতঃ সুদখোর মহাজন এবং জমীদারের কর্ম্মচারীদিগের মন না যোগাইলে ত রক্ষাই ছিল না। আঞ্জমনের কল্যাণে সে সব দেওয়া-থোওয়া এখন আর নাই। ইহাতে সুচতুর হিন্দু দিগের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। পক্ষান্তরে মুসলমান কৃষকগণ অনেক ক্ষতির হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে।

যে সকল গ্রামের মুসলমানদিগের মধ্যে কালেমা, নামাজ, রোজা, জাকাৎ প্রভৃতির নাম গন্ধও প্রায় কেহ জানিত না; আঞ্জমনের চেষ্টায় ও মৌলানা মৌলবী সাহেবদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, ওয়ায়েজ এবং বক্তাদিগের হৃদয়োন্মাদিনী বক্তৃতা ও ওয়াজ, সেই সকল গ্রামের নর-নারী—এমন কি বালক বালিকাগণও আজ কাল নমাজী। পবিত্র রমজান শরীফে অনেকের বাড়ীতেই আর উনুন জ্বলে না। অর্থশালী লোকেরা প্রায় সকলেই 'জাকাৎ' দিয়া থাকেন। প্রত্যেক গ্রামে রোজার 'ফেৎরা' অনেক টাকা আদায় হয়। উহার কিয়দংশ আঞ্জমন-ফণ্ডে, আর কিয়দংশ নিরুপায় দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে। আঞ্জমনও এই সকল টাকা 'দিনী' কার্য্যে এবং 'দিনী

এলেম' শিক্ষায় ব্যয় করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা বা ইংরেজী শিক্ষায় জাকাৎ বা ফেৎরার টাকা দেওয়া হয় না। ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষার ব্যয় সাধারণ চাঁদা-ফণ্ড এবং সংগৃহীত শস্য বিক্রয়ের টাকা প্রভৃতি হইতে দেওয়া হয়। কোরবাণীর পশ্বাদির চামড়া ও অধিকাংশ আঞ্জমন-ফণ্ডে জমা হইয়া থাকে।

এ বৎসর আমাদের আঞ্জমনের প্রধান দুইটি কাজ—কৃষি কোম্পানি গঠন ও হাই-স্কুল স্থাপন। তদ্ব্যতীত আঞ্জমনের এলাকাধীন গ্রাম সমূহে মক্তব-পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করারও 'নেহায়েত' 'দরকার' হইয়াছিল। অনেক আন্দোলন-আলোচনার পর স্থির হইল, আঞ্জমনের এলাকা-ভুক্ত গ্রাম সমূহের প্রত্যেক গ্রামে আঞ্জমনের পক্ষ হইতে এক একটী সভা আহ্বান করিয়া, মাসিক চাঁদা স্বাক্ষর, এক কালীন দান গ্রহণ এবং কোম্পানির সেয়ার সংগ্রহ করিতে হইবে। ভাই মোখ্‌তার সাহেবের উপর কোম্পানি গঠন ও জমি গ্রহণের সমস্ত ভার অর্পণ করা হইল। তিনি আর ৭।৮ জন সহকারী লইয়া এই কাজে লাগিয়া গেলেন। অনেক বাদানুবাদের পর কোম্পানির মূলধন ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকাই স্থির হইল। কোম্পানী দস্তুর মতন রেজিষ্ট্রী হইবে, এবং লিমিটেড্ কোম্পানী বলিয়া গণ্য হইবে, ইহাও পাকা পাকি রূপে স্থির হইয়া গেল। অতঃপর স্কুল ও মাদ্রাসা স্বতন্ত্র করিবার প্রস্তাব এবং উহার খরচ-পত্রের জন্য এষ্টিমেট হইল। হাই-স্কুল কাজী সাহেবদের সেই বৃহৎ দীর্ঘিকার তটে স্থাপিত হইবে এবং মাদ্রাসা পূর্ব্ববৎ আমাদের বাটীতে (পূর্ব্বস্থানে) থাকিবে বলিয়া সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে স্থিরীকৃত হইল।

অনতিবিলম্বে চতুর্দ্দিকে ঘোষণা প্রচারিত হইল যে, আঞ্জমনের অধীনস্থ প্রত্যেক গ্রামে এক একটী সভা আহূত হইবে। আঞ্জমনাধীন

গ্রাম সমূহে যে কয় জন ওয়ায়েজ ও বক্তা ছিলেন, সকলকেই এই কাজে খাটিবার জন্য বাধ্য করা হইল। সর্ব্ব প্রথমে আমাদের আঞ্জমনের এলাকার শেষ প্রান্তস্থিত 'ঘুগুড়া গাছি' গ্রামে একটী সভা হইল। সভায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। এই সভায় মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব-প্রমুখ ৩।৪ জন বক্তা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই গ্রামে মাসিক ২১৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরীত এবং ১২৭৷৷/০ নগদ আদায় হইল; কোম্পানীর সেয়ার হইল ৭টী। অতঃপর এক মাসের মধ্যে ১৭।১৮ খানি গ্রামে সভা হইল। এই সকল সভার মধ্যে ৫টীতে মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব, ও ৩ টীতে মৌলানা ভাই সাহেব এবং ৩ টীতে তাঁহারা উভয়ে একত্রে যোগদান করিয়াছিলেন। অবশ্য ১৪।১৫ জন বক্তা ও ওয়ায়েজ তাঁহাদের সাহায্যকারী রূপে কাজ করিয়াছিলেন। ১৩টী সভায় ১৯৮৷৴০ আনা মাসিক চাঁদা স্বাক্ষরীত হইল; এবং এক কালীন দান পাওয়া গেল ১৭৬৩৷৴৴১০ আনা। কোম্পানীর সেয়ার সংগ্রহ হইল ৯৩টী। ইহার মধ্যে ২টী গ্রামে ২টী জুনিয়র মাদ্রাসা, ৬টী গ্রামে ৬টী পাঠশালা এবং ১১ খানি গ্রামে ১১টী মক্তব এবং মোটের উপর ৭টী বালিকা বিদ্যালয় ও ৫টী নাইট্ স্কুল (নৈশ-বিদ্যালয়) খোলার ব্যবস্থা হইল। এক মাসের কার্য্য-ফল দেখিয়া সকলের হৃদয়েই বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছিল।

আমাদের হাই স্কুল ও বোর্ডিং গৃহাদি নির্ম্মাণের এষ্টিমেট হইল ৯৫০০৲ টাকা; এবং মাদ্রাসার জন্য নূতন গৃহ ও নূতন বোর্ডিং ইত্যাদি নির্ম্মাণ-জন্য খরচ ধরা হইল ৪৮০০৲ টাকা। মাসিক চাঁদা মাদ্রাসা ও স্কুলের জন্য ৪০০৲ টাকার আবশ্যক হইবে বলিয়া অনুমান করা হইল। জনাব কাজী সাহেব কেবলা স্কুলের জন্য দীঘির তট হইতে তন্নিকটস্থ জমি শুদ্ধ ৫ বিঘা জমি দান করিলেন। উহাতে

৫০০৲ টাকার মাটী তুলিতে হইবে বলিয়া অনুমান করা হইল। তাহা হইলে স্কুলের সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র বাগান, একখানি খেলার মাঠও হইতে পারিবে, ইহা বুঝিতে পারা গেল। স্কুল ঘর বৃহৎ ২ খানি; বোর্ডিং গৃহ ৩ খানি, বোর্ডিং এর পাকের ঘর ৩ খানি, পাকা ও করোগেটেড্ আয়রণ সংযুক্ত পায়খানা ৪টী, লাইব্রেরী গৃহ ১ খানি, মাষ্টার ও পণ্ডিত দিগের থাকিবার গৃহ ২ খানি নির্ম্মাণ করা হইবে বলিয়া আপাততঃ সিদ্ধান্ত হইল। সমস্ত গৃহই করোগেটেড্ আয়রণের নির্ম্মিত হইবে বলিয়া এষ্টিমেট করা হইল। ইষ্টক কোম্পানী প্রতি হাজারে মাত্র ২৲ টাকা হিসাবে লাভ লইয়া ইট যোগাইতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। কাষ্ঠ ব্যবসায়িগণ শতকরা মাত্র ১০৲ টাকা লাভে সমস্ত কাঠ দিতে স্বীকৃত হইলেন। করোগেটেড্ আয়রণ ও অনেকটা সুবিধায় পাইবার যোগাড় হইল। মাটী কাটা মজুরগণও অপেক্ষাকৃত কম খরচে মাটী কাটিয়া দিতে রাজি হইল। মোটের উপর সকল দিক্ দিয়াই সুবিধা হইবার যোগাড় হইল। দীঘির উত্তর তট হইতে উত্তর দিক লইয়া স্কুলের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

আমাদের বাড়ীতে মাদ্রাসা-স্কুল ও বোর্ডিং এর জন্য যে গৃহাদি ছিল, তদ্ব্যতীত মাদ্রাসার জন্য আর এক খানি গৃহ, মৌলবী সাহেব দিগের থাকিবার জন্য ১ খানি গৃহ, বোর্ডিং এর জন্য আর ১ খানি গৃহ এবং বোর্ডিং এর পাকের জন্য বড় রকমের ১ খানি গৃহ ও দুইটী পায়খানা নির্ম্মাণের আবশ্যকতা অনুভূত হইল। আমরা মোটের উপর পৌণে দুই বিঘার বেশী স্থান দিতে পারিলাম না। তাহাতেও মাঠের কিয়দংশ ভরাট করিবার দরকার হইবে।

ভাই মোখ্তার সাহেব কোম্পানী রেজিষ্ট্রী করিলেন। কোম্পানীর ডাইরেক্টর হইলেন ৮ জন, আর মোখ্তার সাহেব হইলেন

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। মহকুমার দোকানাদির ভার সম্পূর্ণ রূপে ভাই কাজী আজমল হোসেন সাহেবের হস্তে প্রদান করিয়া, তিনি নিজে অনেক পরিমাণে অবসর হইলেন। সেয়ারের টাকা নিয়ম মত আদায় করা যাইতে লাগিল; ওদিকে জমিদারের নিকট গিয়াও সেই ৭০০০ বিঘার লাটটী মৌরুসী স্বত্বে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইল। তিনি সালামী ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা গ্রহণ করিলেন। খাজানা স্থির হইল বিঘা প্রতি ৸০ আনা করিয়া। এই সকল কাজে মোখ্‌তার সাহেবও অন্যান্য কর্ম্ম কর্ত্তা দিগকে প্রায় ৫।৬ মাস কাল আমাদের নিজ জেলার সদরে, আবাদের মালিক জমিদারের বাড়ীতে, খুলনা জেলারও সেই আবাদে ছুটাছুটী করিতে হইয়াছিল। বাবু ইন্দু ভূষণ মুখোপাধ্যায় বি, এল উকীল মহাশয় কোম্পানীর পক্ষে উকীল নিযুক্ত হইলেন। আমাদের জেলা কোর্টের উকীল মৌলবী * * * সাহেবকে কোম্পানীর অডিটর মনোনীত করা হইল। ৪ মাসের মধ্যে কোম্পানীর ৩০০ সেয়ারের অর্দ্ধেক ১৫০০০৲ টাকা আদায় হইয়া কার্য্য চলিতে লাগিল। পরবর্ত্তী ২ মাসে আরও ৯০০০৲ টাকা আদায় হইল। এইবার আমরা আবাদ দেখিতে গমন করিলাম। জঙ্গল কাটিবার জন্য ৮৪ জন লোক নিযুক্ত হইল। আমরা খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমা হইতে নৌকাযোগে আবাদে গমন করিয়াছিলাম। ২ খানি বড় নৌকা ভাড়া করিয়া, আমরা ২২ জন লোক তথায় গমন করি। আবাদের প্রায় ১৫০০ বিঘা জমির জঙ্গল পূর্ব্ব হইতেই পরিষ্কার ছিল। আমাদের সঙ্গে ৪ জন সুদক্ষ শিকারীও খুলনা জেলা হইতে গিয়াছিল। আমরা ২২ দিন আবাদে ছিলাম; ইহার মধ্যে ২টা বাঘ, ৪ টা কুমীর এবং ৭টা হরিণ শীকার করা হয়। এই আবাদের জঙ্গলে ব্যাঘ্র খুব কমই ছিল। ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার

জন্য সুন্দরবন বাসী এক শ্রেণীর ফকীরের সাহায্য লইতে হয়। আমরা ঐরূপ ২ জন ফকীরের সাহায্য লইয়া ছিলাম। তাহাদের মধ্যে যে কিছু শক্তি না আছে, একথা আমরা বলিতে পারি না। তাহাদের নির্দ্দেশিত স্থানের মধ্যে ব্যাঘ্রের উপদ্রব দেখা যায় নাই। খোদা মানুষকে অনেক শক্তিই দিয়াছেন। সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে জানিলে, দুর্দ্দান্ত হিংস্র পশুদিগকেও সহজে বশীভূত করা যাইতে পারে। আমাদের নিয়োজিত ফকীর ২ জন বেদাতী ছিল না।

আমরা আবাদে, শীকার করা হরিণের মাংস খুব তৃপ্তি সহকারে খাইয়াছিলাম। সুন্দরবনে মৎস্যের অভাব নাই। আমাদের আবাদের ভিতরও ছোট ছোট অনেক খাল-নালা আছে, তাহাতে অসংখ্য মৎস্য। আবাদের নিকটস্থ নদীতে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ধরা পড়ে। বড় বড় ভেট্‌কী মৎস্য, গল্লা চিংড়ি, বৃহৎ বৃহৎ ট্যাংরা মৎস্য, চান্দা মৎস্য, কুজো ভেট্‌কী, খরশুল মৎস্য, বেলে মৎস্য, বাগ্দা চিংড়ি প্রভৃতি কে কত খাইবে। শোল, শাল, কৈ, মাগুর ইত্যাদি মৎস্যও খাল-নালায় প্রচুর। লোক জনের থাকার জন্য যে সকল অস্থায়ী চালা গোলপাতার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারই ২।৩ টায় আমরা বাস করিয়াছিলাম। নৌকাও সঙ্গে রাখিয়াছিলাম। বিস্তর পাখীও শীকার করা হইয়াছিল। সুলভ মূল্যে অনেক খাঁটি মধুও সুন্দরবন হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কাঠের ব্যাপারিরা আসিয়া আমাদের আবাদ হইতে কাঠ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আমরা ২২ দিন আবাদে থাকিয়া শীকারাদি খুব করিলাম। জমির উর্ব্বরতা দেখিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। জঙ্গল কাটিবার জন্য ঐ অঞ্চল হইতেই অধিকাংশ লোক সংগ্রহ করা হইল। আমাদের দেশ হইতে মাত্র ২৬ জন লোক লইয়া যাওয়া হয়। প্রথমতঃ তাহাদের জ্বর ও পেটের অসুখ হইয়াছিল,

তাহাতে ৪ জন লোক দেশে চলিয়া আইসে। কিছুদিন বাস করিবার পর তথাকার আব-হাওয়া আমাদের দেশীয় লোকদিগের অনেকটা সহ্য হইয়া গিয়াছিল।

স্থানে স্থানে ভেড়ী বা বাঁধ বাঁধান হইতে লাগিল। মোখতার সাহেবের প্রতিনিধি রূপে খোন্দকার দলিলর রহমান সাহেব সেখানে অবস্থান করিয়া কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। কতক গরু ও মহিষ ক্রয় করিয়া তথায় রাখা হইল। আশা করা গেল, এ বৎসরই ১০০০—১২০০ শত বিঘা জমিতে ধানের চাষ হইতে পারিবে। ৪৮ খানা লাঙ্গল দেশ হইতে তৈয়ার করিয়া আনা হইল। বহু সংখ্যক গোশালা ও মহিষ থাকিবার গৃহ নির্ম্মিত হইল। কাঠের ত অভাবই নাই, গোল পাতাও খুব শস্তা, সুতরাং অল্প খরচেই গৃহাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল। পানির অসুবিধাটাই বড় মারাত্মক। ২ খানি ক্ষুদ্র নৌকা কেবল মিঠা পানি আনিবার জন্যই নিয়োজিত থাকিত। ৩।৪ মাইল দূর হইতে মট্‌কী বোঝাই করিয়া মিঠা পানি আনা হইত। একটী সামান্য পুষ্করিণী কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল, স্নান ও গবাদি পশুর পান, হাঁড়ি বাসন ধোওয়া ইত্যাদি বাজে কাজ তাহাতেই সম্পন্ন হইত। প্রত্যহ প্রায় ১৫।১৬ মট্‌কী বা জালা পানী শুধু পান ও পাক করিতেই লাগিত। সকলে আশা করিলেন, এ বৎসর পুষ্করিণী খনন করিলে, আগামী বর্ষে—বর্ষান্তে তাহার পানী কতকটা ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে। আমরা নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি আবাদও দেখিলাম। সেই সকল আবাদের কৃষি-প্রণালী, পশু পালন, পুষ্করিণী খনন, ভেড়ী বাঁধা, ইত্যাদি সকল বিষয় বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখা হইল। খোন্দকার সাহেব ঐ সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। আমাদের সঙ্গীয়দের মধ্যে ৩ জন ভবিষ্যতে এই আবাদের এক এক

করিয়াছেন। ২০।২৫ জন ছাত্র থাকার উপযুক্ত ২ খানি টীনের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। মহকুমায় ৭ জন মুসলমান মোখ্‌তার, ১ জন উকীল, ১ জন সবরেজিষ্ট্রার, ১ জন ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার, ২ জন পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টর, ২ জন হেড্‌ কনষ্টেবল, ১১ জন কনষ্টেবল, ৭ জন আদালতের পিয়ন (পেয়াদা), ১ জন স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টর, একজন কম্পোয়ারিং ক্লার্ক, ৭।৮ জন আমলা (মোহরের, নকল নবীস প্রভৃতি), ১ জন মুন্সেফীর পেস্কার, ১ জন নায়েব নাজীর, ১ জন টাইপ রাইটার, ১ জন স্কুল মাষ্টার, ১ জন স্কুলের মৌলবী, ১জন রাইটার কনষ্টেবল, ৩ জন দফ্‌তরী, ৩ জন আর্দ্দালী, একজন মিউনিসিপ্যালিটীর বিল কালেক্টর, ৩৭ জন ছোট বড় দোকানদার, ৫ জন সবরেজিষ্ট্রী আফিসের মোখ্‌তার, ১ জন সব ওভারসিয়ার, ২ জন কণ্ট্রাক্টর, ৭ জন আড়ত দার, ২২ জন ফড়ে, ৫ জন উকীল ও মোক্তারের মোহরের—ইঁহারা সকলেই আঞ্জমনের অফিসার এবং মেম্বর। যে সকল লোক মহকুমায় মোকদ্দমা করিতে আইসে, তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা আদায় করা হয়। মস্‌জেদের এমাম সাহেব ও মামেলাকারী নমাজী মুসল্লিদিগের নিকট যথাসাধ্য চাঁদা আদায় করেন। মহকুমার উপর ২৩ ঘর সাধারণ মুসলমানের বাস আছে, তাহাদের নিকট হইতে মুষ্টি চাউল আদায় করা হয়। সপ্তাহে ৸০/ ত্রিশ সের এবং মাসে প্রায় ৩/ মণ চাউল আদায় হইয়া থাকে। মোটের উপর মাসে প্রায় ৫০৲—৬০৲ টাকা চাঁদা এবং সাহায্য আদায় হয়। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার সাহেব বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রী কারীদের নিকট হইতে কিছু কিছু সাহায্য আদায় করেন। স্কুলের মুসলমান ছাত্রগণ নিজেদের মধ্য হইতে চাঁদা তুলিয়া মাসে ৩৲—৪৲ টী টাকা দিয়া থাকে।

আঞ্জমন প্রতিষ্ঠার ৬ মাস পরে মহকুমার উপর একটী মক্তব

খোলা হইল। মহকুমার উপর মুসলমান ছেলেদের 'দিনী এলেম'—এমন কি, কোরআন শরীফ পড়িবারও কোন বন্দোবস্ত ছিল না। বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত দক্ষিণ শাহ্‌বাজপুর (ভোলা মহকুমা) এলাকার মৌলবী কারী খলিল আহ্‌মদ সাহেবকে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে মক্তবের শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর স্থানীয় শেখ আসাদ আলী নামক একটী বাঙ্গালা জানা যুবক ৭৲ বে'নে বাঙ্গালা শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রায় ১৫০৲ টাকা ব্যয়ে মক্তবের গৃহ খানি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ৪০।৪৫ জন ছাত্র মক্তবে জুটিয়াছে। ভবিষ্যতে ছাত্র সংখ্যা আরও বিস্তর বাড়িবার আশা আছে। মহকুমার পার্শ্ববর্ত্তী ৩।৪ গ্রামের ছাত্রও মক্তবে পড়িতে আইসে। মক্তবের মৌলবী সাহেব কিছু২ ওয়াজ-নসিহত করেন, এবং মৌলুদ শরীফ পড়েন, তাহাতেও মাসে তাঁহার ৫৲—৬৲ টাকা আয় হইয়া থাকে। স্কুলের মৌলবী সাহেব প্রথমে ওয়াজ-নসিহত করিতেন না; আজ কাল তিনিও ওয়াজ-নসিহত করা আরম্ভ করিয়াছেন। ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার মৌলবী সাহেবও অবসর মতে পূর্ণোৎসাহে ওয়াজ-নসিহত করেন। বিবাহ রেজিষ্ট্রী করিতে বা বিবাহ পড়াইতে গেলে তিনি সেই মজলেসে ও লোকদিগকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহার উপদেশে মহকুমার আশে-পাশে বেদআ-ত কার্য্যের মাত্রা খুব কমিয়াছে। স্কুলের মৌলবী সাহেবই মোস্‌লেম বোর্ডিংএর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। মহকুমার স্কুলে পূর্ব্বে ছাত্র সংখ্যা খুব কম ছিল; আজ কাল বেশ বাড়িয়াছে। মহকুমার হাই স্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যা আন্দাজ ৩৫০; তন্মধ্যে একণে প্রায় ১২৫।২৬ জন ছাত্র মুসলমান। মহকুমার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে বহু ছাত্রের জায়গীর আছে। মহকুমার উপরও প্রায় ২০।২৫টী ছাত্রের জায়গীর। বোর্ডিং

এ স্থান হয় না বলিয়া ২।৩ খানি ঘর ভাড়া করিয়া ১৭।১৮টী ছাত্র তাহাতে বাস করে। ক্রমশঃ মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা যে অনেক বৃদ্ধি হইবে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। ক্রমেই মুসলমানদিগের উৎসাহাগ্নি প্রবল আকার ধারণ করিতেছে।

মহকুমায় শাখা আঞ্জমন প্রতিষ্ঠিত হইবার ৮ মাস পরে, তথায় এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হইতে ঘোষণা আরম্ভ হইয়াছিল। এ ব্যাপারে মহকুমার মুসলমান মাত্রেই পরমোৎসাহে যোগদান করিল। স্কুলের ছাত্রগণও উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। বহুতর হ্যাণ্ডবিল ও বিজ্ঞাপন বিলি হইতে লাগিল। বহু হাট বাজারে ঢেঁড়্রা দেওয়া হইল। আমাদের মূল আঞ্জমনের দ্বারা সমুদয় শাখা আঞ্জমনকে নিমন্ত্রণ করা হইল। মৌলবী সাহেব এবং মৌলানা ভাই সাহেব ত প্রধান বক্তা আছেনই, তদ্ব্যতীত * * * জেলা হইতে প্রসিদ্ধ বক্তা * * * সাহেবকেও নিমন্ত্রণ করা হইল। সভার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য মহকুমার এলাকার চতুর্দ্দিকে চাঁদা আদায় হইতে লাগিল। ৪০০৲ কি ৪৫০৲ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছিল। টাউনের মস্‌জেদ-প্রাঙ্গণে সভার স্থান হইল। মফস্বল হইতে আগত লোকদিগের খাওয়া-দাওয়ার জন্য মহকুমার মুসলমান হোটেল সমূহে বন্দোবস্ত করা হইল। বড়দিনের বন্ধ বলিয়া মোস্‌লেম বোর্ডিং, মক্তব গৃহ, ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের দফতর, অন্যান্য লোকের বাসা প্রভৃতি স্থানে সমাগত লোক দিগের থাকিবার স্থান করা হইল। ৩ দিন সভা হইবে বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল। মহকুমার স্কুল, আমাদের মাদ্রাসা এবং আরও কতিপয় স্কুল হইতে ৭০ জন বাছা বাছা ছাত্রকে ভলাণ্টিয়ার নিযুক্ত করা হইল। মহকুমাস্থ স্কুলের মুসলমান মাষ্টার সাহেব ভলাণ্টিয়ার হলেন

ক্যাপ্টেন হইলেন। ঐ স্কুল এবং আমাদের মাদ্রাসার ছাত্রদিগের মধ্য হইতে ৪ জনকে সহকারী ক্যাপ্টেন নির্ব্বাচিত করা হইল। সভার জন্য হোগলা দিয়া বিরাট প্যাণ্ডাল প্রস্তুত করা হইল। বাঁশের ব্যাপারিগণ বাঁশ, দরমার ব্যাপারিগণ দরমা বিনা ভাড়ায় দিয়াছিল। বসিবার জন্য চেটাই বা মোটা মাদুর সামান্য ভাড়ায় পাওয়া গিয়াছিল। স্থানীয় বহু সংখ্যক মুসলমান বিনা পারিশ্রমিকে প্যাণ্ডাল তৈয়ার করিয়া দিয়াছিল। আমাদের আঞ্জমনের কতিপয় মেম্বরও খুব খাটিয়াছিলেন। আমরা সদল বলে ভাই মোখ্‌তার সাহেবের বাসায় আড্ডা জমাইয়াছিলাম। জেলার মুসলমান উকীল * * * সাহেব সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শনিবার, রবিবার ও সোমবার, এই ৩ দিন সভার দিন স্থির হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে পূর্ব্বাহ্ন ৮ টার সময় সভার প্রথম অধিবেশন হয়। ১১টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিয়াছিল। আবার অপরাহ্ন ৩টার সময় আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৮টার সময় সভার শেষ হয়। এই দিন * * * জেলা হইতে আগত প্রসিদ্ধ বক্তা * * * সাহেব প্রথমে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতায় খুব উন্মাদিনী শক্তি ছিল। তিনি ২ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃ মণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছিলেন। তৎপর মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবের প্রধান শিষ্য মুন্‌শী দবিরুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতাও বেশ সুন্দর হইয়াছিল। শনিবার পূর্ব্বাহ্নে ২০০০ দুই সহস্রের কম শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন না। শতাধিক হিন্দু ভদ্র লোকও সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বৈকালে মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব অনলোদ্গারিণী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃ মণ্ডলীকে মোহিত করিয়া ফেলেন। বাদ

আছর আমাদের ২ জন বক্তা মগ্‌রেভের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মগ্‌রেভের নমাজ বাদ মৌলানা ভাই সাহেব ওয়াজ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে কেবল কোরাণ, হাদিসের প্রমাণ দর্শাইয়া মুসলমান দিগকে ধর্ম্ম ও নৈতিক বিষয়ের উন্নতি করণ জন্ত উপদেশ দেওয়া হয়। তাঁহার ওয়াজে যেন সুধা বর্ষণ হইয়াছিল। চতুর্দ্দিক হইতে "মারহাবা মারহাবা" ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। মৌলানা ভাই সাহেবের হৃদয়োন্মাদিনী সুদীর্ঘ মনাজাতের সহিত প্রথম দিনের সভা শেষ হইল। ২য় দিন (রবিবার) পূর্ব্বাহ্ন ৮ টায় আবার সভারম্ভ হইল। এই দিন মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব প্রাণ মাতানো বক্তৃতায় সভাস্থ জন মণ্ডলীর হৃদয় একেবারে বিগলিত করিয়া দিলেন। তিনি ইস্‌লামের গৌরব-কাহিনী এবং শোচনীয় অধঃপতনের অবিকল চিত্র আঁকিয়া শ্রোতৃ মণ্ডলীর সম্মুখে ধরিলেন; লোকেরা কাঁদিয়া আকুল হইল। এই সভায় প্রায় ৩০০০।৩৫০০ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ৩ ঘণ্টা কাল মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব একাই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বৈকালে নবাগত প্রসিদ্ধ বক্তা সাহেবের বক্তৃতা হইল। সে বক্তৃতায়ও সভাস্থলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ৩টা হইতে ৪॥০ টা পর্য্যন্ত ১॥০ ঘণ্টা কাল তিনি বক্তৃতা করিলেন। অতঃপর জমাতে আছরের নমাজ পড়া হইল। মৌলানা ভাই সাহেবই এমামতি করিলেন। সহস্র সহস্র লোকের এক জমাতে নমাজ পড়া কি হৃদয়ানন্দকর পবিত্র দৃশ্য ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাদ আছর মুন্সী দবিরুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব এবং মহকুমায় আঞ্জমনের সেক্রেটারী ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার মৌলবী সাহেব সুন্দর বক্তৃতা ও ওয়াজ করিলেন। মগরেভের নমাজের সময় আরও সুন্দর

দৃশ্য হইল। মৌলানা ভাই সাহেবের সুমধুর স্বরে কেরআ-ত পাঠ মোক্তাদি দিগের হৃদয় বিগলিত করিয়া দিল। হিন্দু ভদ্র লোকেরাও এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিয়া এবং কেরআ-ত শুনিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। বাদ মগরেব আবার মৌলানা ভাই সাহেবের ওয়াজ। সে ওয়াজে যেন সুধা বর্ষণ হইতে লাগিল। পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের গৌরব তিনি এমন জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণন করিলেন; যাহা শুনিয়া শ্রোতাগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত এবং আত্মহারা হইলেন। রাত্রি ৮টার সময় সুদীর্ঘ ও সকরুণ মনাজাতের সহিত সভা ভঙ্গ হইল। এই সময় লোক সংখ্যা ৪০০০ চারি হাজারের কম ছিল না।

আজ ৩য় দিন—(সোমবার) পূর্ব্বাহ্নে লোক সংখ্যা ৫০০০ আন্দাজ হইল। নবাগত বক্তা সাহেব ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তিনি আঞ্জমনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিয়া, সমাগত জন মণ্ডলীকে চাঁদা দিতে অনুরোধ করিলেন। চাঁদা উসুল হইতে লাগিল।

আজ সভার শেষ দিন বলিয়া বৈকাল বেলা লোক সংখ্যা প্রায় ৮।১০ হাজার হইল। বাদ জোহর প্রায় ২টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে ১ এক ঘণ্টার মধ্যে কতকগুলি রেজলিউশন পাস হইল। ৩ টার সময় মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব বক্তৃতা-মঞ্চে দণ্ডায়মান হইলেন। আজ তাঁহার হৃদয়ে পরম করুণাময় খোদাতা-লা অসীম শক্তির সঞ্চার করিলেন। তিনি খোদা ও রসুলের প্রশংসা বাদ করিয়া, অনলোদ্গারিণী ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সে বক্তৃতায় যে কি অনুপম তেজ ও কি অতুলনীয় মাধুর্য্য ছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বোধ হইল যেন পতিত কওমের উদ্ধারের জন্যই খোদাতা-লা এই মহাত্মাকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার

পূর্ণ দেশে পাঠাইয়াছেন। তিনি মুসলমানের কর্ত্তব্য কার্য্য, ইস্লামের সৌন্দর্য্য, ইস্লাম ধর্ম্মের গুরুত্ব, উহার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাণ মাতানো বক্তৃতায় সভা ভূমি বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। তিনি প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়ে যেন এক অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করিয়া দিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী সে সুধা-বর্ষিণী বক্তৃতা শ্রবণে আত্মহারা ও আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। "মার হাবা", "জয় ইস্লামের জয়" শব্দে সভা ভূমি মুখরিত হইতে লাগিল। এক্ষণে আমাদিগকে কি করিতে হইবে, কি প্রণালীতে কাজ করিতে হইবে, মৌলবী সাহেব সে সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে—বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সমবেত জন-মণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। অতঃপর সাহায্য দানের জন্য সেই বিপুল জন-সঙ্ঘের নিকট সানুনয়ে সকাতরে প্রার্থনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ২০।২৫ জন লোক চাঁদা আদায় জন্য রুমাল ও চাদর ইত্যাদি লইয়া সভা-ক্ষেত্রে লাফাইয়া পড়িলেন। চাঁদায় টাকা, পয়সা, সিকি, দুআনি, ঝন ঝনাৎ শব্দে অবিশ্রান্ত ধারায় পড়িতে লাগিল। ওদিকে মৌলবী সাহেবের উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা, এদিকে লোকদিগের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা, যিনি যাহা পারিলেন, তাহাই দিতে লাগিলেন। চাঁদা আদায়ে আসরের নমাজের সময় প্রায় যায় যায় হইল। প্রায় ২ ঘণ্টার মধ্যে চাঁদা আদায় কার্য্যও শেষ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সকলে নমাজের জন্য প্রস্তুত হইল। নমাজান্তে আবার বক্তৃতা, আবার চাঁদা আদায়। সংগ্রাহক দিগের রুমাল ও চাদর ভরিয়া গেল। সমস্ত টাকা পয়সা সভাপতির সম্মুখস্থ টেবিলের উপর আনিয়া জমা করা হইল। ইহার পর বিরাট জমাতের সহিত মগ্‌রেবের নমাজ আদায় করা হইল। ৭৮ হাজার লোকের জমাত, কি বিরাট ব্যাপার—সহজেই হৃদয়ঙ্গম

হইতে পারে। মৌলানা ভাই সাহেবের সুমধুর কেরআ-তে নমাজি গণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। অতি বড় পাষণ্ডের হৃদয়ও এ পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া বিগলিত না হইয়া যায় না। বহু বে-নমাজী মুসলমান অন্ত-কার সভায় নমাজী হইয়াছিল। হিন্দুগণ দূরে দাঁড়াইয়া এ অনুপম স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। নমাজান্তে মৌলানা ভাই সাহেব বক্তৃতা-মঞ্চেও দণ্ডায়মান হইলেন। ঝাড় ও ফানুসে সভা-ক্ষেত্র আলোকিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদিগের হৃদয়ও ইস্লামের পবিত্র উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মৌলানা ভাই সাহেবও আজ খোদাতা-লার প্রেমে ও ইস্লামের মাহাত্ম্যে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, জলদ্ গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি হজরত রেসালত্ মাবের খোদা-পরস্তি, দয়া ও সৌজন্য, ওম্মতগণের জন্য আত্ম-ত্যাগ, অসীম কষ্ট ও যন্ত্রণা স্বীকার, অসীম ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা ও অতুলনীয় রূহানী শক্তি সম্বন্ধে এমনই ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন যে, সহস্র সহস্র শ্রোতা কাঁদিয়া আকুল হইলেন। খোদা-প্রীতি ও খোদা-প্রেমের অমূল্য ও অতুলনীয় পুরস্কারের বিষয়, খাঁটী মুসলমানের পারলৌকিক মুক্তির বিষয় তিনি এমন ভাবে বর্ণনা করিলেন যে, শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেকের চৈতন্য লোপ পাইল। অনেকে "বেতাব" ও "বেহোশ" হইয়া সভাস্থলে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। একতা ও ভ্রাতৃ ভাবের পবিত্র উদ্দেশ্য ও অনুপম শক্তির বিষয় বর্ণনা করিয়াও তিনি শ্রোতৃ মণ্ডলীকে বিমোহিত করিলেন। অতঃপর চাঁদার জন্য প্রার্থনা করা হইল। লোকের নিকট নগদ টাকা কড়ি আর বড় একটা ছিল না; এইবার কাপড়, টুপি, ছাতা, ঘড়ি, ছড়ি ইত্যাদি সভা-ক্ষেত্রে পড়িতে লাগিল। এই সকল জিনিস টেবিলের উপর স্তূপীকৃত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহা নীলাম আরম্ভ হইল। অর্থশালী লোকেরা তাহা নীলামে ক্রয়

করিয়া নিজেদের নাম লিখাইয়া দিতে লাগিলেন। এই সময় মৌলানা ভাই সাহেব উপবেশন করিলে, আবার মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব বক্তৃতা-মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া, অগ্নিময়ী তেজে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিলেন। পরে নবাগত বক্তা সাহেবও একটী নাতি দীর্ঘ ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রদানে সমবেত জন মণ্ডলীকে মোহিত করিলেন। রাত্রি ১০টার সময় সুদীর্ঘ ও হৃদয়োন্মাদিনী মনাজাতের সহিত মৌলানা ভাই সাহেব সভার কার্য্য শেষ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ধন্য-বাদের পালা পড়িয়াছিল। সভাপতি উকীল সাহেব, সমবেত হিন্দু ভদ্র লোকগণ, নবাগত বক্তা সাহেব, স্থানীয় অন্যান্য বক্তাগণ, সভার উদ্যোগী পুরুষগণ এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান সম্পন্ন ভলান্টিয়ার দিগকে প্রাণ খুলিয়া ধন্য-বাদ দেওয়া হইল। সভা ভঙ্গের পর টাকা পয়সা গণনা আরম্ভ হইল। সর্ব্ব-শুদ্ধ ১৩৬৭৷৶১০ আনা নগদ আদায় এবং জিনিস পত্র নীলাম করিয়া ৬৭২৲ টাকা মূল্য আদায় হইয়াছিল। এই সকল গণনা এবং হিসাব কিতাবে রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। অতঃপর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ পরস্পরের নিকট বিদায় হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; সে বিদায়ের করুণ দৃশ্য বড়ই বিষাদ পূর্ণ হইয়াছিল। এই সভায় জনাব ওয়ালেদ মাজেদ কেবলা, জনাব কাজী সাহেব কেবলা, জনাব মীর সাহেব কেবলা, মাসীমপুরের জমীদার জনাব শেখ আবদুল কাদের সাহেব কেবলা, ওস্মানপুরের রইস্ সৈয়দ আবদুল মাজেদ সাহেব কেবলা, গোপাল নগরের খোন্দকার তোফায়েল উদ্দীন আহ্মদ সাহেব কেবলা এবং আরও বহুসংখ্যক গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান আগমন করিয়াছিলেন। এই সভায় ভলান্টিয়ারগণ খুব দক্ষতার সহিত স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল।

সভা কেবল বিদেশীয় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এবং ভলান্টিয়ারদিগের

খাওয়া দাওয়ার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোটের উপর প্রায় দুই শত লোকের খাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। এই খাওয়া-দাওয়াতে ৩ দিনে প্রায় ৩২৫৲ টাকা খরচ হয়। সভার কার্য্যে সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০৲ ছয় শত টাকার উপর খরচ হয় নাই। প্রায় ঐ পরিমাণ টাকা চাঁদা করিয়া পূর্ব্বেই তোলা হইয়াছিল। এই সভার দ্বারা মহকুমার সমগ্র এলাকায় মুসলমানদিগের জীবন্ত ভাব দেখা গেল। হিন্দু ভদ্র লোকেরাও পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের গৌরব, মাহাত্ম্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে উন্নতির একটা প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইল। শিক্ষার জন্য মুসলমান মাত্রেই লালায়িত হইয়া উঠিলেন। শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্যের দিকে তাহাদের মন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইল। দেশ শুদ্ধ মুসলমানদিগের মধ্যে প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত—সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের সাড়া পড়িয়া গেল। আমাদের মৌলানা ভাই সাহেবের বিদ্যাবত্তা—অর্থাৎ এলেমের পরিমাণ অনুভব করিয়া, সমুদয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবের প্রশংসা ত কাহারও মুখে ধরে না। এই সভা দ্বারা আমাদের মূল সভার "শোহ্‌রৎ" চতুর্দ্দিকে অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

মঙ্গল বার দিন ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার সাহেবের বাসায় সভাপতি উকিল সাহেব এবং আরও কতিপয় আগন্তুক ভদ্রলোকের দাওৎ ছিল। আমরা খাওয়া দাওয়ার পর সেখানে উপস্থিত হইলাম। মৌলবী সাহেব ও মৌলানা ভাই সাহেবের আদর অভ্যর্থনা সকলেই বিশেষ ভাবে করিলেন। নবাগত বক্তা ও প্রচারক সাহেবেরও প্রশংসা কীর্ত্তন সকলেই করিতে লাগিলেন। মহকুমার মক্তবটীকে বাঙ্গালা আপার প্রাইমারী পাঠশালা সহ জুনিয়ার মাদ্রাসায় পরিণত

করিতে, বোর্ডিং গৃহে যাহাতে ৫০।৬০টী ছাত্র থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে এবং মস্‌জেদটীতে একটী বারেণ্ডা নির্ম্মাণ করিতে সকলে এক বাক্যে মত প্রকাশ করিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী স্কুলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পাইতেছে, আবার মুসলমান ছাত্র মাত্রেই যখন দ্বিতীয় ভাষা আরবী বা পারসী লইতেছে, তাহাতে এক জন মৌলবীর দ্বারা এতাধিক ছাত্রের পাঠ দান কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব; সুতরাং স্কুলে আর এক জন মৌলবী নিযুক্ত করিবার জন্য স্কুল-কমিটীতে আবেদন করিতে হইবে; স্কুল কমিটীতে ২ জন মাত্র মুসলমান মেম্বর আছেন, এই মেম্বর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা পাইতে হইবে; আবার এই শাখা আঞ্জমন হইতে এক জন উপযুক্ত ওয়ায়েজ বা বক্তা বেতন দিয়া নিযুক্ত করিতে হইবে; এই সকল প্রস্তাবও গৃহীত হইল। ওয়ায়েজ বা প্রচারক সাহেব আঞ্জমনাধীন গ্রাম সমূহে ‘ওয়াজ-নছিহত’ করিয়া বেড়াইবেন। মুসলমানদিগের “দিনী” ও “দুনিয়াবী” মঙ্গলের জন্য উপদেশ দিবেন। শের্ক ও বেদআ-ত কার্য্য যাহাতে কোনও মুসলমান না করে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা ‘নছিহত’ করিবেন। মুসলমানদিগকে শিক্ষার দিকে “রুজু” করিবেন। শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি বিষয়ে উন্নতি লাভ করিবার জন্য খুব উৎসাহিত করিবেন। সর্ব্বপ্রকার অপব্যয় হইতে ও মামেলা-মোকদ্দমা হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যও দৃঢ়তার সহিত উপদেশ প্রদান করিবেন।

সভা আহ্বানের সফলতা দর্শনে সকলেই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন; সকলেই ভবিষ্যতের আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। ‘কওমের’ ছোট বড় সকলেই যখন উন্নতি-প্রয়াসী এবং সকলেই যখন জাগরিত হইয়েছেন, তখন জাতীয় উন্নতির আশা করা অসাময়িক নহে।

সর্ব্বপ্রকার অপকার্য্য এবং অপব্যয়ের দিক হইতে মুসলমান দিগের গতি ফিরাইতে পারিলে, মুসলমানদিগকে শিক্ষার দিকে, শিল্প-বাণিজ্য-কৃষির দিকে, বিদেশে গিয়া অর্থোপার্জ্জনের দিকে 'রুজু' করিতে পারিলে, তাহাদের সর্ব্ব প্রকার অভাব ও অর্থাভাব দূর হইবে। দরিদ্র ও অভাব গ্রস্ত মুসলমানগণও উন্নতির পথ দেখিতে পাইবে। ধর্ম্মের উপর যে জাতির ভিত্তি স্থাপিত, সে জাতি ধর্ম্ম-পথে থাকিলে কেন উন্নতি করিতে পারিবে না? মুসলমান জাতি কোন্ স্বর্গীয় শক্তি এবং কোন্ গুণে অত্যল্প কাল মধ্যে পৃথিবীতে সর্ব্বোন্নত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল? মরুবাসী দরিদ্র আরবগণ কোন্ অমানুষিক শক্তি ও অতুলনীয় সদ্‌গুণ প্রভাবে সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষা-দাতার পদ অধিকার করিয়াছিল? সেই শক্তি ও সেই গুণ পুনরানয়ন করিতে পারিলেই মুসলমান জাতি আবার জগতে উন্নত এবং আদর্শ জাতিতে পরিণত হইতে পারিবে। সকলের হৃদয়েই পবিত্র কোর-আন শরীফের মহামন্ত্র পুনঃ প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। আমাদের আলেমগণকে অনবরত স্বজাতির কাণে ইস্‌লাম ধর্ম্মের পবিত্র উপদেশা-বলী ঢালিতে হইবে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র, সকলকেই ধর্ম্ম-প্রাণতায় অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ইত্যাকার বহু আলোচনা এই বৈঠকে হইল। সভাপতি উকীল সাহেব সভার দৃশ্য এবং মুসলমান দিগের অনুপম উৎসাহের বিষয় উল্লেখ করিয় পুনঃ পুনঃ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনিও স্বদেশে এইরূপ অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

অতঃপর আমরা সকলে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে বিদায়ের দৃশ্য বড়ই করুণ রসাত্মক ছিল। ৯ দিন পরে ঐ দিন বাদ আছর আমরা গৃহে রওয়ানা হইলাম।

এই সভার আন্দোলন বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সর্ব্বত্রই মুসলমান দিগের মধ্যে এক নবোৎসাহের ও নব জাগরণের ভাব দেখা যাইতে লাগিল।

আমাদের মাদ্রাসাটী সিনিয়র করিতে হইবে; সেই সঙ্গে সঙ্গে একটী কেরআ-ত শিক্ষার ক্লাস এবং একটী হাফেজ ক্লাস খুলিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইল। এই দুইটী বিষয় শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোনও রূপ সুবন্দোবস্ত ছিল না। দিনী হিসাবে দুইটীই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এক্ষণে আমাদের মাথায় দুইটী অতি গুরুতর বোঝা চাপিবার উপক্রম হইল। দুইটিই বিপুল ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার। আমরা গরীব লোক, আমাদের পক্ষে ঈদৃশ গুরুভার বহন করা এক প্রকার অসম্ভব; কিন্তু একমাত্র পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার উপর আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা। তিনিই আমাদের সাধু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের অন্তরে আছে। এদিকে ক্রমে ক্রমে ৬ মাসের মধ্যে আমাদের আঞ্জমনের এলাকাধীন গ্রাম সমূহে ৪৭টী সভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আশাতিরিক্ত সফলতা দৃষ্ট হইয়াছে। এই ৪৭টী সভায় ৭৩৩৲ টাকা মাসিক চাঁদা স্বাক্ষরিত এবং ৫৩৩২৲ টাকা এককালীন সাহায্য আদায় হইয়াছে। ইহার উপর প্রায় সর্ব্বত্রই মুষ্টি চাউল সংগ্রহ এবং উৎপন্ন শস্যাদি আদায়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আমাদিগকে (মূল আঞ্জমনে) মাসিক ১৯০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। নগদ সাহায্য মধ্যে ২০৯৫৲ টাকা আমাদিগকে দিয়া, অবশিষ্ট টাকা স্থানীয় অনুষ্ঠানে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃষি কোম্পানীর ৩১৫টী সেয়ার লিষ্ট ভুক্ত করিয়া, অধিকাংশ টাকা আদায় করা হইয়াছে। এখনও অর্দ্ধেকের অধিক গ্রামে সভা আহ্বান করা বাকী আছে।

আমাদের নিকটবর্ত্তী ২৫।২৬ খানি গ্রামে (যে সকল গ্রামের অধিবাসিগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এনায়েত পুরের স্কুল ও মাদ্রাসা দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারিবে) মাসিক চাঁদা, এককালীন সাহায্য, মুষ্টি চাউল ও শস্যাদি সংগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ আঁটা আঁটি করা হইল। তাহাতে মাসিক চাঁদা এবং এককালীন সাহায্যের পরিমাণ অনেক বেশী হইল। ইহার উপর মুষ্টি চাউলের আয় এবং শস্যাদির আয়ও অন্যান্য প্রকারের আয় স্বতন্ত্র। সুতরাং আশা করা গেল, আমাদের টাকার অভাব হইবে না। ও দিকে প্রত্যেক গ্রামে বলা হইল, অন্ততঃ ২।৩টী অসমর্থ ছাত্রের ব্যয় গ্রামবাসীকে বহন করিতে হইবে। সেই ছাত্রগণ হয় আমাদের স্কুল বা মাদ্রাসায় পড়িবে, নচেৎ সুদূর হিন্দুস্থান, কলিকাতা কিম্বা ঢাকায় থাকিয়া আরবী বা ইংরেজী পড়িবে। অথবা নিকটবর্ত্তী কোনও জেলায় থাকিয়া ইংরেজী পড়িবে। কেবল তাহাই নহে—প্রয়োজন মত কৃষি বিদ্যা, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারি, পশু-চিকিৎসা বিদ্যা, হোমিপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যা, এবং সার্ভে স্কুল ও নর্ম্যাল স্কুলে শিক্ষা লাভ করিবে। প্রত্যেক ছাত্রের সাহায্যের পরিমাণ ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইবে। প্রত্যেক গ্রামে সর্ব্ব প্রকার মিলাইয়া ৩০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক সাহায্য আদায় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইল। প্রায় প্রত্যেক গ্রামের চৌকিদার, পঞ্চায়ত, মসজেদের এমাম প্রভৃতি সকলেই চাঁদাদির আদায় কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মক্তব, পাঠশালা, মাদ্রাসা ও স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকগণও পরমোৎসাহে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। ফলতঃ সকলের মধ্যেই এক 'কওমী' ও 'দিনী' 'জোশ' দেখা যাইতে লাগিল। হঠাৎ যেন

আমাদের অঞ্চলের বহুদূর ব্যাপী মুসলমান-সমাজ গভীর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া উঠিলেন।

একটী কার্য্যের জন্য আমাদের কয়েক জনের মনে পূর্ব্ব হইতেই বড় আগ্রহ জন্মিয়াছিল। সেই আগ্রহ বৃদ্ধির আরও একটী কারণ হইয়া উঠিল। আমাদের দেশের মুন্‌শী আবুল কাসেম সাহেব কার্য্যোপলক্ষে মালদহ জেলায় গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে গুটি পোকা পালন ও রেশমের চাষ (কাজ) দেখিয়া আসিয়া, আমাদিগকে তাহা বলিয়াছিলেন। ঐ কাজ যে বিশেষ লাভ জনক, তাহাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি গুটি পোকার খাদ্য কিছু তুত ফলের বীজও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। উহার চাষ করিয়া দেখা গেল, আমাদের দেশে তুত গাছের চাষ বেশ হইতে পারে। চেষ্টা করিলে গুটি পোকা পালন করিয়া রেশম উৎপাদন করা কঠিন ব্যাপার নহে। তদনুসারে তাঁহাকে আবার মালদহে পাঠান গেল। তিনি এ যাত্রা প্রায় দুই মাস কাল মালদহ জেলায় থাকিয়া, গুটিপোকা পালন ও রেশম প্রস্তুত করণ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই মোটামুটি রূপে জানিয়া আসিলেন, এবং কতকগুলি গুটি পোকার অণ্ডও সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। ঐ অণ্ড ফুটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাচ্চা বাহির হইল। আমরা দেশে কয়েক বাড়ীতে গুটি পোকা পালন আরম্ভ করিলাম। তুতের চাষও কিছু কিছু হইতে লাগিল। বাড়ীর মহিলা দিগের হস্তেই এ কার্য্যের ভার দেওয়া হইল। কয়েক মাসের মধ্যেই রেশমোৎপাদনের কাজ অল্প অল্প করিয়া চলিতে লাগিল। মহিলাগণ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত যত্ন পূর্ব্বক এই কাজ করিতে লাগিলেন। অনেকে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ইহা দেখিতে আসিতেন। আবুল কাসেম মিঞা এই কার্য্যে খুবই মনোযোগ প্রদান করিলেন। তিনি গুটি পোকা পালন জন্য নিজ

বাড়ীর অন্তঃপুরে একখানি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র গৃহই নির্ম্মাণ করিলেন। গুটি পোকার থাকিবার জন্য আমরা সকলেই বাঁশের সুন্দর সুন্দর ডালা প্রস্তুত করাইলাম। আরও অনেকে এই কার্য্য শিক্ষার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিল। গুটি পোকা পালন ও রেশম উৎপাদন সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তকও আনাইলাম। তদ্দ্বারা এ বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হইল এবং সাহায্য পাওয়া গেল। গুটি পোকা পালন ও তাহাদের রোগ চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বই জানিতে পারিলাম। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে রেশমের বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল, নানা কারণে সে ব্যবসায় মন্দা হইয়া পড়িয়াছে। রাজশাহী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এককালে বিস্তৃত রেশমের কারবার ছিল। ঐ সকল জেলায় বহু ইংরেজ কোম্পানির বড় বড় রেশমের কুঠি ছিল। কালক্রমে সে সব মিটিয়া গিয়াছে এবং অবশিষ্ট যাহা আছে তাহাও মিটিয়া যাইতেছে। আমরা যে এ কার্য্যে বেশী কিছু সাফল্য লাভ করিতে পারিব, সে আশা নাই। তবু কৌতূহল নিবারণ করিতে মনে একটা প্রবল ইচ্ছা জন্মিয়া ছিল।

আমাদের বাড়ীর বাগানের অনেকগুলি পুরাতন আম ও কাঁঠা-লের গাছ এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। কারণ ঐ সকল গাছ অত্যন্ত পুরাতন হওয়াতে ভাল ফল ফলিত না। অথচ গাছগুলি বাগানের বহু স্থান জুড়িয়া রহিয়াছিল। উহার মধ্যে যে কয়টী গাছের আম উত্তম ছিল, কলম করিয়া তাহার বংশ রক্ষা করা হইয়াছিল। ঐ সকল আম ও কাঁঠাল গাছের তক্তায় আমাদের নিজস্ব বহু কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল। পালং, তক্তপোষ, আলমারী, সিন্দুক, আল্না, ঘরের চৌকাট, কপাট প্রভৃতি কাঁটালের তক্তা দ্বারা—আর তক্তপোষ, বেঞ্চ, সাধারণ চৌকী, পিঁড়ি, থাক্কা ইত্যাদি আমের তক্তা ও আমের কাষ্ঠ দ্বারা তৈয়ার করাইয়া ছিলাম। পুরাতন গাছ

গুলি কাটিয়া ফেলাতে বহু স্থান বাহির হয়, উহাতে নূতন নূতন চারা ও কলম রোপণ করা হইয়াছিল। নানা প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় আমের কলমে ও চারায় আমাদের বাগান সুসজ্জিত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত লিচু, গোলাপ জাম, উৎকৃষ্ট জাতীয় পেয়ারা, নারিকেল, কুল, আতা, সাপাটো, কাল জাম, জামরুল, শরবতী, কাগজী নেবু, পাতি নেবু, বাতাবী নেবু, কমলা নেবু, বিলাতী আমড়া ইত্যাদি ফলের গাছও অল্পাধিক পরিমাণে বাগানে তৈয়ার হইয়াছিল। নানা স্থান হইতে নানা জাতীয় ফলের কলম ও চারা আনীত এবং বাগানে রোপিত হইয়াছিল। প্রয়োজন মতে বৎসরান্তে গাছ গুলির ডাল পালা ছাটিয়া দেওয়া হইত। আম, কাঁটাল ও লিচু ব্যতীত বাজে ফল পল্লী গ্রামে তেমন বিক্রয় হইত না। উহার অধিকাংশ নিজেদের খাওয়ায় এবং বিতরণেই প্রায় পর্য্যবসিত হইত। তাই বলিয়া যে একেবারে বিক্রয় হইত না, তাহা নহে। মালীর খরচের অনেকাংশ বাজে ফল বিক্রয়ের আয়ের দ্বারা উঠিয়া যাইত। হাটে বাজারে বিক্রয়ার্থে পাঠাইলে, অনেক সময়ই স্থানীয় ধনী হিন্দুগণ উহা আগ্রহের সহিত ক্রয় করিতেন। আমাদের কদলীর বাগানও খুব সুসজ্জিত হইয়াছিল। আমাদের বাগানের অমৃত সাগর, কানাই বাশী, মর্ত্তমান, চাঁপা, কাঠালী ও কাঁচা কেলা খুব উৎকৃষ্ট জাতীয় ছিল। প্রায় প্রতি বৎসর বাগান সমূহে নূতন মাটি ফেলা হইত, এবং আবশ্যক মত পুরাতন মাটী কাটাইয়া গোবরের সারাদিও দেওয়া যাইত। আবার আখের জমি সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা ছিল। এ সময় আমাদের বাটীর সীমার মধ্যে এক টুকরা জমিও খালি পড়িয়া ছিল না।

এইবার পাঠক বর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে আমাদের ১ম বর্ষের আয়-ব্যয়ের একটী তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

আয়	
তালুক ও লা-খেরাজ জমির খাজানা	৩২৭॥০
দুগ্ধ-বিক্রয় (ইহার অধিকাংশ আমাদের গোয়ালার কারখানায় বিক্রয় হইয়াছিল) ...	৮৩৭॥৵০
কপি, শালগম, ছালাত ইত্যাদি বিক্রয়	৯৩৸০
বিবিধ প্রকার রবি শস্য বিক্রয়	২৭২৲
লিচু	৯।৵০
পেয়ারা, লেবু, গোলাপ জাম ইত্যাদি ফল ...	৫২।৵০
আম	৩৮৮॥০
আনারস ...	৫৫৲
কাঁঠাল ...	৩৬।/০
পাট ...	৬৬৫৲
আউশ ধান ...	২০৮৲
মানকচু ও ওল ...	২২৮॥/০
সর্ব্ব প্রকার কেলা ...	১১২/০
বেগুণ	৬০॥৵০
বাঁশ	১২॥০
	৩৩৫৯।/০

ব্যয়	
জমি ও তালুকাদির খাজনা এবং ট্যাক্সাদি ...	২৮০।০
গরু খরিদ (বলদ ও গাভী)	২৯৫৲
মাটী কাটাইবার খরচ	১৮২॥০
পোনা মাছ খরিদ	৩৭৲
নূতন জমি গ্রহণের সর্ব্ববিধ খরচ	৯৭৸০
লাঙ্গল খরিদ ও মেরামত ইত্যাদি	৬২॥৵০
আসমতের বেতন ও পুরস্কার	৭২৲
শরাফতের বেতন ও পুরস্কার	২৮৲
গাড়োয়ান ৩ জন	১৩৮৲
অন্যান্য চাকরের বেতন	১২০৲
বাজে মজুর খরচ (জমি নিড়ান, ঠিকা চাষ, পাটের কাজ ইত্যাদি বাবদ)	১৩৮৸০
গৃহ কর্ম্মের ছোকরা চাকর	২৫৲
গরুর জন্য খইল, ভূষি:	২১২॥০
	১৬৮৯৸/০

আয়	
ইক্ষু	৩৩৫৯৷/০
পেয়াজ ও রসুন ...	৬২৸/০
খেশারী, মশুর, ছোলা, মাসকলাই প্রভৃতি ...	৭৩৶০
আমন ধান্য ...	৪৮০৲
মূলা ...	৬৭৷৷০
বিচালি ...	৬২৸/০
রাজহাঁস ...	৫০৶০
পাতিহাঁস ...	৪৬৷৷৶০
মোরগ-মুরগী ...	৪১৷৷০
২টা গরু বিক্রয় ...	৮৫৲
গোল আলু ...	১২৮৷৷/০
শকর কন্দ (শাঁকআলু)	২৯৷৷০
লঙ্কা মরিচের চারা	৩৭৷৷০
বেগুণের চারা ...	২৮৷৷৵০
লঙ্কা মরিচ ...	১১১৷৷৵০
হরিদ্রা ...	৪৮৲
সরিষা ...	৬৩৷৷৶১০
ভূট্টা ...	১২৷৷০
মিঠা কুমড়া বা কদিমা	৬৩৲
ভূঞে বা সাদা কুমড়া	১৮৸৵০
	৪৮৭০৸৵১০

ব্যয়	
ইক্ষু	১৬৮৯৷৶০
দা, কাচি (কাস্তে), কোদাল, কুড়ুল, খন্তা, শাবল প্রভৃতি	২৩৷৷/০
সরিষার তৈল, ক্যারোসিন তৈল, চিনি, মিশ্রি, মসালা ও মৎস্যাদি সমস্ত বাজার খরচ	৩২৩৷০
মেহমান খরচ ...	৬৫৷৷০
কাপড় ও সাংসারিক প্রয়োজনীয় সর্ব্ব প্রকার জিনিস পত্র খরিদ	১৮৮৲
ধোবা, নাপিত, ভূঞিমালী, প্রভৃতির বেতন ...	৪০৲
খায়রাত, জাকাৎ, কোরবাণী, ফেৎরা ইত্যাদি (সর্ব্ববিধ পর্ব্বের খরচ সহ) ...	৩২৩৸০
সংবাদ পত্র ও পুস্তকাদি খরিদ	৬০৲
সোডা খরিদ ...	১৭৲
নানা প্রকার সার খরিদ	৪৩৷/০
নানা প্রকার বীজ, চারা ও কলম খরিদ	৭২৷৷০
	২৮৪৬৷৷/০

আয়		ব্যয়	
ইজা	৪৮৭০৸৴১০	ইজা	২৮৪৬৷৴০
ঢেরস ...	৯৷৶০	মালীদের বেতনাদি ...	৯৮৲
তরবুজ ও ফুটি ...	৪৬৸৴০	লিখিবার সর্ব্ব প্রকার সরঞ্জাম ও ডাক টিকিটাদি ...	১৫৸০
উলু ঘাস ...	৬৷৷৴০	ডাক্তার ও কবিরাজের ফিঃ এবং ঔষধাদির মূল্য ...	৩৫৷৷০
অড়হর	২২৷৷০	আমার সহকারীর বেতন ও পুরস্কার	১৪০৲
বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষু বিক্রয়	৩১২৷৷৴	বাড়ীর সকলের নাশ্‌তা খরচ (নগদ দেওয়া যায়)	৩৯০৲
ভেরেণ্ডা ...	১৫৷৷০	মামাত ভাইটির পড়ার খরচ	১১২৷৷০
কদু (লাউ), শসা, ঝিঙ্গে, তরই, করলা, বরবটী, চিচিঙ্গে ইত্যাদি	৬৮৷৷৶০	লিচু গাছের জন্য জাল খরিদ ও জালের ভাড়া ...	৩৩৲
সুপারি ...	৩৮৴০	খেজুর গাছ কাটা গাছি বা শিউলীদের বাবদ সর্ব্ব প্রকার খরচ	১২৭৷৷০
খেজুরে গুড় ...	৩৯৮৷৷৴০	আঞ্জুমনাদির চাঁদা ...	১২০৲
কেলার চারা ও ইক্ষুর চারা	২৭৷৷০	মস্‌জেদ নির্ম্মাণের খরচ (আংশিক)	৫০০৲
পুরাতন গাছ বিক্রয় ...	১৮৷৷৴০	নানা স্থানে যাতায়াত খরচ (গাড়ী	
জলতোলা কলের ভাড়া	৮৮৷৷০		
তরি-তরকারী ও ফলাদি চালানের কাজে লাভ ...	১৩৩৷৷৶০		
গরুর গাড়ী ভাড়া আদায়	৯৫৷৴০		
গোয়ালার কারখানার লভ্যাংশ	৭৭২৲		
	৬৯৩৭৷৴১০		৪২৯১৷৴০

আয়	
ইজা	৬৯৩৭।/১০
কাপড়ের দোকানের লভ্যাংশ	৫৩৫৲
ইটের কারখানার লভ্যাংশ	৩৩২৲
মৎস বিক্রয় ...	৮৫৲
	৭৮৮৯।/১০

ব্যয়	
ইজা	৪২৯১।/০
ভাড়া ও অন্যান্য বিবিধ ব্যয়)	৬৬॥০
সর্ব্ব প্রকার ধার শোধ	৯৮২৲
গৃহাদির মেরামত খরচ	১২৬॥০
দাওতের খা-া খরচ	১২৫৲
হেজাজ রেলওয়ের চাঁদা	২৫৲
মাদ্রাসা দেওবন্দের চাঁদা	৫০৲
মাদ্রাসা সওলতিয়া মক্কা-মোয়াজ্জমা ...	৫০৲
নদ্‌ওয়াতল ওলামা	২৫৲
এতিম খানা ...	২৫৲
মুসলমান শিক্ষা-সমিতি	২৫৲
কৃষি কোম্পানীর সেয়ার খরিদ	১০০০৲
অন্যান্য কারবারে মূল ধন বৃদ্ধি করা হয় ...	৫০০৲
	৭২৯১।/০

ইহা ছাড়া অন্দরে চিকণের কাজে এ বৎসর মোট ২৮৫৲ টাকা আয় হইয়াছিল।

মৌলানা ভাই সাহেবের নব সঞ্জীবিত বাগান বাড়ী খানিতে খরচ-

খরচা বাদ এক বৎসরে তাঁহার ১৩২৲ টাকা লাভ হইয়াছিল। বাগানে বৃক্ষাদি যে ভাবে উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহাতে আর ২ বৎসর পরে গড়ে ৩০০৲ যে আয় হইবে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। এতদ্ব্যতীত মৌলানা ভাই সাহেব ১৭ বিঘা চাষের জমিও ক্রয় করিয়াছেন।

একণে আমাদের আঞ্জমনের আয় ব্যয়ও এক বার দেখুন,—

আয়		ব্যয়	
নিয়মিত চাঁদা এক বৎসরে আদায়	২৮৬৯৲	মাদ্রাসা-গৃহ নির্ম্মাণের আংশিক খরচ ...	৩২৫০৲
এককালীন দান প্রাপ্ত	২৩৭৩৷৹	স্কুল-গৃহ নির্ম্মাণের আংশিক খরচ	৪৯৩৭৲
বিবাহাদি উৎসবে দান প্রাপ্ত	৫৩৭৲	মাদ্রাসার হেড্ মৌলবী সাহেবের ৯ মাসের বেতন	৯ × ৪০৲ = ৩৬০৲
কোরবাণীর পশুর চামড়ার মূল্য	৭২৯৸৹	দ্বিতীয় মৌলবী	৯ × ২৫৲ = ২২৫৲
মুষ্টি ভিক্ষার চাউল বিক্রয়ের আয়	১৫৩৫৷৴৹	৩য় মৌলবী	৯ × ২০৲ = ১৮০৲
কৃষক দিগের নিকট বিভিন্ন ফসলের সময় ধান্যাদি শস্য যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিক্রয়-লব্ধ মূল্য ...	১৩৩৩৸৴৹	মাষ্টার	৯ × ২৫৲ = ২২৫৲
কয়েক ব্যক্তির মৃত্যুপলক্ষে দান	২০৮৷৹	হেড্ পণ্ডিত	১২ × ১৫৲ = ১৩৫৲
ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির আয়	৭৩২৷৷৶৹	২য় পণ্ডিত	৯ × ১০৲ = ৯০৲
		৩য় পণ্ডিত	৯ × ৭৲ = ৬৩৲
		মাদ্রাসার পেয়াদা	৮ × ৯৲ = ৭২৲
		আঞ্জমনের কেরাণী	৯ × ১২৲ = ১০৮৲
	১০৩১৯৷৷৴৹		৯৬৪৫৲

আয়		ব্যয়	
ইজা	১০৩১৯॥৵০	ইজা	৯৬৪৫৲
ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের আয় হইতে কিছু কিছু আদায়	৫৬৫৲	চাঁদা আদায়কারী তহশীলদার ২ জন ৮+৮৲=১৬৲ হিসাবে ...	৯×১৬৲=১৪৪৲
সাদকা ও অন্যান্য খুচ্‌রা দান প্রাপ্তি ...	৮৭৸০	আঞ্জমনের পেয়াদা ৯×৮৲=৭২৲	
জাকাৎ প্রাপ্তি ...	৩৭৮৲	স্কুল ও মাদ্রাসার বেঞ্চ ৫০ খানা গড়ে ... ৫৲ হিঃ	২৫০৲
শাখা আঞ্জমন ও পল্লী-সমিতি হইতে এককালীন দানের অংশ প্রাপ্তি	২০৯৫৲	টেবিল ১২ খানা ...	১৬৫৲
ঐ সকল আঞ্জমন হইতে মাসিক চাঁদার অংশ প্রাপ্তি	২০৫৫৲	আলমারী ৩টা ...	৭৫৲
মাদ্রাসার ছাত্র দত্ত বেতন ১ বৎসরে	৮৯৪৲	স্কুলের জন্য ক্লক্ ১টা ...	১৫৲
৩ মাসের স্কুলের ছাত্র দত্ত বেতন	৫৩২৲	ঐ বড় ঘণ্টা ১টা ...	১০৲
শিল্প-বিদ্যালয়ের আয় (খরচ খরচা বাদ) ...	৩৫০৲	স্কুলের জন্য ১০ খানা ম্যাপ	৪৮৲
মাদ্রাসা গৃহ নির্ম্মাণ জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ...	২৫০০৲	স্কুল-লাইব্রেরীর জন্য উপস্থিত মতন দরকারী পুস্তক ...	১০০৲
পূর্ব্ব বৎসরের মৌজুদ তহবিল	৭২৯৸৵০	স্কুল ও মাদ্রাসার জন্য ১৬ খানা চেয়ার ...	৭৫৲
		বোর্ড ১০ খানা ...	৫০৲
		মাদ্রাসা ও স্কুলের প্রয়োজনীয় খাতা, বহি, কাগজ-পত্র, দোয়াত-কলম প্রভৃতি ...	৩৫॥০
	২০৫০৬৵০		১০৬৮৪॥০

ব্যয়

ইজা ... ... ১০৬৮৪॥০

মাদ্রাসার জন্য চেটাই ও মাদুর প্রভৃতি ... ... ৮৲

আঞ্জমনের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ও ১টা বৃহৎ শামিয়ানা তৈয়ারীর খরচ ... ২৩২৲

আমাদের নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রামের মক্তব ও পাঠশালার সাহায্য মাসে ২৫৲ হিসাবে ৩০০৲

দাতব্য ঔষধাদি খরচ ... ৫২৲

৩টী মসজেদের মেরামত খরচ ... ... ১৫৫৲

১৮ জন বিধবা, রুগ্ন ও নিঃস্ব লোককে সাহায্য ১৯৮॥০

১৩ জন গরীবের গোর-কাফনের খরচ ... ... ৪২৲

১২ জন ছাত্রকে আরবী পড়ার খরচ দেওয়া হয় ... ৬০০৲

৭ জন ছাত্রকে ইংরেজী পড়ার সাহায্য মাসে ৩৫৲ টাকা হিসাবে ... ... ৪৮০৲

১২৭৫২৲

ব্যয়

ইজা … … …	১২৭৫২৲
১১ জন ছাত্রকে ডাক্তারী, কৃষি বিদ্যা, পশু-চিকিৎসা বিদ্যা, নর্ম্যাল স্কুলে ও সার্ভে স্কুলে পড়াইবার খরচ মাসে ৬০৲ হিঃ	৭২০৲
১২ জন ওয়ায়েজ ও বক্তার পুরস্কার …	১৫৫৲
কতিপয় সভা আহ্বানের খরচ … …	২২৭৲
শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের পুরস্কার … …	৬০৲
মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে পুরস্কার ও মেডাল … …	১৬৭৲
কতিপয় গরীব নমাজীকে নমাজের কাপড় দেওয়া হয় …	৩৩৷৹
কতিপয় দরিদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে কর্জ্জা হাসানা দেওয়া হয় … …	৫৭৭৲
মক্কা শরীফের একটী বিখ্যাত মাদ্রাসায় দান …	১০০৲
	১৪৭৯১৷৹

ব্যয়

ইজা ... ... ১৪৭৯১॥০

জেলা সাহ্রাণ পুরের একটী প্রধান দিনী মাদ্রাসায় দান ১০০৲

কাণপুরের একটী মশ্হুর দিনী মাদ্রাসায় দান ... ৫০৲

লখ্নৌর একটী কওমী (জাতীয়) উন্নতিশীল মাদ্রাসায় দান ১০০৲

শিক্ষা-সমিতিতে দান ৫০৲

হেজাজ রেলওয়ে ফণ্ডে দান ২৫৲

মাদ্রাসা ও স্কুলের বোর্ডিং এর জন্য ৩০ খানা তক্তপোষ তৈয়ার করিবার খরচ ... ১৫০৲

সিনিয়ার মাদ্রাসা খুলিবার পর হেড্ মৌলবী ৩ মাসে

৩ × ৫০৲ = ১৫০৲

২য় মৌলবী ৩ × ৩৫৲ = ১০৫৲

৩য় মৌলবী ৩ × ৩০৲ = ৯০৲

৪র্থ মৌলবী ৩ × ২৫৲ = ৭৫৲

৫ম মৌলবী ৩ × ২২৲ = ৬৬৲

৬ষ্ঠ মৌলবী ৩ × ২০৲ = ৬০৲

৭ম মৌলবী ৩ × ১৮৲ = ৫৪৲

১৫৮৬৮॥০

ব্যয়	
ইজা	১৫৮৬৬।০
৮ম মৌলবী	৩ × ১৫৲ = ৪৫৲
৯ম মৌলবী	৩ × ১২৲ = ৩৬৲
অতিরিক্ত মৌলবী	৩ × ১৬৲ = ৪৮৲
হাফেজ	৩ × ১৮৲ = ৫৪৲
কারী	৩ × ২০৲ = ৬০৲
মাষ্টার	৩ × ৩০৲ = ৯০৲
প্রধান পণ্ডিত	৩ × ১৬৲ = ৪৮৲
২য় পণ্ডিত	৩ × ১২৲ = ৩৬৲
স্কুলের কেরাণী	৩ × ১৫৲ = ৪৫৲
দফ্‌তরী	৩ × ৮৲ = ২৪৲
পিয়ন	৩ × ৯৲ = ২৭৲
স্কুলের জন্য খেলা ও ব্যায়ামের সরঞ্জাম	৬৫৲
বদনা, গ্লাস, সুরাহি, বাসন, পেয়ালা, কলসী ইত্যাদি ...	১৫৲
মাদ্রাসার ১০টী ছাত্রের খোরাকি ফ্রি ...	৪০০৲
নানা প্রকার খুচ্‌রা খরচ	১২৯৲
	১৬৯৮৮।০

মুন্‌শী ফয়েজ বখ্‌শ্, ফয়েজ আলী মল্লিক, গোলাম হোসেন মণ্ডল, আলম সর্দার, আহ্‌মদ জান মিয়াঁ, শোকর আলী হাজী, গোলাপ বিশ্বাস, সোহ্‌রাব আলী মোল্লা, মীর গোলাম ছবদর প্রভৃতি ১০।১২ জন সঙ্গতিপন্ন লোকের সঙ্গে আমার পরামর্শ হইল যে, এ বৎসর ঘোড়া এবং গরু ক্রয় করিবার জন্য হরিহরচ্ছত্রের মেলায় যাওয়া হইবে। আমি ২২০০৲ টাকা লইয়া যাইব, স্থির করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই টাকার যোগাড় করিতে লাগিলাম। কিছু টাকা ধারও করিতে হইল। স্থির হইল যে, আমার অনুপস্থিতে কালে কাজ কর্ম্ম জনাব ওয়ালেদ সাহেব কেবলা এবং আমার সহকারী মীর সাহেব সমস্ত দেখিবেন। আমার সহযাত্রিগণ ৫০০৲ টাকা হইতে ২৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত সঙ্গে লইবার বন্দোবস্ত করিয়া ছিলেন। আমাদের যাত্রার দিন ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিল। আমি সঙ্গে শরাফতকে লইতে মনস্থ করিয়াছিলাম। অন্যান্যের সঙ্গেও ৭।৮ জন চাকর যাইবার কথা স্থির ছিল। আমরা ইহাও স্থির করিয়াছিলাম যে, খরচ বেশী হইলেও ঘোড়া এবং গরু রেল গাড়ীতেই আনা হইবে। হাটাইয়া আনিতে খরচ কম হইলেও, বহু সময় সাপেক্ষ এবং ঝঞ্ঝাটও খুব বেশী। জনাব মৌলানা ভাই সাহেব এবং জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ১৫০৲ হইতে ২০০৲ টাকার মধ্যে ২টী উৎকৃষ্ট ঘোড়া আনাইতে মনস্থ করিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেকটীর মূল্য ১৫০৲ হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। আমরা ঘোড়া এবং গরু কতক বিক্রয়ার্থে এবং কতক নিজেরা পুষিবার জন্য আনিতে ইচ্ছুক ছিলাম। আমার নিজের ২টী উৎকৃষ্ট গাভী, ৪টী হালের বলদ দরকার ছিল, ঘোড়ার আবশ্যক ছিল না। ঘোড়া আমাদের দেশে বেশ বিক্রয় হয়। কারণ অর্থশালী লোক অনেকেই আজ কাল যাতায়াতের জন্য ভাল ঘোড়া রাখিতে

ইচ্ছুক। ৫।৬ টা উৎকৃষ্ট জাতীয় ভেড়া এবং ৫।৬ টা উৎকৃষ্ট জাতীয় ছাগল আনিতেও আমি ইচ্ছুক ছিলাম।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা বাড়ী হইতে রওয়ানা হইলাম। মহকুমায় গিয়া ভাই মোখ্‌তার সাহেবের বাসায় ১ দিন অবস্থান করিয়া, ভাই কাজী আজমল হোসেন সাহেবকে সঙ্গে লইলাম। কারণ মহকুমাস্থ কাপড়ের দোকানের জন্য এ সময় অনেক দেশীয় ও বিলাতী কাপড়ের দরকার ছিল। আর হরিহরচ্ছত্রের মেলা হইতে কতক দেশীয় মোটা কাপড় এবং সতরঞ্জি প্রভৃতি আনারও আবশ্যকতা ছিল। ভাই মোখ্‌তার সাহেবও নিজের ব্যবহার জন্য একটী অশ্বের মূল্য ও খরচ-খরচা ২২৫৲ টাকা আমাদের জিম্মা করিয়া দিলেন। যদি পছন্দ হয়, তবে আমাদের আনীত ঘোড়ার মধ্য হইতে তিনি একটী টমটমের উপযুক্ত ঘোড়া লইবেন, ইহাও বলিয়া দিলেন। আমার ভগিনীদ্বয়ও কিছু কাপড়, চুড়ি, সুগন্ধি তেল ইত্যাদির ফরমাএস্ দিলেন। মামাত ভাইটী কয়েকখানি প্রয়োজনীয় পুস্তক এবং কিছু কাগজ-পত্র ও কোর্ট-সার্ট আনিতে বলিয়া দিল। তাহার ১ জোড়া ভাল জুতারও ফরমাএশ্ ছিল। মহকুমার আরও কতিপয় ভদ্র লোক কতকগুলি জিনিস-পত্রের অর্ডার দিয়া উহার টাকা আমাদিগকে গছাইয়া দিলেন। আমরা মস্ত সওদাগর কোম্পানি হইয়া কলিকাতাভিমুখে চলিলাম। আমাদের সঙ্গে টাকা কড়ির পরিমাণও কেবল অল্প হইল না।

মহকুমা হইতে রেলওয়ে ষ্টেশনাভিমুখে গো-শকটে আমাদের বিরাট 'কাফেলা' রওয়ানা হইল। ভগিনীদ্বয় তাড়া তাড়ি করিয়া কতক পরাটা, কতক হালুয়া ও কতক কোর্ম্মা প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিলেন। কিন্তু অত লোকের মধ্যে তাহাতে কি কুলায়? মহকুমা হইতে কতক মিঠাই, পাওরুটী এবং নিমকী ও সঙ্গে লওয়া

হইয়াছিল। ঐ সমস্তই দুই বেলায় 'সাফ্' হইয়া গেল। যাহা হউক, আমরা রেল যোগে যথা সময়ে শিয়ালদহ ষ্টেসনে পঁহুছিলাম; এবং হ্যারিসন রোডের ট্রামে চাপিয়া সিন্দুরিয়া পটিতে গমন পূর্ব্বক, হাজী মুসাজী মহোদয়ের সুন্দর মোসাফের খানায় স্থান গ্রহণ করিলাম। ২ দিন কলিকাতায় থাকিয়া, শহরের নানা স্থানে বেড়াইয়া, ৩য় দিন হাওড়া ষ্টেসন হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর গাড়ীতে গন্তব্য স্থানাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। কলিকাতা হইতে উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। যথা সময়ে রেলগাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ষ্টীমারে নদী পার হইয়া হরিহরচ্ছত্রের মেলায় পঁহুছিলাম। মেলা দেখিয়া ত অবাক্। সে এক বিরাট, ব্যাপার! সে বিপুল জনতা পূর্ণ মেলায় কত লোক জুটিয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গো, অশ্বতর, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর অভাব নাই। নানা দেশ হইতে সওদাগর ও ব্যাপারিগণ এই সকল পশু বিক্রয়ার্থে মেলা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছে। এক বিশাল ভূখণ্ড ব্যাপিয়া মেলা বসিয়াছে। সূতী, রেশমী ও পশমী বস্ত্র স্তূপাকারে সজ্জিত আছে। গালিচা, সতরঞ্চি, হাতীর ঝুল, কারুকার্য্য খচিত উৎকৃষ্ট মসলন্দ, শামিয়ানা, সুজনী, কম্বল, লুই, পশমী চাদর, নানা প্রকার দেশীয় বস্ত্র কত আমদানী হইয়াছে, তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা দুরূহ ব্যাপার। অন্যান্য প্রকার জিনিস পত্রেরও কোন সংখ্যা নাই। মেলায় বিষম ভিড় ও বিষম হট্টগোল। নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যের দোকানও চতুর্দ্দিকে অসংখ্য। বিশাল বালু চরে সহস্র সহস্র দোকান বসিয়াছে। আমরা পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম যে, এই মেলায় চোর, ছেঁচোড়, জুয়াচোর, বাটপাড়, গাঁট কাটা প্রভৃতির বিষম উপদ্রব।

এজন্ত টাকা কড়ি খুব সাবধানে রাখিয়াছিলাম। আমরা কলিকাতার করেন্সি আফিস হইতে বিস্তর নোট সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলাম, উহা মজবুৎ জালিতে পূরিয়া কমরে রাখা হইত। আমরা প্রথমে খুব ঘুরিয়া ফিরিয়া মেলা দেখিলাম। ঐ সময় মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় ঘোড়া ও গরু সমূহ এবং অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের ভাব গতিক পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। অনেক অনুসন্ধান পূর্ব্বক একটী উপযুক্ত দালাল ঠিক করিলাম, লোকটা নেহায়েত মন্দ ছিল না। একটী বৃক্ষের তলে আমরা আস্তানা জমাইয়া ছিলাম। নিজেদের লোকেরাই পাক-সাক করিত। পানীয় জন্ত অনেকটা অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। মেলার কাবাব রুটী দ্বারাও অনেক সময় উদর পূর্ণ করিতাম। ৪র্থ দিবস হইতে আমাদের ঘোড়া ও গরু খরিদ আরম্ভ হইল। যতদূর সম্ভব, দেখিয়া শুনিয়া—পরীক্ষা করিয়া, ঐ সকল ক্রয় করা হইতে লাগিল। ৯ দিনে আমাদের ক্রয় কার্য্য শেষ হইল। পশ্বাদি আমাদের বেশ পছন্দ মতনই হইয়াছিল। বস্ত্রাদি এবং সতরঞ্চাদিও খরিদ হইল। ১৪ দিন পরে আমরা মেলা হইতে কলিকাতাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। গঙ্গা পার হইয়া পশু সকল রেলে চাপান হইল। এই সকল বিষম ঝঞ্ঝাটের কাজ। খোলা মাল মাল গাড়ীতে গরু, ঘোড়া, ছাগল এবং ভেড়াগুলি কলিকাতায় রওয়ানা হইল। ৬ জন চাকর ঐ সঙ্গে গেল। আমরা যাত্রী গাড়ীতে পূর্ব্বেই হাওড়ায় চলিয়া আসিলাম, এবং মাল গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পশুদের জন্ত কতক খাদ্য দ্রব্যেরও জোগাড় করিয়া রাখিলাম। যথা সময় পশু পূর্ণ গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিলে, উহাদিগকে অতি সাবধানে নাবান হইল। ঘোড়া ও গরু গুলি হাওড়া হইতে কলিকাতার সান্নিধ্যে এক স্থানে আনিয়া ২ দিন রাখা হইয়া

ছিল। ইতিমধ্যে মহকুমার মোখ্‌তার সাহেব নিকট এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম করিলাম যে, ২ জন হুশিয়ার লোক যেন ষ্টেসনে পাঠান হয়। শিয়ালদহে গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া, ৩য় দিনে ঘোড়া, গরু, ছাগল ও ভেড়াগুলি ৬ জন চাকর ও ৪ জন মালীকের সঙ্গে রওয়ানা করা হইল। আমরা প্রথমে হাজী মুসাজীর মুসাফের থানায় আশ্রয় লইয়াছিলাম ; ৩ দিন তথায় থাকিয়া হাজী বখ্‌শ্‌ এলাহী সাহেবের মুসাফের থানায় স্থান গ্রহণ করিলাম। এই মুসাফের থানা দুইটীর অট্টালিকা যেমন উৎকৃষ্ট, তেমনই উহা পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। বন্দোবস্তও অতি উত্তম। পায়খানা, পানী, শুইবার খাট ও আলোর বন্দোবস্ত—সবই চমৎকার। পল্লী গ্রামে অনেক জমিদার এবং বড় লোকের ভাগ্যেও এমন সুন্দর স্থানে বাস করা ঘটে না। খোদা এই মুসাফের থানার প্রতিষ্ঠাতা দিগকে ইহার সুফল নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন। এই দুইটী মুসাফের থানা প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় বিদেশ হইতে আগত প্রবাসী মুসলমান দিগের থাকার বিষম অসুবিধা ছিল। খোদার ফজলে এক্ষণে সে অসুবিধা একেবারে দূর হইয়াছে।

অতঃপর আমরা দোকানের কাপড় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলাম। নর্শরী হইতে কতকগুলি কলম, বীজ এবং কিছু সার লওয়া হইল। স্কুল-মাদ্রাসার জন্যও কতক জিনিসের ফরমাএশ ছিল ; তাহাও খরিদ করিতে লাগিলাম। হাওড়ার হাট ও চেৎলার হাটের জন্য আমাদিগকে কিছু বেশী বিলম্ব করিতে হইল। আমাদের সঙ্গীয় কেহ কেহ থিয়েটার দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমি নিজে এক দিন বায়স্কোপ মাত্র দেখিলাম। যাদুঘর, চিড়িয়া খানা, বোটানিকেল গার্ডেন, ইডেন গার্ডেন,

খিদিরপুরের (খেজের পুর) ডক ইত্যাদি দেখা হইল। আমাদের সঙ্গীর ২।৩ জন কলিকাতায় ইতিপূর্ব্বে কখনও আসিয়াছিলেন না, কাজেই তাঁহাদিগকে সকল দ্রষ্টব্য পদার্থই বিশেষ করিয়া দেখাইতে হইল। আমাদের খাওয়া দাওয়া হোটেল হইতে এবং নানবায়ের দোকান হইতে আনিয়া সম্পন্ন করা হইত।

আমি আমাদের গোয়ালার কারখানার জন্য হোয়াইটওয়ে লেড্ ল কোম্পানীর দোকান হইতে ৮৲ টাকা মূল্যের ২টী মাখন তোলা কল লইলাম। সুবিধা বোধ হইলে ভবিষ্যতে আরও লইবার ইচ্ছা থাকিল।

শিল্প-বিদ্যালয়ের জন্য কিছু হাতিয়ার এবং যন্ত্রাদি লওয়া হইল। সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খরিদ হইলে আমরা স্বদেশে যাত্রা করিলাম। ষ্টেসনে গরুর গাড়ী পাঠাইবার জন্য মোখ্তার সাহেবকে পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। যথা সময়ে ষ্টেসনে পঁহুছিয়া গো-শকট যোগে মহকুমায় চলিলাম। কলিকাতা হইতে আনীত খাদ্য দ্রব্যাদিতে পথের খাওয়া দাওয়া চলিয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় মহকুমায় পঁহুছিলাম। ৪ খানা গরুর গাড়ীতে আমাদের দ্রব্য-সম্ভার চাপাইয়া আমরা মহকুমায় আগমন করিয়াছিলাম। আমাদের প্রেরিত গরু এবং অশ্বাদি অধিকাংশ দেশে রওয়ানা করা হইয়াছিল; কতক এখনও মহকুমায় ছিল। মোখ্তার সাহেব ঘোড়াটী খুব পসন্দ করিলেন; এবং আমাদের বিক্রয়ের ঘোড়া হইতে টম্‌টমের জন্য একটী ঘোড়া রাখিয়া দিলেন। মহকুমার ভদ্র লোক দিগের ফরমাএশী জিনিসগুলি পাইয়া সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইলেন। আমার সঙ্গীয়দের মধ্যে অনেকেই এখান হইতে গৃহে চলিয়া গেলেন। কথা হইল, ৩।৪ দিন পরে এনায়েত

পুরে গিয়া তাঁহারা স্ব স্ব পশ্বাদি গ্রহণ করিবেন। এখান হইতেও কেহ কেহ পশ্বাদি লইয়া গেলেন। ২ জন চাকর এ যাবৎ মোখ্‌তার সাহেবের বাসায় অবস্থান করিতেছিল। ভগিনী দ্বয় আমাকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। ভাইটীরও আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। তাহাদের ফরমাএশী জিনিসগুলি অনেক দেখিয়া শুনিয়া উৎকৃষ্ট দেখিয়া ক্রয় করা হইয়াছিল, সুতরাং তাহা তাহাদের খুবই মনঃপুত হইল। সুদীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে আসিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ভগিনীদ্বয় আমাদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্তে লাগিয়া গেলেন। মহকুমাস্থ আঞ্জমনের কর্ত্তৃপক্ষ গণের সঙ্গেও দেখা সাক্ষাৎ করিলাম। এবার কাপড়ের দোকানে বহু উৎকৃষ্ট এবং নূতন নূতন প্রকারের বস্ত্রাদির আমদানী হইয়াছিল। বহু নূতন ফ্যাসনের কাটা কাপড় ও গঞ্জি ইত্যাদি আসিয়াছিল।

৩ দিন মহকুমায় থাকিয়া, ভাই মোখ্‌তার সাহেবের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ের আলোচনা ও পরামর্শ করণান্তর, ৪র্থ দিন সকাল বেলা নাশ্‌তা করিয়া গৃহে রওয়ানা হইলাম। মোখ্‌তার সাহেবের বাচনীক, আবাদের কাজ ভালরূপ চলিতেছে শুনিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। আমি অশ্বারোহণে গমন করিলাম; অপর কয়েক জন চাকর ত্রয় সহ জিনিস-পত্র ও গবাদি পশু লইয়া পদব্রজে এবং গো-শকটে চলিলেন। তেজগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক আমি বেলা ১০টার একটু পরেই গৃহে উপনীত হইলাম। আমাকে দেখিয়া জনাব হজরত ওয়ালেদ মাজেদ কেবলা খুব আনন্দিত হইলেন। প্রেরিত অশ্ব এবং গবাদি পশু দেখিয়া তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহার কদম বুছি করিলাম। তিনি আমাকে প্রাণ খুলিয়া দোওয়া করিলেন। অতঃপর জনাব মৌলানা ভাই

সাহেব এবং মাদ্রাসার মৌলবী সাহেব দিগকে অভিবাদন করিলাম। সকলেই আমাকে পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আসমত ভাই আসিয়া অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি প্রসন্ন ভাবে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া অশ্ব, গরু, ছাগ এবং ভেড়া গুলিকে যত্নের সহিত খাওয়াইতে বলিলাম।

অতঃপর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। জনাব ওয়ালেদা মাজেদা, জনাব ফুফু আম্মা সাহেব দ্বয়, জনাব মামানী সাহেবার কদম বোছ হইলাম। ভগিনিগণ, ভাগিনেয়ী—বলিতে লজ্জা হয়, আমার পুত্রটীও আসিয়া 'হাজের' হইল। সকলে আমাকে বেষ্টন করিয়া লইল। এ সময়ে আমার অন্তরে যে আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ স্থির করা কঠিন। মনে মনে খোদার দরগায় কতই না "শোকর গোজার" হইলাম। ভাবিলাম, সংসার জীবনে আমার মতন সুখী কে? পারিবারিক জীবনে আমার ন্যায় সুখ-সম্পদ কাহার? সকল মুরব্বি খোদার ফজলে বর্ত্তমান। স্নেহময়ী ভগিনী গণ, আনন্দ দায়ক ও আনন্দ দায়িনী পুত্র ও ভাগিনেয়ী—হৃদয়ে কতই না শান্তি বারি সেচন করিতেছে। জনাব কাজী সাহেব, ভাই মোখ্‌তার সাহেব, ভাই কাজি আজমল হোসেন সাহেবের ন্যায় আত্মীয়গণ, জনাব ভাই মৌলানা সাহেবের ন্যায় ভগিনীপতি, জনাব মীর সাহেবের ন্যায় হিতৈষী মুরব্বি, জনাব মৌলানা খলিলর রহমান সাহেবের ন্যায় হিতৈষী ও গৌরবান্বিত বান্ধব, মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেনের ন্যায় ভাই যাহার আছে, সংসারে তাহার কিসের ভাবনা ও কিসের অভাব? আর এক জনের কথা বেশী কি বলিব, তাঁহাকে পাইয়া সংসার জীবনে যে কত সুখী হইয়াছি, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা আমার সাধ্যের অতীত। তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা বলিতে চাই

না। তাঁহার সচ্চরিত্রতা, সদ্‌গুণ রাশি, স্বামী ভক্তি, সরলতা, গৃহস্থালীর সুশৃঙ্খলা বিধান প্রভৃতি সকলই অসাধারণ। সহস্রের মধ্যেও এরূপ একজন সুপত্নী ও সুগৃহিণী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আমার স্ত্রী বলিয়া যে আমি তাঁহার এত প্রশংসাবাদ করিতেছি, তাহা কেহ মনে করিবেন না। বাড়ীর সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ। ওয়ালেদ মাজেদ, ওয়ালেদা মাজেদা, ফুফু আম্মাদ্বয় (তন্মধ্যে একজন ত তাঁহার গর্ভধারিণী) ও মামানী সাহেবা—সকলেই তাঁহাকে চক্ষের তারার ন্যায় দেখিয়া থাকেন। মুরব্বিগণ যে আমার জন্য এরূপ পাত্রী মনোনীত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য মনে মনে তাঁহাদিগকে কতই না ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকি। মৌলানা ভাই সাহেবের নিকটও আমি এজন্য কৃতজ্ঞ। তাঁহার মুখে ত ইহার প্রশংসা ধরে না। তিনি আমাকে হাস্য পরিহাসচ্ছলে অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে, আপনার গৃহে ত পরী রাণী বিরাজ করিতেছেন। সংসারে আপনার মতন সুখী ত কাহাকেও দেখি না। গৃহ কর্ম্মে, পাক শাকে, লেখা পড়ায়, শিল্প কার্য্যে, সকল বিষয়েই তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। প্রত্যেক মুরব্বির সেবায় তিনি তৎপর। ওয়ালেদ সাহেব যে যে জিনিস খাহেশ করিয়া খান, তাহা তিনি অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত করিয়া দেন। পাক শাকের কাজে মুরব্বিদিগকে বড় একটা হাত দিতে হয় না। খোদার ফজলে স্বাস্থ্য-সুখও বিলক্ষণ আছে। মুরব্বিগণ সকলেই মনে করেন যে, এ বালিকা আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। পিতা মাতা সর্ব্বদা খোদার নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনা করেন। পুত্রটীর বয়স এই সবে মাত্র দেড় বৎসর; দেখিতে শুনিতে বফজলে এলাহী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। জনাব মৌলানা ভাই সাহেব ত অন্দরে আসিয়া তাহাকে না দেখিলে অস্থির

হন। তাহার আধ আধ স্বরে কথা বলা সকলের কর্ণকুহরে যেন সুধারাশি ঢালিয়া দেয়। দুঃখের বিষয়, মৌলানা ভাই সাহেবের একটী কন্যা ব্যতীত এ যাবৎ আর কোনও সন্তান জন্মে নাই।

যাহা হউক, ইহার পর স্নান ও আহারাদির কার্য্য সমাধা হইল; একটু বিশ্রাম করিয়া জোহরের নমাজ পড়িলাম। প্রায় ৩টার সময় গো-শকট ও অবশিষ্ট পশ্বাদি আসিয়া পঁহুছিল। কলিকাতা হইতে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য ও সকলের জন্য কাপড়, চুড়ি ইত্যাদি এবং বালক বালিকাদিগের জন্য সুন্দর সুন্দর খেলনাদি আনিয়াছিলাম, তাহা অন্দরে পঁহুছান হইল; জনাব ওয়ালেদ মাজেদ ও মৌলানা ভাই সাহেবকে সে সব দেখান হইল। বালক বালিকাগণ খেলনা ও মিষ্টান্নাদি পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

অতঃপর হিসাব পরিষ্কার করিতে লাগিলাম। আমার ঘোড়া, গরু, ভেড়া ও ছাগল মোট ১৭৯০৲ টাকার খরিদ হইয়াছিল। বাজে খরচ হইয়াছিল ১১৫৲ টাকা। অবশিষ্ট টাকায় সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আসিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবও আসিয়া পঁহুছিলেন। মৌলানা ভাই সাহেব ও জনাব মৌলবী সাহেব আপনাদের অশ্ব দুইটী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। মৌলবী সাহেবের অশ্বটী মায় খরচ ১৯৫৲ এবং মৌলানা ভাই সাহেবের অশ্বটী ১৬৭৲ টাকা পড়িয়াছিল। এখানে সকলে উহার এক একটীর মূল্য ২৭৫৲ এবং ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত অনুমান করিলেন।

আমাদের নিজ গাভী দুইটীর মূল্য হইয়াছিল ৩৩৫৲ টাকা, এবং ৪টী বলদের দাম হইয়াছিল (মায় খরচ) ৩৬০৲ টাকা। ৪টী ভেড়া ভেড়ী এবং ৬টী ছাগলের মূল্য পড়িয়াছিল (খরচ সহ) ৭৬৲ টাকা।

পর দিন ঘোড়া ও গবাদি পশুর অন্যান্য মালিকগণ আসিয়া পঁহুছিলেন। হিসাবাদি পরিষ্কার হইতে লাগিল। পশ্বাদির ক্রেতাও জুটিতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতে চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রচার হওয়াতে, বহু ক্রেতা আসিয়া জুটিল। এই একই দিনে অনেকগুলি অশ্ব ও গরু বিক্রয় হইয়া গেল। যাঁহার ভাগের যাহা অবশিষ্ট ছিল, বিকাল বেলা তাহা লইয়া তাঁহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আমার বিক্রয়ের অশ্ব মাত্র ৪টী ছিল, তন্মধ্যে ১টী ভাই মোখ্‌তার সাহেব রাখিয়াছিলেন। গাভী ও বলদ ছিল ৯টী। তন্মধ্যে ১টী অশ্ব ও ৩টী গরু আজই বিক্রয় হইয়া গেল। মোটের উপর বুঝা গেল যে, আমাদের নিজের জন্য যে সকল গরু, ভেড়া ও ছাগল আনা হইয়াছে, তাহা লাভের মধ্য হইতে থাকিবে। আমি যে দুইটী গাভী নিজে পুষিবার জন্য আনিয়াছিলাম, ক্রয় কালে উহাদের দুগ্ধ যথাক্রমে ।১ ও ।২ সের দেখা গিয়াছিল। কিন্তু বাড়ী আইসার পর দুগ্ধ /৯— /৯॥০ দাঁড়াইল। পথের ক্লেশ এবং আহারাদির অনিয়মে গাভী দ্বয়ের দুগ্ধ হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বিক্রেয় গাভীর দুগ্ধও ঐরূপ কম হইয়াছিল। বাড়ীতে আনিয়া আহারাদির দস্তুর মতন সুবন্দোবস্ত করা গেল। পূর্ব্বেরও ঐ জাতীয় ৪টী গাভী আছে। সুতরাং এক্ষণে ৬টী উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী হইল। দেশী গাভী এ সময় ছিল ৭টী। মোটের উপর ৪টী পশ্চিমা ও ৪টী দেশী গাভী এ সময় দুগ্ধ দিতেছিল। সুতরাং দৈনিক ১/ মণের উপর দুগ্ধ হইতে লাগিল। গোয়ালার কারখানায় ৮০/ সের দুগ্ধ দেওয়া হইত; দর ছিল ৪৲ টাকা মণ। অবশিষ্ট দুগ্ধ স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র দিগকে রোজ দেওয়া হইত, এবং নিজেদের বাড়ীতে খরচ হইত। রোজ দেওয়া হইত টাকায় /৮ সের করিয়া।

মাদ্রাসা-গৃহ নির্ম্মিত হইল। সিনিয়র মাদ্রাসা খোলা হইল। উপযুক্ত মৌলবী সাহেবগণ এবং কারী ও হাফেজ সাহেবগণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। মৌলানা ভাই সাহেবের কাজ এবং পরিশ্রম অনেক বাড়িয়া গেল। তাঁহার দফ্তরের লেখা পড়ার সাহায্যের জন্য একজন সামান্য আরবী এবং ফারসী-উর্দ্দু জানা মুন্সী নিযুক্ত হইলেন। মাদ্রাসার কাজ উত্তম রূপে চলিতে লাগিল। উচ্চ ক্লাসের ২৫।২৬ জন ছাত্রের জায়গীর নিজ গ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে করিয়া দেওয়া হইল। আমরা ২ জন উচ্চ আরবী ক্লাসের এবং ২ জন ইংরেজী পড়ুয়া ছাত্রের জায়গীর দিলাম। জনাব কাজি সাহেবের বাড়ীতে ৩ জনের জায়গীর হইল। তদ্ব্যতীত তাঁহার বাড়ীতে একজন মাষ্টারের থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত হইল। আমাদের বাড়ীতে একজন মৌলবী সাহেব ও এক জন পণ্ডিতের জায়গীর হইল। অন্যান্য মৌলবী সাহেব ও মাষ্টার পণ্ডিতের স্থান নিজ গ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে কতক হইল। কয়েক জন স্কুল ও মাদ্রাসার বোর্ডিঙ্গে থাকিতে লাগিলেন। স্কুলে ৬ জন শিক্ষক মুসলমান ও ৭ জন শিক্ষক হিন্দু ছিলেন। শিক্ষক খুব উপযুক্ত দেখিয়াই নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কাজি সাহেবদের দীঘির তটে স্কুল-গৃহ ও বোর্ডিং-গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মিত হওয়াতে ঐ স্থান অতি মনোরম আকার ধারণ করিল। মাদ্রাসা আমাদের বাড়ীতে, বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত স্থানে থাকাতে, তেমন খোলতা ও সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট হইল না।

ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটিল। বাসুদেব পুরের হাটটা আমাদের অনেকটা নিকটে। ইদানীং হাটটার বেশ উন্নতিও হইয়াছিল। হাটের মালিক শঙ্করপুরের সাহা জমিদারগণ। আমাদের জাতীয় আন্দোলন প্রভাবে হাটে অনেকগুলি মুসলমানের দোকান পাট

হইয়াছিল। জমীদারের পক্ষ হইতে হাটে কিছু জুলুম-জবরদস্তিও চলিত। বর্ত্তমান সময় অত্যাচারের মাত্রাটা কিছু বাড়িয়াছিল। জমীদার গণের বংশ বৃদ্ধির আধিক্য বশতঃ ষ্টেটে বহু শরীক হইয়া পড়িয়াছিল। বহু শরীকের এলাকায় পড়িলে অনেক স্থানেই অত্যাচার ভোগ করিতে হয়; বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। যুবক জমীদারগণ হাটে আসিয়া মৎস্য, তরকারী ইত্যাদি লইয়া উচিত মূল্য দিতেন না। লোকের প্রতিবাদেও কর্ণপাত করিতেন না তাঁহাদের দুর্দ্দান্ত পাইক, নফরও কোনও কোনও উদ্ধত কর্ম্মচারি জুলুমের মাত্রা আরও বাড়াইয়া তুলিত। তাহার উপর ভুক্তিমালীর তোলা, চৌকিদারের তোলা, নায়েব বাবুর তোলা, নাপিতের তোলা, পাইক গণের তোলা, নফরগণের তোলা ইত্যাদি ৭।৮টা তোলাই উঠান হইত। সুতরাং সাধারণ বিক্রেতা ও ছুটা দোকানদার দিগের উপর জুলুমের মাত্রাটা বড় বাড়িয়া গিয়াছিল। বড় বড় দোকানদারদের উপরও খাজানা বাড়াইয়া জুলুম আরম্ভ করা হইয়াছিল। উপস্থিত ঘটনা এই যে, এক যুবা জমিদার বাবু, এক মুসলমান মৎস্য-বিক্রেতার দোকান হইতে প্রায় ৪৲ টাকা মূল্যের একটী বৃহৎ কাতল মৎস্য গ্রহণ পূর্ব্বক, মাত্র ১৲টী টাকা তাহাকে ফেলিয়া দিলেন। সে আপত্তি করাতে, জমীদারের জনৈক টেড়িয়া (উদ্ধত) পাইক তাহাকে গালাগালি দিল। দোকানদারও সুদে আসলে জওয়াব দেওয়াতে, বাবুদের আদেশে কয়েকটা পাইক ও নফর তাহাকে আক্রমণ করিল। এই সংবাদ পাইয়া অন্যান্য মৎস্য ব্যবসায়ীরা সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল, এবং সকলে মিলিয়া পাইক ও নফরদিগকে বেশ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিল। অন্যান্য দোকানদার দিগেরও আক্রোশ ছিল, তাহারা এবং হাটে-উপস্থিত অন্যান্য দাঙ্গাবাজ

লোকেরাও দাঙ্গায় যোগদান করিল। সুতরাং হাটে একটা লঙ্কা কাণ্ডের অভিনয় হইল। বেগতিক দেখিয়া জমীদার ও তৎপক্ষীয় লোকেরা পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিল। ছোকরা বাবুরাও রক্ষা পাইলেন না; প্রায় সকলেই বেশ উত্তম মধ্যম লাভ করিলেন। হাটের লোকেরা বহু দূর পর্য্যন্ত জমীদারের পাইক, নফর, গোমস্তা ও বাবু দিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। এই বিষম গোলমালে সেই দিন হাট অসময়ে ভাঙ্গিয়া গেল। কারণ জমীদার পক্ষ বহু পাইক ও লেঠেলের সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়া লোকের উপর অত্যাচার করিবে ভয়ে, লোকে দোকান পাট গুটাইয়া প্রস্থান করিল। জমীদার পক্ষীয় অনেকগুলি লোক জখমও হইয়াছিল। প্রবীণ বয়স্ক জমীদারেরা ঘটনার বিষয় শুনিয়া যুবক জমীদার ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন কর্ম্মচারী দিগকে তিরস্কার করিলেন। কিন্তু উদ্ধত যুবক মণ্ডলী হাটের দোকানদার দিগকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। যুবক কর্ম্মচারী, পাইক ও নফরগুলি তাঁহাদিগকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

আমরা ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই এ বিষয়ের সংবাদ পাইলাম। আমাদের বাড়ীর চাকরেরাও হাটে গিয়াছিল, তাহারা আসিয়া পূর্ব্বেই দাঙ্গার সংবাদ দিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কতিপয় দোকানদার ও কতিপয় মৎস্য ব্যবসায়ী কাজী সাহেবের নিকট এবং ওয়ালের সাহেবের নিকট আসিয়া আপনাদের দুঃখের কথা জানাইল। তাহারা দৃঢ়তার সহিত বলিল, আমরা ও হাটে আর যাইব না। যদিও নিকটে অন্যান্য হাট আছে, কিন্তু আমাদের স্বজাতির অধীনে একটী হাট হওয়া চাই। সে অসময়ে অপর প্রধান প্রধান লোক দিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করিবার সময় ছিল না; সুতরাং উহাদিগকে আগামী কল্য বাদ জোহর আসিতে বলা হইল। পর দিন সকালে

বেলা চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়া আঞ্জমনের মেম্বর দিগকে সংবাদ দেওয়া গেল। নিকটবর্ত্তী ১৫।২০ খানি গ্রামেই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল।

পর দিন বাদ জোহর প্রায় ৪০।৪৫ জন মেম্বর সমবেত হইলেন। দোকানদার ও মৎস্য ব্যবসায়ী প্রায় ৫০।৬০ জন আসিল। কি করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। জনাব কাজী সাহেবদের বাড়ীতেই বৈঠক বসিয়াছিল। সকলেই নূতন একটা হাট বসাইবার প্রস্তাবে জোর দিতে লাগিলেন। কিন্তু কথা এই যে, হাটের উপযুক্ত স্থান কোথায়? জনাব কাজী সাহেব ও মুন্‌শী আলি নকী সাহেবদের এক খণ্ড পতিত ভূমি ছিল; ছোট ছোট বন-জঙ্গলে ও বাঁশের ঝাড়ে উহা পরিপূর্ণ। জমির পরিমাণ ১০।১২ বিঘার কম নহে। নিকটে একটা আন্ধা পুষ্করিণীও আছে। স্থানটা সরকারী রাস্তার নিকটেই অবস্থিত। চেষ্টা করিলে অদূরবর্ত্তী বৃহৎ খালের সহিত একটী খালও যোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সকলের দৃষ্টি ঐ ভূখণ্ডের উপর পড়িল। কিন্তু অল্প সময় মধ্যে সেখানে হাট বসাইতে হইলে বহু টাকা খরচের দরকার। কথা হইল যে, যদি দোকানদার গণ সালামী স্বরূপ কতক করিয়া টাকা এক্ষণে দেয়, তবে বহু জন-মজুর লাগাইয়া এখন হইতেই স্থানটী সমতল করিয়া লওয়া যাইতে পারে। পুষ্করিণীটী কাটাইয়া জমিটা সমতল করিতে হইবে। দোকানদার গণকে একটা চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে বলিয়া সকলে অভিমত প্রকাশ করিলেন। ঐ দলিল নিয়ম মত রেজিষ্ট্রী হইবে, তাহাও বলা হইল। দোকানদারগণ এতই উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তাহারা সকল প্রস্তাবেই সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আপাততঃ ছাপরা ইত্যাদি কাজী সাহেব নিজের

পক্ষ হইতে প্রস্তুত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন; বড় বড় দোকানদারেরা নিজে গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া লইবে, ইহা ত জানাই আছে। ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত একটা নির্দ্দিষ্ট হারে খাজানা দিতে হইবে, ইহাও স্থির হইল। পরে জমীর মালিক ইচ্ছানুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। উপস্থিত দোকানদারগণ যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইল, তাহার পরিমাণ ৭৮৫৲। অন্যান্য দোকানদার দিগকে তাহারা ঠিক করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। অনুমান করা হইল যে, প্রায় ২০০০৲ টাকা সালামী আদায় হইতে পারিবে।

এক সপ্তাহ মধ্যে সকল বিষয় ঠিক করা হইবে, এইরূপ কথা বার্ত্তা হইল। দোকানদারগণ কবুলিয়ত রেজিষ্ট্রী করিয়া দিবে; তৎপর জঙ্গল পরিষ্কার, পুষ্করিণী খনন ও জমি সমতল করার কাজ আরম্ভ হইবে। আঞ্জমনের মেম্বর দিগকে বলা হইল, আপনারা ২ দিন পরে আর এক বার আসিবেন, বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাদ আছর সকলেই প্রস্থান করিলেন। কেবল আমাদের গ্রামের ১৫।১৬ জন প্রধান লোক রহিয়া গেলেন। মাদ্রাসা ছুটী হওয়াতে মৌলানা ভাই সাহেব মাদ্রাসার ৩।৪ জন মৌলবী সাহেব সহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্কুলের ২।৩ জন মুসলমান শিক্ষকও আসিলেন। জনাব কাজি সাহেব কেবলা তখন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি একটী প্রস্তাব করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমরা অতি গুরুতর ২টী কাজ মাথায় লইয়াছি। একটী সিনিয়র মাদ্রাসা ও একটী হাই স্কুল। অনেক বড় বড় লোকে যে কাজে হাত দিতে সাহস করেন না, আমরা কেবল খোদাতা-লার উপর ভরসা করিয়া, অসম সাহসে নির্ভর করত সেই বোঝা মাথায় লইয়াছি। আঞ্জমনের যে সকল আয় আছে, তাহা অস্থায়ী ও ভিত্তি শূন্য। স্থায়ী আয়ের

মধ্যে খানিকটা ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তি মাত্র। এরূপ অবস্থায় আঞ্জমনের আরও কিছু স্থায়ী সম্পত্তির বন্দোবস্ত করা আমি উচিত বোধ করি। বোধ হয় খোদার তরফ হইতে সেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের এ স্থানে হাটটী বেশ জমিবে বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে। আমাদের যে জমি টুকু আছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে অকর্ম্মণ্য। তবে ভবিষ্যতে বাগ-বাগিচা করিলে অনেকটা আয়ের পথ হইতে পারে। বর্ত্তমানে এই জমির মূল্য প্রতি বিঘা ১০০৲ টাকার বেশী নহে। জমির পরিমাণ ১২ বিঘার বেশী কিছুতেই হইবে না। ইহার মধ্যে আমাদের জমি হইবে ৮ বিঘা কি ৯ বিঘা, আর মুন্‌শী আলি নকী সাহেবের হইবে ৩।৪ বিঘা। আমরা উভয়ে এই জমি আঞ্জমনের নিকট বিক্রয় করি। হাটটী আঞ্জমনের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হউক। ১০০৲ টাকা হিসাবে ১২ বিঘা জমির মূল্য ১২০০৲ টাকা হইবে; কিন্তু এই হাটে বৎসরে ১২০০৲ কি ১৫০০৲ টাকা আয় হওয়া অসম্ভব নহে। আঞ্জমনের হাট হইলে সকলেরই ইহাতে সহানুভূতি থাকিবে। সকলেই ইহার উন্নতি জন্য চেষ্টা পাইবে। আর এক কথা, জমীদার গণ শুনিতে পাইলে আমাদিগকে অনুরোধ উপরোধ পূর্ব্বক হাট না বসাইতে বাধ্য করিতে চেষ্টা পাইবেন। আঞ্জমনের হাট হইলে যাহাতে শত শত লোকের অধিকার থাকিবে, সে ক্ষেত্রে জমীদার দিগের কোনও কথা বলিবার সুযোগ থাকিবে না। আমি এই স্বার্থ পরিত্যাগ করিতেছি যে, বাড়ী সংলগ্ন জমিগুলি আঞ্জমনের নিকট বিক্রয় করিতেছি, এবং একটা অতি লাভ জনক বিষয় জন-হিতার্থে ছাড়িয়া দিতেছি। এক্ষণে মুন্‌শী সাহেবের এবং আপনাদের কি অভিপ্রায় বলুন। মুন্‌শী সাহেব বলিলেন, প্রস্তাবটী অবশ্য উত্তম;

কিন্তু আমাকে ২ দিন সময় দিন, আমি আত্মীয় স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিব। আর প্রায় সকলেই ধন্যবাদের সহিত কাজী সাহেবের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। অনেকে ইহাও বলিলেন যে, মুন্‌শী সাহেব জমী না দিলেও ৮।৯ বিঘা জমিতে হাটের খুব স্থান হইবে। পুষ্করিণীতে অর্দ্ধ বিঘা জমি গেলেও ঢের জমি থাকিবে। আর আঞ্জমনের একটা লাভ জনক স্থায়ী সম্পত্তি হওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজন হইলে হাটের দোকানদারগণ আঞ্জমন-ফণ্ডে অনেক সময় অতিরিক্ত চাঁদাও প্রদান করিবে। এ সুযোগ ছাড়িতে নাই। এ স্থানে হাট হইলে অনেকে নূতন দোকান পাট করিতেও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মুনশী সাহেবের মত জানিয়া ২ দিন পরে কর্ত্তব্য স্থির করা হইবে, ইহাই শেষ স্থির হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আঞ্জনের মেম্বরগণ আসিলেন; মুন্‌শী আলি নকী সাহেবও আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন, জনাব কাজী সাহেব যখন স্কুলের জন্য অত গুলি স্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন; এই স্থানটী এবং হাট সম্বন্ধে এত স্বার্থ ত্যাগ করিতেছেন, তখন আমিও আঞ্জমনের নিকট জমি বিক্রয় করিতে রাজী হইলাম। তবে আমার অবস্থা তেমন সচ্ছল নহে, এজন্য আমি মূল্য কিছু বেশী চাই। এতচ্ছ্রবণে সকলেই মুন্‌শী সাহেবের প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে বিঘা প্রতি ১২৫৲ হিসাবে জমির মূল্য দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইল। সকল গোল মিটিয়া গেল। পরে জানা গিয়াছিল, মুন্‌শী সাহেবের জমি বিক্রয়ে তেমন মত ছিল না, কিন্তু বাড়ীর মহিলাগণ এ বিষয়ে তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা ইহা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, আমাদের দেশের মহিলাগণের সদিচ্ছা ও সহৃদয়তা কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতঃপর কাজী

সাহেব বলিলেন, আমি পুত্র দ্বয়ের মত না লইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে তাহাদিগকে জানাইয়া জমি বিক্রয়ের কবালা করিয়া ফেলিতে হইবে। তিনি পর দিনই মুন্‌শী সাহেবকে লইয়া মহকুমায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। যথা সময়ে অদ্যকার সভা ভঙ্গ হইল।

জনাব কাজী সাহেব পর দিনই মহকুমায় গমন পূর্ব্বক, পুত্রদ্বয়কে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া, তাঁহাদিগের সম্মতি গ্রহণ করিলেন; এবং মুন্‌শী সাহেব সহ আঞ্জমনের নামে জমি বিক্রয়ের কবালা-পত্র লিখাইয়া দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ছোট বড় প্রায় ২০০ দোকানদার আসিল। সকলেই আগ্রহ সহকারে কবুলিয়ত দিতে স্বীকৃত হইল। বড় বড় দোকান-দার দিগের নিকট হইতে স্বতন্ত্র ভাবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান দিগের নিকট হইতে কয়েক জন করিয়া এক যোগে কবুলিয়ত গ্রহণ করা স্থির হইল। সকলে যাইয়া স্থানটীও দেখিল। স্থানটী সকলেই পছন্দ করিল। অতঃপর তাহাদিগকে মহকুমায় মোখ্‌তার সাহেবের নিকট যাইয়া কবুলিয়ত রেজিষ্ট্রী করিয়া দিতে বলা হইল। সকলেই রাজি হইয়া প্রস্থান করিল। ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সমস্ত কবুলিয়তই রেজিষ্ট্রী হইয়া গেল।

হাটের ৩ তারিখ চলিয়া গিয়াছে, বাসুদেব পুরের হাট আর জমিতেছে না। সামান্য ভাবে হাট জমিলেও তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। জমিদারগণ প্রমাদ গণিলেন। হাটে বার্ষিক প্রায় ১৪০০৲ টাকা আয় ছিল, তাহার উপর একটা প্রবল হুকুমৎ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য বহুবিধ সুবিধা যে ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। মুসলমান দোকানদারগণ যে এনায়েতপুরে হাট বসাইবার চেষ্টা পাইতেছে,

সে সংবাদও জমিদার দিগের জানিতে বাকি ছিল না। দেশের মুসলমানগণ যে আজ কাল একতা-সূত্রে বিশেষ ভাবে আবদ্ধ, একটী প্রবল শক্তিশালী আঞ্জমন দ্বারা যে মুসলমান সমাজ পরিচালিত হইতেছে, এনায়েত পুর যে সেই আঞ্জমনের কেন্দ্র স্থল, এ সকল কথা তাঁহারা বিশেষ ভাবে জানিতেন। দেশে একটা হুল স্থূল পড়িয়া গিয়াছে। মুসলমানদিগের মধ্যে একটা উৎসাহের তরঙ্গ উঠিয়াছে। জমিদারগণ নিরুপায় হইয়া তাঁহাদের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী বাবু তারিণী কুমার সেনকে কাজী সাহেবের বাড়ীতে পাঠাইলেন। কাজী সাহেব আমাদের সকলকে ডাকিয়া লইলেন। আমরা তারিণী বাবুকে বলিলাম, দেখুন মহাশয়, এ বিষয়ে আমাদের আর কোনও হাত নাই। সমস্ত বিষয় ঠিক হইয়া গিয়াছে। একণে ইহা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। দেশ-ব্যাপী আঞ্জমন একণে এ বিষয়ের মালীক। আপনারা কিছু পূর্ব্বে আসিলে বরং চেষ্টা করিয়া দেখা যাইত। কিন্তু দোকানদার ও মৎস্য ব্যবসায়ীগণ যেরূপ ক্ষেপিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে বাধ্য করা সম্ভবপর ছিল না। বাবুদের অত্যাচারও চরমে উঠিয়াছিল। যে স্থানে বহু কর্ত্তার আধিপত্য, সে স্থানে অনর্থপাত না হইয়া যায় না। বিশেষতঃ তরুণ বয়স্ক উদ্ধত বাবুগণ কাহারও কথা গ্রাহ্য করেন নাই। আমাদের সঙ্গে অপনাদের কোনও মনোবাদ নাই। আমরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কোনও কার্য্য করি নাই। হিন্দু মুসলমানে কোনওরূপ মনোবাদ হয়, ইহা আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে। দেশের সমুদয় হাটই হিন্দু জমীদারের, কিন্তু আর কোনও হাট সম্বন্ধে ত কোনও অপ্রীতিকর কথা শুনা যাইতেছে না। এ বিষয়ে আমাদের কিছুই করিবার শক্তি নাই, এ কথা আপনিও বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। তারিণী বাবু বলিলেন, আমার

আইসায় কিছু ফল যে হইবে না, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। ছোকরা বাবুদের অত্যাচারে বুড়া কর্ত্তারা সকলেই নারাজ ছিলেন। আমরা ত সর্ব্বদাই সাবধান করিয়া আসিতেছি। অবশ্য কতিপয় তরুণ বয়স্ক অপরিণামদর্শী কর্ম্মচারী ছোকরা বাবুদের কার্য্যের সহায় ছিল। বহু শরীকের ঘর, কে কার কথা শুনে? ছোকরা বাবুদের হিতাহিত জ্ঞান নাই; নিজেদের ক্ষমতার পরিমাণ বুঝেন না, দেশের অবস্থা—দশের অবস্থা জ্ঞাত নহেন। আপনারা যে নিদ্রিত মুসলমান সমাজকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন, আমরা তাহা বিলক্ষণ জানি ও বুঝি। এখন আর সে দিন নাই যে লোকে মাথা পাতিয়া নীরবে অত্যাচার সহ্য করিবে। সামান্য স্বার্থের জন্য আজ একটা বিরাট ক্ষতির সূত্রপাত হইল। বহু কালের একটী পুরাতন হাট ভাঙ্গিয়া গেল। বাবুদের একটা মোটা আয়ের পথ বন্ধ হইল। এক্ষণে ছোকরা বাবুগণ কোথায় গিয়া বাহাদুরী ফলাইবেন, দেখা যাইবে। মুরব্বি দিগের কথা যাহারা শুনে না, দশজনের কথায় যাহারা কর্ণপাত করে না, তাহাদের পরিণাম এই রূপই হইয়া থাকে। কি করিব, মনিবের হুকুম, তাই আসিয়াছি। আমরা তারিণী বাবুর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলাম। তিনি আমাদিগের ব্যবহারে বেশ সন্তুষ্টিই লাভ করিয়াছিলেন।

দলিল রেজিষ্ট্রী হইয়া যাওয়ার পর দোকানদারগণ দলে দলে আসিয়া সালামীর (নজর) টাকা জমা দিতে লাগিল। ওদিকে বহু সংখ্যক মজুর ও মেটেল (মাটীয়াল বা মৃত্তিকা খননকারী লোক) হাটের জায়গায় কাজে লাগাইয়া দেওয়া হইল। জঙ্গল পরিষ্কার ও বাঁশঝাড় খুঁড়িয়া ফেলিয়া স্থানটী সমতল করা হইতে লাগিল। আন্ধা অর্থাৎ জঙ্গল পূর্ণ পুকুরটা সেচিয়া উঙা কাটান আরম্ভ হইল। শতা-

ধিক লোক এই সকল কাজে লাগিয়া গেল। জনাব কাজি সাহেব এই বৃদ্ধ বয়সে পূর্ণোৎসাহে কাজ কর্ম্ম দেখিতে লাগিলেন। আঞ্জমনের অন্যান্য মেম্বরেরাও অবসর মতে কাজ কর্ম্ম পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। মুন্‌শী গোলাম ইউসফ্ সাহেবের হস্তে সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। তাঁহাকে বেতন দিয়া এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি প্রাণপণে খাটিয়া মজুর দিগের নিকট হইতে নিয়মিত কাজ কর্ম্ম আদায় করিতে লাগিলেন। পুষ্করিণীটি ১০০ হাত দীর্ঘ ও ৬৫ হাত চওড়া করা হইল। পুষ্করিণীটা সেচিয়া অপর্য্যাপ্ত কৈ, মাগুর, শিঙ্গি ও শোল প্রভৃতি মৎস্য পাওয়া গিয়াছিল। মৎস্যগুলি ৬৭৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত অনেক ক্ষুদ্র মৎস্য স্থানীয় গরীব লোকেরা ধরিয়া খাইয়াছিল।

প্রায় ১১ বিঘা জমি (পুষ্করিণী ছাড়া) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়াতে বিশাল ময়দানের আকার ধারণ করিল। স্থির হইল, হাটে ৪ লাইন গৃহ নির্ম্মিত হইবে। পার্শ্বের দুই লাইনে বড় বড় স্থায়ী দোকান এবং মাঝের লাইন গুলিতে ছোট ছোট অস্থায়ী দোকান (যাহা কেবল হাটের দিন বসিবে) ঘর (বাচারী বা চালা) নির্ম্মাণ করা হইবে। হাটটী পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা হইবে, এবং দক্ষিণ দিকে পুষ্করিণী থাকিবে। পূর্ব্ব দিক সরকারী রাস্তার সহিত সংযোজিত হইবে। ফলতঃ সকলে মিলিয়া পসন্দ করিয়া হাটটী খুব সুন্দর ভাবে গঠন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জায়গা চৌরস (সমতল) হইবা মাত্র হাট বসিয়া গেল। সেই প্রথম হাটের দিন সকাল বেলায় খুব ধূম ধামে মৌলুদ শরীফ পড়াইয়া ৩৴ মণ বাতাসা বিতরণ করা হইল। প্রথম দিনই অসংখ্য দোকান হাটে আসিয়াছিল। লোক সংখ্যাও কম হইয়াছিল না। সর্ব্বাপেক্ষা মৎস্যের আমদানী অধিক হইয়াছিল।

হাটের পশ্চিমাংশে বিস্তর স্থান থালি রাখিবার বন্দোবস্ত হইল। ভবিষ্যতে ঐ স্থানে গরুর হাট বসিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। উপযুক্ত স্থানে বট বৃক্ষের চারা ও সেগুণ বৃক্ষের চারা রোপণ করা হইল। পুকুরে একটা পাকা ঘাট বান্ধিয়া দেওয়া হইল। যদিও ইহাতে খরচ অনেক বেশী পড়িল, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য বড়ই সুবিধা হইল। হাটের পশ্চিম দিক হইতে এক থাল খনন করিয়া বড় থালের সহিত সংযোগ করা হইবে, এ কথাও স্থির হইয়া থাকিল। হাটের লোকের ব্যবহারের জন্য ৫।৬টা মজবুত পায়খানা তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইল। এই সকল খরচ-পত্র সালামীর টাকাও আগমনের ফণ্ড হইতে দেওয়া হইতে লাগিল। খাজানা নির্দ্দিষ্ট হইল প্রতি স্কোয়ার হাতে ২৲ টাকা। অর্থাৎ যে স্থানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১৬ হাত, তাহার বার্ষিক খাজানা ৩২৲; যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৮ হাত, তাহার খাজানা ১৬৲ টাকা ইত্যাদি। বৎসরে প্রায ১০৪ টা হাট হইবে, তাহাতে এই খাজানা খুব সামান্যই বলিতে হইবে। সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরের মধ্যে খাজানার হার বৃদ্ধি করা যাইবে না, দোকানদার দিগের পক্ষে এ সুবিধাও নিতান্ত কম নহে।

গ্রামে হাট বসাতে গ্রামের সমৃদ্ধি বাড়িয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি দোকান ঘর সকল তৈয়ার হইতে লাগিল। বহু নূতন লোক দোকান পাট খুলিতে লাগিল।

এই সময় আমরা ৪০।৫০ জন মিলিয়া এই পরামর্শ করিলাম যে, নূতন হাটে আমাদের একটা নূতন ব্যবসায় ফাঁদিতে হইবে। প্রত্যেক সেয়ারের মূল্য ৫০৲ টাকা, যিনি যত সেয়ার গ্রহণ করিতে পারেন, করিবেন; অন্ততঃ ১০০০০৲ টাকা মূল ধনে বড় রকম একটি দোকান করিতে হইবে। তাহাতে বিভিন্ন বিভাগ থাকিবে। জুতা,

কাপড়, মনোহারী ও ষ্টেশনারী জিনিস, বেণে দোকানের সমস্ত জিনিস, মুদী দোকানের সমস্ত জিনিস, আর করোগেটেড্ আয়রণও রাখা হইবে। কাটা কাপড় এবং গস্থি প্রভৃতিও থাকিবে। স্কুল-মাদ্রাসার ছাত্রদিগের ব্যবহার্য্য সকল প্রকার জিনিসও রাখিতে হইবে। মুন্‌শী গোলাম ইউসফ্ সাহেবকে এই দোকানের কর্ম্ম কর্ত্তা করা হইবে বলিয়াও স্থির হইল। আমরা হাটের মধ্যে এক উপযুক্ত স্থানে ৩২ হাত লম্বা ও ২৪ হাত চওড়া স্থান উপযুক্ত সালামী দিয়া গ্রহণ করিলাম। ভবিষ্যতে এই দোকানটী খুব উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া অনেক বহুদর্শী ব্যক্তিই মত প্রকাশ করিলেন। সেয়ার আদায় হইতে লাগিল। আমরা ২৫ সেয়ার গ্রহণ করিলাম। ২।৫।১০।১৫।২০ সেয়ার অনেকেই গ্রহণ করিলেন। সেয়ারের সংখ্যা পূর্ণ হইতে বড় বেশী সময় লাগিল না। একখানি সুদীর্ঘ গৃহ ও তৎপশ্চাতে গুদাম ঘর, পাকশালা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে লাগিল। গৃহ খানি ১২ হাত চওড়া হইল; তৎপর ৬ হাত আঙ্গিনা, তৎপশ্চাৎ ৬ হাত চওড়া আর একখানি গৃহ। শয়ন গৃহাদিও কতকটা পশ্চাৎ-দিকের গৃহে নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহা ছাড়া আমাদের দধি-মাখন ও ঘৃতের কারখানার একটী শাখাও হাটে স্থাপন করিলাম। মুসলমান গণ পরমোৎসাহে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইল। পুকুরের পশ্চিম তটে একটী মস্‌জেদ-গৃহও নির্ম্মিত হইল।

এদিকে আমাদের গরুগুলির প্রতি খুব যত্ন প্রদর্শন করা হইতে লাগিল। দশম বৎসরের মাঝামাঝি পশ্চিমা গাভী দুইটী প্রসব করিল। এক্ষণে আমাদের দৈনিক দুগ্ধের পরিমাণ দাঁড়াইল ১॥০/ দেড় মণেরও উপর। দেশে দুগ্ধের বেশী টান পড়াতে আমরা আবার দুগ্ধের দর বাড়াইয়া দিলাম। গোয়ালার কারখানার দুগ্ধের

মণ ৫৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইল। রোজ দুগ্ধের দর হইল টাকায় ⁄৬ সের। বার মাসই এক দর। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে ⁄৬ সের দর কম সুবিধা জনক নহে। সময় বিশেষে হাটে বাজারে ।•—।⁄• করিয়াও দুগ্ধের সের বিক্রয় হইত। আজ কাল আসমত ভাই বার্দ্ধক্য নিবন্ধন কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল; তাহাকে হাটা-খাটার কাজে বেশী না দিয়া গরুগুলির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিলাম। তাহার অধীনে এক জন চাকর নিযুক্ত হইল। তদ্ব্যতীত রাখাল ছোকরাও ছিল। গরুগুলিকে নিয়ম মতন 'জাব' দেওয়া, নিয়ম মত মাঠে চরান, নিয়ম মত গা ধোওয়াইয়া দেওয়া এই সকল তাহাদের প্রধান কাজ ছিল। গো-শালা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হইত। গো-শালার মেজে ইট দ্বারা পাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং ধুইয়া ফেলিলে মল-মূত্রাদি একেবারে পরিষ্কার হইয়া যাইত। পশ্চিমা মূল্যবান্ গাভী কয়টীকে মাঠে চরাণ হইত না; সুবিধা মতন গো-শালার সম্মুখস্থ প্রশস্ত আঙ্গিনায় বাঁধিয়া দেওয়া হইত। আর পানী তুলিয়া ঐ স্থানেই সময় সময় গা ধোয়াইয়া দেওয়া যাইত। পশ্চিমা বৃহৎ ষাঁড়ের ঔরসে আমাদের দেশীয় গাভীর গর্ব্ভে যে সকল বাচ্চা (বাছুর) জন্মিতে লাগিল, তাহাও বেশ বড় জাতীয় হইল। স্থূল কথা, আমাদের গো-শালায় গো-জাতীর উন্নতিই পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

মেলা হইতে আনীত অশ্ব ও গরুগুলি সমস্তই বিক্রয় হইয়া গেল। গাভী, হালের বলদ এবং ছাগল ও মেষ গুলি ২২॥• টাকার মধ্যে থাকিয়া গেল। আমার সঙ্গীয় দিগেরও যথেষ্ট লাভ হইল। আগামীতে আরও অনেকে অশ্ব ও গবাদি পশু আনিয়া কারবার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কেহ কেহ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত নেক

মর্দ্দনের মেলায় যাইবার জন্তও মৎলব আঁটিলেন। দেশের সকল লোকই (মুসলমান মাত্রেই) নানা সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্ত মাতিয়া গেল।

আমাদের বাড়ীর ফুল বাগান ২টীর কথা বোধ হয় পাঠক ভুলিয়া যান নাই। অন্দরে—জনাব মৌলানা ভাই সাহেবের ঘরের পশ্চাদ্দিকে যে ফুল বাগানটী ছিল, তাহা মেয়েদের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছে। স্থান আরও বাড়াইয়া মেহেদী গাছের বেড়া দিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মালিগণ প্রথমে ফুলবাগানটী সাজাইয়া দিয়াছিল; এক্ষণে আমার ভগিনীগণও আমার স্ত্রী উহার তত্ত্বাবধায়িকা। তাঁহাদের যত্নে ফুল গাছগুলি অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমাদের বহির্ব্বাটীর ফুল বাগান অপেক্ষাও বরং আজ কাল ইহার অবস্থা উন্নত। ঐ কুসুমোদ্যানে নানাঃবিধ ফুল ফুটিয়া সমস্ত অন্তঃপুর সুগন্ধে আমোদিত করে। খিড়কী পুকুরের উত্তর তটে একটী তরি-তরকারী ও শাক-সব্জীর বাগানও রচিত হইয়াছে। তাহাতে সময়োপযোগী তরি-তরকারী এবং শাক-সব্জী মেয়েদের যত্নে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্যমূখী ও বারুইয়া মরিচের কতকগুলি গাছ আছে, উহাতে বার মাসই মরিচ জন্মিয়া থাকে। উৎকৃষ্ট জাতীয় বেগুণের গাছগুলি প্রায় বার মাসই ফল প্রদান করে। বহু দূর হইতে কতকগুলি সিমের বীজ আনান হইয়াছিল, উহাতে আশ্বিন মাসের শেষ ভাগ হইতেই সিম জন্মিতে আরম্ভ করে; এবং ঐ সিম উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। এনায়েত পুরে হাট হওয়াতে আমাদের তরি-তরকারী কিছু বেশী পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে।

বহু অর্থ ব্যয়ে মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেবের আম বাগান হইতে

৩৷৪টী আম্রের কলম আনাইয়াছি। আবার সুবে আউদের (অযোধ্যা প্রদেশের) মলিহাবাদ এবং সাহ্‌রাণপুর হইতে অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় ১০৷১২টী আমের কলম আনান হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার উৎকৃষ্ট লেংড়া ও ভাগলপুরের উৎকৃষ্ট বোম্বাই আমের কলম অনেকগুলি জন্মাইয়াছি। কৃষ্ণভোগ, গোপালভোগ, গগনভোগ, নবাব পছন্দ, শাহ্‌ পছন্দ, সব্‌জা, গিলা, মান্দ্রাজী ইত্যাদি বিবিধ আমের কলম আমাদের বাটীর বিভিন্ন স্থানে বিরাজ করিতেছে। এই সকল কলমে ২৷৩ বৎসরের মধ্যেই বেশ আম জন্মিবে বলিয়া আশা করা যায়। আমাদের নিজ বাড়ী অপেক্ষা গো-শালার সংলগ্ন বাগানে আম্রাদি বৃক্ষের অবস্থা খুব ভাল। কারণ উহা একে ত মাঠের মধ্যে খোলা জায়গায় অবস্থিত, তাহার উপর পুকুরের নূতন মাটিতে গাছগুলি খুব সতেজ হইয়াছে। ঐ বাগানের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ান হইতেছে। মাঠের জমি অনেকটা বাগানে পরিণত হইয়াছে। আজ কাল আমার সহকারী মীর সাহেবের কাজ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাকে এবং শরাফতকে সকল কাজ কর্ম্মই দেখিতে হয়। আমার যৎটা অবসর, তাহাতে যতদূর সম্ভব, কাজ কর্ম্ম দেখিতে ত্রুটী করি না। জনাব ওয়ালেদ সাহেব কেবলা মাঝে মাঝে সকালে, এবং প্রায় প্রত্যহ বিকাল বেলা (বাদ আছর) গোয়ালার কারখানা ও গো-শালা পরিদর্শন করেন; এবং সময়োপ-যোগী উপদেশও লোক জনকে দিয়া থাকেন। চাষ-বাসের কাজ অধিকাংশ শরাফতকে দেখিতে হয়, মীর সাহেব মাত্র পরিদর্শন করেন। আবার বাগানের কাজ কর্ম্ম মীর সাহেব প্রধানতঃ দেখিয়া থাকেন। দেশে চাষী চাকরের অভাব হওয়াতে, আমরা কয়েকটী মেড়ুয়াবাদী (বেহার প্রদেশীয়) চাকর আমদানী করিয়াছি। ইহারা খুব পরিশ্রমী। অনবরত খাটিয়াও ইহারা কাতর হয় না।

দেশীয় চাকর দিগের ন্যায় ইহাদের বাবুগিরি নাই, এবং গল্প-গুজবেও সময় নষ্ট করে না। আবার খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও ইহাদের মেজাজ-দারী নাই। ডাল ভাত হইলেই যথেষ্ট। দেশীয় চাকরদের সেরূপ খাদ্যে মন উঠে না। সর্ব্বদা মৎস্য ও মাংসাদির ভাল ব্যঞ্জন চাই। বার্ষিক ৬০৲—৭০৲ টাকা বেতনে যে সকল পশ্চিমা লোক রাখা হইয়াছে; তাহারা প্রত্যেকে আমাদের দেশীয় প্রায় ২ জন লোকের কাজ করিয়া থাকে। তাহাদেরই একজনকে আসমতের অধীনতায় গরুর পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি। মোট বহনেও ইহারা খুব মজবুৎ। কাজ কর্ম্মে ইহাদের কোনওরূপ মান অভিমান নাই।

ওদিকে জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব, জনাব মৌলানা ভাই সাহেবও অন্যান্য প্রচারকগণ মহোৎসাহে সভা-সমিতিতে ওয়াজ-নসিহত ও বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু সিনিয়ার মাদ্রাসা খোলার পর হইতে মৌলানা ভাই সাহেব আর পূর্ব্বের ন্যায় সভা-সমিতিতে যোগ দিতে পারিতেছেন না। নিকটে সভা-সমিতি হইলেই তিনি মাঝে মাঝে তাহাতে যোগ দেন। আজ কাল মাদ্রাসার কাজে তাঁহাকে অত্যন্ত খাটিতে হয়। একটা সিনিয়র মাদ্রাসার কার্য্য পরি-চালন করা বড় সোজা ব্যাপার নহে। আমাদের আঞ্জমনাধীন প্রায় সকল গ্রামেই সভা-সমিতি হইয়া গিয়াছে। মাত্র ১৭ ১৮ খানি গ্রাম এক্ষণে বাকি আছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময় খলিলর রহমান সাহেব হঠাৎ কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, জনাব মীর সাহেবের কন্যার গর্ভে মৌলবী সাহেবের একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার নাম রাখা হইয়াছে লোৎফর রহমান। ছেলেটী দেখিতে বেশ। পুত্র সন্তান হীন মীর সাহেব দৌহিত্র পাইয়া পরমানন্দিত।

মৌলবী সাহেব কঠিন ভাবে পীড়িত হইয়া আমাদের এনায়েত পুরেই আছেন। আমরা সর্ব্বদাই গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া থাকি। মৌলানা ভাই সাহেব ত প্রত্যহই দেখিতে গিয়া থাকেন; কারণ তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এমনই এক অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মিয়া গিয়াছে যে, উভয়ে উভয়ের জন্ত ব্যাকুল। উভয়ে যেন এক দেহ এক প্রাণ। আলেমে আলেমে যেমন প্রণয় ও সৌহার্দ্দ থাকা বাঞ্ছনীয়, ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সেইরূপ অকৃত্রিম ভাল বাসা বিরাজমান। মৌলবী সাহেবের কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে। কয়েক দিনের চিকিৎসায় কিছু ফলও বোধ হইতেছে। মৌলবী সাহেবের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া চতুর্দ্দিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতেছে। অনেকে মিশ্রি, ইক্ষু, দাড়িম ইত্যাদি আনিয়া নজর পেশ করিতেছে। কেহ কেহ মহকুমা বা শহর হইতে বেদানা, কিস্‌মিস, মোনক্কা ইত্যাদিও আনিয়া দিতেছে। দেশবাসী সর্ব্ব সাধারণের, মৌলবী সাহেবের প্রতি কিরূপ অসাধারণ ভক্তি ও অনুরাগ, তাহা এই ক্ষেত্রে বেশ পরীক্ষিত হইল। সহস্র সহস্র লোক মৌলবী সাহেবের আরোগ্য-কামনায় খোদাতা-লার দরগায় প্রার্থনা করিতে লাগিল। সমগ্র দেশে যেন একটা বিষণ্ণতার ছায়া বিস্তার হইয়াছে। মৌলবী সাহেবের বক্তা শিষ্যগণও তাঁহাদের গুরুর পীড়ায় অত্যন্ত কাতর এবং বিমর্ষ। সংবাদ পাইয়া মৌলবী সাহেবের প্রথমা পত্নী রুগ্ন শরীর লইয়াও স্বামী দর্শনে ও স্বামী সেবার্থে আগমন করিলেন। মীর সাহেব কেবলা ও তাঁহার প্রতি অত্যন্ত যত্ন এবং স্নেহ দেখাইলেন। দুই সতিনীতে এই প্রথম সাক্ষাৎ। দুই জনাই দুই জনার গুণে মুগ্ধা হইলেন। ঠিক যেন দুইটী সহোদরা ভগিনী, উভয়ে এই ভাব দেখাইতে লাগিলেন। মৌলবী সাহেবের এক চাচাত ভাই, ভ্রাতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। আত্মগণের

মেম্বর গণও মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিতে লাগিলেন। বহু দূরের মেম্বরগণও আসিতে লাগিলেন। অনেকেই অর্থাদি দিয়া সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কারণ, সমাগত মেহমানাদির আহার এবং নাশ্‌তা-পানীতে ও রোগীর চিকিৎসা ও পথ্যাদিতে বিস্তর অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। দৈনিক ৫৲টা টাকার কমে খরচ কুলাইত না। মৌলবী সাহেব সমাজ-সেবক ফকীর মানুষ; হাতে জমা পুঁজি বেশী কিছু নাই। চল্‌তি স্রোতে এক প্রকার চলিয়া যাইত, এক্ষণে ব্যারাম অবস্থায় কেবলই খরচ; আমরাও যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলাম। মৌলানা ভাই সাহেব প্রাণ খুলিয়া অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন; ফলতঃ তিনি দোস্তীর হক্ সম্পূর্ণ রূপেই আদায় করিতে ছিলেন। আমরা সকলেই খোদার দরগায় মৌলবী সাহেবের আরোগ্য-কামনায় প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। ৫ সপ্তাহ পরে মৌলবী সাহেব অন্ন পথ্য করিলেন। এই সময় মধ্যে তাঁহার শরীর অস্থি-চর্ম্ম সার হইয়াছিল।

আমার বন্দোবস্তের দশম বৎসর।

—o—

পূর্ব্বাধ্যায়ে আমার বন্দোবস্তের ১০ম বৎসরের অনেক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। খোদার ফজলে মৌলবী সাহেব আরোগ্য লাভ করিয়াছেন; আমাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। এক্ষণে মৌলবী সাহেব বলকারক ঔষধ সেবন করিতেছেন; মুর্গীর বাচ্চার শুরুয়া আজ কাল তাঁহার প্রধান "গেজা"; দুই স্ত্রীই তাঁহার পরি-চর্য্যায় নিযুক্ত। একটী ভগিনীও কিছু দিনের জন্য আসিয়াছেন।

এখনও খরচ পত্রের পরিমাণ কম নহে। কিন্তু টাকা কড়ির কোনও অভাব নাই। আমরা মৌলবী সাহেবের এই পীড়িতাবস্থায় এ কথা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, যে মহাত্মা খোদার নামে আত্মোৎসর্গ করেন—সমাজের জন্য জীবনোৎসর্গ করেন, খোদা তাঁহাকে কখনও অভাবগ্রস্ত করেন না। পীড়িত অবস্থায় এত মিহি চাউল, ঘৃত, মিশ্রি, মেওয়া, মুর্গীর বাচ্চা ইত্যাদি আসিয়া জমা হইয়াছিল যে, উহাতে তাঁহার বহুকাল চলিয়াছিল।

এনায়েত পুরের হাট অল্প কাল মধ্যেই দেশ-বিখ্যাত হইয়া পড়িল। ছয় মাসের মধ্যে হাটের গৃহাদি প্রায় সমস্ত প্রস্তুত হইয়া গেল। দোকানদারগণ খাজানা-পত্রও দিতে লাগিল। আল্‌গা দোকান সমূহের খুচ্‌রা খাজানাও বেশ আদায় হইতে ছিল। আস্তে আস্তে গরুর হাটও বসিল। নানা দিকের দালাল, ফড়ে ও গরুর ব্যাপারী গরু খরিদ জন্য হাটে আসিতেতে লাগিল। ছয় মাসের মধ্যে এমনটি হইল যে, প্রত্যেক হাটে ৪।৫ শত গরু বিক্রয়ার্থে আমদানী হইত। হাটের কর্ত্তৃপক্ষ, ব্যাপারী ও দালাল দিগের সহিত খুব সদ্ব্যবহার করিতেন। বহু হিন্দু দোকানদারও হাটে আসিয়া দোকান-পাট করিতে লাগিল। আমাদের সেই পূর্ব্বোল্লিখিত তমিজদ্দিন কর্ম্মকার এক বিরাট কামারের দোকান হাটে খুলিল। উহাই বর্ত্তমানে হাটের সর্ব্ব প্রধান কামারের দোকান। মুসলমানদের মিঠাই-মণ্ডার দোকান অনেকগুলি খুলিয়া গিয়াছিল। বহু বিভিন্ন স্থানবাসী ফড়ে, আমাদের হাট হইতে তরি-তরকারী ও ফলাদি ক্রয় করিয়া নানা স্থানে চালান দিত।

প্রিয় পাঠক, আর একটী সুসংবাদ দিতেছি। আমার পরম স্নেহ-ভাজন মামাত ভাই মিঞা সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন এ বৎসর

মহকুমার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই ঘটনাতে আমাদের বাড়ীতে খুব আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। জনাব ওয়ালেদ মাজেদ সাহেব অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মামানী সাহেবার আনন্দের পরিমাণ নির্ণয় করা ত কঠিন। জনাব ওয়ালেদা সাহেবা, ফুফু সাহেবা দ্বয়, ভগিনীগণ—সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। জনাব কাজী সাহেব, মোখ্‌তার সাহেব, জনাব মৌলানা ভাই সাহেব, জনাব মীর সাহেব, জনাব মৌলবী সাহেব, ভাই কাজী আজমল হোসেন সাহেব, সকলেই বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাহার কলেজের পড়ার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইল। একটা বড় খরচ আমাদের মাথায় চাপিল। কিন্তু খোদার ফজলে তজ্জন্য আমরা চিন্তিত হইলাম না। ভ্রাতার পড়ার খরচ জন্য আপাততঃ মাসিক ২০৲ টাকা বরাদ্দ করিলাম। কলিকাতায় পড়ানই সকলের মত হইল।

স্কুল ও মাদ্রাসার কাজ বেশ চলিতেছে। স্কুলের হেড্‌মাষ্টার হিন্দু হইলেও খুব উদার চেতা পুরুষ। তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন ভেদ নাই। তিনি প্রাণপণ যত্নের সহিত স্কুল চালাইতেছেন। স্কুলের সকল বিভাগের উপরই তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ৭।৮ মাসের মধ্যেই ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩৮০ হইয়াছে। অবশ্য উচ্চ শ্রেণী-ত্রয়ে ছাত্র সংখ্যা খুব কম। হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ১০০ এক শতও হইবে না। ইতিমধ্যেই বোর্ডিং গৃহগুলি ছাত্রে প্রায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মাত্র ৮।১০টী ছাত্রের সীট খালি আছে।

চাঁদা আদায়, শস্য আদায়, বিবাহাদি উৎসবে সাহায্য আদায় ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার আদায়ের কাজই বেশ চলিতেছে। শিল্প বিদ্যালয়টীর অবস্থাও বেশ উন্নত। স্বর্ণকারের কাজ, কর্ম্মকারের

কাজ, কাংস্যকারের কাজ, ছুতার মিস্ত্রির কাজ, টীনের কাজ ইত্যাদি বেশ চলিতেছে। শিল্প-বিদ্যালয়ের তৈয়ারী অনেক জিনিস আমাদের হাটের দোকান খানিতে রাখিয়া, কমিশনের বন্দোবস্তে বিক্রয় করা হয়। স্কুলের বেঞ্চ, বোর্ড ও বোর্ডিং এর তক্তপোষ ইত্যাদি মোটা মোটা কাজগুলি শিল্প-বিদ্যালয় হইতেই প্রস্তুত হইতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, প্রবল জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে আমাদের দেশের মুসলমানগণ পানের বরোজ করিয়া পানের আবাদ করিতেছে; কেহ কেহ কুম্ভকারের ব্যবসায়ও অবলম্বন করিয়াছে। এনায়েত পুরে হাট হওয়াতে মুসলমানগণ হাটে পান ও মাটীর হাঁড়ী-পাতিল বিক্রয় আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ২টী কুম্ভকারের স্থায়ী দোকান পর্য্যন্ত বসিয়াছে। হাটের দিন ১৫।১৬ খানি মুসলমানের পানের দোকান হাটে বসে। তদ্ব্যতীত মুড়ি, খৈ, চিড়ে ইত্যাদিরও দোকান চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেকেই বাতাসা, কদমা প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিতেছে। হাটে একখানি পাওরুটীর দোকানও হইয়াছে। মুসলমানের বেণে দোকানেও বেশ নূতনত্ব আছে। মুসলমানগণ ময়রার দোকান খুলিয়া খুবই লাভবান্ হইতেছে। আমাদের শাখা গোয়ালার দোকান ব্যতীত, মুসলমানগণ হাটে আরও ৩ খানি গোয়ালার দোকান খুলিয়াছে। ১১ খানি বড় বড় মুদি দোকান মুসলমান দিগের দ্বারা চলিতেছে। মনোহারী দোকান ও জুতার দোকান অনেকগুলি আছে। হাটের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি বন্দোবস্ত। অন্যান্য হাটের ন্যায় বিপুল আবর্জ্জনা রাশিতে হাটের বিভিন্ন অংশ পরিপূর্ণ থাকে না। মাটীর হাঁড়ী, পাতিল, জালা ইত্যাদি যাহা ভাঙ্গা হয়, তাহা ক্ষুদ্রাকারে ভাঙ্গিয়া গরু হাটায় দেওয়া হইয়া থাকে। কারণ,

বর্ষাকালে ঐ স্থানে কাদা হওয়া স্বাভাবিক। মীর আজহার আলী ও গোলাম রহমান বিশ্বাস হাটের বেতন ভুক্ কর্ম্মচারি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারা উভয়েই উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ লোক।

আমরা অতঃপর একবার আবাদে যাইবার পরামর্শ আঁটিতে লাগিলাম। কথা হইল, এবার হরিহরচ্ছত্রের (শোণপুর) মেলা হইতে আসিয়া আবাদে যাওয়া হইবে। আবাদ আমাদের নূতন উপনিবেশ; সুতরাং উহা দেখিবার জন্য সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত।

এবারও যথা সময়ে আমরা কলিকাতা হইয়া হরিহরচ্ছাত্রের মেলায় গমন করিলাম। আমি গবাদি পশুর জন্য ২৫০০৲ টাকা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। এবার আমাদের দল ভুক্ত হইয়া আরও অধিক সংখ্যক লোক মেলায় গমন করিলেন। গ্রামে হাট হওয়াতে গবাদি পশু বিক্রয়েরও বেশ সুবিধা হইয়াছে। এবার ১ মাস ৫ দিনে আমরা মেলা ও কলিকাতা হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ভাইটীকে কলিকাতায় মোস্‌লেম-বোর্ডিং এ থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুখের বিষয়, সে ১০৲ টাকায় একটি স্কলারশিপ (বৃত্তি) ও পাইয়াছিল। সে সেণ্টজেভিয়ার কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল। কলিকাতায় আমরা যে কয় দিন ছিলাম, সে প্রত্যহই আমাদের নিকট আসিত। তাহাকে আরবী ও পারসী খুব ভাল রূপ পড়িবার জন্য আমি বিশেষরূপ অনুরোধ করিলাম। নমাজে তাহার 'গফলৎ' ছিল না। দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সে সাদা-সিধে পোষাক-পরিচ্ছদে দিনাতিপাত করে। কোনও রূপ বিলাসিতা বা বাবু গিরি তাহার মধ্যে ছিল না। বোর্ডিংয়ের অন্যান্য ছাত্রের মধ্যে বিলাসিতা ও বাবুগিরির বাড়া বাড়ি দেখিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম। ছাত্র জীবনে যাহাদের এত বাবুগিরি, তাহাদের প্রকৃত

উন্নতির আশা কোথায়? অনেকেই মুরব্বি দিগের অবস্থার প্রতি আদৌ খেয়াল করে না। বড় লোকের ছেলেদের দেখা দেখি গরীব লোকের ছেলেরাও বিলাসিতায় মজিয়া যায়। উৎকৃষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ, উৎকৃষ্ট জুতা-মোজা, উৎকৃষ্ট তওলিয়া-রুমাল, উৎকৃষ্ট সাবান ও এসেন্স্—এই সকল তাহারা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করে। লেখা পড়া অপেক্ষা বাবু গিরির দিকেই যেন তাহাদের ঝোক বেশী। আমি ভাইটিকে এই বিষাক্ত সহবাস হইতে সাবধানে আত্ম-রক্ষা করিতে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিলাম। ভ্রাতা বলিল, অনেক ছাত্রের মধ্যে জঘন্য চরিত্র-দোষও আছে। এ সংবাদ শ্রবণে আমি মর্ম্মাহত হইলাম। ধর্ম্ম-বিশ্বাসেও অনেকে নাস্তিক বিশেষ। শতকরা ৯০টী ছাত্র নমাজ রোজার ধার ধারে না। এই উচ্চ শিক্ষার পরিণাম কি ভয়ানক হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। খোদা যদি মুসলমান সমাজকে এই মারাত্মক ব্যাধি হইতে বাঁচাইয়া রাখেন, তবেই রক্ষা।

এবারও মোসাফের খানায়ই আমরা আড্ডা জমাইয়া ছিলাম। কিন্তু এ বৎসর মোসাফের খানা দ্বয়ে হজ্জ্ যাত্রী দিগের যথেষ্ট আমদানী ছিল।

এবার মেলায় আমাদের পক্ষে একটী শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল। আব্বাছ আলী মোল্লা নামক এক জন অর্থ শালী ব্যক্তি ১৫০০৲ টাকা ও একটী চাকর লইয়া আমাদের সঙ্গে মেলায় গমন করিয়াছিল। মেলায় পঁহুছার ৪র্থ দিনে তাহার কলেরা আরম্ভ হয়। আমরা তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রুষা সম্বন্ধে যত্ন ও চেষ্টার কিছু মাত্র ত্রুটী করি নাই। কিন্তু ইচ্ছাময়ের যাহা ইচ্ছা, তাহা হইবেই হইবে। মানুষের চেষ্টায় কি হইতে পারে? ৫ দিন রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বেচারা

সেই সুদূর প্রবাসে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার দাফন কার্য্যে আমাদিগকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই মেলার বহু দূরে বালুচরের মধ্যে কবর খুড়িয়া তাহাকে মৃত্তিকার আশ্রয়ে রাখিয়া আসিলাম। এই ঘটনায় আমাদের দলের অনেকে ভীত ও সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু আমাদের কয়েক জনের সাহস ও সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহারা অনেকটা নির্ভয় হইলেন। আমরা থাকার স্থান পরিবর্ত্তন করিলাম। সাহসে বুক বাঁধিয়া প্রয়োজনীয় পশ্বাদি ক্রয় করিলাম। সুখের বিষয়, আর কাহারও কোন বিপদ ঘটিল না। যথা সময়ে পশ্বাদি গঙ্গা পার করাইয়া, রেলে চালান দিয়া, আমরা কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার কাজ কর্ম্ম সারিয়া যথা সময়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এ বৎসর পুষিবার জন্য ১টী গাভী, চাষের জন্য ১ জোড়া বলদ ও গাড়ীর জন্য ২ জোড়া বলদ, ৪টা ভেড়ী, এবং ৪টা ছাগল আনিয়াছিলাম। এবার মেলার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভেড়ী এবং ছাগী ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছিল। খিদির পুর হইতে দুই জোড়া গরুর গাড়ীর উৎকৃষ্ট চাকা ৫৫৲ টাকায় আনিয়াছিলাম।

এবার ঘোড়া ও গরু বিক্রয়ে নিজস্ব গাভী, বলদ, ছাগ ও ভেড়া লাভের মধ্যে থাকিয়া ও ৩১৫৲ টাকা নগদ লাভ হইল। সমস্ত খরচ খরচা-বাদ এই লাভ। খোদার দরগায় শোকর গোজার হইলাম। আব্বাচ আলী মোল্লা মরহুমের পক্ষ হইতে বিক্রয়ের জন্য যে পশু আমরা আনিয়াছিলাম, তাহাতে তাহার পুত্রগণ ৫৫৬৲ টাকা লাভ পাইয়াছিল। তাহারা তাহাদের মরহুম পিতার মগ্‌ফেরাতের (পারলৌকিক মঙ্গলের) জন্য নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে ও খানায় ৬০০৲ টাকার উপর খরচ করিল। মরহুমের চিকিৎসা এবং কাফন-দাফনেও শতাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ঐ সকল খরচ-পত্র বাদ দিয়াও

৫৫৬৲ টাকা লাভ হয়। এনায়েত পুরের নূতন গো-হাটায় আমাদের অনেক গরু বিক্রয় হইয়াছিল।

জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব আরোগ্য লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও শরীরে বল সঞ্চয় হয় নাই। নিজে বক্তৃতা করিতে না পারিলেও, শিষ্য-প্রশিষ্য লইয়া পাল্‌কী আরোহণে অনেক সভায় গমন করিয়া থাকেন। তাঁহার উপস্থিতিতেও অনেক কাজ হয়। কষ্টে স্বষ্টে তাঁহার এইরূপ বন্দোবস্তে অবশিষ্ট কয়টি গ্রামের সভার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। ইহার মধ্যে ৩টী সভায় জনাব মৌলানা ভাই সাহেব গিয়া ওয়াজ করিয়াছিলেন। ফলতঃ আমাদের আশ্র-মনাধীন ক্ষুদ্র গ্রাম গুলিতে পর্য্যন্ত সভা হইয়াছিল। এই সকল সভার ফল আশাতিরিক্ত রূপ হইয়াছিল। সর্ব্বত্র লোক দিগের মধ্যে উৎসাহের প্রবাহ ছুটিয়া ছিল। জাতীয় জীবন গঠন জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল।

আমাদের সকলগুলি কারবারই বেশ চলিতেছে। ইটের কার-বারের দিন দিন উন্নতি। আমার বন্দোবস্তের দশম বৎসরে ১৫ লক্ষ ইট তৈয়ার করান হয়; ঝামা শুদ্ধ তাহা প্রায় সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। মহকুমার কাপড় ও কাটা কাপড়ের দোকান বেশ চলিতেছে। কাটা কাপড়ের দোকানে ৮।১০ জন দরজী ২টী মেশিনের সাহায্যে কাজ করিয়াও কুল পাইতেছে না। আমাদের প্রধান দরজীর (ওস্তাগর) কাট-ছাট উৎকৃষ্ট বলিয়া মহকুমার প্রধান প্রধান হিন্দু-মুসলমান আমাদের দোকানেই কাজ কর্ম্ম অধিক পরিমাণে দিয়া থাকেন। ভাই কাজী আজমল হোসেন সাহেব কাজ কর্ম্ম খুব সতর্কতার সহিত দেখা শুনা করেন। উল্লিখি কারণে আমাদের দোকানের কাজ সকলেরই পসন্দনীয়। পাবনা,

ময়নামতি, হাওড়ার হাট প্রভৃতি স্থানের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দেশীয় কাপড় আমাদের দোকানে থাকাতে, মহকুমার উকীল, মোখ্‌তার ও আমলাগণ ঐ সকল কাপড় দ্বারা আগ্রহ সহকারে কোট, সার্ট. প্যাণ্ট, চাপকান, চওগা প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। হরিহরচ্ছত্রের মেলা হইতে ভাগলপুরী কাপড়ও ২ বৎসর ধরিয়া অনেক আনা হয়। ভাগলপুরের বিখ্যাত বাফ্‌তা ও সিল্কের কাপড় সকলেই পসন্দ করেন।

ইটের কারবারে আমাদের অনেক টাকা বাকী পড়িয়াছে; কিন্তু তাহাতে ভয়ের কারণ নাই। যেহেতু, ক্রেতাগণ এক টাকা দিতেছেন, আবার ধারে নূতন মাল লইতেছেন। তবে মোটের উপর বৎসরে ২।৪ শত টাকা যে মারা যাইবে না, তাহা নহে। তা হইলেও একাজে যেরূপ লাভ, তাহাতে ওরূপ ক্ষতিতে ভয়ের কারণ খুবই কম। ইটের কারখানার পুকুরাদির মৎস্য, আমাদের সেয়ারার গণ সারা বৎসরে অনেকটা খাইয়া থাকেন, তবু কতক বিক্রয় হয়। তরি-তরকারী এবং কেলা ও ইক্ষু প্রচুর পরিমাণেই বিক্রয় হইয়া থাকে। ইটের গুড়া মিশ্রিত মাটীতে কেলা ও ইক্ষু খুব ভাল জন্মে। হরিদ্রা ও কেলা বাগানে প্রচুর হয়। কারখানার তত্ত্বাবধারক ও উদ্যোগী পুরুষ। ইটের কারখানার পার্শ্বেই তাহার যত্নে সুন্দর বাগান বিরাজ করিতেছে। এ বৎসর আমাদের মস্‌জেদ, মাদ্রাসা ও স্কুলের জন্য বিস্তর ইষ্টক আনা হইয়াছিল।

আমাদের দেশ পূর্ব্বে কিরূপ অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, পাঠকগণ তাহা বেশ অবগত আছেন। আমাদের দেশের কৃষক, কারিগর ও মৎস্যজীবি শ্রেণীর মুসলমান দিগের নাম গুলি এমন কদর্য্য, ঘৃণিত, অর্থ শূন্য ও শ্রুতিকটু ছিল যে, তাহা মনে করিলেও

লজ্জা-শরম উপস্থিত হয়। নাম গুলির একটু নমুনা দেখুন :—পচা, চান্দা, বেঙ্গা, ভূতা, পাচু, পেঁচো, শ্যামা, রঘু, বাবা, মেঘা, শিবা, হাব্‌লা, গান্দা, রাখাল শেখ, মদন শেখ, হারু শেখ, মারু শেখ, পবন খাঁ, ভোন্দা খাঁ, পৈলান খাঁ, প্রভাত মল্লিক, প্রতাপ সর্দ্দার, হারাধন মণ্ডল, গোকুল মোল্লা, গাব্‌রু মৃধা, হারু বিশ্বাস, চৈতা শেখ, অরুণ হাজী, নেপাল গাজী, জোনা সর্দ্দার, শিয়ালী মাতব্বর, গোধন কারিগর, মান্দার সরকার, মিছু প্রামাণিক, নারায়ণ তপাদার, গাজলা শেখ, মাদনা শেখ, গেরু মণ্ডল, ঝড়ু সর্দ্দার, পয়জারী শেখ ইত্যাদি। আর মেয়েদের নাম পাঁচী, পুঁটি, জিরা, লক্ষ্মী, ভূতী, সরী, কাতি, গেন্দী, বান্দী, পইলন বিবি, সাধী বিবি, মাধী বিবি, ডোমনী, ছেন্দী, মান্দি, শোভনী, কেতকী, বুলাকী, সোনা বিবি, রূপা বিবি, হাদানী, সবুরী, বাতাসী, কাত্যায়ণী, জহুরী, শাবানী, ময়দানী, কালী, চান্দী, পেন্দী, মানসী, কুড়ানী, গোবরী ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন কতক গুলি নাম এমন অশ্লীল যে, কাহারও সম্মুখে সেগুলি উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। এরূপ কদর্য্য যাহাদের নাম, তাহাদের মনে কোনও উচ্চ ধারণা, উচ্চ খেয়াল ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নামের গুণে তাহারা আপনাদিগকে নিতান্ত নিকৃষ্ট ও হেয় জীব বলিয়া মনে করে। ফলতঃ তাহারা পশু শ্রেণীর অন্তর্গত কোনও এক জীব বলিয়া তাহাদের মনের ধারণা। সুতরাং এই শ্রেণীর অর্থ শূন্য, কদর্য্য ও ঘৃণিত নাম দ্বারা, জাতীয় অধঃপতনের বেগ বহু গুণে বর্দ্ধিত হয়। আমরা আঞ্জমন হইতে নিয়ম করিয়াছি যে, আঞ্জমনাধীন গ্রাম সমূহে যে সকল শিশু জন্ম গ্রহণ করিবে, স্থানীয় মস্‌জেদের এমাম বা মৌলবী মুন্‌শীর দ্বারা তাহাদে রসদর্থ ব্যঞ্জক ইস্‌লামী ধরণের ভাল নাম রাখিতে হইবে। আমাদের ঐ নিয়ম আজ কাল

যথাযথ ভাবে প্রতিপালিত হইতেছে। এক্ষণে নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান দিগের বালক বালিকা গণের নামও অর্থ সম্পন্ন, শ্রুতি মধুর ও ইস্‌লামোচিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনের গতিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। তাহারা আপনাদিগকে আর পূর্ব্বের ন্যায় নীচ বলিয়া মনে করিতেছে না। হিন্দু মাত্রকেই উচ্চ জাতি বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেছে না। অবশ্য উচ্চ বংশ ও পদ-মর্য্যাদা সম্পন্ন হিন্দু দিগকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত নহে। পূর্ব্বে যে সকল নর নারীর নাম পূর্ব্বোক্তরূপ কদর্থ যুক্ত ছিল, তাহাদের নামও ক্রমশঃ বদলাইয়া ফেলা হইতেছে।

আমাদের সুপারি বাগানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলে মোহিত। গাছগুলি হরিদ্বর্ণ ও সতেজ। মান্দার গাছের ছায়ায় এবং মান্দার পাতার সারে তাহারা পরিপুষ্ট। গাছগুলি বেশ মোটা সোটা। আমার বন্দোবস্তের ২য় ও ৩য় বৎসরে বাগানের বিভিন্ন স্থানে যে সকল চারা পুতিয়াছিলাম, তাহাতে সুপারির ফলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু নব সজ্জীকৃত বাগানে অদ্যাপি সুপারি ধরে নাই। গাছের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, ২।৩ বৎসরের মধ্যেই সুপারি ফলিবে। এই বৃহৎ বাগানের অর্দ্ধেক গাছেও সুপারি ফলিলে বৎসরে বোধ হয় ২০/—২৫/ মণ সুপারি জন্মিবে। তখন ১০৲ হিসাবে মণ বিক্রয় হইলেও ২০০৲—২৫০৲ টাকা আয় হইবে। ৫ বৎসর পরে খোদার ফজলে উহার দ্বিগুণ ফল ফলিবে। সুতরাং ঐ সুপারি বাগানটি ভবিষ্যতে আমাদের একটী আশা জনক সম্পত্তি।

এ বৎসর আমরা ২টী পাঁজায় ১ লক্ষ ইট কাটাইলাম। খরচ পড়িল সর্ব্ব সমেত ৬৪২৲ টাকা। মস্‌জেদের কাজে কতক ইটের দরকার; তদ্ব্যতীত কবর স্থানটী প্রাচীর দিয়া ঘিরিতে হইবে।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, আমাদের মাদ্রাসা ও মস্‌জেদের দক্ষিণ দিকেই কবর স্থান। এক্ষণে উহা পশ্চিম দিকে আরও ২৫।২৬ হাত বাড়াইয়া, প্রাচীর দ্বারা উহা বেষ্টন করিতে হইবে। গোরস্থানটী দৈর্ঘ্যে ৬০ হাত ও চওড়াইতে ২০ হাত হইল। পূর্ব্ব দিকে মাদ্রাসার বোর্ডিং ইত্যাদি হওয়াতে, ঐদিকে কবর স্থানটী আর বাড়ান গেল না। কবর স্থানেও বহু ফুল গাছ জন্মান গিয়াছে। কাজেই উহা একটী পুষ্প-বাটিকায় পরিণত হইয়াছে। মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকগণ অনেক সময় কবর স্থান হইতে পুষ্প চয়ন করেন। সুখের বিষয়, জনাব ওয়ালেদ মাজেদ সাহেবও মৌলানা ভাই সাহেব প্রত্যহই বাদ আছর কবর জেয়ারত করিয়া থাকেন। আমি এবং মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবগণ মাঝে মাঝে কবর জেয়ারত করি। কবর স্থানটী বহু পুরাতন; ৮।১০টী কবর ব্যতীত অন্য কবরগুলির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না; এবং উহাদের চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে।

এবার জনাব মৌলানা ভাই সাহেব এবং জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবও আবাদ দেখিবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জনাব কাজী সাহেব কেবলা, জনাব ওয়ালেদ মাজেদ সাহেব কেবলা, জনাব মীর সাহেব কেবলা ও শেষ জীবনে একবার আমাদের নূতন উপনিবেশ দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমরা তথায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। পূর্ব্বেই একজন লোক সাতক্ষীরায় প্রেরিত হইল। ৪ খানি নৌকা ভাড়া করিবার জন্য এই লোক প্রেরণ। তাহাকে বলা হইল, নৌকা ৪ খানি লইয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখের ২।১ দিন পূর্ব্বে যেন কপোতাক্ষ নদীর স্থান বিশেষে রাখা হয়; আমরা ঝিকারগাছা হইতে ষ্টীমার যোগে ঐ স্থানে পঁহুছিয়া, নৌকায় আরোহণ করিব; এবং কপোতাক্ষ নদীর

মোহানা হইয়া নানা স্থান দেখিতে দেখিতে আবাদে উপস্থিত হইব। জনাব মৌলানা ভাই সাহেব ১ মাসের জন্য ২য় মৌলবী সাহেবের হাতে কার্য্য-ভার অর্পণ পূর্ব্বক আমাদের সঙ্গী হইলেন। এ যাত্রায় ভাই মোখ্‌তার সাহেবও আমাদের সঙ্গে গমন করিলেন। কারণ আবাদের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। তিনিই লোক জন নিযুক্ত করেন; প্রধান প্রধান কার্য্যের বিলি-ব্যবস্থা করেন। ৩।৪ মাস পরেই এক এক বার তথায় গিয়া ১০।১৫ দিন অবস্থান পূর্ব্বক, উপস্থিত মতে কাজ কর্ম্মের "হুকুম-আহ্‌কাম" প্রচার করিয়া থাকেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমাদের প্রায় ৩০ জন লোকের একটী বৃহৎ 'কাফেলা' আবাদ অভিমুখে রওয়ানা হইল। বহু দূর অশ্ব, গো-শকট ও পদব্রজে গমন পূর্ব্বক, রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। কেবল জনাব কাজী সাহেব কেবলা, জনাব ওয়ালেদ মাজেদ কেবলা ও জনাব মীর সাহেব কেবলা পাল্‌কী যোগে গমন করিয়াছিলেন। আমরা প্রচুর খাদ্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়াছিলাম। পরাটা, রুটি, পিষ্টক, মুড়ি, চিড়ে, কোর্ম্মা, কালিয়া, হালুয়া, চিনি, গুড় ইত্যাদি প্রয়োজনানুরূপ সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল। রেলে চড়িয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঝিকারগাছা ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম, এবং তথা হইতে ষ্টীমার যোগে * * * * ষ্টেসনে পঁহুছিয়া, ঐস্থলে অবতরণ করিলাম। পূর্ব্ব হইতে তথায় নৌকা উপস্থিত ছিল; সকলেই তাহাতে আরোহণ করিলাম। পূর্ব্ব প্রেরিত লোকটী মৎস্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা যাইবা মাত্র পাক সাক আরম্ভ হইল। একখানি নৌকায় মুরব্বিদিগের স্থান দেওয়া হইল। একখানি নৌকায় মৌলানা ভাই সাহেব, মৌলবী সাহেব ও মোখ্‌তার সাহেব সহ আমরা ৯।১০ জন স্থান গ্রহণ করিলাম। আর একখানি নৌকায় অপরাপর

লোকেরা চাপিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা ছোট নৌকা খানিকে পাকশালায় ও ভাণ্ডার-গৃহে পরিণত করা হইল। ঐ দিন পাক সাক করিয়া আহারাদি করিতে বেলা প্রায় শেষ হইয়া গেল। সুতরাং সেই দিন আর নৌকা ছাড়া হইল না। আমরা নদী তটে অবতরণ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী বহু স্থান বেড়িয়া বেড়াইলাম। দেশটী বেশ ভাল বোধ হইল। ভূমি খুব উর্ব্বরা বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। আহারাদি করিয়া নৌকায় শয়ন করিলাম। খুব প্রভাতে ভাটা হইলে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বেলা প্রায় ৯ টার সময় * * * নামক বাজারে পঁহুছিয়া মৎস্য, তরকারী, নারিকেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় 'সওদা-পত্র' ক্রয় করা হইল। বাবুর্চি খানার নৌকায় পাক কার্য্য চলিতে লাগিল। শেখ বেচু মিঞা পাক শাকে অনেকটা অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহার হাতে পাক শাকের কার্য্য অর্পিত হইল। ৩।৪ জন চাকর তাঁহার সাহায্য করিতে নিযুক্ত থাকিল। অন্যান্য নৌকায়ও ২।১ জন করিয়া চাকর ছিল। আমরা নদী তটে অবতরণ পূর্ব্বক খুব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে পাখী শীকার করিতে করিতে চলিলাম। ভাই মোখ্‌তার সাহেবের বন্দুকের কমিশনরী পাস ছিল; সুতরাং আমরা নিশ্চিন্ত মনে নদীর খুব নিকট দিয়া শীকার করিতে লাগিলাম। বহু সংখ্যক বালি-হাঁস, বক ও ঘুঘু প্রভৃতি পাখী আমরা শীকার করিলাম। বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় শীকারের পাখীগুলি লইয়া নৌকায় চাপিলাম। শীকার কেবল অল্প ছিল না। আমাদের প্রায় ৪০ জন লোকের ১ বেলার আন্দাজ জোগাড় হইয়াছিল। একস্থানে নৌকা রাখিয়া স্নানাদি করা হইল। কপোতাক্ষ নদীতে নাবিয়া স্নান করা অসম্ভব, কারণ উহাতে কুমীরের বড় ভয়; সুতরাং ডাঙ্গায় পানী তুলিয়া স্নান করা হইল। তৎপর সকলে মিলিয়া মহানন্দে ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন

করিলাম। বেচু মিঞার তত্ত্বাবধানে পাক কার্য্য বেশ ভালই হইয়া-ছিল। সকলে এক বাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। আহারান্তে ঐ স্থান হইতে নৌকা ছাড়িল। নৌকার গমন কালে পথে পথে দীন-দরিদ্রদিগকে খয়রাত দেওয়া হইতে লাগিল। আমরা আছরের নমাজ পড়িয়া আবার শীকারে নাবিলাম। নদীতে নৌকা চলিতে লাগিল, আমরা সঙ্গে সঙ্গে শীকার করিতে করিতে চলিলাম। আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির কথা কি বলিব। মৌলানা ভাই সাহেবও শীকারে বেশ অভ্যস্ত ছিলেন।

মুসলমান রাজত্বকালের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান 'মির্জ্জা নগর,' বঙ্গের অদ্বিতীয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মভূমি সাগর দাঁড়ী, প্রভৃতি আমরা ষ্টীমার যোগে অতিক্রম করিয়াছিলাম। শেখ পাড়া, মেহেরপুর, গোবিন্দপুর প্রভৃতি শরীফ মুসলমান অধিবাসী পূর্ণ প্রসিদ্ধ গ্রামাবলী ও কপোতাক্ষ নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। সরুলিয়া, তালা, তেতুলিয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত মুস্লেম অধিবাসী পূর্ণ গ্রাম সমূহ অতিক্রম করা হইল। ক্রমেই নদীর প্রশস্ততা অধিক, ক্রমেই কুম্ভীরাদি হিংস্র জল জন্তুর আধিক্য; ক্রমেই সুন্দর বনের কিছু কিছু দৃশ্য আমাদের নেত্র-পথে পতিত হইতে লাগিল। নৌকায় যতক্ষণ থাকা হয়, উৎকৃষ্ট উর্দ্দু ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী পাঠ করা হইয়া থাকে; ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি সম্বন্ধেও আলাপ হয়। আমাদের কোন্ বিষয়ের উন্নতি সম্বন্ধে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে, সে বিষয়েও নানারূপ আলোচনা করা হয়। কোনও সময় জনাব কাজী সাহেব ও জনাব ওয়ালেদ মাজেদ সাহেবদের নৌকায় গমন পূর্ব্বক, ঐ সকল বিষয়ের আলো-চনা করা হইয়া থাকে। যাহা হউক, অতঃপর আমরা সুন্দর বনে প্রবেশ করিলাম; সঙ্গে সঙ্গে লোক বসতির অভাব এবং নদীর দুই

দিকের সাধারণ দৃশ্যের ভাবান্তর দৃষ্ট হইতে লাগিল। আমাদের পাখী শীকার নিয়ম মত চলিতেছে। মৎস্যাদি বেশ সুলভে পাইতে লাগিলাম। পানীয় জলের অভাব উপস্থিত হইল। নদীর জল এক্ষণে খুবই লবণাক্ত—তাহা মুখে দেওয়া যায় না। প্রয়োজন মতে নৌকা রাখা হইলে, সঙ্গীয় ভৃত্যগণ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে কলসী পূরিয়া পানীয় জল আনিয়া থাকে। স্নানাদি লোণা জলেই সারা হয়। এখানে শীকারের পাখীর অভাব নাই। এক বেলা শীকার করিলে আমাদের এই বিরাট কাফেলার দুই বেলার খাওয়ার কাজ বেশ চলে। আমরা কয়েক জন ইতিপূর্ব্বে আমাদের আবাদ দেখিয়া গিয়াছি। তাই মোখ্‌তার সাহেব ত সর্ব্বদাই আবাদে আসিয়া থাকেন। জনাব ওয়ালেদ মাজেদ, জনাব কাজী সাহেব, জনাব মীর সাহেব, জনাব মৌলানা ভাই সাহেব, জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও অন্যান্য অনেকেই সুন্দর বনের কোনও দৃশ্য ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া ছিলেন না; তাঁহাদের চক্ষে এ সকল নূতন বোধ হইতে লাগিল। দেশের সে নেত্র বিমোহন দৃশ্য আর নাই; এখানে প্রধানতঃ এক ঘেয়ে দৃশ্য ও স্থানে স্থানে বিশাল ধান্য ক্ষেত্র। সুন্দর বনের কয়েক প্রকার বৃক্ষ ব্যতীত দেশীয় কোনও প্রকার বৃক্ষের অস্তিত্ব প্রায় নাই বলিলেই চলে। বহুতর জলচর পাখী ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে মৎস্য জীবি ও কাষ্ঠ ব্যবসায়ীগণের নৌকা দৃষ্ট হয়; আমরা সুলভ মূল্যে নানা প্রকার বাদা বুনে মৎস্য ক্রয় করিতে লাগিলাম। ভেট্‌কী, ভাঙ্গন, বেলে, বড় চিংড়ি ইত্যাদি মৎস্যের অভাব নাই। কিন্তু তরি-তরকারী পাওয়া যাইতেছে না। যাহা হউক, চতুর্থ দিন অপরাহ্ণ ২টা ২॥০ টার সময় আমরা আমাদের আবাদে গিয়া পঁহুছিলাম। মোটের উপর নৌকায় আমাদিগকে চারি পাঁচ দিন থাকিতে হইয়াছিল। আবাদের

সদর ঘাটে নৌকা পঁহুছিবা মাত্র আমাদের আগমন-সংবাদ-প্রচারিত হইল। আবাদের কর্ম্মকর্ত্তাগণ আসিলেন এবং আবাদের শ্রম-জীবিগণ দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ফলতঃ ঘাটে খুব জনতা হইল। আমরা নৌকা হইতে তটে অবতরণ করিলাম। উপস্থিত সকলের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে করিতে আবাদের সদর ডিহিতে উপস্থিত হইলাম। এই প্রায় এক বৎসরের মধ্যে স্থানের অবস্থা অনেক ফিরিয়া গিয়াছে। ৪ খানি গোল পাতা ও উলু ঘাসের সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। একটা পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে। বাবুর্চি খানা গৃহ, মজুর দিগের থাকিবার গৃহ, ধানের গোলা, গো-শালা, কাষ্ঠাদি রাখিবার ও মেষগুলির থাকিবার গৃহ, মোরগ-মুর্গীর গৃহ, লাঙ্গলাদি কৃষি-সরঞ্জাম রাখিবার গৃহ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুষ্করিণীটি খুব সুন্দর, উহার পাড় (পাহাড়) বেশ উচ্চ। পানীতে লবণের ভাগ থাকিলেও তত বেশী নহে। পুষ্করিণীতে অনেক মৎস্য ছাড়া হইয়াছে। আমরা বিভিন্ন গৃহে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলাম। অদ্য দুই প্রহরের ভোজন-ক্রিয়া আমাদের নৌকায়ই সম্পন্ন হইয়াছিল। নৈশ-আহারের জোগাড় এখানে চলিতে লাগিল। কয়েক জন চাকর যাইয়া, আবাদের খাল হইতে অনেক মৎস্য ধরিয়া আনিল। আমাদের সঙ্গে শীকারের পাখীর মাংসও কিছু ছিল। আবাদে পালিত মোরগ-মুর্গীও কয়েকটা জবাই করা হইল। ঘৃত, তৈল, চিনি গুড় আমাদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ আসিয়াছিল। এখানে দেখিলাম লাউ (কদু), সিম, বেগুণ, মিঠা কুমড়া (কদিমা) প্রচুর জন্মিয়াছে। কিছু বিলাতী আলুরও চাষ হইয়াছে। মূলার প্রশস্ত ক্ষেত্রে দেখিতে পাইলাম। অন্যান্য প্রকার শাক-সব্জীও অনেক ছিল। ফলতঃ শত শত লোকের দৈনিক আহারের

বন্দোবস্ত করিতে সামান্য মৎস্য ও তরি-তরকারীর আবশ্যক হয় না। আহারের জন্য মাঝে মাঝে শস্তা দামের গরুও জবেহ্‌ করা হয়। গরু এবং মেষগুলির অবস্থা দেখিয়া আনন্দ বোধ হইল। অপর্য্যাপ্ত ঘাস থাকাতে উহা খাইয়া গরু ও ভেড়াগুলি খুব হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল।

আমরা খানিক বিশ্রাম করিয়া আছরের নামাজান্তে আবাদের ধান্য ক্ষেত্রাদি দেখিতে বাহির হইলাম। ধানের অবস্থা দেখিয়া সকলেই আনন্দ বিভোর হইলেন। তখন অগ্রহায়ণ মাস, ধান পাকিয়া উঠিয়াছে। ক্ষেত্রের কি অনুপম শোভা!! বায়ুভরে ধান্য গাছগুলি আন্দোলিত হইতেছে। স্নুবর্ণ বর্ণ ধানের ছড়া গুলির উপর সূর্য্য-রশ্মি পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। বহু দূর বিস্তৃত বিশাল মাঠে ধান্য-ক্ষেত্র; আবার মাঝে মাঝে পতিত জমি; উহা এবারও আবাদের উপযুক্ত হয় নাই। আমরা একটি ডিহিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মুন্‌শী গুলজার আলি মল্লিক ঐ ডিহির প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। ঐ ডিহিতে ২ খানি বড় ঘর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঘর, ধান্যের গোলা, গো-শালা এবং একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ছিল। মোট ৮ টী ডিহিতে আবাদটী বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে সকল জমি প্রজা বিলি করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত প্রত্যেক ডিহিতে ৫০০ বিঘার উপর খাস খামার আছে। গোলজার মিঞার ডিহিতে প্রায় ৪৫০ বিঘা জমি আছে। তন্মধ্যে এ বৎসর ৩০০ বিঘার উপর আবাদ হইয়াছে। ধানের যেরূপ অবস্থা দেখা যায়, তাহাতে এই ডিহিতে ৩৫০০/ মণ ধান জন্মিবে বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন। আমরা খানিক এদিক্ ওদিক্ দেখা শুনা করিয়া, মগরেভের পূর্ব্বে সদর ডিহিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নৈশ-আহার সম্পন্ন করিয়া নৌকায় গিয়া শয়ন করিলেন। প্রভাতে উঠিয়া আমরা ২ খানি নৌকার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া, উহার মাঝি দিগকে বিদায় করিলাম; ২ খানি নৌকা সঙ্গে রহিল। চিড়ে, মুড়ি নাশ্‌তা করিয়া নৌকা-ভ্রমণে বাহির হইলাম। সঙ্গে ৩টী বন্দুক লইলাম। মুরব্বিগণ কেহ আমাদের সঙ্গে গেলেন না। আমরা নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে পাখী শীকার করিতে লাগিলাম। আবাদের ১ খানি ডিঙ্গি ও ২ জন ভৃত্য আমাদের সঙ্গে চলিল। স্থানে স্থানে ঐ ডিঙ্গিতে চড়িয়া শীকার করিলাম। সঙ্গে জাল ছিল, অনেক মৎস্যও ধরা হইল। নৌকায়ই আমাদের ভাত পাক হইতে লাগিল। শীকারের মাংস পাক হইল। অপরাহ্ণ প্রায় ২টার সময় আমাদের আহার কার্য্য সমাধা হইল। আবার শীকার। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শীকার করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমরা অনেক শীকার করা পাখী ও জালে ধরা মৎস্য সঙ্গে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। নিকটবর্ত্তী অন্যান্য আবাদের লোকেরা আমাদিগকে দেখিয়া খুব সমাদর করিয়াছিল।

রাত্রিতে আবাদের কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। শুনিলাম, এ যাবৎ প্রায় ৯০০০৲ টাকার কাঠ বিক্রয় হইয়াছে; এবং তাহাতে জঙ্গল আবাদ, খাল ও পুকুর কাটা, ভেড়ি বাঁধা, রাস্তা বাঁধা প্রভৃতি বহু কার্য্যের খরচ কুলাইয়া গিয়াছে। জঙ্গল আর বড় বেশী নাই। যাহা আছে, এক বৎসরেই তাহা শেষ হইয়া যাইবে। আরও ৮।১০ হাজার টাকার কাঠ বিক্রয় হইতে পারিবে বলিয়া কর্ম্ম কর্ত্তাগণ আশা করেন। মোখ্‌তার ভাই সাহেব হিসাব-পত্র দেখিতে লাগিলেন। প্রয়োজনীয় গরু ব্যতীত অনেক অতিরিক্ত গরু পালন করা হয়। সুবিধা মতে ঐ সকল গরু এবং

ভেড়া বিক্রয় করা হইয়া থাকে। গো ও মেষ পালনের এখানে বিশেষ সুবিধা।

আমাদের আবাদের শীকারিগণ হরিণ শীকারে গমন করিল। তাহারা ২ দিন পরে দুইটী হরিণ শীকার করিয়া আনিল। সকলে তৃপ্তি সহকারে হরিণের মাংস ভক্ষণ করিলেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে হরিণের মাংস খান নাই; তাঁহারা এই উপাদেয় মাংস খাইয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

যাঁহারা আবাদে আছেন, তাঁহারা বলিলেন, এখানকার আব-হাওয়া তেমন উৎকৃষ্ট না হইলেও, পীড়ার মাত্রা খুব কম। ম্যালেরিয়া ত নাই বলিলেই চলে। খোলা ময়দানে মুক্ত বাতাস প্রবাহিত হয় বলিয়া ম্যালেরিয়া উৎপাদনের উপকরণের অভাব। পেটের পীড়া কিছু হয়। লোণা পানী ঐ পীড়ার প্রধান কারণ। মাঝে মাঝে আবাদে কলেরা রোগের বড় প্রাদুর্ভাব হয়। আমাদের আবাদে এই এক বৎসরের মধ্যে ২টী মাত্র লোক মারা পড়িয়াছে। তন্মধ্যে এক জন পুরাতন রোগী; আর এক জন উদরাময় রোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী আবাদে অনেক সময় কলেরার খুব ধূম হয়। পৌষ, মাঘ মাসে নূতন চাউলের অন্ন, ক্ষীর ও পিষ্টক ইত্যাদি খাইয়া প্রধানতঃ লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। বিশেষ ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই মহামারীর হস্ত হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। আবাদে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহা-দের জ্বর-জারিও খুব কমই হইয়াছে। যাহারা আমাদের আবাদে আসিয়া স্বাধীন ভাবে চায করিতেছে, এ যাবৎ তাহাদেরও ৫।৬ জন লোকের অধিক মারা পড়ে নাই।

ক্রমে আমাদের আবাদের চতুর্দ্দিকস্থ আবাদ সমূহে, আমাদিগের

আগমন-সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম বিভিন্ন আবাদের ২।৪ জন করিয়া লোক ক্রমশঃ আসিতে লাগিল। শীকার এবং ভ্রমণ উপলক্ষে আমরাও নিকটবর্ত্তী আবাদ সমূহে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। ক্রমে মৌলানা ভাই সাহেব ও মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবের আগমন-সংবাদ জানিয়া, সকলেই তাঁহাদের ওয়াজ-নসিহত শুনিবার জন্ম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাঁহারা সমাগত লোক দিগকে সাধারণ ভাবে যে সকল উপদেশ দিতে লাগিলেন, তাহাতেই লোকেরা মুগ্ধ হইল। এক্ষণে আমরা শীকার বা ভ্রমণোপলক্ষে যে আবাদে যাই, সেখানেই বেশ জনতা হইয়া থাকে। সুবিধা বুঝিয়া মৌলানা সাহেবগণ কিছু কিছু ওয়াজ করেন। অবশেষে সকলের আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধন আমাদের আবাদের সদর ভিটিতে একটী ওয়াজের সভা আহ্বান করা স্থির হইল। আমাদের আবাদে পঁহুছার একাদশ দিবস পরে এই ওয়াজ-সভার অধিবেশন হয়। নানা দিকে সংবাদ প্রচার করাতে সভায় প্রায় ২।৩ হাজার লোকের সমাগম হইল। শতাধিক নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুও (কৃষক জাতীয়) এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। বাদ জোহর ওয়াজ আরম্ভ হইয়া, আছরের পূর্ব্বে শেষ হয়। মাত্র ৩ ঘণ্টা কাল ওয়াজ হইয়াছিল। খুব সোজা বাঙ্গালা ভাষায় মৌলানা সাহেবগণ ওয়াজ করিয়াছিলেন। ওয়াজে সমাগত লোকেরা এমনই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা আমাদের আবাদ ছাড়িয়া গৃহে যাইতে যেন অনিচ্ছুক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মৌলানা সাহেবদ্বয়কে তাহারা সকলেই পীর-মোরশেদ বলিয়া মানিয়া লইল। তাহারা এমন অনুপম ও অতুলনীয় উপদেশ জীবনে কখনও শুনে নাই বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিতে লাগিল। সমাগত সকল লোকই মৌলানা

সাহেব দ্বয়ের নিকট মুরীদ হইল। খোদাতা-লার চাআর শোকর যে, রাম চরণ ও রাখাল দাস নামক দুই জন নমঃ শূদ্র, মৌলানা সাহেব দ্বয়ের ওয়াজ শুনিয়া সভা-ক্ষেত্রেই পবিত্র ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। তাহাদের নাম হইল খোদাদাদ এবং আবদুর রহমান। নব-দীক্ষিত ভ্রাতৃ-যুগলকে লইয়া সকলেই আনন্দ-কোলাহল আরম্ভ করিল। সকলে তাহাদের সঙ্গে গলায় গলায় মিলিল। নব-দীক্ষিত ভ্রাতৃদ্বয় তখন আনন্দে ও ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মৌলানা সাহেবদ্বয় পবিত্র একেশ্বর বাদ ধর্ম্মের গৌরব ও মহিমা এমন সরল ভাবে—এমন হৃদয়াকর্ষক ভাষায় বর্ণনা করিয়া ছিলেন যে, সেই সুন্দরবন বাসী নিরক্ষর হিন্দু মুসলমানগণ তাহা শুনিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা যেন আজ নব জীবন লাভ করিল। সেই সরল বিশ্বাসী আবাদ বাসী কৃষক বৃন্দ আজ যেন কোনও অমূল্য নিধি লাভ করিল। অনেকেই মৌলানা সাহেব দ্বয়কে নজর নেয়াষ্ দিতে লাগিল। ইহাতে বোধ হইল, কেহই আলেম দর্শনে ও ওয়াজ শ্রবণে খালি হাতে আসিয়াছিল না। মোট ২৭৭॥• টাকা এই ওয়াজের সভায় মৌলানা সাহেবদ্বয় নজরানা বা লিল্লাহ্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আছরের নমাজের পর সকলকে সাধারণ ভাবে উপদেশ দেওয়া হইল। বিদ্যা শিক্ষার উপকারিতা সকলকে সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিলেন। তাহারা মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় ঐ সকল উপদেশ শুনিতে লাগিল; এবং শুনিয়া মোহিত হইল। বাস্তবিক তাহারা এ জীবনে এমন অমূল্য উপদেশ আর শুনিয়া ছিল না। আবাদের মুসলমান গণ খুব সরল বিশ্বাসী, অধিকাংশ নমাজী-মুসল্লি, কিন্তু ইস্লামের প্রকৃত মাহাত্ম্য, প্রকৃত গৌরবের বিষয় খুব কমই জানিত। আজ তাহাদের চক্ষু খুলিল; জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনের

সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামের গৌরব এবং মাহাত্ম্য অনেক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিল। মৌলানা সাহেবদ্বয় যেন স্বর্গীয় 'ফেরেশ্‌তা' রূপে তাহাদের দেশে আগমন করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিল।

অতঃপর জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও জনাব মৌলানা ভাই সাহেব সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভাইগণ! তোমরা আমাদিগকে যে টাকা কড়ি আজ দিয়াছ, তাহা আমরা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু তাহা আবার তোমাদের বালক গণের শিক্ষার জন্য আনন্দের সহিত দান করিলাম। আমাদের এই আবাদের ঠিক এই স্থানেই সম্প্রতি একটি মোক্তব খোলা হইবে। মোক্তবের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য আমরা তোমাদের প্রদত্ত এই টাকা দান করিলাম। এক্ষণে আমাদের অনুরোধ এই যে, তোমরা মাসে মাসে কিছু কিছু চাঁদা দান করিয়া, এই মোক্তবটী চালাইবার সুযোগ দান কর। নগদ টাকা না দাও, এই ফসলের সময় ধান দান কর। প্রত্যেক বাড়ী প্রতি ২।৪ পালি করিয়া ধান দিলেই যথেষ্ট হইবে। আপাততঃ এই রূপই হউক, মক্তবের জন্য ২ জন উপযুক্ত শিক্ষক আমরা নিযুক্ত করিব। তাহাদের বেতনাদি পোষাইলেই হইল। ইহার পর প্রত্যেক আবাদে এক একটী মক্তব খুলিতে হইবে। আমাদের এখানে জুমা মস্‌জেদ আছে, তোমরা সকলেই এখানে আসিয়া জুমার নমাজ পড়িতে চেষ্টা পাইবে; আর তোমাদের প্রত্যেক আবাদে জুমা মসজেদ তৈয়ার করিতে মনোযোগী হইবে। ইত্যাকারের উপদেশাদি প্রদান পুর্ব্বক সকলকে বিদায় করা হইল। নিকটবর্ত্তী আবাদের কতক লোক রহিয়া গেল; তাহারা মগরেবের নমাজ পড়িয়া বিদায় হইল।

আবাদে আসিয়া যে বেশ কাজ হইল, তাহা সকলেই স্বীকার

করিলেন। আমাদের আবাদের কর্ম্মকর্ত্তাগণও এই সভার সফলতা দর্শনে আনন্দিত হইলেন। রাত্রে সকলে পরামর্শ করিয়া ইহাও স্থির করিলেন যে, আমাদের আবাদে ছোট খাট একটী হাট বসাইতে হইবে। ২।১ খানি স্থায়ী দোকান হইলেই চলিবে। অন্ততঃ ধান চাউলের ক্রয়-বিক্রয় ত এখানে বেশ চলিতে পারিবে।

আমাদের মুরব্বিগণ আবাদের সকলগুলি ডিহিই ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলেন। আমরা ত বহু বারই দেখিলাম। আবাদের যে যে অংশে এখনও জঙ্গল আছে, এবং জঙ্গল কাটা হইতেছে, তাহাও দেখা হইল। সভার দ্বিতীয় দিন বৈকালে তাল ঝাড়ার আবাদ হইতে ৮।১০ জন লোক আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের আবাদে একটী ওয়াজের সভা করিবে স্থির করিয়া, মৌলানা সাহেব দিগকে ও আমা-দিগকে দাওৎ দিতে আসিয়াছে। এই আবাদ আমাদের আবাদ হইতে ৩৷৷০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। আবাদটীতে বহু লোকের বাস। নৌকা পথেই সেখানে যাওয়া যায়। আমরা তাহাদের দাওৎ কবুল করিলাম। আগামী সোমবারে সভা হইবে, মাঝে ৩ দিন মাত্র সময় আছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহারা স্বস্থানে চলিয়া গেল।

এদিকে আবাদে ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে। বহু দূরের লোক সকল ধান কাটিবার জন্য দলে দলে উপস্থিত হইতেছে। এ সময় আবাদগুলি খুব "গুলজার"। লোক কোলাহলে আবাদের চতুর্দ্দিক মুখরিত। নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলার নানা স্থান হইতে মহোৎসাহে লোকেরা ধান কাটিতে আসিয়াছে। তাহারা বৎসরের কয়েক মাসের অন্ন সংস্থান করিবে, এই আশায় উৎফুল্ল। দলে বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, বালক সকল শ্রেণীর লোকই আছে। আমাদের আবাদেও অনেক লোক আসিল। তাহাদের সঙ্গে নৌকা

আছে। এক এক নৌকায় ৪।৫ জন হইতে ৮।১০ জন পর্য্যন্ত লোক ছিল। তাহারা সঙ্গীয় নৌকাগুলি ধানে বোঝাই করিয়া লইয়া যাইবে, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিয়াছে। নৌকাগুলির পশ্চাদ্ভাগে সামান্ত একটু ছৈ (ছাপ্পর) আছে। তাহাদের সঙ্গীয় কাঁথা-কাপড়, পাক করিবার হাঁড়ি-পাতিল ঐ স্থানে রাখা হয়। ঐ স্থানেই তাহারা শয়ন করে, ঝড়-বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে বাঁচিবার জন্ম উহাই তাহাদের আশ্রয় স্থান। শীতকাল বলিয়া কাঁথা কাপড়ের পরিমাণ কিছু বেশী। আমাদের আবাদে যত লোক আবশ্যক, তাহা ক্রমশঃ রাখা যাইতে লাগিল। এখনও সম্মুখে কতক সময় আছে বলিয়া প্রয়োজন অপেক্ষা কম লোকই রাখা যাইতে লাগিল। ইহারা ধান কাটিয়া বহিয়া আনিয়া, ছড়াইয়া (মাড়িয়া) দিয়া, আপনাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করে। তাহাদের থাকার জন্ম কতক চালা ঘর পূর্ব্ব হইতেই আছে, এবং এ বৎসরও কয়েকখানি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। আজ কাল আবাদ সকল জন-সমাগমে কোলাহল পূর্ণ।

দেখিতে দেখিতে ৩ দিন ভ্রমণে, শীকারে ও আবাদ-পরিদর্শনে কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিন সকাল সকাল আহার করিয়া আমরা নৌকারোহণে তাল ঝাড়ার আবাদ অভিমুখে চলিলাম। জোহরের নমাজের অব্যবহিত পূর্ব্বে তথায় পঁহুছিলাম। নদীর নিকটেই গোলপাতা ও নৌকার পাল (বাদাম) সকল খাটাইয়া সভার স্থান করা হইয়াছে। আমরা নৌকা হইতে উঠিয়া তথায় গিয়া উপবেশন করিলাম। আমাদিগকে পাইয়া আবাদবাসিগণ কতই না আনন্দিত হইল। তখন হইতেই সভায় লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ধান কাটার সময় বলিয়া অবশ্য সকল লোক আসিতে পারিতেছিল না; তবু জোহর বাদ প্রায় সহস্রাধিক লোক সমবেত

হইল। তখন তখনই ওয়াজ আরম্ভ করা হইল। সে ওয়াজে লোক সকল মোহিত হইয়া গেল। কতিপয় হিন্দুও সভা-ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিল। মৌলানা সাহেবদ্বয় অতি সরল ভাষায় 'পোর আছর' বক্তৃতা করিলেন। পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের গৌরব, মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব; মুসলমান দিগের কর্ত্তব্য কার্য্য; একতা ও ভ্রাতৃভাব; মানুষের সহিত কিরূপ ব্যবহার উচিত—ইত্যাদি বিষয় লইয়া পর্য্যায়ক্রমে বক্তৃতা করিলেন। নমাজ, রোজা, হজ্জ্ ও জাকাতের আবশ্যকতা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। আছরের পূর্ব্ব সময় পর্যান্ত প্রায় ২০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। আছরের নমাজের সময় উপস্থিত হওয়াতে সভার কার্য্য বন্ধ করা হইল। সকলের অনুরোধে বাদ আছরও খানিকটা ওয়াজ হইল। অতঃপর সুদীর্ঘ মনাজাতের সঙ্গে সভার কার্য্য শেষ করা গেল। বিরাট জমাতের সহিত মগ্‌রেভের নমাজ আদায় করা হইল। মৌলানা ভাই সাহেবের সুমধুর কেরআত শুনিয়া সকলে বিমুগ্ধ হইয়াছিল। বাদ মগরেভ্ নানা প্রকার কথার আলোচনা হইল। নিমন্ত্রণকারিগণ আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়াছিল; আহারের কার্য্য শেষ করণান্তর প্রায় রাত্রি ৯ টার সময় তথা হইতে রওয়ানা হইয়া রাত্রি প্রায় ১২॥০ টার সময় স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আবাদে ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে, আমরা সে ব্যাপার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেখিতেছি। আবাদের সর্ব্বত্রই আজ কাল এক জীবন্ত ভাব। আবাদ বাসিগণের আজ কাল পূর্ণানন্দ। সকলেই কাজ কর্ম্মে শশব্যস্ত। আমাদের আবাদের প্রজাগণও স্ব স্ব জমির ধান কাটিতেছে, এবং লোক জন দ্বারা কাটাইতেছে। মৎস্য, দুগ্ধ ও তরি-তরকারি মহার্ঘ্য হইয়াছে। আবাদের বিভিন্ন স্থানের হাট গুলিতেও খুব কেনা বেচা চলিতেছে। ইতিমধ্যেই ধানের ব্যাপারিগণ

ধান খরিদের জন্য বড় বড় নৌকা লইয়া আবাদে দেখা দিয়াছে। জমিদারের কর্ম্মচারিগণ, সুদখোর মহাজনগণ ইত্যাদি শোষক বৃন্দও আবাদে আসিয়া হাজীর হইয়াছে। হাঁড়ি-পাতিল ওয়ালা, কাপড়-ওয়ালা, নানাবিধ জিনিসের ফেরিওয়ালাগণ ইতস্ততঃ ছুটা ছুটি আরম্ভ করিয়াছে। যশোহর, ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলার নানা স্থান হইতে প্রচুর নারিকেল ও খেজুরে গুড়ের আমদানী হইয়াছে। নূতন চাউলের ক্ষীর, পায়স, পিষ্টক ইত্যাদি খাইতে হইবে, সুতরাং নারিকেল ও গুড়ের বিশেষ আবশ্যক।

হরিশ্চন্দ্রের আবাদ, ফজল জমাদারের আবাদ, লালু মোড়লের আবাদ—এই তিনটী আবাদেও আমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ঐ সকল স্থানে ধর্ম্ম-সভা বা ওয়াজের মহফেল হয়; মৌলানা সাহেবগণ জলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়া ও ওয়াজ করিয়া লোকদিগকে বিমুগ্ধ করিলেন। এ যাবৎ ১৭ জন হিন্দু নর নারী পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। আমাদের আবাদ ছাড়া আরও ৩টী আবাদে মক্তব এবং একটী আবাদে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার যোগাড় হইল। ৫।৬টী জুমা ঘর নির্ম্মাণেরও প্রস্তাব হইয়াছিল। প্রত্যেক সভায়ই মৌলানা সাহেবগণ টাকা পাইলেন, এবং সেই সকল টাকা মক্তবাদি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদান করিলেন। নিজেরা পাথেয় স্বরূপ টাকা—অর্থাৎ উভয়ে মাত্র ৮৫৲ টাকা রাখিলেন। আবাদ বাসিগণ মৌলানা সাহেব দ্বয়ের উদারতা, মহানুভবতা এবং স্নেহ-কোমল ব্যবহার দেখিয়া বিমুগ্ধ হইল। এই কয়েক দিনের মধ্যেই আবাদের অশিক্ষিত মুসলমানদিগের ভিতর একটা উৎসাহের তরঙ্গ ছুটিল। প্রত্যহ দলে দলে লোক সাক্ষাৎ করিতে এবং মুরীদ হইতে আমাদের বাসস্থানে আসিতে লাগিল। আমাদের বেশী বিলম্ব করিবার যো নাই বলিয়া আর দাওৎ গ্রহণ

করা হইল না। কথা হইল, খোদা সুস্থ রাখিলে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ-মাসে মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ২।৩ জন উপযুক্ত শিষ্য লইয়া মাসেকের জন্য আবাদে আগমন করিবেন। ইতিমধ্যে যেন মক্তব, পাঠশালা ও মস্‌জেদ নির্ম্মিত হয়। মক্তব ও পাঠশালার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক আমরা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইব, একথা আবাদ বাসী দিগকে বলা হইল।

পরামর্শ স্থির হইল যে, আমাদের কৃষি কোম্পানীর নিজস্ব ধান এখানে বিক্রয় করা হইবে না, সমস্ত দেশে চালান দেওয়া হইবে। কারণ, এখান হইতে দেশে ধান উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে। আর আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই দেশে নিয়া বিক্রয়ের জন্য ও ধান খরিদ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অনেকেই টাকা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। আমাদের সঙ্গীয় ৭।৮ জন এই কাজের জন্য এখনই এখানে থাকিতে প্রস্তুত হইলেন। বিভিন্ন আবাদের মোড়ল-মাতব্বর দিগকে সুবিধা মতে ধান্য খরিদ করিয়া দিতে অনুরোধ করা হইল। তাহারাও আনন্দের সহিত তাহা করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। খরচ পড়্‌তা করিয়া অনুমানে হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, এখান হইতে দেশে ধান চালান দিলে শতকরা ২৫৲—৩০৲ টাকা লাভ হইবে। আমরা অনেকে বাড়ী যাইয়াই টাকা পাঠাইতে মনস্থ করিলাম।

যাহা হউক, পূর্ণ ৪ সপ্তাহ কাল আবাদে থাকিয়া আমরা দেশে রওয়ানা হইলাম। এই আবাদ ভ্রমণে আমাদের বহু অভিজ্ঞতা লাভ হইল। আমরা থাকিতে থাকিতেই মক্তবের গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ ও ক্ষুদ্র হাটটীর পত্তন হইল। সপ্তাহে শুক্রবার ও সোমবারে হাটের দিন করা হইল। প্রথম হাটে প্রায় শতাধিক লোক সমবেত হইয়া-

ছিল। ৮।১০ খানি মাছের দোকান বসিয়াছিল। মোরগ-মুর্গী, নারিকেল, গুড়, তরি-তরকারী ইত্যাদিও আমদানী হইয়াছিল। ধান কাটার সময় বলিয়া খরিদ্দারের অভাব ছিল না। ১০।১২ খানি গোলপাতার চালা তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অধিকাংশ লোক খোলা ময়দানে দোকান খুলিয়াছিল। দেশ হইতে জোগাড় করিয়া ২।১ জন মুদী দোকানদার পাঠাইব বলিয়া আমরা মনস্থ করিলাম। সুবিধা হইলে এক জন মিঠাই ওয়ালা পাঠাইব বলিয়াও স্থির করিলাম। আমাদের সদর ডিহির জুমা ঘর খানি বড় করিতে হইবে, ইহাও স্থির হইল। কারণ, মুসল্লির সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

অতঃপর আমরা নৌকা যোগে দেশে যাত্রা করিলাম। এবার ভিন্ন পথে কতক নৌকায় ও কতক গো-যানে চাপিয়া রেল ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। পূর্ব্বে এক জন লোক পাঠান হইয়াছিল, সে আমাদের জন্ত গো-শকট, ঘোড়া ও পাল্কার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। ঠিক দেড় মাস পরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আমার বন্দোবস্তের একাদশ বৎসর।

—o—

দেখিতে দেখিতে আমার বন্দোবস্তের একাদশ বৎসর আসিয়া উপস্থিত হইল। এ বৎসর পাট আদৌ জন্মিল না। উপযুক্ত সময় বৃষ্টি না হওয়াই ইহার কারণ। এ বৎসর কৃষক মহলে হাহাকার পড়িয়া গেল। তবে পাটের জমিতে রোয়া ধান ভাল জন্মিয়া অনেকটা ক্ষতি পূরণ করিল। সকলই খোদাতা-লার মরজী। পাটের আবাদ না হওয়াতে আমাদের প্রায় ৫০০৲ টাকা ক্ষতি হইল। কিন্তু খোদা

আবাদের ধানের চালানে প্রায় ৭০০৲ টাকা লাভ দিয়াছিলেন। সুতরাং ক্ষতি অপেক্ষা লাভের পরিমাণ বেশী হইল। হাটের দোকান খানিতেও ভাগে প্রায় ৩৭৫৲ টাকা লাভ পাইয়াছিলাম। এবার শোণপুর অর্থাৎ হরিহরচ্ছত্রের মেলা হইতে ঘোড়া ও গরু আনিয়া খরচ-খরচা বাদ ৬৮৩৲ টাকা লাভ পাইলাম। নানা কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে এ বৎসর আমি নিজে মেলায় যাইতে পারি নাই, শরাফতকে সঙ্গে দিয়া মীর সাহেবকে পাঠাইয়াছিলাম। এ বৎসর আমাদের নিজের একটী গাভী ও ১ জোড়া গাড়ীর বলদ মাত্র আসিয়াছিল। পালিত ভেড়া ও ছাগলের বাচ্চা এবং গরু এবার বিক্রয় হইয়াছিল ১৩৭৸০ টাকা। দুগ্ধ বিক্রয় হইয়াছিল ১৩৭৭৲ টাকা। খামার বাড়ীর পুকুরের মৎস্য বিক্রয় করিয়াছিলাম ১৯৭৸০ টাকা। এ বৎসর হাটের গোয়ালার কারবারে ১৩৩৲ টাকা, চালানী কারবারে ৮৩৸০ টাকা, মহকুমার দোকানে ৩১৯৲ টাকা ও গোয়ালার দোকানে ২৬৮৸৶০ বেশী লাভ হইয়াছিল। গরুর গাড়ীর ভাড়ার ১১৭৸০, জল তোলা কলের ভাড়ায় ৪২৲, মহকুমার গোয়ালার দোকানে ৯২৸০, কৃষি বিভাগে ও বাগানের ফল মূলে ৬৩২৲ টাকা গত বৎসরাপেক্ষা বেশী আয় হইয়াছিল। এবার খরচের মাত্রাও অনেক বেশী ছিল। ইট কাটান, মস্‌জেদের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ, কবর স্থানের প্রাচীর নির্ম্মাণ, ভাইটীর পড়ার খরচ, ইত্যাদি কার্য্যে ২২৫৬৲ টাকা খরচ হইয়াছিল। ফল কথা, সমস্ত খরচ-খরচা যাইয়া বৎসরের শেষভাগে ২২৭০৲ টাকা মাত্র তহবিলে ছিল। হাওলাতী দেনা ছিল ২৮৮৸০ টাকা মাত্র। এক মীর সাহেব দ্বারা সকল কার্য্য আঞ্জাম হওয়া সুকঠিন হওয়াতে, খোন্দকার সানা উল্লাকে ১০৲ টাকা বেতনে অন্যতম কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলাম। আবাদে ধান্যাদি ক্রয় করিয়া চালান দেওয়া, চালানী কাজটীর উন্নতি

করা, কলিকাতা হইতে মাল-পত্র আনা ইত্যাদি বাহিরের কাজেই তাঁহাকে অধিকাংশ সময় কাটাইতে হইত।

আবাদের মক্তব সমূহের জন্য ১১ জন উপযুক্ত শিক্ষক ও ৫ জন মসজেদের এমাম পাঠান হইয়াছে। আবাদের হাটে দুই জন মুসলমান মুদী দোকানদার, ১ জন মিঠাই ওয়ালা প্রেরিত হইয়াছে। ভাই মোখ্‌তার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া আমরা আবাদের হাটে একখানি গোয়ালার দোকান খুলিলাম। আবাদে সুলভ মূল্যে প্রচুর দুগ্ধ পাওয়া যায়। সুতরাং তথায় এই কারবারের বিশেষ সুবিধা ছিল। ঘৃত প্রস্তুত করিয়া চালান দেওয়া আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের মহকুমার গোয়ালার দোকান হইতে এক জন উপযুক্ত লোক, আর দেশ হইতে জোগাড় করিয়া এক জন সুদক্ষ লোক এই কার্য্যের জন্য পাঠান হইল। আবাদে ২৲ ২।০ হিসাবে দুগ্ধের মণ অগ্রিম দাদনের হিসাবে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা কি কম সুবিধার কথা? আমাদের আবাদের গাভীর দুগ্ধও ৩৲ হিসাবে মণ গ্রহণ করা হইত। আবাদের প্রধান কর্ম্মচারীকে ৵০ অংশ দেওয়ার বন্দোবস্তে ঐ ফারমের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করা হইল।

স্কুল-মাদ্রাসা বেশ চলিতেছে। ক্রমেই উহার উন্নতি। হাটের বার্ষিক আয় প্রায় ১২০০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আঞ্জমনের পক্ষে ইহা আশাতীত রূপ সুবিধা। এই দুই বৎসরেই স্কুলের আয় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে মাসে ১৫০৲ টাকার বেশী আমাদিগকে খরচ বহন করিতে হয় না। ছাত্র-দত্ত বেতন প্রচুর হইতেছে। অনেক ছাত্রকে ফ্রি ও হাফ ফ্রি দিতে হয় বলিয়া স্কুলের আয় কম হয়; নচেৎ ১০০৲ টাকার বেশী মাসে দিবার প্রয়োজন হয় না।

আঞ্জমনাধীন গ্রাম সমূহে নিত্যই নূতন মক্তব, পাঠশালা, নৈশ-বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় ইত্যাদি খোলা হইতেছে। মহকুমাস্থ আঞ্জমনের কার্য্য ক্রমেই উন্নতির দিকে চলিয়াছে। স্কুলের বোর্ডিং, মক্তব ইত্যাদির অবস্থা অতি উত্তম। স্কুলে ২ জন মৌলবী আছেন। মক্তবটী মাদ্রাসায় পরিণত হইয়া এক্ষণে উহা বেশ উন্নত ভাবে চলিতেছে। বহু ছাত্র নানাবিধ শিক্ষা লাভের জন্য নানা দিকে চলিয়া যাইতেছে। একতার দৃঢ় বন্ধনে বিশাল মুসলমান সমাজ বন্দীভূত হইয়াছে—যেন একটী বিশাল ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাপাচার ও অনাচার দেশ ছাড়িয়া পালাইতেছে। শিক্ষার জন্য কি ভদ্র লোক, কি জন সাধারণ—সকলেই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। কারিগর ও মৎস্য-জীবি সম্প্রদায়ও শিক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ের দিকেই মুসলমান দিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষায়ও আর লোক উদাসীন নহে। দরিদ্রতা ও মূর্খতা মুসলমান-সমাজ হইতে দূরে পলায়ন করিতেছে।

পাঠক, আমাদের অন্তঃপুরে চিকণের কাজ হইতেছে, গুটী পোকা পালন করিয়া রেশম উৎপাদন করা হইতেছে। সকলকে নিয়মিতরূপ নাশ্‌তার টাকা দেওয়া হইতেছে, এই সকল আয়ের দ্বারা সকলের হাতেই বেশ টাকা জমিয়াছে। ভগিনীদিগের বিবাহে তাঁহাদের অলঙ্কার-পত্রে কতক টাকা ব্যয় হইয়া গেলেও, হিসাব করিয়া দেখা গেল, সকলের নিকট প্রায় ১৮০০৲ জমা হইয়াছে। আমার বড় ভগিনীর নিকটও যথেষ্ট টাকা আছে। আমরা আবাদের ভাব গতিক দেখিয়া বুঝিলাম, সেথানে কাপড়ের বিশেষ টান। আবাদের ছোট ছোট হাট গুলিতে কাপড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান

আইসে, এবং খুব চড়া দরে কাপড় বিক্রয় হইয়া থাকে। জনাব ওয়ালেদ মাজেদ কেবলা, জনাব মৌলানা ভাই সাহেব ও অন্দরের মুরব্বি দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, আমাদের আবাদের ক্ষুদ্র হাটে কাপড়ের দোকান খোলা স্থির করিলাম। উহা কেবল অন্তঃপুরের মূলধন দ্বারা চালান হইবে বলিয়া স্থির করা হইল। এই সংবাদ শুনিয়া আমার অপর ভগিনীদ্বয়ও উহাতে ৫০০৲ টাকা মূলধন দিতে চাহিলেন। আমাদের বাড়ী হইতে সকলে দিলেন ১৫০০৲ টাকা, বড় ভগিনী (মৌলানা ভাই সাহেবের স্ত্রী) দিলেন ৫০০৲ টাকা, আর কাজী সাহেবের বাড়ীর ভগিনীদ্বয় দিলেন ৫০০৲ টাকা; সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০০৲ মূলধনের যোগাড় হইল। আমাদের বিশেষ অনুগত ও বিশ্বস্ত আফ্‌তাব আলি জোয়াদ্দার ঐ দোকানের কর্ম্মকর্ত্তা মনোনীত হইলেন। ইহাদের বাড়ী আমাদের খুব নিকটবর্ত্তী রঘুরামপুর গ্রামে। আফ্‌তাব মিঞা বাঙ্গালা লেখা পড়া বেশ জানেন। উর্দ্দু মসলা-মসায়েলেও এক প্রকার অধিকার আছে। সমস্ত ঠিক হইলে ইহাকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। আবাদের উপযুক্ত বস্ত্রাদি ক্রয় করিলাম। স্নেহাস্পদ মিয়াঁ মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেনও সঙ্গে থাকিয়া বস্ত্রাদি ক্রয় কার্য্যে অনেকটা সাহায্য করিল। এবার সে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে। তাহার পড়া শুনা বেশ ভালই চলিতেছে। শারীরিকও কোন প্রকার অসুখ-বিসুখ ঘটে নাই। ইংরেজী ভাষায় তাহার রচনা শক্তিও বেশ জন্মিয়াছে। ইংরেজী সংবাদ পত্র সমূহে অবসর মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও প্যারাদি লিখিয়া থাকে। আমি বলিয়া দিলাম, পড়া শুনার যাহাতে ক্ষতি না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঐ সকল বাজে কাজে সময় দিবে। তাহার ইংরেজী লেখা দেখিয়া অনেকেই প্রশংসা

করেন। তাহার সমপাঠিদের মধ্যে তাহার বেশ প্রশংসা শুনা যায়। তাহার স্বভাব চরিত্রে সকলে মুগ্ধ। এফ-এ পরীক্ষার জন্য সে ভাল রূপ প্রস্তুত হইতেছে শুনিয়া আমি সুখী এবং আশ্বস্ত হইলাম। সে স্কলার সীপের টাকা কয়টী জমা করিতেছে। আমাদের প্রদত্ত ২০৲ টাকায়ই সে নিজের খরচ-পত্র নির্ব্বাহ করে।

আট দিনে আমাদের বস্ত্রাদি খরিদ হইল। প্রায় সমস্তই বিলাতী কাপড় ক্রয় করা হইয়াছিল। হাওড়ার হাটের কাপড়ও অল্প বিস্তর ক্রয় করিয়াছিলাম। তদ্ব্যতীত প্রায় ২০০৲ টাকার গেঞ্জি ও কাটা কাপড় নমুনা স্বরূপ লওয়া হইয়াছিল। কলিকাতার কার্য্য শেষ করিয়া আমরা খুলনা লাইনে আবাদে রওয়ানা হইলাম। কলিকাতা হইতে ৩ দিনে আবাদে পঁহুছিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। রেল গাড়ী, গো-শকট এবং নৌকা যোগে আবাদে পঁহুছিয়াছিলাম। আপাততঃ আবাদের সদর ডিহির ১ খানি গৃহেই কাপড়গুলি বৃহৎ বৃহৎ কাঠের বাক্সে রাখা হইল। তাড়াতাড়ি এক খানি চালা ঘর হাটে তৈয়ার করান হইল। এই কাজের জন্য আমাকে ১৩ দিন কাল আবাদে থাকিতে হইয়াছিল। কাপড় ও গেঞ্জি বেশ বিক্রয় হইতে লাগিল। একটী মজবুৎ চাকর দোকানের জন্য নিযুক্ত করা হইল। নিকটবর্ত্তী হাটে দোকান লইয়া যাইবারও বন্দোবস্ত করা হইল। আমি থাকিতে থাকিতে আমাদের আবাদের নিকটবর্ত্তী ৩ হাটে বিক্রয়ার্থে কাপড় পাঠান হইল, বিক্রয় বেশ আশানুরূপ হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই সকল কাজ কর্ম্ম সমাধা করিয়া আমি ২৬ দিন পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এ বৎসর ধানের জন্য আবাদে দেশ হইতে যে সকল নৌকা পাঠাইলাম, তাহাতে যশোহর জেলার অন্তর্গত ফুলতলা ও অন্যান্য হাট হইতে নারিকেল ও খেজুরী গুড় ক্রয় করিয়া

বিক্রয়ার্থে চালান দেওয়া হইল। উহা আবাদে পাইকেরী দরে বিক্রয় করিয়া, তদ্দ্বারা ধান্য খরিদ করা গেল। ইহাতে আমদানী-রফ্‌তানী দুই প্রকারের লাভই হইতে লাগিল। প্রায় ৩ মাস কাল এই চালানী কাজ চলিয়াছিল। আবাদের গোয়ালার কারখানায় ঘৃত ও মাখন তৈয়ার হইতেছে, তাহা শহরে চালান দিয়া বেশ লাভ পাওয়া যাইতেছে। আজ কাল খাঁটী ঘৃতের যেরূপ অভাব, তাহাতে আমাদের কারখানার তৈয়ারী খাঁটি ঘৃতের যে খুব আদর হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব এবার চৈত্র মাসে আবাদে গিয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত সেখানে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ২ জন উপযুক্ত শিষ্য ও ৩ জন তালবেলেম এবং ১ জন ভৃত্য গমন করিয়াছিল। তিনি আবাদে বহু সভা-সমিতি করিয়া, আবাদ অঞ্চলের মুসলমান দিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। আবাদ বাসিগণ এতকাল যেন গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল, হঠাৎ তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহাদের নিজেদের দুঃখ-দুর্দ্দশার পরিমাণ বুঝিতে পারিল। জমিদারের কর্ম্মচারিগণ, সুদ খোর মহাজনগণ, নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ী গণ কি ভাবে তাহাদের শোণিত শোষণ করে, মৌলবী সাহেব ও অন্যান্য বক্তাগণ তাহাদিগকে সে কথা তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। এ যাত্রায় তিনি ১৩ জন হিন্দু নর নারীকে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ৩টী পাঠশালা, ৭টী মক্তব ও ৮টী জুমা ঘরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে আবাদ অঞ্চলে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সহস্র সহস্র লোক তাঁহার নিকট মুরীদ হইয়াছিল। এ যাত্রায় মৌলবী সাহেব ও তাঁহার শিষ্যত্রয় ১০৭৬৲ টাকা নগদ ও ১৮০/ মণ ধান পাইয়াছিলেন।

তন্মধ্যে মক্তব ও পাঠশালা স্থাপন জন্য ৪৫০৲ টাকা প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট টাকা ও ধান লইয়া তিনি স্বদেশ যাত্রা করিলেন। শিষ্য, তালবেলেম এবং চাকরকে দিয়া-থুইয়া খরচ-পত্র বাদ তিনি নিজে ২৫০৲ টাকা এবং ১০০/ মণ ধান্য গ্রহণ করিলেন। ধান্যের দ্বারা তাঁহার দুই বাড়ীর পূরা বৎসর খাওয়ার জোগাড় হইল।

দেশের অবস্থা ক্রমেই উন্নত। আমাদের আশ্রমনাধীন গ্রামের মুসলমান পল্লী সমূহের অবস্থা চমৎকার। ভিক্ষুকের নাম নেশান পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়াছে। প্রয়োজন হইলেও ভিক্ষা দানের জন্য ভিক্ষুক খুজিয়া পাওয়া যায় না। সুদ খোরের অস্তিত্ব একেবারেই শেষ হইয়াছে। বে-নমাজী লোক মাত্রই নাই। দুশ্চরিত্র লোকেরও নাম-নেশান মিটিয়া গিয়াছে। কোনও মুসলমানই অপব্যয় করে না। দেনা করিবার কাহারও দরকার হয় না। মামেলা-মোকদ্দমার পরিমাণ এত কমিয়া গিয়াছে যে, আমাদের মহকুমার ৩৯ জন উকীল ও ১২ জন মোখ্‌তারের মধ্যে ১২ জন উকীল এবং ৪ জন মোখ্‌তার অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। এক জন মুন্সেফ্‌ আছেন, তাঁহাকেও অনেক সময় বসিয়া থাকিতে হয়। ফলতঃ অত্যাচারী জমিদার, শোণিত-শোষক সুদখোর মহাজন, উৎপীড়ক পুলিশ কর্ম্মচারী, উকীল-মোখ্‌তার, দলিল লেখক, আদালতের আমলা ইত্যাদি অনেকেই আমাদের উপর খড়্গহস্ত।

প্রত্যেকের বাড়ী ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গ্রাম সমূহের রাস্তা ঘাট উন্নত। ঝাড় জঙ্গল প্রায় নাই বলিলেই চলে। প্রত্যেক গৃহে লেখা পড়ার চর্চ্চা, ধর্ম্ম, সদ্বিষয় ও পার্থিব উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা। বালক বালিকাগণ সকলেই কিছু না কিছু লেখা পড়া শিখিতেছে। বাণিজ্য-ব্যবসায় ও শিল্প কার্য্যাদির দিকে সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট

হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে কেবল মাত্র মুচিগণই বাঁশ ও বেতের টুকরি, ঝুড়ি, কুলা, ধামা প্রভৃতি প্রস্তুত করিত। আজ কাল মুসলমানগণ ঐ সকল প্রস্তুত করিয়া বেশ লাভবান্ হইতেছে। দেশে প্রচুর বাঁশ আছে, সুতরাং বাঁশের জিনিস তৈয়ার করিয়া বহুল পরিমাণে বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া হয়। আমাদের নিকটে বেত বেশী না রাখিলেও ১৫।১৬ মাইল দূরে প্রচুর বেত পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে বেতের জঙ্গল আছে। সেখান হইতে সুলভ মূল্যে বেত আনিয়া ধামা ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

পুকুরের সংখ্যা, বাগ-বাগিচার সংখ্যা, ভাল ভাল গরু-বাছুরের সংখ্যা আমাদের দেশে ক্রমেই বাড়িতেছে। যাহারা আবাদে গিয়া জমী গ্রহণ পূর্ব্বক চাষ বাস করিতেছে, তাহাদেরও বেশ সুবিধা হইতেছে। আমাদের আবাদ ভিন্ন অন্যান্য আবাদে গিয়াও অনেকে জমী গ্রহণ করিতেছে। ফলতঃ বিদেশ গমনের স্পৃহা লোকের মধ্যে বেশ বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। দেশে জমির অভাব হওয়াতে লোকে বিদেশ গমনে ইতস্ততঃ করিতেছে না। অনেক গরীব লোকও বিদেশে গিয়া বেশ সুবিধা করিয়া লইয়াছে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে চিকনের কাজ ও সেলাই এর কাজ বেশ প্রচলিত হইয়াছে। তদ্দারা তাহারা বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

আমাদের অনেকগুলি গাভী ক্রমশঃ প্রসব করাতে উৎকৃষ্ট জাতীয় বাছুর জন্মিয়াছে। কেবল আমাদেরই নহে; অন্যান্য অনেকে হরিহরচ্ছত্রের মেলা, নেকমর্দ্দনের মেলা প্রভৃতি মেলা হইতে ভাল ভাল গাভী ও ষাঁড় আনাইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় গরু উৎপাদন করিতেছে, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া বেশ লাভবান্ও হইতেছে। ফলতঃ আমাদের নিজ গ্রাম ও নিকটবর্ত্তী ১৫।১৬ খানি গ্রামে আজ কাল

যেমন উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী এবং বলদ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমন আর কুত্রাপি নহে। গরুর প্রতি যত্নও খুব করা হয়। তাহাদের আহারের জন্য রিয়া ঘাস প্রভৃতির চাষ হইতেছে। মাস কলাইয়ের চাষ খুব বেশী পরিমাণে করা হয়। উল্লিখিত গ্রাম গুলিতে শতাধিক উৎকৃষ্ট অশ্বও আছে। আমার ছাগল এবং ভেড়ার বংশও খুব বৃদ্ধি হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় কার্য্যও চলিতেছে। এ গুলিকে বড় সাবধানে রাখিতে হয়, নচেৎ বাগানের গাছ-গাছড়ার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

আমাদের দেশের অনেক লোক মুরগী ও হাঁসের ডিমের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে। ডিমগুলি প্রধানতঃ কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়। সেখানে উহা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। আমাদের জানিত ১২।১৩ জন লোক এই ব্যবসা করিয়া বেশ লাভবান্ হইতেছে। অনেক গরীব লোক মুরগী এবং হাঁস পালন করিয়া উহার ডিম বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। চামড়ার ব্যবসায়টা আমাদের দেশে বেশ জোরে চলিতেছে।

পবিত্র রমজান মাস সমাগত। মাদ্রাসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মাদ্রাসার ২য় ও ৫ম মৌলবী সাহেব এ বৎসর ছুটীতে দেশে যান নাই। স্কুলের মৌলবী সাহেবদ্বয়ও আছেন। জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবও রমজান শরীফে এনায়েতপুরেই রহিয়াছেন। বেনারস হইতে এক হাফেজ সাহেব আসিয়া খতম তারাবী পড়াইতেছেন। প্রথম খতম জনাব কাজী সাহেবের মসজেদে ১০ দিনে শেষ হইল। ২য় খতম আমাদের মসজেদে হইতেছে। রমজান মাসে এফ্‌তারের সময় আমাদের নব-নির্ম্মিত মসজেদে এফ্‌তারি আনয়ন করা হয়। ২০।২৫ জন লোক মসজেদে এফ্‌তার করিয়া

থাকেন; ইহাদের মধ্যে ভাই আসমত, শরাফত এবং আরও ২।৩ জন ভৃত্যও যোগ দেয়। কলিকাতা হইতে খোরমা, খেজুর, নাসপাতি প্রভৃতি আনা হইয়াছিল। এক এক দিন উহার এক এক জিনিস দেওয়া হয়। ভিজানো ছোলা, ছোলা ভাজা, শশা, পেয়ারা, কদলী ইত্যাদি ফল প্রায় প্রত্যহই এফ্‌তারে উপস্থিত হয়। কাগজী লেবুর রস মিশ্রিত শরবত ত আছেই; তদ্ব্যতীত পিষ্টক, রুটী, হালুয়া, ফিরনী, মুড়ি, চিড়ে বা খৈ এর মলিদা, প্রত্যহই যে একটা না একটার জোগাড় থাকে। সকলে মিলিয়া মহানন্দে এফ্‌তার করা হয়। জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব প্রায় প্রত্যহ এফ্‌তারে আমাদের সহিত যোগ দিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে জনাব কাজী সাহেবের বাড়ীতেও এফ্‌তার করা হয়। জনাব মীর সাহেবের বাড়ীতে এ যাবৎ ২ দিন এফ্‌তার করা হইয়াছে। জনাব মৌলানা ভাই সাহেব এক দিন মহা ধূমধামে সকলকে এফ্‌তার করাইয়াছেন। অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর সহিত পরাটা এবং কোর্ম্মারও বন্দোবস্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত পাড়ার অন্যান্য বাড়ীতেও ৪।৫ দিন আমরা এফ্‌তার করিয়াছি। এই পবিত্র রোজার দিনে শেষ বেলায় ও রাত্রিতে কি আনন্দই না অনুভূত হয়। এফ্‌তার, তারাবী, নৈশ-আহার, শেষ রাত্রির আহার প্রভৃতি সকলই বিমল আনন্দ দায়ক। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা-লা এই মাসে কি বরকৎ ও রহমৎই না দিয়াছেন। অনেকে মিলিয়া এফ্‌তার করার কি আনন্দ, তাহা বড় বড় শহরের মুসলমানগণই বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারেন। আমরা কলিকাতার নাখোদা মস্‌জেদে এফ্‌তারের সময়ের পবিত্র দৃশ্য দেখিয়াছি। জনাব ওয়ালেদ মাজেদ ও জনাব কাজী সাহেব পবিত্র মক্কা নগরীর এফ্‌তারের বাহার যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা

স্মরণ করিলেও হৃদয় আনন্দে বিভোর হইয়া যায়। ইস্‌লামের পবিত্রতা ও গৌরব স্মরণ করিয়া আত্মহারা হইতে হয়। পল্লী গ্রামে মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের গৃহে যতটুকু হওয়া সম্ভবপর, ততটুকু আমাদের গৃহে হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমাদের দেশের কৃষক শ্রেণীর ও কারিগর সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায়ই রোজা রাখিত না; আজ কাল ৯।১০ বৎসরের বালক বালিকারাও রোজা রাখে; প্রায় মসজেদেই তারাবীর নমাজ হয়। আমাদের আঞ্জমনাধীন গ্রাম সমূহের প্রায় ২৫।২৬টী মসজেদে খতম তারাবী হইয়া থাকে। আজ কাল মহকুমার মসজেদটীতে মহা ধূম ধামে খতম তারাবী হয়। শেষ দিন ২০৲—২৫৲ টাকার মিঠাই বিতরিত হইয়া থাকে। আমাদের দুই বাড়ী হইতে বেনারসী হাফেজ সাহেবকে ৫০৲ টাকা দেওয়া হয়। অন্যান্য মুসল্লিগণ যাহা দিয়া থাকেন, তৎসহ তিনি মোটের উপর প্রায় ১০০৲ টাকা প্রাপ্ত হন। ঈদের জামাতও আজ কাল আমাদের দেশে খুব বড় রকম হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈদের জামাৎগুলি ভাঙ্গিয়া বড় জামাৎ গঠিত হইতেছে। জনাব কাজী সাহেবদের দীঘির তটে একটী ঈদ্‌গাহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; আবাদের ১০।১২ খানি গ্রামের লোক এই স্থানে ঈদের নমাজ পড়ে। ফেৎরার পয়সা এই ক্ষেত্রে প্রায় সমস্তই আদায় হয়। উহা যে আঞ্জমন-ফণ্ডে জমা হইয়া থাকে, একথা বলাই বাহুল্য। এবার রমজান শরীফে জনাব মৌলানা ভাই সাহেব ও জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ৬।৭ জায়গায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রমজান শরীফে কবর জেয়ারতের ধূম পড়িয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর লোক প্রত্যহ কবর জেয়ারত করে। কবর স্থানের আজ কাল খুবই সম্মান। পূর্ব্বের ন্যায় কবর স্থানে গরু বাছুর চরে না, শৃগাল কুকুর বেড়ায় না, লোকে মল ত্যাগ

করে না। প্রায় সকলেই স্ব স্ব কবর স্থান এরণ্ড, জিকে বা কাল চিতার গাছ দিয়া ঘিরিয়া দিয়াছে। অবস্থাপন্ন লোক অনেকে মেহেদী গাছের বেড়াও দিয়াছেন। কেহ কেহ মনসা সীজের দুর্ভেদ্য বেড়া দিয়া, কবরস্থানে পশ্বাদি প্রবেশের পথ একেবারে বন্ধ করিয়াছে।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে লিচু গাছ ও ভাল আমের গাছ প্রায় ছিল না। আজ কাল প্রায় প্রত্যেকের গৃহে লিচুর গাছ ও ভাল আমের কলম বা চারা দেখিতে পাওয়া যায়। জামরুল, বিলাতী আমড়া, উৎকৃষ্ট জাতীয় পেয়ারা, শরীফা, নারিকেল কুল প্রভৃতিও অনেকের বাগানে স্থান পাইতেছে। উৎকৃষ্ট জাতীয় কেলা ও আখের চাষ-আবাদও অনেক স্থানে হইতেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা আমাদের দেশ দেখিয়াছেন, আজ কাল তাহারা এই দেশ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন। আমাদের দেশের উপর যেন খোদাতা-লার বিশেষ রহমৎ নাজেল হইয়াছে। যে একতা ও ভ্রাতৃভাব পরস্পরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সুদৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য। মুসলমান জাতির ঈদৃশ একতা ও একপ্রাণতা দেখিয়া প্রতিবেশী হিন্দুগণ বিস্ময়াপ্লুত হইয়াছে। তাহারাও আপনাদের মধ্যে এই ভাব আনয়ন করিতে চেষ্টা পাইতেছে।

আমার বন্দোবস্তের দ্বাদশ বৎসর।

—o—

দেখিতে দেখিতে আমার বন্দোবস্তের একাদশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। খোদাতা-লার ফজল ও করমে সকল দিকেই উন্নতি। নিজের উন্নতি, জাতীয় উন্নতি, দেশের উন্নতি ইত্যাদি সমস্তই আশাজনক। এই সময় আমাদের দুইটী ভগিনীর বিবাহের সময় হইয়াছে। একটী আমার সহোদরা ভগিনী, আর একটী আমার ফুফাতো ভগিনী বা

শ্যালিকা। মুরব্বিগণ আমার সহোদরা কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ কল্যাণাস্পদ ভাই মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেনের সঙ্গে দিতে ইচ্ছুক। ফুফাতো ভগিনীটির বিবাহ জনাব কাজী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত দেওয়া উভয় পক্ষের মত। একাজেও জনাব মীর সাহেবই ঘটক। খোদার ফজলে মিয়াঁ মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেন এ বৎসর এফ-এ পাস করিয়াছেন। স্কলারসিপ (বৃত্তি) না পাইলেও, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমরা এই দুইটী বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম। খরচ-পত্রের সেই পূর্ব্বের ন্যায় বন্দোবস্ত। আস্তে আস্তে বিবাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও সংগ্রহ হইতে লাগিল। বড় দিনের বন্ধের সময় দুইটী বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইবে, স্থির হইল।

জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব আমাদের আবাদটীর নাম "ইস্‌লাম আবাদ" রাখিলেন। নামটী সকলেরই মনঃপুত হইল। অতঃপর আমরা উহার নাম "ইস্‌লাম আবাদ" বলিয়াই উল্লেখ করিব। ইস্‌লাম আবাদের সদর ডিহির জুমা মস্‌জেদের জন্য আমরা নোয়াখালী জেলা বাসী এক জন উপযুক্ত হাফেজ ও কারী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলাম। তিনি মক্তবের ছাত্র দিগকে কেরআত শিক্ষা দিবেন, ইহাও স্থির হইল। তাঁহার বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল মাসিক ১৫৲ টাকা খাওয়া দাওয়া সমস্ত সরকার হইতে দেওয়া যাইবে। আবাদে উপরি আয়ের বেশ আশা আছে। মক্তবে আপাততঃ ২ জন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। বেতন যথাক্রমে ১০৲ ও ১২৲ টাকা।

এখন হইতে জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেবকে বৎসরে ২ মাস ২॥০ মাস কাল আবাদ অঞ্চলে ওয়াজ-নছিহত করিয়া বেড়াইতে হয়। ইহাতে সম্বৎসরের সাংসারিক খরচের পরিমাণ ধান্য এবং নগদ

টাকা তিনি পাইয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্গে ২।৩ জন শিষ্য বক্তা ও ৩।৪ জন ভালবেলেম গিয়া থাকেন, তাহাদেরও বেশ পোষাইয়া যায়।

এবার শোণপুরের মেলা হইতে বেশী পরিমাণ গরু আনিবার মৎলব আঁটিলাম। কারণ, কতক গরু বিক্রয়ার্থে আবাদে পাঠাইব বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলাম। এদিকে বিবাহের সময়ও নিকটবর্ত্তী। এজন্য কথা হইল, আমি বিবাহের সওদা-পত্র করিতে কলিকাতায় যাইব, সেই সময় ৬।৭ দিনের জন্য মেলায় গিয়া গবাদি পশু ক্রয় করিয়া দিব। মীর সাহেব ও খোন্দকার সাহেব, শরাফত এবং আর এক জন চাকরের সাহায্যে গবাদি পশু দেশে ও আবাদে পঁহুছাইবেন। যাহা হউক, যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা কলিকাতায় গমন করিলাম; গবাদি পশুর জন্য ৩৫০০৲ টাকা ও বিবাহের সওদা-পত্রের জন্য ৫০০৲ টাকা লইয়া আমরা কলিকাতায় গমন করিলাম। আবাদের কাপড়ের দোকানের প্রয়োজনীয় কাপড় খরিদ জন্যও ১০০০৲ টাকা সঙ্গে লইয়াছিলাম। সুতরাং এ বৎসর আমার সঙ্গেই ৫০০০৲ টাকা গিয়াছিল। এবারও সেই মুসাফের খানায় আস্তানা লইলাম। পূর্ব্ব হইতে সংবাদ থাকাতে, স্নেহাস্পদ মির্যা মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেন আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। ২ দিন থাকিয়া তাহাকে কতক জিনিস পত্র ক্রয়ের ভার দিয়া আমি সহযাত্রীদিগের সহিত শোণপুরের মেলায় গমন করিলাম। এবার আমরা বাঁকিপুর হইয়া পাটনা ও বাঁকিপুর নগর দেখিয়া, ঐ স্থান হইতে ষ্টীমার যোগে গঙ্গা পার হইয়া মেলায় গমন করিয়াছিলাম। পাটনা, বাঁকিপুরে ঐ সময় ফুলকপি, কড়াই শুঁটি প্রভৃতির ঢেরী দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম।

মেলায় পঁহুছিয়া ২য় দিনেই অশ্ব ও গবাদি ক্রয় আরম্ভ করিলাম। ৪ দিনেই ক্রয় শেষ হইল। খুব বেশী মূল্যের গরু এবার কমই খরিদ করা হইল। আবাদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের গরু ক্রয় করা হইয়াছিল। মীর সাহেব ও খোন্দকার সাহেবকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি প্রদান পূর্ব্বক আমি ৫ম দিবস কলিকাতায় রওয়ানা হইয়া আসিলাম। এদিকে ভাইটী আমার কাজ অনেকটা কমাইয়া রাখিয়াছিল। আর ৫ দিন থাকিয়া আমি দেশে রওয়ানা হইয়া আসিলাম। আবাদের দোকানের কাপড়গুলি মোয়াজ্জম হোসেনের নিকট থাকিল; কথা হইল, খোন্দকার সাহেব উহা আবাদে লইয়া যাইবেন।

যথা সময়ে অশ্ব ও গবাদি পশু দেশে এবং আবাদে পঁহুছিল। আমরা বিবাহের ঝঞ্জাটে বিশেষ ব্যস্ত। খোন্দকার সাহেব আবাদে থাকিয়া গরু বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এক মাসের মধ্যেই আবাদের সমস্ত গরু বিক্রয় হইয়া গেল। ২টী গাভী পালনের জন্য আবাদে রাখিয়া, অবশিষ্ট সমস্তই বিক্রয় করা হইল; সমস্ত খরচাদি বাদ ১৬৮০৲ টাকার গরুতে ৪২৯৲ টাকা লাভ হইয়াছিল। আর ১৫৫৲ টাকার ২টী গাভী লাভের মধ্য হইতে থাকিয়া গিয়াছিল।

এইবার আমাদের বাড়ীতে শেষ বিবাহোৎসব। কারণ, আমাদের বাড়ীতে এমন পাত্র পাত্রী আর নাই যে, ১০।১২ বৎসরের মধ্যে তাহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পাদনের দরকার হইবে। মৌলানা ভাই সাহেবের একটী বালিকা ও আমার একটী দুগ্ধ পোষ্য শিশু মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইহাদের বিবাহের বিষয় এখন খেয়ালে আনাও দরকার দেখা যাইতেছে না। যাহা হউক, জনাব ওয়ালেদ সাহেব কেবলা এবং আর আর মুরব্বিগণের এই মত হইল যে, উপস্থিত এই শেষ বিবাহে একটু বেশী পরিমাণে খরচ-পত্র করিতে হইবে।

আত্মীয় স্বজন যেখানে যাহারা আছেন, সকলকে ত আনিতে হইবেই, তদ্ব্যতীত আঞ্জমনের সমুদয় মেম্বরকে, শাখা আঞ্জমনের প্রধান প্রধান লোককে, মহকুমার মুসলমান প্রধান প্রধান ব্যক্তি দিগকে, আবাদের কতিপয় মোড়ল-মাতব্বরকে দাওৎ দিতে হইবে। স্নেহাস্পদ ভ্রাতা মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেনের সমপাঠীদিগের মধ্যে যাহারা আইসে, তাহাদিগকে আনিতে হইবে। মোটের উপর নিমন্ত্রিত লোকের সংখ্যা ১৪।১৫ শত অনুমান করা হইল। ইহার মধ্যে মহিলা ও বালক বালিকার সংখ্যা ১৫০ দেড় শতের কম হইবেন না।

বিবাহের সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। লোক জন নানা কাজে লাগিয়া গিয়াছে। ৮টী হৃষ্ট পুষ্ট গরু, ৬০টী খাশী ও বকরী, ৩০০ মোরগ-মুরগী খরিদ হইয়াছে। দধি-দুগ্ধ ত নিজেদের কারখানায়ই আছে। মৎস্য ও পুকুরে আছে। জ্বালানী কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণ প্রস্তুত করা হইল। কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য কতিপয় অস্থায়ী চালা ঘর ও নির্ম্মিত হইল।

বিবাহের ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় গমন করিলাম। সেখান হইতে খানার সর্ব্ববিধ সরঞ্জাম, বিবাহের অবশিষ্ট কিছু জিনিস-পত্র, এক জন বাবুর্চি এবং ভাইটিকে সঙ্গে লইয়া আইসা আমার গমনের উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অনুসন্ধানে 'মেটিয়া বুরুজ' হইতে এক জন বাবুর্চি ও তাহার ২ জন মেট (সহকারী) বন্দোবস্ত করা হইল। অহিফেনসেবী হইলেও বাবুর্চিটী নামজাদা। বেতন দৈনিক ৬৲ টাকা হিসাবে দিতে হইবে। যাতায়াতে ও আমাদের এখানে থাকায় ৮ দিন লাগিবে, অনুমান করা হইল। কাচ্চি বিরিয়ানী খানা করা হইবে, ইহা জনাব মৌলানা ভাই সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলাম। ৮৴ মণ পোলাও

এর চাউলের মূল্য ১২৮৲ টাকা হইল। ১ বেলাই বিরিয়ানী পোলাও হইবে, উহাতে ৪/ মণ চাউল লাগিবে বলিয়া, অনুমান করা হইয়াছিল। বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস, জাফ্রান, গোলাব ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস বাবুর্চির দ্বারা তালিকা করাইয়া ক্রয় করিলাম। কতক বিস্কুট ইত্যাদিও নাশ্‌তার জন্য খরিদ হইল। বাবুর্চি এখন নেওয়া হইবে না, স্নেহাস্পদ মিঞা মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেনও এখন যাইতে পারিবে না; তাহার বিবাহের কাপড় প্রস্তুত করিতে হইবে; ৮।৯ জন সহপাঠী বন্ধুও বিবাহে যাইবে, তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না; কতক মিঠাইও লইয়া যাইতে হইবে, সুতরাং আমি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া ৮ দিন পরে দেশে রওয়ানা হইয়া আসিলাম। কথা হইল, কলেজ যে দিন বন্ধ হইবে, সেই দিনই বাবুর্চি এবং সহপাঠী দিগকে লইয়া ভায়া দেশে যাত্রা করিবে।

বাড়ী আসিয়া কাজের ঝঞ্ঝাটে এমন লাগিয়া গেলাম যে, নিশ্বাস ফেলিবারও অবসর রহিল না। যথা সময়ে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইল। অনেক স্থানে নিজে গিয়া দাওৎ করিলাম। জানানা মেহমান আসিতে লাগিলেন। নানা কাজে নানা শ্রেণীর লোক লাগিয়া গেল। আঞ্জমনের স্থানীয় মেম্বরগণ আমাদের উভয় বাড়ীতে প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। জনাব মৌলানা ভাই সাহেবের উপর বাবুর্চি খানার সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব অর্পিত হইল। জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব এবং জনাব মীর সাহেব কেবলা দুই বাড়িতেই ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। মৌলানা ভাই সাহেবের চাচা সাহেবের হস্তে ভাণ্ডার খানার ভার দেওয়া গেল। এই কাজটি বিশেষ দায়িত্ব পূর্ণ। কারণ বিবাহ বা অন্য বিধ তামদারী কার্য্যে জিনিস-পত্র যথেষ্ট পরিমাণে লুট পাট ও চুরি হইয়া থাকে। আমরা উপযুক্ত

লোকের হস্তেই উপযুক্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিলাম। মাদ্রাসা ও স্কুলের ৪০ জন হুশিয়ার ছাত্র, দুই বাড়ীর মেহমান দিগের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিল। তাহাদের উপর মৌলবী সাহেবগণ, মাষ্টার পণ্ডিত সাহেবগণ কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। মহকুমার আঞ্জমনের নব নির্ম্মিত বৃহৎ শামিয়ানাটী আমরা আনাইলাম। আমাদের আঞ্জমনের শামিয়ানাটী জনাব কাজী সাহেব কেবলা গ্রহণ করিলেন। প্রত্যেক বাড়ীর বহির্ব্বাটী ও অন্তঃপুরে ১০।১২ টী করিয়া অতিরিক্ত পায়খানা নির্ম্মিত হইল। বিবাহের ২ দিন পূর্ব্বে, অপরাহ্ন ২টার সময় স্নেহাস্পদ মির্জ্জা মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেন তাহার সহপাঠী এবং বাবুর্চি দিগকে লইয়া বাড়ীতে পঁহুছিল। তাহাদের জন্য রেল ষ্টেশনে পালকী, ঘোড়া ও গরুর গাড়ী সহ যথা সময়ে লোক প্রেরিত হইয়াছিল। মোখ্‌তার ভাই সাহেবের টম্‌টম্‌টীও গিয়াছিল। গরুর গাড়ীগুলি পশ্চাতে পড়িয়াছিল। তবু অপরাহ্ন ৪টার সময় সকলেই আসিয়া পঁহুছিল। পর দিন (বিবাহের পূর্ব্ব দিন) বহির্ব্বাটীর পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরা হইল। মৎস্য ধরার তামাসা দেখিতে বহু লোক জমিয়াছিল। ২৮টা বড় ও ৫২টা মাঝারী রকমের মৎস্য ধরা হইল। জাল টানিবার সময় থৈ ফুটার ন্যায় মৎস্য সকল লাফাইয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল। জনাব কাজী সাহেবের বাড়ীর পুষ্করিণীতেও মাছ ধরান হইয়াছিল। তাঁহাদের পুকুরে আমাদের পুকুরাপেক্ষাও বৃহৎ বৃহৎ পুরাতন মৎস্য ছিল।

বাবুর্চিগণ জনাব মৌলানা ভাই সাহেবের তত্ত্বাবধানে পাকের জোগাড়ে লাগিয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্ব দিন বৈকালেই প্রায় ২৫০ মেহমান (পুরুষ) উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাত্রে খাওয়া গোশ্‌ত, মুরগীর গোশ্‌ত এবং মৎস্যের ব্যঞ্জন মাত্র পাক হইয়া ছিল। কথা

হইল, বিবাহের দিন আমাদের বাড়ীতে মেহমানগণ খানা খাইবেন; পর দিন জনাব কাজী সাহেবদের বাড়ীর দাওতে অলিমায় সকলেই 'শরীক' হইবেন। সে বাড়ীতে আমাদের জেলার সদর হইতে আনীত এক জন বাবুর্চ্চি ও দেশীয় বাবুর্চ্চিগণ খানা পাক করিয়াছিল। রাত্রেই কলিকাতার বাবুর্চ্চিগণ মাংস, মেওয়া ও মসলাদি ঠিক করিয়া রাখিল। বলা হইল, ভোরে খানায় দম দিতে হইবে। খানার জন্য কলিকাতা হইতে যে সিংহ মার্কার ভয়সা ঘৃত আনিয়াছিলাম, তাহা বেশ ভালই ছিল। ভাল ভাল খাসী বাছিয়া বিরিয়াণী খানার জন্য মাংস গ্রহণ করা হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট চর্ব্বিদার গোশ্‌ত্‌ না হইলে বিরিয়াণী খানা ভাল হয় না। বাবুর্চ্চিগণ বলিল, ৪/ মণ খানা ১৪।১৫ শত লোকের জন্য যথেষ্ট হইবে। শহরে যদিও উহার সঙ্গে কোর্ম্মা আবশ্যক হয় না; কিন্তু আমরা কতক কোর্ম্মারও জোগাড় রাখিলাম। ৪/ মণ চাউলে ৮/ মণ গোশ্‌ত্‌ দেওয়া হইল। ফিরনী এবং জরদাও পাক হইল। নিজেদের কারখানায় উৎকৃষ্ট সুমিষ্ট দধি প্রস্তুত করাইয়া ছিলাম। বেলা ৯ টার সময় হইতে আঙ্গিনার শামিয়ার নীচে খানা খাওয়ান আরম্ভ হইল। ১টার সময় খাওয়ার সমস্ত ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গেল; এবং বাদ জোহর সংক্ষিপ্ত মিলাদ শরীফের সঙ্গে শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব বিবাহ পড়াইয়া ছিলেন। মিয়াঁ মোয়াজ্জম হোসেনের সহ পাঠিগণ প্রীতি-উপহারের কবিতা কলিকাতা হইতে স্বর্ণাক্ষরে ছাপিয়া আনিয়াছিল; উহা বিবাহ-সভায় বিতরিত হইল। স্থানীয় ছাত্রগণও কয়েকটী কবিতা এবং উর্দ্দু কসীদা পাঠ করিল। বিবাহান্তে দুলা দুর অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল। ওদিকে নৈশ-আহারের জন্য খানা প্রস্তুত হইতে লাগিল। এবার সাধারণ

শ্রেণীর পোলাও, মুরগীর কোর্ম্মা ও বকরীর কালিয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। পোলাও এর সঙ্গে ভাত, গাওয়া গোশ্‌তের ব্যঞ্জন, মৎস্য ভাজা এবং মৎস্যের ব্যঞ্জনও ছিল। মেহমানগণ রাত্রে খানা খুব কমই খাইতে পারিয়াছিলেন। বিবাহের রাত্রে অন্দর মহলে পূর্ণ আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। কারবাইট্‌ গ্যাসের আলোতে অন্তঃপুর ও বহির্ব্বাটী আলোকিত হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় শ্যালিকাটি তাহার স্বামী সহ বিদায় হইয়া শ্বশুরালায় গমন করিল। তাহার সঙ্গে আমার অপর ভগিনী দ্বয়ও চলিয়া গিয়াছিলেন। বিদায়ের দৃশ্যটী বড়ই মর্ম্ম বিদারক ছিল।

পরদিন জনাব কাজী সাহেবের বাড়ীতে অলিমার খানা হইল। সেখানেও খানা বেশ ভালই হইয়াছিল। আমাদের বাড়ীর খানা সম্বন্ধে চতুর্দ্দিকে মহা প্রশংসাধ্বনি উঠিয়াছিল। এরূপ খানা আমাদের পল্লী গ্রামে কখনও হয় নাই, একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। কতকগুলি বাজে লোকের ঐ খানা পসন্দ হইয়াছিল না। আমাদের কেবল মাত্র ঐ ৪/ মণ বিরিয়াণী খানায়ই বাবুর্চ্চিদের মজুরী সহ ৬০০৲ টাকা খরচ হইয়াছিল। বিবাহের পর দিন বৈকালেই বাবুর্চ্চিগণ বিদায় হইয়া চলিয়া গেল। তাহাদিগকে ৭ দিনের মজুরী, রাহা খরচ ও ১০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

একটা বিরাট ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গেল। আমাদের বাড়ীতে আঞ্জমনের ও শাখা আঞ্জমনের মেম্বর ২৩৮ জন, মহকুমার মেহমান ৮৪ জন, আত্মীয় স্বজন ১৪০ জন, আবাদের মেহমান ২৭ জন, মাদ্রাসা ও স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্র ২৮০ জন, গ্রামবাসী অর্থাৎ স্থানীয় মেহমান ১৩৬ জন, বর যাত্রী ১৪৫ জন, এবং কলিকাতার মেহমান ১৪ জন হইয়াছিলেন। গ্রামের সাধারণ লোক ও কাঙ্গ-

ব্যাটীর লোক ১৫০ জন আন্দাজ ছিল। জানানা মেহমান ও (বালক বালিকা সহ) ১৫০ দেড় শতের উপর ছিলেন। গ্রামের অন্যান্য স্ত্রী লোক সহ সংখ্যা ২০০ পূর্ণ হইয়াছিল। খানায় খুব 'এফ্রাৎ' হইয়াছিল। আমার শ্যালিকার সঙ্গে প্রায় ।০ দশ সের চাউলের খানা জনাব কাজী সাহেবদের বাড়ীতেও পাঠান হইয়াছিল।

বিবাহে অনুমান অপেক্ষা বেশী খরচ পড়িয়া গেল। দুইটী বিবাহে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫০০৲ টাকা খরচ হইয়াছিল। আমাদের শেষ কাজ বলিয়া এই খরচ অতিরিক্ত মনে করি নাই। এই ৩৫০০৲ টাকার মধ্যে প্রায় ৫০০৲ টাকা বিবিধ দাতব্য কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছিল। আমরা বিবাহোপলক্ষে সর্ব্ব প্রকার পুণ্যানুষ্ঠানেই অল্পাধিক টাকা দিয়াছিলাম। জনাব কাজী সাহেবদের খরচ বোধ হয় ১৫০০৲ টাকার বেশী হইয়াছিল না। তাঁহাদের বাড়ীতে মেহমানের সংখ্যাও খুব কমই হইয়াছিল। বিবাহ-শাদী সম্বন্ধে আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম। বিবাহে সালামী (নেছার) পাওয়া গিয়াছিল ৭৬০৲ টাকা। আবাদের মেহমান গণই ১৫৫৲ টাকা সালামী দিয়াছিল।

মাদ্রাসায় ৩৮ জন ছাত্র 'কেরআত' শিক্ষা এবং ২২ জন ছাত্র কোর-আন শরীফ্ 'হেফ্জ' করিতেছে। উভয় শিক্ষাই উচ্চ ধরণের হইতেছে। কয়েকটি সুকণ্ঠ ছাত্রের মধুর কেরআত শুনিয়া শ্রোতা গণ বিমুগ্ধ হয়। কি চমৎকার 'এল্হান'। জনাব মৌলানা ভাই সাহেব নিজে প্রত্যহই এই বিভাগের ছাত্রগণের অধ্যাপনা কার্য্য দেখিয়া থাকেন, এবং নিজেও অনেকটা শিক্ষা দেন। তিনি নিজেও এক জন উচ্চ শ্রেণীর কারী; সুতরাং কেরআতের দোষ-গুণ বিচারে ও শিক্ষা দানে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। দুই বৎসরের মধ্যে ৭টী ছাত্র

২৫ পারা পর্য্যন্ত হেফ্‌জ্‌ করিয়াছে। ৮।১০টী ছাত্রের কেরআত শিক্ষা বেশ সুন্দর হইয়াছে। এইবার মাদ্রাসার একটী মিয়াঁজী ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব হইল। যেই প্রস্তাব, সেই কাজ। গ্রামে মোল্লাগিরি করিবার, মসলা-মসায়েল শিক্ষা দিবার এবং নিম্ন শ্রেণীর মোক্তব চালাইবার উপযুক্ত লোক প্রস্তুত করা, এই মিয়াঁজী ক্লাস খুলিবার উদ্দেশ্য। বেশী বয়সের লোকও ইহাতে ভর্ত্তি করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। এই বিভাগের জন্য আপাততঃ এক জন পাকা মুন্‌শী (ভাল পারসী উর্দ্দু জানা) নিযুক্ত হইলেন। ইহার বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল মাসিক ১২৲ টাকা। কারী সাহেব মিয়াঁজী দিগকে কিছু কিছু কেরআত শিক্ষা দিবেন, এ বন্দোবস্তও হইল। দেখিতে দেখিতে ২৩ জন ছাত্র মিয়াঁজী ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া গেল।

প্রত্যেক শুক্রবার দিন বাদ জুমা, মৌলানা ভাই সাহেব মস্‌জেদে ছাত্রদিগকে উপদেশ দান করেন। কি ভাবে ওয়াজ-নছিহত করিতে হইবে, তাহারও 'তা-লিম' দেন। মাসে ২ দিন (দুই শনিবারে) বিশেষ ভাবে ওয়াজ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মাদ্রাসার অন্যান্য মৌলবী সাহেবগণও উপস্থিত মতে ওয়াজ-নছিহত করেন। মাসে অন্ততঃ এক বার জনাব মৌলবী খলিলুর রহমান সাহেবের 'ওয়াজ' হয়। ইহার মধ্যেই ছাত্র দিগের মধ্যে ওয়াজের চর্চ্চা বেশ হইতেছে। এই ওয়াজের প্রভাবে ছাত্র দিগের মধ্যে সচ্চরিত্রতা, একতা, ভ্রাতৃ-ভাব, স্বজাতি-হিতৈষণা, দয়া-দাক্ষিণ্য, উৎসাহ, সাহস, কষ্ট-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ, দুর্ব্বিনীততা, স্নেহ-সহানুভূতি পরিশূন্যতা, পর নিন্দা, পর-গ্লানি, পরানিষ্ট-সাধন-স্পৃহা, মিথ্যা কথন, পরদ্রব্যাপহরণ-প্রবৃত্তি, অশ্লীল বা লজ্জা-জনক বাক্য উচ্চারণ ইত্যাদি দুষিত প্রবৃত্তি গুলি

একেবারে দূর হইয়াছে। ছাত্রদিগকে আরবী হইতে পারসী উর্দ্দু ও বাঙ্গালা তরজমা করিবার প্রণালীও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কেতাবের দ্বারা যতদূর যাহা শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহাতে ত কোন ক্রটীই নাই; তদ্ব্যতীত মৌখিক শিক্ষাও বেশ দেওয়া হইতেছে। ছাত্র দিগের মধ্যে জীবন্ত ভাব দর্শনে সকলেই বিশেষ আনন্দিত। মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা (হাফেজ, কারী ও মিঞাজী ক্লাস সহ) আমার বন্দোবস্তের দ্বাদশ বৎসরের প্রথম ভাগে ৩৭৮ জন হইল। এ দেশের এত ছাত্র যে আরবী ভাষা শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে, আমরা পূর্ব্বে ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আরবী ক্লাসের জায়গীর প্রাপ্ত ছাত্র দিগের দ্বারা আমাদের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে দিনী লেখা পড়ার চর্চ্চা খুবই আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীর বালক বালিকাগণ ওস্তাদজীর নিকট নিয়-শিক্ষা লাভ করিতেছে। বাড়ীর বয়স্থা মহিলাগণও স্বামী, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির নিকট নিত্য প্রয়োজনীয় মসলা-মসায়েল শিক্ষা করিয়া নমাজ-রোজায় বেশ পরিপক্ক হইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে ২।৪।৫।১০ জন বেনামাজী থাকিতে পারে, তদ্ব্যতীত আর সকলেই নমাজ পড়ে। এমন কি, রাখাল বালক ও যুবকগুলি মাঠে গরু চরাইতে চরাইতে নমাজের সময় আসিবা মাত্র তাড়াতাড়ি অজু করিয়া মাঠে বা গাছ তলায় গামছা কিম্বা চাদর বিচাইয়া নমাজ আদায় করে; ঐরূপ কৃষকগণ মাঠে হাল চাষ করিতে করিতে নমাজ পড়িয়া থাকে। অধিকাংশ লোক ধুতির পরিবর্ত্তে তহবন্দ পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকের খরচের মাত্রাও কমিয়াছে।

স্কুলের ছাত্র দিগেরও নমাজ সম্বন্ধে খুব আঁটা আঁটী নিয়ম। স্কুলের মৌলবী সাহেব বয় ছাত্র দিগকে সঙ্গে লইয়া জনাব কাজী সাহেবদের

বাড়ীর মস্‌জেদে নমাজ পড়েন। যাহারা জমাতে জুটিতে পারে না, তাহারা হয় মস্‌জেদে, নয় দীঘির পাকা ঘাটে নমাজ পড়িয়া থাকে। মাষ্টারগণ ছাত্র দিগকে নিয়মিত রূপে সদুপদেশ দান করিয়া থাকেন। একটী ছাত্র-সমিতি আছে, প্রত্যেক মাসে তাহার অধিবেশন হয়। মাষ্টারগণ সেই সমিতিতে বক্তৃতাদি প্রদান করিয়া থাকেন। ছাত্রগণের মধ্যে কেহ বক্তৃতা প্রদান করে, কেহ লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকে। সমিতির কার্য্য-বিবরণী নিয়ম মতে লিপি-বদ্ধ করা হয়। ছাত্রদিগের ফুটবল এবং ব্যাটবল খেলাও দস্তুর মতন হইয়া থাকে।

মাদ্রাসার জন্য সর্ব্ব প্রথমে যে গৃহখানি নির্ম্মিত হয়, তাহাতে মাদ্রাসার উচ্চ ৩ ক্লাস, হেড্‌ মৌলবী সাহেবের আফিস, কেরাণীর দফ্‌তর এবং কোতব খানা আছে। পরবর্ত্তী নির্ম্মিত ২ খানি গৃহের এক খানিতে মাদ্রাসার নিম্নবর্ত্তী ক্লাস সমূহ, আর ২য় গৃহ খানিতে হাফেজ ক্লাস কারী ক্লাস, এবং মিএাজী ক্লাস আছে। এত বড় বৃহৎ ৩ খানি গৃহ থাকিতেও মাদ্রাসায় স্থানের অভাব বোধ হওয়াতে, অগত্যা করোগেটেড্‌ আয়রণ দ্বারায় এক খানি ছাপরা তৈয়ার করিয়া তাহাতে মাদ্রাসার সর্ব্ব নিম্ন ক্লাস স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। বোর্ডিং গৃহ ২ খানি, তাহাও প্রায় পরিপূর্ণ। বোর্ডিঙ্গের ছাত্র দিগের আহার করিবার গৃহ খানিও লম্বা—বৃহৎ; উহাতে এক কালীন প্রায় ৩০ জন ছাত্র আহার করিতে পারে। বাবুর্চ্চিখানা গৃহ খানিতে ৪।৫টা চুল্লি আছে। উহাও ১০ হাত দীর্ঘ।

আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র খানিকে খুব সুসজ্জিত করা হইয়াছে। উহাতে মাদ্রাসা ও স্কুলের ছাত্রেরা আসিয়া কৃষি কার্য্য হাতে কলমে শিক্ষা করে। এক জন উপযুক্ত উড়ে মালী কৃষি-ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক। সে ছাত্র

দিগের সাহায্যে কৃষি-ক্ষেত্র খানিকে অতি সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। বহুবিধ ফল এবং শস্যের আবাদ হইতেছে। অবশ্য সবই খুব অল্প পরিমাণ। এক পার্শ্বে ফুল বাগানও আছে। তরি-তরকারী বেশ জন্মে। বিলাতী এবং আমেরিকার অনেক প্রকার শাক-সব্জী এই আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রে জন্মিতেছে। ১/ মণ ওজনের কুমড়াও প্রায় /১।• সের ওজনের বেগুণ এই কৃষি ক্ষেত্রে জন্মিয়াছে। আমাদের দেশের লোক উহা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছে। ইহা সকলই কলি-কাতার নর্শরী হইতে আনীত বীজের ফল।

কবর স্থানে প্রাচীর দেওয়াতে উহা বড় সুন্দর হইয়াছে। উহার বেড়ার মেহেদী ও কাল চিতা প্রভৃতি নিয়া অন্তঃপুরের শাক-সজ্জা বাগান ও তরি-কারীর বাগানের বেড়া নূতন ভাবে দেওয়া হইয়াছে। মস্‌জেদ খানি এক্ষণে এত বড় হইয়াছে যে, বারাণ্ডা সহ উহাতে প্রায় ১০০ লোক নমাজ পড়িতে পারে। মস্‌জেদে একটা আলমারী রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কয়েক জেলদ্ কোরআন শরীফ্, অজীফা, খোতবা প্রভৃতি কেতাব, খতম পড়িবার জন্য ১ বাক্স তেঁতুলের দানা (গণনায় ২৫০০০ হাজার), কয়েকটা দেওয়াল-গীরের গ্লাস প্রভৃতি আছে। ১টা ছয় বাতির ঝাড় ও ৬টা ফানুস মস্‌জেদে দোদুল্যমান। ভিতরে ও বারেণ্ডায় ৯টী দেওয়াল্‌গীর আছে। মস্‌জেদের পাটী সমস্ত ফরমাইস্ দিয়া ঢাকা জেলা হইতে আনা হইয়াছে। আমাদের স্কুলের এক মাষ্টার বাবুর বাড়ী ঢাকা—বিক্রমপুরে; তিনিই ঠিক মাপ মতন পাটী কয়টী তৈয়ার করিয়া আনিয়া দিয়াছেন। মোট পাটীর সংখ্যা ৬টী। একবারে ৩টী পাটী-তেই মস্‌জেদের ভিতর ও বারান্দা আবৃত হয়। ৩টী পাটী সযত্নে তুলিয়া রাখা হইয়াছে।

আমাদের বাড়ীর মধ্যে ২ খানি নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; এক খানিতে আমার থাকা হয়; আর একখানা কল্যানাস্পদ মির্জা মোহাম্মদ মোয়াজ্জম হোসেনের বাসের জন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। আমার গৃহখানি উত্তর খণ্ডের উত্তরের ভিটায়। আমার গৃহের উত্তর দিকে (পশ্চাদ্ভাগে) ও খানিক খালি জমি আছে। দক্ষিণ খণ্ডের পশ্চিমের ঘর খানিতে এখনও চিকণের কারখানা। উহার একাংশে গুটি পোকার আড্ডা। আমাদের বাড়ীতে এক্ষণে আর গৃহাদির অভাব নাই। আমাদের তিনখানি গৃহই চৌচালা এবং সম্মুখে বারাণ্ডা যুক্ত। ভিতরে দুইটী করিয়া কামরা। প্রত্যেক কামরা মজবুৎ বেড়া দিয়া পৃথক্ করা। এক কামরায় প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র থাকে; অন্তটী শয়ন-গৃহ। বারাণ্ডার এক পার্শ্বে বসিবার জন্ত তক্তপোষ আছে। সেখানে বসিয়া মেয়েরা নমাজও পড়িয়া থাকেন। বারাণ্ডার অপর পার্শ্বে চেয়ার টেবিল সাজানো আছে।

অনেক হিন্দু-মুসলমান আমাদের এনায়েতপুরের স্কুল, মাদ্রাসা ও শিল্প-বিদ্যালয়, আদর্শ কৃষি ক্ষেত্র, বোর্ডিং, লাইব্রেরী প্রভৃতি দেখিতে আইসেন। দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। আমাদের মতন সামান্ত লোকের চেষ্টায় যে এই সকল বৃহৎ অনুষ্ঠান হইয়াছে, এজন্ত সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিস্ময়ের কথাও বটে।

আমাদের স্কুল ও মাদ্রাসার বোর্ডিং এর ছাত্র দিগের জন্ত প্রত্যহ মৎস্ত এবং তরকারীর আবশুক। পাড়া গাঁয়ে তাহা ঘটিয়া উঠা বড়ই কঠিন। হাটের দিন যথা সম্ভব ক্রয় করিয়া রাখা হয়, কিন্তু তাহাতে সুবিধা হয় না। তরকারী ত শুকাইয়া বা পঁচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। আমরা (আঞ্জমনের কর্ত্তৃপক্ষগণ) পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে, হাটে একটী দৈনিক বাজার বসাইতে হইবে।

অন্ততঃ মৎস্য, তরকারী ও দুগ্ধের আমদানী হইলেই যথেষ্ট। মৎস্যজীবিদিগকে ডাকাইয়া বলা হইল। তাহারা অন্ততঃ ৮।১০ খানি মৎস্যের দোকান প্রত্যহ আনিতে স্বীকৃত হইল। তরি-তরকারী ও দুগ্ধাদি যে আমদানী হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা গেল।

শুক্রবার দিন প্রথম বাজার আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব হইতেই নিকটবর্ত্তী কয়েক হাটে ঢোল-শোহ্‌রৎ দ্বারা বাজারের সংবাদ প্রচার করা হইয়াছিল। প্রথম দিনের বাজারে ৭ খানি মৎস্যের দোকান, ২০।২৫ জন তরি-তরকারী ওয়ালা, ১৫।১৬ জন দুগ্ধ ওয়ালা, ২।৩ জন মিঠাই ওয়ালা আসিয়াছিল। নিকটবর্ত্তী হিন্দু পল্লীর অনেক ক্রেতা জুটিয়াছিলেন। প্রায় ১৫০ জন ক্রেতা প্রথম দিন বাজারে উপস্থিত হইয়াছিল। বোর্ডিং এর ছাত্রদের অসুবিধা ত সম্পূর্ণ রূপেই দূর হইল। মৎস্য সমস্তই বিক্রয় হইয়াছিল, বরং শেষে মৎস্যের অভাব উপস্থিত হইয়াছিল। তরি-তরকারী সামান্য কিছু ফেরৎ গিয়াছিল। মুড়ি, চিড়ে, মোয়া ইত্যাদিও বেশ বিক্রয় হইয়াছিল। ঐ দিনেই বৈকালে আবার হাট ছিল, সুতরাং তরি-তরকারী যাহা ফেরৎ হইয়াছিল, তাহা হাটের সময় বিক্রয় হইয়া গেল। আমাদের দেশে বহু দূর পর্য্যন্ত দৈনিক বাজার ছিল না। কেবল মাত্র মহকুমায় ও মহকুমার এলাকা ভুক্ত * * * বন্দরে একটী দৈনিক বাজার ছিল। আমাদের গ্রামে দৈনিক বাজার, ইহা একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে!!

আমাদের এনায়েতপুর এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী ১৫।১৬ খানি গ্রাম আজ কাল উৎকৃষ্ট অশ্ব, গো, মেষ ও ছাগলের জন্য খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শোণপুর (হরিহরচ্ছত্র) ও নেক মর্দ্দনের মেলা হইতে কয়েক বৎসর যাবৎ উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী, বলদ, ষাঁড়, মেষ ও ছাগল আনাইয়া পালন করাতে, ঐ সকলের বংশ বৃদ্ধি হইয়া,

বহু সংখ্যক হইয়া পড়িয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়ও হইতেছে। আমাদের এই কয়টী গ্রামে গো-পালন সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন-চেষ্টা করা হয় ; কাজেই গোজাতির আশানুরূপ উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে। উৎকৃষ্ট জাতীয় ভেড়া এবং ছাগলের সংখ্যাও খুব বাড়িয়াছে। ঐ সকলের বিক্রয় কার্য্যও খুব চলিতেছে। বহু দূর দেশ হইতে ক্রেতাগণ আসিয়া গো, মেষ ও ছাগলাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছে। উৎকৃষ্ট অশ্বও আমাদের এখানে অনেক হইয়াছে, এবং সময় সময় উহাও বিক্রয় হয়। এনায়েত পুরস্থ আশ্রমনের হাটে সর্ব্বদাই আমাদের গবাদি পশু বিক্রয় হয়, এজন্য আমাদের 'গো-হাটা' চতুর্দ্দিকে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বহু দূর দেশ হইতে ব্যাপারী, পাইকার ও ফড়েগণ আসিয়া গবাদি পশু খরিদ করে, এবং বিভিন্ন স্থানে চালান দেয়। আমাদের গ্রাম গুলিতে আজ কাল-রোগা ঘোগা দুর্ব্বলকায় গরু আর বড় একটা দেখা যায় না। গরীব লোকেরাও প্রাণপণ চেষ্টায় উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী এবং বলদ ক্রয় করিতে ব্যগ্র। আজ কাল গো-মড়কে আমাদের দেশে খুব কম সংখ্যক পশু হানি হইয়া থাকে। আমাদের পশু-চিকিৎসক ও গো-চিকিৎসকগণ খুব দক্ষতা সহকারে গবাদি পশুর চিকিৎসা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এতদ্দ্বারা তাঁহাদের বেশ অর্থাগম হইতেছে। আমাদের অঞ্চলের ৭।৮ জন পশু-চিকিৎসক দূর দূর দেশে গিয়া পশু-চিকিৎসা করিয়া বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে-ছেন। আনওয়ার আলী মিঞা, ফেরদৌস আলী মিঞা ও সতীশ চন্দ্র দাস, এই তিন জন পশু চিকিৎসককে আমরা আবাদ অঞ্চলে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহারা তথায় খুব পসার জমাইয়া বসিয়াছেন। বৎসরে প্রত্যেকে ৪।৫ শত টাকা নগদ ও অনেক ধান্যাদি আনিয়া

থাকেন। আবাদ অঞ্চলে তাঁহাদের আদর সমাদর কত। তাঁহারা আমাদের খুব অনুগত ও অনুরক্ত। দেশে আসিলেই আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন।

আমাদের আক্রমনাধীন এলাকা মধ্যে ইতিমধ্যে ৩টী হাট ও ২টী দৈনিক বাজার বসিয়াছে। হরেন্দ্র পুরের খাঁ সাহেবগণ 'মোস্তফাপুরে', দিলদার নগরের রইস্ সাহেবগণ 'আলম নগরে', উজীর পুরের জমীদার সাহেবগণ 'আবদুল্লা পুরে' নূতন হাট বসাইয়াছেন। আর আহ্‌মদ পুরের মিঞা সাহেবগণ 'চৌবাড়িয়া' নামক নদী তটবর্ত্তী সুন্দর স্থানে, এবং বাগমারার বিশ্বাস সাহেবগণ 'আমুথাল' নামক বৃহৎ খালের তটে—তাঁহাদের কাছারী বাড়ীর সংলগ্ন স্থানে দৈনিক বাজার বসাইয়াছেন। এই সকল হাট-বাজার মন্দ চলিতেছে না। ক্রমশঃই উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতেছে; সুতরাং ভবিষ্যৎ আশা-জনক। মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্ভুত জাগরণের ভাব দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে মুসলমান দিগের বাড়ী ঘর গুলি অতি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা ছিল। আজ কাল আর সে অবস্থা নাই। অতি গরীব মুসলমানের বাড়ীও বেশ সাফ্-সুৎরা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আঙ্গিনা গুলি আবর্জ্জনা শূন্য। বাড়ীর আশে পাশে ঝাড়-জঙ্গল, কচু বন, সটি বন ইত্যাদি আর দেখা যায় না। বর্ষা কালেও বাগান গুলি বেশ পরিষ্কার। আগাছা মাত্রই জন্মিতে দেওয়া হয় না। মশার উৎপাতও খুব কমিয়াছে। খানা ডোবা ভরাট করিয়া বাগানাদি করা হইয়াছে; কাজেই পচা পানি জমিয়া ম্যালেরিয়ার বীজ জন্মাইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বে দেশে ম্যালেরিয়া লাগিয়াই থাকিত। কলেরা বৎসরের মধ্যে একাধিক বার ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক বহু লোকের জীবনান্ত ঘটাইত। দেশে হাহাকার

পড়িয়া যাইত। আজ কাল ছিটে ফোঁটা ভাবে এদিক ওদিক ২।৪ স্থানে কলেরা দেখা যায় মাত্র। দেশ-ব্যাপী মহামারী আর হইতেছে না। সেই যে একবার আমাদের দেশে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল—পাঠকের তাহা স্মরণ আছে, তৎপর আর সে অবস্থা আমাদের আশ্রমনাধীন গ্রাম সমূহে কখনও হয় নাই। কেবল দুই বৎসর পূর্ব্বে সরার চর নামক একটী নদী তটবর্ত্তী গ্রামে কলেরা কিছু প্রবল মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, ১০।১২ জন লোককে গ্রাস করিয়াছিল। তৎপর সুচিকিৎসক গণ উপস্থিত হইয়া লোক দিগকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বাধ্য করেন, এবং সুচিকিৎসা দ্বারা অবশিষ্ট লোকের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

দেশে আর এঁদো পচা পুকুর ডোবার অস্তিত্ব নাই। ঐ শ্রেণীর সমস্ত পুকুর নূতন ভাবে কাটান হইয়াছে, অনেক গুলির পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে; সুতরাং কদর্য্য জল আর কাহাকেও পান করিয়া ব্যাধি-ক্লিষ্ট হইতে হয় না। উৎকৃষ্ট পানীয় জল আজ কাল সকলেই সহজে পাইয়া থাকে।

রাস্তা ও দরজার পার্শ্বে আজ কাল খেজুর বা সুপারি গাছের কাতার দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক বাড়ীতে এত খেজুর গাছ জন্মিয়াছে যে, আর ২।৪ বৎসর পরে প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে ১০০ হইতে ৪।৫ শত পর্য্যন্ত খেজুর গাছ কাটার উপযুক্ত হইবে। অকর্ম্মণ্য স্থান গুলিতে কেবল খেজুরের চারাই লাগান হইয়াছে। এমন অযত্নে পালিত ও বর্দ্ধিত বৃক্ষ আর দেখা যায় না। বীজ পুতিয়া দিলেই হইল। কোনও রূপ যত্ন বা তদ্বিরের দরকার করে না। গায় গায় লাগাইয়া চারা পুতিয়া দাও, তাহাতেও গাছ জন্মিবে। এমন "অমৃত ভাণ্ড" আমাদের দেশে আছে, অথচ আমরা ইহার মর্য্যাদা বুঝি না—

ইহার উপকারিতা অনুভব করিতে পারি না। খেজুর গাছ হইতে যে কত পয়সা উপার্জ্জন হইতে পারে, তাহা আমরা একবার খেয়ালেও আনি না! ১ বিঘা জমিতে ৫০০ খেজুর গাছ অবাধে জন্মিতে পারে। এই ৫০০ গাছ বৎসরে ৫০০৲ টাকা অবাধে দিতে পারে। ৫০০৲ টাকা ত খুব সামান্য কথা। দেশে চিনি, গুড় প্রভৃতির আবশ্যকতা দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে খেজুর গাছের দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিদেশ হইতে বৎসরে কোটি কোটি টাকার চিনি ও চিটে গুড় আমাদের দেশে আসিতেছে; অথচ আমাদের নানা সুবিধা থাকা স্বত্বেও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু দিগের আজ কাল বেশ সদ্ভাব। সভা-সমিতিতে আমাদের মৌলানা-মৌলবী, বক্তা ও ওয়ায়েজ সাহেব দিগের বক্তৃতাদি শুনিয়া শিক্ষিত হিন্দুগণ পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া অনেকেই এক্ষণে ইস্‌লাম ধর্ম্মের অনুকূল মতাবলম্বী হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা ও ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল; মুসলমান জাতি কেবল মাত্র তরবারি বলে—পাশব শক্তির সহায়ে জগতে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিল, এ বিশ্বাস ও ধারণা এক্ষণে অনেক হ্রাস পাইয়াছে। পবিত্র কোরআন শরীফের অমূল্য উপদেশাবলী ও হজরত রেসালত পানার বহুমূল্য উপদেশ সমূহের মর্ম্ম অবগত হইয়া শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই মুগ্ধ। অনেকে ইহাও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ইস্‌লাম ধর্ম্মের ছায়া মাত্র। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃত জীবনী ইস্‌লাম ধর্ম্মের মধ্যেই নিহিত। বাহিক কার্য্য-

কলাপে কতক খৃষ্টীয়ানী ভাব ও কতক পাশ্চাত্য ভাব আছে মাত্র। হিন্দু ভাবেরও অভাব নাই। মোটের উপর ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ইস্‌লাম ধর্ম্মেরই একটী শাখা। ভারতে ইস্‌লাম ধর্ম্ম পৌত্তলিকতার সহিত অনেকটা জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, উচ্চ শিক্ষিত হিন্দুগণ তাহাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই হিন্দু মুসলমানের পবিত্র সম্মিলন ব্যতীত যে ভারতের কল্যাণ নাই, একথা উভয় জাতির উন্নতমনাঃ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, হীন চেতা ও বিদ্বেষ বুদ্ধি পরতন্ত্র বহু শিক্ষিত হিন্দু, মুসলমানের হৃদয়ে আঘাত প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না। বহু সংখ্যক হিন্দু গ্রন্থকার, মুসলমান-বিদ্বেষ-মূলক ইতিহাস, উপন্যাস, নাটক, কবিতা পুস্তক, গল্প পুস্তক লিখিয়া বাহাদুরী ফলাইয়া থাকে। বহু মাসিক পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রে মোস্‌লেম-বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা দেশের পক্ষে মঙ্গল-জনক নহে। যাঁহারা দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা এরূপ কার্য্যের অনুমোদন করিতে পারেন না। অনেক পাপাচারী থিয়েটার ওয়ালা মুসলমান-বিদ্বেষ-মূলক নাটকের অভিনয় দ্বারা, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ-বিষ ছড়াইয়া থাকে। যাহারা থিয়েটারে বেশ্যা দ্বারা অভিনয় করাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাদের নৈতিক বল কিরূপ—তাহারা কিরূপ ঘৃণিত স্বার্থের দাস, ইহা বিবেচনা করিবার বিষয়। তাহাদের পাপ কার্য্যের পাপ-ফল হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকে ভোগ করিতে হইবে। আমার সঙ্গে কলিকাতায় গিয়া আমাদের দেশের অনেক মুসলমান ভ্রাতা হিন্দু থিয়েটার দেখিয়াছেন; আর মুসলমান-বিদ্বেষ-মূলক অভিনয় দেখিয়া বিষম ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি, আপনারা পয়সা দিয়া গালি খাইতে যান কেন?

কোরবাণী লইয়া হিন্দু-মুসলমানে চির বিবাদ। এ ভারত-ব্যাপী বিষম বিবাদ বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। খোদার ফজলে আমাদের আগমনাধীন গ্রাম সমূহে এ সব বিবাদ বিসম্বাদের অস্তিত্ব আর নাই। এক বার হিন্দুগণ বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মুসলমান দিগের একতা ও দৃঢ়তার নিকট তাঁহাদিগের সকল চেষ্টা-উদ্যোগই ভাসিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে মুসলমানগণ নির্ব্বিঘ্নে হিন্দু জমীদারের জমিদারীতে গো-কোরবাণী করিতেছে। কেহ "চুঁ" শব্দও করিতেছেন না। কেহই আর ঘুমন্ত ব্যাঘ্রকে জাগাইতে চান না। হিন্দু অন্যায় জেদের বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমানের গো-কোরবাণী বন্ধ করিতে চান, কিন্তু তাহা হইবার নহে। মুসলমানের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা জন্মাইতে গেলেই মহা অনর্থপাত হইবে। যাহারা মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্মে বাধা দেয়, তাহারা অত্যাচারী দানব বিশেষ।

শিক্ষার দিকে মুসলমান দিগের খুবই মনোযোগ। বহু নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বয়স্ক ও যুবক কৃষক বা শ্রমজীবিগণ তাহাতে শিক্ষা লাভ করিতেছে। সামান্য লেখা পড়া প্রায় সকলেই শিখিতেছে। সামান্য উর্দ্দু-মস্‌লা-মসায়েল অনেকেই শিখিয়া লইতেছে। মেফতাহল্ জান্নাত, রাহে নাজাত, হেদায়েতল্ এস্‌লাম প্রভৃতি কেতাব পড়িয়া অনেকেই নমাজ রোজা প্রভৃতির প্রয়োজনীয় মসলায় পরিপক্ক হইতেছে। পাঠশালা বা মক্তবের শিক্ষক গণই প্রায় রজনী বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা দান করেন। স্থানে স্থানে সম্ভ্রান্ত যুবকেরাও নাইট্ স্কুলের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রায় স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠশালা প্রভৃতিতে "ডিউটী ফণ্ড" খোলা হইয়াছে। ছাত্র গণ কিছু কিছু করিয়া অর্থাদি সংগ্রহ করে; এবং দরিদ্র ছাত্র দিগের

শিক্ষায়, পুস্তকে, ব্যায়ামের ঔষধ-পত্রে তাহা ব্যয় করে। এই ফণ্ড দ্বারা সমাজের মধ্যে বড় সুন্দর আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। ছাত্রগণ "ভিক্ষা-সঙ্গীত" (১) গাইয়া বাড়ী বাড়ী হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করে। সে করুণ রসাত্মক ভিক্ষা-সঙ্গীত শুনিয়া গ্রামস্থ নরনারী গণ নগদ পয়সা, ধান, চাউল ইত্যাদি দান করে। প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবার সকাল বেলা তাহারা ভিক্ষায় বাহির হয়। এই নিয়মটী আঞ্জমনাধীন প্রায় সমস্ত গ্রামেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মাসে ৫৲ টাকা হইতে ১৫৲—১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত অনেক মাদ্রাসা-মক্তব ও স্কুল-পাঠশালায় ডিউটী ফণ্ডের আয়। ছাত্রগণ নিজেও দুই চারি পয়সা করিয়া মাসে চাঁদা দিয়া থাকে। অর্থশালী লোকের ছেলেরা বেশীও দেয়।

আমরা একটী আম গাছ ও ৮টী সুপারি গাছ আমাদের মাদ্রাসায় ডিউটী ফণ্ডে দান করিয়াছি। এবার ঐ এক গাছের আম ৯৲ ও ৮টী গাছের সুপারি ২৲ টাকা বিক্রয় হইয়াছে। সুতরাং ১ বৎসরে ১১৲ টাকা শুধু আমাদের বাড়ী হইতেই পাইয়াছে। আমাদের মাদ্রাসার ডিউটী ফণ্ডের বার্ষিক আয় প্রায় ২৬২।।৹ টাকা; আর স্কুলের ডিউটী ফণ্ডের আয় ৩০০৲ টাকার উপর। স্কুলের ডিউটী ফণ্ড দ্বারা একখানি ক্ষুদ্র দোকান চলিতেছে। পুস্তক, কাগজ, স্লেট, পেন্সিল, দোয়াত, কলম প্রভৃতি তাহাতে বিক্রয় হয়। ৪।৫ জন ছাত্র প্রত্যেক দিন বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ দোকানে ১০ মাসে ৮৫৲ টাকা লাভ হইয়াছে। বার্ষিক ১০০৲ টাকা লাভ খুবই হইবে। ঐ দোকানের জিনিস পত্র আমরাই

---

(১) "বৃহৎ হীরক খনি বা ইস্‌লামী বাঙ্গালা গজল" নামক পুস্তকে "ভিক্ষা-সঙ্গীত দেখুন।

প্রধানতঃ কলিকাতা হইতে আনাইয়া দিয়া থাকি। কলিকাতার খরিদ বলিয়া বিক্রয়ে বেশ লাভ হয়।" মাদ্রাসার ডিউটী ফণ্ডের কোন দোকান নাই। কিন্তু এ বৎসর লভ্যাংশ দিবার বন্দোবস্তে আমরা ২৫০৲ টাকা গ্রহণ করিয়াছি। ঐ মূল ধন আমাদের বাজারের দোকানে খাটাইয়া লভ্যাংশ দিব, ইহাই স্থির করিয়াছি। মাদ্রাসার ডিউটী ফণ্ড হইতে আপাততঃ ১৮টী গরীব ছাত্রের বেতন, কতিপয় ছাত্রের কেতাবের মূল্য, বস্ত্র, অনেকের ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হয়। তদ্ব্যতীত ২টী পুরস্কারও বৎসরে দেওয়া হইয়া থাকে। উহার পরিমাণ ৮৲—১০৲ টাকার বেশী হয় না। ভবিষ্যতে একটী মেডাল দেওয়া হইবে বলিয়াও কথাবার্ত্তা চলিতেছে। স্কুলের ডিউটী ফণ্ডের দোকান খানি স্কুলের লাইব্রেরী গৃহের একাংশে আছে। ৩।৪টী আলমারীতে জিনিস গুলি বন্ধ থাকে। কতক জিনিস টেবিলের উপর নমুনা স্বরূপ সাজাইয়া রাখা হয়।

আমাদের কৃষি কোম্পানির মূল ধন ৫০০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকা পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম বৎসরের হিসাব নিকাশে দেখা গেল, সমুদয় খরচ-খরচা বাদ ৪৮৯৮৲ লাভ হইয়াছে। প্রথম বৎসর লাভ হইবার কথাই নহে। কারণ প্রথম বৎসর এত অধিক পরিমাণে বাজে খরচ গিয়াছে যে, তাহাতে লাভ থাকিতে পারে না। তবু যে লাভ হইয়াছে, তাহা আশার অতিরিক্ত। এ বৎসর লাভ বণ্টন করা হইল না। সমস্ত টাকাই রিজার্ভ ফণ্ডে জমা রাখা হইল। ২য় বৎসরের হিসাব নিকাশ অল্প দিন হইল শেষ হইয়াছে। অডিটর অর্থাৎ হিসাব পরীক্ষক সাহেব হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এ বৎসর মোট লাভ হইয়াছে ১২৩৭২৷৷৹ টাকা। এইবার সেয়ারার দিগকে শতকরা ১২৷৷৹ হিসাবে লাভ দেওয়া হইল। অবশিষ্ট টাকা

রিজার্ভ ফণ্ডে জমা থাকিল। ভবিষ্যতে এই কৃষি কোম্পানিতে যে প্রচুর লাভ হইবে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আবাদের জঙ্গল কাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রায় সমস্ত জমি আবাদের উপযুক্ত হইয়াছে। ভেরী বা বাঁধ সমস্ত বাঁধান হইয়াছে। রাস্তা ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে। পুষ্করিণী ৯টা পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছে। আবশ্যকীয় গৃহাদি সমস্তই তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আয়ের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। যে সকল জমি প্রজা-বিলি হইয়াছে, তাহাতে চাষ করিয়া কৃষকগণ খুব লাভবান্ হইতেছে। আমাদের কর্ম্ম কর্ত্তাগণ সর্ব্ব প্রকার তরি-তরকারী ও শস্যাদির চাষ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। প্রায় শস্য ও তরি-তরকারিই বেশ জন্মিতেছে। বহু নূতন নূতন চাষের বিষয়ের পরীক্ষা হইতেছে। গবাদির খাদ্য রিয়া ঘাস প্রভৃতিরও চাষ হইতেছে। পুকুরের পাড়ে (অবশ্য উপযুক্ত পরিমাণ দূরে) নারিকেল এবং খেজুরের চারাও রোপণ করা হইয়াছে। আম, পেয়ারা, কেলা প্রভৃতির গাছও রোপিত হইয়াছে। আম গাছ শীঘ্র যে সুবিধা মত জন্মিবে, তাহা বোধ হয় না। লোণা ভালরূপ কাটিয়া না গেলে আম গাছ সতেজ হইবে না। পেয়ারা ও শরীফা (আতা) গাছের অবস্থা বেশ ভাল দেখা যাইতেছে। নারিকেল এবং খেজুরের চারাগুলি সতেজ বোধ হইতেছে।

আবাদে গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগল প্রচুর পরিমাণে পালন করা হইতেছে। রাজহাঁস এবং পাতিহাঁসও পালন করা হইতেছে। মোরগ-মুর্গী খাওয়ার পরিমাণ পালন করা হয়, বিক্রয়ের উপযুক্ত নহে। পুকুর গুলিতে পোনা মাছ ছাড়া হইয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যে মৎস্যগুলি বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। খাল নালা গুলিতে এত মাছ জন্মে যে, আমাদের আবাদের বিপুল জন-সংঘ প্রায় সুখস্বচ্ছ

কাল উহা খাইয়া থাকে। আবাদের পার্শ্ববর্ত্তী ও কিছু দূরবর্ত্তী নদী সমূহেও প্রচুর মৎস্য, সুতরাং আবাদে মৎস্যাভাব কখনও ঘটে না। আবাদের লোক এক প্রকার মাছের রাজা। আমাদের দুইটা বন্দুকের পাস আছে, সুতরাং আবাদের কর্ম্ম কর্ত্তাগণ শীকারের পাখীর মাংসও খুব খাইয়া থাকেন। আমাদের নিয়োজিত শিকারী এক্ষণে এক জন মাত্র আছে। সে প্রায় সর্ব্বদাই পাখী শীকার করিয়া আনে। বৎসরে ১০।১২ টা হরিণও সে শীকার করে। আমরাও আবাদে গেলে প্রায় প্রত্যহই শীকারে বাহির হই। শীকারী নৌকাও ১ খানি আছে। বড়শী দিয়া নদীতে বড় বড় মাছও অনেক সময় ধরা হয়। আবাদের কল্যাণে আমাদের দেশের লোকেরা ধানের কারবার খুব আরম্ভ করিয়াছে। পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত পূরা দমে ধানের ব্যবসা চলে। অপর কয় মাসও অল্প বিস্তর কারবার চলিয়া থাকে। আমাদের দেশ হইতে শত শত নৌকা আবাদে ধান আনিতে ধাবিত হয়। আমাদের আবাদের নিকটবর্ত্তী বহু আবাদ হইতে ধান খরিদ করা হয়। আমাদের নিজের ধানের কারবারটীও বেশ চলিতেছে। আমাদের দেশের বহু লোক ধান কাটিতেও আবাদে গিয়া বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়া থাকে। ভাড়ার নৌকায় খরচ বেশী পড়ে বলিয়া আমি ১৭০০৲ টাকায় ২ খানি নৌকা নিজে খরিদ করিয়াছি; আর একখানি নিজে তৈয়ার করাইতেছি। এ খানিতে বোধ হয় ১০০০৲ টাকা খরচ পড়িবে। নিজের ৩ খানি নৌকা হইলে বার মাসই ধানের কারবার চলিবে।

আমাদের কৃষি কোম্পানীর নিজস্ব গো-মহিষের দুগ্ধ আজ কাল প্রচুর হইতেছে। সমস্ত দুগ্ধই আমাদের গোয়ালার কারখানায়

উপস্থিত বাজার দরে ক্রয় করা হয়। গোয়ালার কারখানাটী খুব তেজে চলিতেছে। আবাদে দধির খরচ বড় বেশী। যে কোনও জেয়াফতে ও জমিদারী কাজে প্রচুর দধির খরচ। আমাদের দেখা দেখি হাবিল খাঁর আবাদেও জনৈক মুসলমান একখানি গোয়ালার দোকান খুলিয়াছে। সে দোকানেও যথেষ্ট মাল কাটিতেছে।

জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ২ বৎসর যাবৎ আবাদে যাইতেছেন। এই স্বল্প কাল মধ্যেই তাঁহার সুযশঃ ও সুনাম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ৩ মাসেও বাদা অঞ্চলের কাজ শেষ করিতে পারেন না। বহু সহস্র লোক তাঁহার নিকট মুরীদ হইয়া, তাঁহার একান্ত 'তাবেদার' হইয়া পড়িয়াছে। আবাদের সরল মনাঃ ও সরল বিশ্বাসী লোকদিগের অন্তঃকরণে তিনি অতি উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন। সকলেই তাঁহার পরম ভক্ত ও অনুরক্ত। তিনি প্রায় প্রত্যেক আবাদে স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব বা পাঠশালা স্থাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বহু জুমা মসজেদ সর্ব্বত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। কয়েকটী নৈশ-বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছেন। ফলতঃ আবাদ বাসী দিগের মধ্যে তিনি এক নব জীবনের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। আবাদ বাসিনী স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দা নিশিন হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে ঘরে নমাজ-রোজার চর্চ্চা। অপব্যয়ের মাত্রা অনেক কমিয়াছে। স্বাস্থ্য রক্ষার দিকেও লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় কলেরার মহামারীতে আর তত লোক ধ্বংস হয় না। মৌলবী সাহেবের চেষ্টায় ২ জন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক আবাদে গিয়া আড্ডা জমাইয়াছেন। ইহারা উভয়েই মুসলমান, এবং মুছুল্লি-মুত্তাকী লোক। ইহারা প্রত্যেক বৎসরে ৪।৫ শত টাকা উপার্জ্জন করেন। পশু-চিকিৎসক দিগের কথা ত পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আবাদের

২৫।৩০টী ছাত্র ইতিমধ্যেই বিদ্যা শিক্ষার্থ কলিকাতা ও ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছে। মৌলানা ভাই সাহেবের ওয়াজ শুনিতেও লোকের বড় আগ্রহ। কিন্তু তিনি আজ কাল মাদ্রাসার কাজে এত ব্যস্ত যে, দশ দিনও কার্য্য ক্ষেত্র হইতে অনুপস্থিত থাকিতে পারেন না।

জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব এক্ষণে বৎসরের মধ্যে গড়ে ৩ মাস আবাদ অঞ্চলে অবস্থান করেন, আর ৯ মাস কাল দেশে থাকেন। দেশে প্রধানতঃ এনায়েত পুরেই অধিকাংশ সময় থাকা হয়। পৈতৃক বাড়ীতে বৎসরে এক মাসের বেশী থাকেন না। সভা-সমিতিতেই তাঁহার প্রায় ৪।৫ মাস (দেশের মধ্যে ও দূরে দূরে) কাটিয়া যায়। দেশে আয় খুব সামান্যই হইয়া থাকে। আবাদের আয়ই আজ কাল তাঁহার প্রধান অবলম্বন। আবাদের আয়ে তাঁহার সম্বৎসরের সমস্ত সাংসারিক ব্যয় সচ্ছলতার সহিত চলিয়া যায়। দেশের আয় মোটের উপর ৩০০৲ টাকার অধিক নহে। ইহার মধ্যে তাঁহার নানা সদনুষ্ঠানে অনেক ব্যয় আছে। সংবাদ-পত্র ও কেতাব খরিদেই বৎসরে তাঁহার প্রায় ১২৫৲ টাকা চলিয়া যায়। আস্তে আস্তে তিনি বেশ একটী কেতব খানা জমাইয়া বসিয়াছেন। এ বাবৎ প্রায় ১২।১৩ শত টাকার কেতাব সংগৃহীত হইয়াছে। তফসীর, হাদিস, ফেকা, লোগৎ, নানা প্রকার ধর্ম্ম-গ্রন্থ, ইতিহাস, জীবন চরিত, ওয়াজের গ্রন্থ, উৎকৃষ্ট পারসী ও উর্দ্দু কাব্য গ্রন্থ প্রভৃতি তাঁহার লাইব্রেরীতে আছে। ভাল ভাল উর্দ্দু মাসিক পত্র ও ৪।৫ খানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র তিনি গ্রহণ করেন। মাদ্রাসার লাইব্রেরীতেও বিস্তর কেতাব ও সংবাদ পত্রাদি আছে। সুতরাং বিদ্যালোচনার পক্ষে আজ কাল এনায়েত পুর খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।

সিনিয়র মাদ্রাসাও হাই স্কুলের দ্বারা স্থানটী মহা গৌরবান্বিত হইয়াছে। "মফিদুল ইসলাম" নামক শক্তি সম্পন্ন আঞ্জমনটী দ্বারা সেই গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব আঞ্জমনাধীন গ্রাম সমূহেই বেশীর ভাগে ওয়াজ-নছিহত করিয়া থাকেন। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য দিগের দ্বারা অবশিষ্ট অভাব পূর্ণ হয়। আজ কাল আমাদের দেশের মুসলমান পল্লী সমূহে কেবলই দিনী চর্চ্চা ও দুনিয়াবী উন্নতি বিষয়ক আলোচনা। স্ত্রীলোকেরাও বেশ বুঝিয়াছে যে, সন্তান দিগকে লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক গ্রামেই হয় স্কুল, নয় মাদ্রাসা, নয় মক্তব, নয় পাঠশালা, কিংবা নৈশ-বিদ্যালয় বা বালিকা বিদ্যালয় আছে। যে গ্রামে বিদ্যালয়াদি নাই, সেখানেও অন্ততঃ পক্ষে পড়ুয়া ছাত্র অনেকগুলি আছে। প্রত্যেক পড়ুয়া ছাত্রের দ্বারা এক একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় যেন চলিতেছে। কারণ জায়গীর প্রাপ্ত ছাত্র বা বাড়ীর ছাত্র, সেই বাড়ীর বা নিকটস্থ ২।৪ বাড়ীর বালক বালিকা দিগকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। প্রত্যেক মসজেদে ও এক একটী মক্তব সদৃশ বিদ্যালয় আছে। মসজেদের এমাম শিক্ষক, তিনি বালক বালিকাদিগকে কায়দা, আমপারা বা কোরআন শরীফ পড়াইয়া থাকেন। বালিকা বিদ্যালয় সমূহে ৭।৮ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক বালিকাগণ পড়ে না। প্রবীণ বয়স্ক চরিত্রবান্ শিক্ষক বা উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী দিগের হস্তে বালিকাদিগের শিক্ষা-ভার অর্পিত আছে। স্থানে স্থানে চিকনের কাজ, লেটের ফুল বুটার কাজ ও সেলাই এর কাজ বালিকা দিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। রন্ধন কার্য্য ও সাংসারিক অন্যান্য কার্য্য বালিকা দিগকে ঘরে ঘরেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

৮।১০ বৎসরের বালক বালিকা দিগের মধ্যে বেনমাজীর অস্তিত্ব আর বড় খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

গো-জাতির উন্নতির দিকে সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে গবাদি পশুর বড়ই দুর্দ্দশা ছিল। কাঁচা ঘাস ত তাহাদের অদৃষ্টে ২।৩ মাসের বেশী জুটিত না। অন্যান্য সময় শুষ্ক বিচালি এবং খড় ও পানি তাহাদের একমাত্র আহার ও পানীয় ছিল। গরুগুলি অস্থি চর্ম্ম সার ছিল; তাহাদের অবস্থা দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইত। আজ কাল তাহাদের আহারের জন্য কিছু কিছু জমিতে রিয়া ঘাস প্রভৃতি ও মাস কলাই এবং খেশারির আবাদ করা হয়। বিচালির সঙ্গে খৈল-ভূষি ও ভাতের ফেণ মিশাইয়া খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। আজ কাল গরু গুলির পাঁজরের অস্থি পুঞ্জ আর এক এক খানি করিয়া গণনা করা যায় না। গরুগুলি বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট। গাভীগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুধ দেয়। বাছুরগুলিও "তরো-তাজা" এবং স্ফূর্ত্তি-সম্পন্ন। বলদ গুলি লাঙ্গল টানিতে ও গাড়ী টানিতে এখন বেশ মজবুৎ। গরুর মূল্যও পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। গরুর জন্য বেশী খরচ করিয়া যে সুফল পাওয়া যাইতেছে, তাহা সর্ব্ব সাধারণ ও কৃষকগণ এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। আজ কাল মাঠে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়াগুলির দিকে চাহিলে চক্ষু ঠাণ্ডা হয়। রোগা যোগা গরুর অস্তিত্ব যেন একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমা গরুর আমদানীতে গো-জাতির অধিকতর উন্নতি হইয়াছে। আমাদের ও আর ১৫।১৬ জনের পালের গরু সর্ব্বাপেক্ষা দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে গর্দ্দভের আকার বিশিষ্ট মৃতকল্প ২।৪টা অশ্ব চক্ষে পড়িত। আজ কাল দেশে হৃষ্ট-পুষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বের অভাব নাই। ভারবাহী অশ্বগুলিও

বেশ মোটা তাজা এবং তেজস্বী। এ সকল শোণপুর (হরিহর ছত্র) ও নেক মর্দ্দন মেলার আমদানী। দিন দিনই এই আমদানীর পরিমাণ বাড়িতেছে। আমাদেরও এক্ষণে আর কোনও বৎসর ফাঁক যাইতেছে না। প্রতি বৎসরই মেলা হইতে গবাদি পশু আনান হইতেছে। আমাদের দুই স্থানেই চালান আইসে; দেশে এবং আবাদে। দুই স্থানেই আমরা বেশ লাভ পাইয়া থাকি। ৮।১০ জন আমাদের অপেক্ষাও গবাদি পশুর বড় কারবার করিয়া থাকেন। এ যাবৎ আমরা ৪০০০৲ টাকা অপেক্ষা অধিক টাকার চালান কখনও আনাই নাই, কিন্তু আমাদের দেশের কতিপয় ধনী ব্যক্তি ৬।৭ হাজার টাকার চালান পর্য্যন্ত উভয় মেলা হইতে আনাইতেছেন; এবং বৎসরে ২০০০৲ টাকা হইতে ২২০০৲—২৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করিতেছেন। আমাদেরও দুই স্থানে ১৫।১৬ শত টাকা লাভ এক্ষণে দাঁড়াইয়াছে। গো-পালন করিয়া যে লাভ হইতেছে, তাহা স্বতন্ত্র। ফলতঃ আমাদের দেশটা আজ কাল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থান হইয়া উঠিয়াছে। শিল্প কার্য্যের অবস্থা ও উন্নত। খোদাতা-লার বিশেষ রহমৎ যেন আমাদের দেশের উপর 'নাজেল' হইয়াছে।

ইতিমধ্যে হিন্দুস্থান, কলিকাতা ও ঢাকা হইতে কতিপয় ছাত্র আরবী শেষ পরীক্ষা পাস করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া মাদ্রাসা-মক্তবের সংখ্যা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। ওয়াজ-নছিহতের বাজার খুব গরম করিয়াছেন। প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক বাড়ীতে ওয়াজের ক্ষুদ্র মজলেস্ বা মৌলুদের মহ্‌ফেল হইতেছে। ইংরেজী পাস করা ছাত্রও ২।১ জন করিয়া হইতেছে। শীঘ্রই ইহাদের সংখ্যা অনেক বাড়িবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। দয়াময়ের দয়ার স্রোত যখন যে জাতির উপর পতিত হয়, তখন

এই ভাবেই তাহাদের উন্নতি হইয়া থাকে। সুদের হারাম ব্যবসা ছাড়িয়া বড় বড় সুদখোরগণ বিভিন্ন ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন ; এক্ষণে সেই পাকা সুদখোর গণই সুদের নামে শিহরিয়া উঠেন। সুদকে অতি ঘৃণিত ব্যবসায় বলিয়া মনে করেন। ইহা খোদাতা-লার 'রহমৎ' নয় ত আর কি ?

জনাব মৌলানা ভাই সাহেব ও মাদ্রাসার অন্যান্য মদাররেস্ সাহেব দিগের অক্লান্ত পরিশ্রমে, মাদ্রাসার পরীক্ষার ফল খুব ভাল হইতেছে। এক্ষণে জমাতে উলায় ৪ জন, জমাতে ছ্ওমে ৭ জন, ও জমাতে ছিওমে ১৮ জন ছাত্র আছে। নিম্ন শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা বহুতর। ওদিকে স্কুলের অবস্থাও খুব ভাল। স্কুলের শিক্ষক দিগের ষ্ট্যাফ্ অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। হেড্ মাষ্টার বাবু অতি যোগ্যতম পুরুষ। তাঁহাকে এক্ষণে ১০০্ টাকা বেতন দেওয়া হইতেছে। প্রথমে তত উৎকৃষ্ট শিক্ষক পাওয়া গিয়াছিল না ; ক্রমশঃ খুব ভাল ভাল শিক্ষক আসিয়া জুটিয়াছেন। স্কুল-সেক্রেটারী ভাই মোখ্তার সাহেব। তিনিও স্কুলের দিকে খুব মনোযোগ প্রদান করেন। স্কুল-কমিটীর মেম্বর সকলেই খুব উৎসাহী পুরুষ।

আমাদের আক্রমনাধীন গ্রাম সমূহের মধ্যে আজ কাল ২।৩ শত ভিক্ষুকও খুজিয়া পাওয়া যাইবে না। পূর্ব্বে এই শতাধিক গ্রামে দ্বি-সহস্রাধিক ভিক্ষুক ছিল। এক্ষণে অন্ধ, খঞ্জ, কাজ কর্ম্মের অনুপ-যুক্ত রুগ্ন ও আত্মীয়-স্বজন বিহীন বৃদ্ধ লোকেরাই ভিক্ষুক। সুস্থকায় হৃষ্ট-পুষ্ট বলীষ্ঠ ভিক্ষুক দেশের মধ্যে একটীও নাই ; সামাজিক কড়া শাসনে তাহারা নানা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। এই অল্প সংখ্যক ভিক্ষুক যে পরিমাণ ভিক্ষা পায়, তাহাতে তাহাদের বেশ স্বচ্ছন্দে দিন 'গুজরান' হয়। পূর্ব্বে হৃষ্ট-পুষ্ট বলীষ্ঠ ভিক্ষুক দিগের জ্বালায়

ইহারা খুব অল্প ভিক্ষাই পাইত, তদ্দ্বারা তাহাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন ছিল। সহায়-সম্পদ বিহীনা পর্দ্দানিশিন স্ত্রীলোক দিগকেও নিয়ম মত সাহায্য করা হয়। প্রত্যেক গ্রামের লোকেরা সেই গ্রামের দরিদ্র ও ভিক্ষা জীবি লোকদিগের ভরণ পোষণের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শাখা আঞ্জমন ও পল্লী-সমিতি সমূহ এই সকল কার্য্য বেশ দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

এক্ষণে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর লোকেরাই আঞ্জমন, ডিউটী ফণ্ড প্রভৃতির জন্য ২।১টী আম গাছ, ২।৪টা সুপারি গাছ, ২।১টা লিচু গাছ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিতেছেন, তাহার ফল বিক্রয় করিয়া আঞ্জমন ফণ্ড বা ডিউটী ফণ্ডে দেওয়া হয়। আমরা যে কয়েকটী গাছ দিয়া ফেলিয়াছি, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এ যাবৎ আমাদের নিজ গ্রামের ২২।২৩ খানি বাড়ীতে ঐরূপ গাছ আঞ্জমন বা ডিউটী ফণ্ডের সাহায্যার্থে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে এক সুবিধা এই যে, কাহারও গায় বাধে না। নগদ পয়সা দিতে একটু কষ্ট হয়। কিন্তু এক্ষণে লোকে সকল প্রকার সাহায্যই অম্লান বদনে করিয়া থাকে। তাহারা জাতীয় হিতানুষ্ঠানে অর্থ ব্যয় করিতে শিখিয়াছে। কার্পণ্য তাহাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে। ঘৃণিত স্বার্থপরতা তাহাদের নিকটেও ঘেঁসিতে পারিতেছে না।

প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর এক একটা সদর রাস্তা বাহির হইয়া হয় সরকারী বড় রাস্তায় মিশিয়াছে, নয় অন্য বাড়ীর সদর রাস্তার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। কোথাও বা কাহারও সদর রাস্তা মাঠের দিকে খানিক দূর গিয়া শেষ হইয়াছে। এই সকল রাস্তার দুই পার্শ্বে খেজুর বা সুপারি গাছ বেশ লাইন বন্দী করিয়া রোপণ করা হইয়াছে। উহা দেখিতেও বেশ সুন্দর বোধ হইতেছে। রাস্তায়

প্রত্যেক বৎসর মাটী ফেলা হয়। যার যার নিজের বাটীর সদর রাস্তা নিজেরাই প্রস্তুত এবং মেরামত করিয়া থাকে। কাজেই রাস্তাগুলি ভাঙ্গিয়া বা গর্ত্ত হইয়া চলাচলের অনুপযুক্ত হয় না। অনেক স্কুল-মাদ্রাসাও মক্তবের ছাত্রেরা নিজ নিজ গ্রামের গরীব লোকের রাস্তা নিজেরা মাটী কাটিয়া তৈয়ার করিয়া দিতেছে। স্কুল-মাদ্রাসার নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রয়োজনীয় মাটী ত প্রায় তাহারাই কাটিয়া থাকে। এরূপ কার্য্য করিতে আজ কাল কেহ অপমান বোধ করে না। পুকুরের পানা বা দাম ফেলিবার বন্দোবস্ত বড় সুন্দর। গ্রামের লোকেরা একত্র হইয়া এক এক দিন এক এক বাড়ীর পুকুর পরিষ্কার করিয়া দেয়। ইহাতে কাজ অতি সহজে সম্পন্ন হয়, কাহারও পক্ষে ভারী বোধ হয় না। কয়েকটা বড় দীঘি ব্যতীত দেশে বন-জঙ্গল পূর্ণ এঁদো পুষ্করিণী আর নাই। নূতন পুষ্করিণীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। মৎস্য পালন করিয়া সকলেই বেশ লাভবান্ হইতেছে।

দেশে দুগ্ধের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ হইলেও উহার দর কমে নাই। ঘৃত ও মাখনাদি প্রস্তুত করিয়া লোকে হাটে বাজারে বিক্রয় করিতেছে; এবং মহাজনগণ উহা বিদেশে চালান দিতেছে। আমাদের আঞ্জুমনাধীন গ্রাম সমূহের মধ্যে হিন্দু গোয়ালা আর বড় খুঁজে পায় না। আস্তে আস্তে প্রায় সর্ব্বত্রই মুসলমান গোয়ালার সৃষ্টি হইয়াছে। দধি-ক্ষীরের ব্যবসায় করিয়া অনেক মুসলমানই বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। আমাদের আঞ্জুমনাধীন গ্রাম সমূহের মুসলমান ব্যবসায়ী ও দোকানদার দিগের একটী তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে; তদ্দ্বারা জানা যায় যে, তাহাদের সংখ্যা নিম্ন-লিখিত রূপ হইয়াছে।

ব্যবসায়ী ও দোকানদারের তালিকা।

বস্ত্র ব্যবসায়ী—৫৭ জন
মনোহারী দোকানদার—১০৬ জন
মিঠাই ওয়ালা—৬২ জন
চর্ম্ম ব্যবসায়ী—৭৫ জন
হাড় ব্যবসায়ী—৯ জন
গো-ব্যবসায়ী—৪৩ জন
ধান্য ব্যবসায়ী—২৭২ জন
চাউল ব্যবসায়ী—১৩৬ জন
মুদী দোকানদার—৬৭ জন
মোরগ-মুর্গী ব্যবসায়ী—৪১ জন
ফল ব্যবসায়ী—৬২ জন
কর্ম্মকার—২৬ জন
কুম্ভকার—২৯ জন
বারুই ও পান ব্যবসায়ী—১৩৩ জন
ছাগ ও মেষ ব্যবসায়ী—১৯ জন
বেদে—৪৮ জন
রেসম ব্যবসায়ী—১৮ জন
চিকণের কাজের ব্যবসায়ী—৩৭ জন
সূত্রধর—৩২ জন
চিড়ে-মুড়ি বিক্রেতা—৯৭ জন
বাঁশের জিনিস প্রস্তুতকারী—১১১ জন
মৎস্য-বিক্রেতা (নূতন)—৪৩ জন
শুষ্ক মৎস্য বিক্রেতা—৭ জন
লোণা মৎস্য বিক্রেতা—৪ জন
বিলাতী সূতা বিক্রেতা—১৭ জন
তৈল বিক্রেতা—২৬ জন
পানের খিলি বিক্রেতা। (হাটে বাজারে)—১৯ জন
তামাক বিক্রেতা—৩১ জন
গুড় বিক্রেতা—২১ জন
তাঁবা কাঁসা বিক্রেতা—১৫ জন
কাঁসা ও পিত্তলের জিনিস প্রস্তুতকারী—৯ জন
স্বর্ণকার—১৯ জন
বেতের জিনিস প্রস্তুতকারী—৪৪ জন
টীনের জিনিস প্রস্তুতকারী—২১ জন
ঘৃত মাখন প্রস্তুতকারী ও হাটে বাজারে বিক্রেতা—২৩৭ জন
ভূষি মালের আড়তদার—৫৬ জন
কাঠ ব্যবসায়ী—৩২ জন
দরজীর কারখানা ওয়ালা—২১ জন

ক্যারোসিন তৈল বিক্রেতা—
৭৩ জন

জুতা বিক্রেতা—৩৮ জন

কাটা কাপড় ও গেঞ্জি প্রভৃতি বিক্রেতা (ফেরিওয়ালা সহ)
৫৭ জন

করোগেটেড্ আয়রণ বিক্রেতা—
২২ জন

কেতাব ও পুস্তকাদি বিক্রেতা—
৩১ জন

টুপী বিক্রেতা—৪৭ জন

রুটী-বিস্কুট বিক্রেতা—১১ জন

মুর্গী ও হাঁসের ডিম ব্যবসায়ী—
৩৭ জন

শরবত বিক্রেতা—৩৪ জন

তেলের কল ওয়ালা—৭ জন

গো-শকট ভাড়া দেনেওয়ালা—
১৪৮ জন

অশ্ব ব্যবসায়ী—৩ জন

নৌকা ভাড়া দেনেওয়ালা—
৬২ জন

লোহা-লক্কড় বিক্রেতা—৪ জন

নারিকেলের খোল ব্যবসায়ী—৯ জন

সুপারীর ব্যবসায়ী—১৪ জন

কার্পাস ও শিমুল তূলা ব্যবসায়ী—
৭ জন

তক্তার ব্যবসায়ী—৮ জন

তরি-তরকারীর ব্যবসায়ী (নূতন)
২৭২ জন

তৈয়ারী কাটা কাপড় বিক্রেতা—
৩৭ জন

খেজুরের গুড় দ্বারা চিনি তৈয়ার করিবার কারখানাওয়ালা—৭ জন

চিটে গুড়ের কারখানা ওয়ালা
১১ জন

পাটী ও মাদুরের ব্যবসায়ী—
১৭ জন

বাঁশের ব্যবসায়ী (যাহারা বাঁশ ভিন্ন দেশে চালান দেয়)—১১ জন

জাল দ্বারা ধৃত শীকারের পক্ষী বিক্রেতা—৭ জন

তৈয়ারী তামাক বিক্রেতা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকানদার)—২২ জন

জর্ম্মাণ সিলভারের অলঙ্কারাদি বিক্রেতা—১২ জন

গিল্টীর জিনিস বিক্রেতা—৫ জন

বাঁশের ও নলের দরমার ব্যবসায়ী
১৮ জন

বাঁশের দরমা ও চেটাই বিক্রেতা—
৯ জন

খৈল ও ভুষি বিক্রেতা—১১ জন

খেজুরে গুড়ের কারখানা ওয়ালা—
৩৬ জন

নেটীভ্ ডাক্তার—৫ জন

পশু-চিকিৎসক—১১ জন

হোমি ও প্যাথি চিকিৎসক—
১৪ জন

কবিরাজ—৫ জন

সুন্দর সুন্দর লাঠি প্রস্তুতকারী—
৭ জন

আতর, গোলাপ ও সুগন্ধি তৈল-বিক্রেতা ও উহার ফেরী ওয়ালা—
১২ জন

গরুর গাড়ী নির্ম্মাণকারী, মেরামতকারী ও বিক্রেতা—৯ জন

কাগজ, কলম, দোয়াত, কালী ইত্যাদি লেখা পড়া সংক্রান্ত জিনিসের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী—১১ জন

কাঠের জিনিস তৈয়ারীর কারখানা ওয়ালা ও বিক্রেতা—৮ জন

ইটের কারখানা ওয়ালা—৪ জন

আমাদের আঞ্জমনাধীন স্থান সমূহের মধ্যে স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব ও স্কুল-পাঠশালা এবং উহার ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা এইরূপ :—

সিনিয়র মাদ্রাসা—১টী

জুনিয়ার মাদ্রাসা—৭টী

অনিয়মিত সাধারণ মাদ্রাসা—১২টী

বিবিধ শ্রেণীর মক্তব—৯৭টী

হাই স্কুল—২টী

(১ টী মহকুমায় ও ১টী আমাদের গ্রামে)

মধ্য ইংরেজী স্কুল—১১টী

মধ্য বাঙ্গালা স্কুল—২৩টী

সার্কেল স্কুল—৪টী

উচ্চ প্রাইমেরী পাঠশালা—৮২টী

নিম্ন প্রাইমেরী পাঠশালা ১১৭টী

নাইট্ স্কুল (নৈশ-বিদ্যালয়)—
২৩টী

বালিকা বিদ্যালয়—৭২টী

শিল্প-বিদ্যালয়—১টী

এই সকল বিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা কত, তাহাও একবার দেখুন—

সিনিয়র মাদ্রাসা ১টীতে—৩৮৪

জুনিয়ার মাদ্রাসা ১২টীতে—৮৭৬
মক্তব ৯৭ টীতে—২৭৪২
হাই স্কুল ২ টীতে—৫২৭
মধ্য ইংরেজী স্কুল ১১টীতে—২৭২
মধ্য-বাঙ্গালা স্কুল ২৩টীতে—৭৬১
সার্কেল স্কুল ৪টীতে—১৫৯
উচ্চ প্রাইমেরী পাঠশালা ৮২টীতে
—১৮৭৩
নিম্ন-প্রাইমেরী পাঠশালা ১১৭টীতে
—২৩৪৭
নাইট্ স্কুল ২৮টীতে—৪৭০
বালিকা বিদ্যালয় ৬২টীতে—
১১৫২
শিল্প-বিদ্যালয় ১টীতে—৬৩

যে সকল ছাত্র বিদেশে বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা এইরূপ :—

আরবী পড়িতে ঢাকা, কলিকাতা ও হিন্দুস্থানে গিয়াছে—৪৮৮
কালেজ ও স্কুল সমূহে ইংরেজী পড়িতে নানা স্থানে গিয়াছে—৪৮৮
নর্ম্মাল স্কুলে পড়িতে গিয়াছে—৮৪
গুরু ট্রেনিং স্কুলে পড়িতে গিয়াছে—৫৫
কলিকাতা ও ঢাকার গবর্ণমেন্ট মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল স্কুল ও প্রাইভেট মেডিকেল স্কুলে এলোপ্যাথি ডাক্তারী শিখিতে গিয়াছে—৪৯
হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী শিখিতে গিয়াছে—৬৪
পুষা প্রভৃতি স্থানে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা করিতে গিয়াছে—৮২
কলিকাতার বেলগেছিয়ার পশু-চিকিৎসা শিক্ষা করিতে গিয়াছে—
৩৭
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতে গিয়াছে—৩
বিভিন্ন স্থানের সার্ভে স্কুলে পড়িতে গিয়াছে—৩৮
নানা স্থানের টেক্‌নিক্যাল স্কুলে পড়িতে গিয়াছে—৮১
কলিকাতার অন্ধ বিদ্যালয়ে গিয়াছে—৩ জন
কলিকাতার কালা ও বোবা স্কুলে গিয়াছে—৫
শ্রীরামপুরের বয়ন-বিদ্যালয়ে গিয়াছে—২৭

সর্টহাণ্ড ও টাইপ রাইটারী শিখিতে গিয়াছে—১১
কবিরাজী শিখিতে গিয়াছে—৮
হেকিমি শিখিতে হিন্দুস্থানে গিয়াছে—১৭

এক্ষণে আমার বন্দোবস্তের ১২শ বর্ষের আয় ব্যয়ের একটী হিসাব দিতেছি। পাঠকগণ হিসাবটী 'গওর' করিয়া দেখিবেন।

আয়		ব্যয়	
তালুক ও লা-খেরাজ জমি প্রভৃতির খাজানাহাল ও বকেয়া	৬২৩॥৵০	জমি ও তালুকাদির খাজানা, পথ-কর ইত্যাদি	২৭৩॥৴০
দুগ্ধ-বিক্রয়	১৪৭৮৮/০	গরু খরিদ (বলদ ও গাভী)	২৮৮৲
কপি, শাল গম, ছালাত ও অন্যান্য বিলাতী শাক সব্জী বিক্রয়	১০৮॥০	মাটী কাটাইবার খরচ	১০৯।/০
বিবিধ প্রকার রবিশস্য বিক্রয়	৩৬৩।/০	পোনা মাছ খরিদ	৩৯।০
লিচু	৮৫।০	নূতন জমি খরিদ ও তৎসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ খরচ	১০৩৫॥০
পেয়ারা, লেবু, বাতাবী, গোলাপ জাম, জামরুল বিলাতী আমড়া ইত্যাদি ফল ...	৭২৵০	লাঙ্গল খরিদ ও মেরামত এবং অন্যান্য কৃষি সম্বন্ধীয় সরঞ্জাম মেরামত ...	৫৩।/০
আম বিক্রয় (কাঁচা ও পাকা)	৪৮২৲	আসমতের বেতন ও পুরস্কার	৭৫৲
আনারস ...	৪৮।৵০	শরাফতের বেতন ও পুরস্কার	৬৮৲
কাঁঠাল ...	৪২॥০	বাজে মজুর খরচ জমি নিড়ান, ঠিকা চাষ, পাট লওয়া ইত্যাদি	২৬৮।০
	৩৩০৪।/০		২২১০।/০

আয়	
ইজা	৩৩০৪॥/০
পাট ...	৬৩৩৵০
আউশ ধান	২৯২॥/০
মানকচু ও ওল	৪৩৩॥০
সর্ব্বপ্রকার কেলা ও কেলার চারা বিক্রয় ...	১৮১॥০
বেগুণ ...	৫২।৶০
বাঁশ ...	২২॥/০
পেয়াজ ও রশুন	৮৮।০
আমন ধান্য ...	৪৭২॥৶০
মূলা ও মূলার বীজ	১১২৵০
বিচালি ...	৭৪৸০
রাজহাঁস ...	৪৮॥০
পাতিহাঁস ...	৫১।০
মোরগ-মুর্গী	৫৪৸/০
৫টা গরু ও পশ্চিমা বাছুর বিক্রয়	২২৮৲
ছাগল ও ভেড়া	৬৮॥৵০
গোল আলু ...	১৩৫৶০
শকর কন্দ (শাঁক আলু)	২৬॥০
লঙ্কা মরিচের চারা	৫৭॥/০
	৬৬৩৯॥০

ব্যয়	
ইজা	২২১০॥/০
দুই জন গাড়োয়ানের বেতন (যাহারা ভাড়ায় খাটে, তাহাদের বেতনাদি বাদ দিয়া লাভ ধরা হইয়াছে, শুধু যাহারা আমাদের নিজ কাজে খাটে)	১১৬৲
অন্যান্য চাকরের বেতন	২৭২॥০
গৃহ-কর্ম্মের ছোকরা চাকর ২ জন	৫৮৲
গরুর জন্য খইল ভুষি ইত্যাদি	২৫৫॥৶০
দা, কাচি (কাস্তে), কোদাল, কুড়ুল, খন্তা, শাবল ইত্যাদি	১৮॥/০
সর্ব্বপ্রকার বাজার সওদা (যাহা খরিদ করিতে হয়—মায় মৎস্যাদি)	৩৫২।/০
মেহমান খরচ	৮৮॥০
বাৎসরিক কাপড় ও সর্ব্ব প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র খরিদ	৩৭৩৸/০
	৩৬৩৫৸৶০

আয়	
ইজা	৬৩৩৯॥০
বেগুণের চারা	৩২।০
লঙ্কা মরিচ ...	১৬৪৸০
হরিদ্রা ...	৭৮৲
সরিষা ...	৭২৵০
ভূট্টা ...	১৭৲
মিঠা কুমড়া বা কদিমা	৮৫৲
ভুঞে বা সাদা কুমড়া	৩৫॥০
চাল কুমড়া	২৮৶০
ঢেরস ...	১৭।৶০
কুটি, তরবুজ এবং বাঙ্গি	৬২৸৵০
নানা জাতীয় খিরা	২৮৵০
উলুঘাস ...	১১১৶০
অড়হর ...	১৮।/০
তিল ...	৩৭॥০
বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষু বিক্রয়	৩৭২৲
ভেরেণ্ডা বা রেড়ী	১৯৵০
কদু (লাউ), শশা, ঝিঙ্গে, তরই, করলা, উচ্ছে, বরবটী, চিচিঙ্গে, ধুন্দুল ...	১১২।০
সুপারি ...	৫২॥০
	৭৬৭৭৵৭

ব্যয়	
ইজা	৩৬৩৫৸৶০
ধোবা, নাপিত, ভুঞিমালী, কাহার প্রভৃতির বেতন ও পুরস্কার	৫৭৲
খায়রাত, জাকাৎ, কোরবাণী, ফেৎরা ইত্যাদি (সর্ব্ববিধ পর্ব্বের খরচ সহ) ...	৩৭৮।০
সংবাদ পত্র ও পুস্তকাদি খরিদ	৭২॥০
সোডা খরিদ	১৮৲
নানা প্রকার সার খরিদ	৪৫॥০
নানা প্রকার বীজ, কলম ও চারা খরিদ ...	৭৮॥/০
মালীদের বেতনাদি	১০২॥০
লিখিবার সর্ব্ব প্রকার সরঞ্জাম ও ডাক টিকিটাদি	১৮৶০
ডাক্তার ও কবিরাজের ফি এবং ঔষধের মূল্য ...	২৪।০
আমার সহকারী দ্বয়ের বেতন ও পুরস্কার ...	২৬৮৲
বাড়ীর সকলের নাশ্‌তা খরচ নগদ	৪০০৲
	৫০৯৭॥৶০

আয়	
ইজা	৭৩৭৭৵০
খেজুরে গুড় (পাটালি ও চিটে গুড় সহ) ...	৫৭৩।০
ইক্ষুর চারা	১৮।৵০
পুরাতন গাছ বিক্রয় ...	১০॥০
জল তোলা কলের ভাড়া আদায়	৯৬৶০
তরি-তরকারী ও ফলাদির চালানে খরচ-খরচা বাদ লাভ	১৫২।৵০
গরু গাড়ী ভাড়া (খরচ বাদ)	১৭৮৸০
গোয়ালার কারখানার লভ্যাংশ (দেশে ও মহকুমায়)	১০৬৭॥৵০
কাপড়ের দোকানের লভ্যাংশ (দেশে ও আবাদে অন্দরের লভ্যাংশ বাদ) ...	৬৩৩৸৵০
ইটের কারখানার লভ্যাংশ	৩৯৭।০
অশ্ব, গো, ছাগ ও মেষ ইত্যাদি মেলা হইতে আনিয়া বিক্রয়ে লাভ (দেশে ও আবাদে)	১৪৭৩॥৶০
আবাদের গোয়ালার দোকানে লাভ	৭২৮।৵০
	১২৭০৭৶০

ব্যয়	
ইজা	৫০৯৯॥৶০
মামাত ভাইটীর পড়ার খরচ ও পুস্তকাদি খরিদ ইত্যাদি	২৭১৲
লিচু গাছের জন্য জাল খরিদ ও জাল ভাড়া ...	১৭॥০
খেজুর গাছ কাটা গাছি বা শিউলী দের বাবুদ সর্ব্ব প্রকার খরচ	১৬২॥৵০
কওমী মাদ্রাসা ও আঞ্জুমনাদির চাঁদা (সর্ব্ব প্রকার)	৩৭৫৲
কবর স্থানের প্রাচীর নির্ম্মাণের অবশিষ্ট খরচ ...	২৭২॥০
মস্‌জেদের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র খরিদ	৩৫৲
অন্দরে নূতন গৃহ নির্ম্মাণের খরচ	৬৮২॥০
নানা স্থানে যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া, রেল ভাড়া, পালকী ভাড়া ইত্যাদি ...	১১৫৸৵০
বাড়ী ও খামারের গৃহাদির মেরামত খরচ	১৮৬৶০
	৭২১৮৸০

আয়

ইজা ১২৭০৭৵০

আবাদ হইতে ধান্যাদি আমদানী ও গুড় নারিকেল ইত্যাদি চালানে লাভ ১২৮৮৵০

হাটের দোকানের লভ্যাংশ ১১২॥০

মৎস্য বিক্রয় ... ১৪৮৶০

নিজেদের নৌকার (তৈয়ারী ও খরিদা) ভাড়া বাবদ আদায় ... ... ২৮৮৲

কৃষি কোম্পানির লভ্যাংশ ২৫০৲

আবাদের ২৫ বিঘা জমির চাষ খ·চ খরচা বাদ লাভ ... ৩৫৩॥০

খরচ বাদ গত বর্ষের মওজুদ তহবিল ... ... ২২৭০৲

১৭৪১৭।৶০

ব্যয়

ইজা ৭২১৮৸০

২টী বিবাহের মোট খরচ ... ... ৩৪৬৯॥/০

একখানি বৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণের খরচ ... ... ৯৫৫॥০

২ লক্ষ ইট তৈয়ার ... ১২৩২৲

তাওলাতি ও নানা প্রকার ধার শোধ ... ১০৪২৲

১৩৯১৭৸/০

অতঃপর আমাদের আঞ্জমনের আয় ব্যয়ও একবার দেখুন :—

আয়

বিবরণ	টাকা
এক বৎসরের নিয়মিত চাঁদা আদায়	৩১৭২৲
এককালীন দান প্রাপ্ত	১০২৭৷৷০
বিবাহাদি উৎসবে দান প্রাপ্ত	৬৩২৲
কোরবাণীর পশুর চামড়ার মূল্য	৮৮০৸০
মুষ্টি ভিক্ষার চাউল বিক্রয়ের আয়	১৬৯৬৲
কৃষক দিগের নিকট ধান্য, পাট ইত্যাদি বিভিন্ন ফসলের সময় যে যে শস্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিক্রয়-লব্ধ মূল্য	১৪২৪৶০
কয়েক ব্যক্তির মৃত্যুপলক্ষে দান প্রাপ্তি	৩১১৸০
ওয়াকৃফ্ সম্পত্তির আয়	৭৮৪।০
ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের আয় হইতে কিছু কিছু আদায়	৬৩৩৷৷৴০
সাদকা ও অন্যান্য খুচরা দান প্রাপ্তি	১৭২৷৷০
ফেৎরা ও জাকাৎ প্রাপ্তি	৫৬৫৲
	১১২৯৯৶০

ব্যয়

বিবরণ	টাকা
মাদ্রাসার হেড্ মোলবী সাহেবের বেতন ১ বৎসরে ...	৫০৲ × ১২ = ৬০০৲
২য় মৌলবী	৩৫৲ × ১২ = ৪২০৲
৩য় মৌলবী	৩০৲ × ১২ = ৩৬০৲
৪র্থ মৌলবী	২৫৲ × ১২ = ৩০০৲
৫ম মৌলবী	২২৲ × ১২ = ২৬৪৲
৬ষ্ঠ মৌলবী	২০৲ × ১২ = ২৪০৲
৭ম মৌলবী	১৮৲ × ১২ = ২১৬৲
৮ম মৌলবী	১৫৲ × ১২ = ১৮০৲
৯ম মৌলবী	১২৲ × ১২ = ১৪৪৲
১০ম মৌলবী	১০৲ × ১২ = ১২০৲
অতিরিক্ত মৌলবী ...	১৬৲ × ১২ = ১৯২৲
হাফেজ	২০৲ × ১২ = ২৪০৲
কারী	২০৲ × ১২ × ২৪০৲
মাষ্টার ...	৩০৲ × ১২ = ৩৬০৲
প্রধান পণ্ডিত	১৬৲ × ১২ = ১৯২৲
২য় পণ্ডিত	১২৲ × ১২ = ১৪৪৲
	৪১১১৲

আয়		ব্যয়	
ইজা	১১২৯৯।৶০	ইজা	৪১১১৲
শাখা আঞ্জুমন ও পল্লী-সমিতি সমূহ হইতে মাসিক চাঁদার অংশ প্রাপ্তি	১৮৯৭৲	মিঞাজি ক্লাসের মুন্সী ...	১২৲ × ১২ = ১৪৪৲
মাদ্রাসার ছাত্র বেতন ১ বৎসরে	১০৬৫॥০	দফ্তরি	৮৲ × ১২ = ৯৬৲
স্কুলের ছাত্র-দত্ত বেতন ১ বৎসরে	৩৯৮৭৲	দ্বারবান বা পিয়ন ৯	× ১২ = ১০৮৲
শিল্প-বিদ্যালয়ের আয় (খরচাদি বাদ) ...	৩৮১॥০	আঞ্জুমনের কেরাণী ...	১৫৲ × ১২ = ১৮০৲
মাদ্রাসার জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য মাসিক ৫০৲ হিসাবে	৬০০৲	আঞ্জুমনের চাঁদা আদায়কারী তহসীলদার ২ জন	৮৲ + ৮ = ১৬৲ × ১২ = ১৯২৲
ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্য ২০৲ হিঃ	২৪০৲	আঞ্জুমনের পেয়াদা	৮৲ × ১২ = ৯৬৲
সমস্ত খরচ-খরচা বাদ হাটের এক বৎসরের আয় ...	১৩৫৭৲	স্কুলের হেড্ মাষ্টার ...	১০০৲ + ১২ = ১২০০৲
বাজারের আয় ...	২৭৫৲	২য় মাষ্টার	৮০৲ × ১২ = ৯৬০৲
কর্জ্জা কাসানা আদায়	৪৭২৲	৩য় মাষ্টার	৭৫৲ × ১২ = ৯০০৲
পূর্ব্ব বৎসরের জমা তহবিল	২৪৪৯৬৶০	৪র্থ মাষ্টার	৬০৲ × ১২ = ৭২০৲
		৫ম মাষ্টার	৫০৲ × ১২ = ৬০০৲
		৬ষ্ঠ মাষ্টার	৪০৲ × ১২ = ৪৮০৲
		৭ম মাষ্টার	৩৫৲ × ১২ = ৪২০৲
		৮ম মাষ্টার	৩০৲ × ১২ = ৩৬০৲
		৯ম মাষ্টার	২৫৲ × ১২ = ৩০০৲
	২৫৮৫৫৶০		১০৮৬৭৲

আয়

ইজা	২৪৪৯৬৵০

ব্যয়

ইজাঁ	১০৮৬৭৲
১০ম মাষ্টার	২২৲ × ১২ = ২৬৪৲
১১শ মাষ্টার	২০৲ × ১২ = ২৪০৲
ঐ আর একজন অতিরিক্ত মাষ্টার ...	৩৬৲ × ১২ = ৪৩২৲
কেরাণী	১৫৲ × ১২ = ১৮০৲
হেড্ মৌলবী	২৫৲ × ১২ = ৩০০৲
২য় মৌলবী	১৫৲ × ১২ = ১৮০৲
স্কুলের হেড্ পণ্ডিত ...	২৫৲ × ১২ = ৩০০৲
ঐ দ্বিতীয় পণ্ডিত ...	১৫৲ × ১২ = ১৮০৲
দফ্তরি	৮৲ × ১২ = ৯৬৲
পিয়ন	৮৲ × ১২ = ৯৬৲
মাদ্রাসার বেঞ্চ ১২ খানা	৫৫৲
টেবিল ২ খানা ...	৩২৲
চেয়ার ৬ খানা ...	৩০৲
টুল ২ খানা ...	৬৲
আল্মারী ১টা ...	২৬৲
উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ম্যাপ ৮ খানা	৪৫৲
খাতা-পত্র ও সাদা বহি	৯॥০
	১৩১৩৫॥০

আয়		ব্যয়	
ইজা	২৪৬৯৬৵০	ইজা	১৩৭৩৫৷০
		লাইব্রেরীর কেতাব (আরবী, পারসী, উর্দ্দূ ও বাঙ্গালা)	২৫০৲
		কাগজ, কলম, কালী, পেন্সিল, ব্লটিং পেপার ইত্যাদি	৭৷৴০
		টিকিট, পোষ্ট কার্ড	৫৮০
		কলসী, গ্লাস, বদনা, সুরাহী ইত্যাদি	৫৷০
		প্রাইজের কেতাব	১২৬৲
		দরিদ্র ছাত্রদের কেতাবের সাহায্য	৭২৸০
		বোর্ডিং, মাদ্রাসা ও স্কুল গৃহাদি মেরামত এবং বোর্ডিং এর আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র	৮৮।৴০
		স্কুলের বেঞ্চ ২৫ খানা	১২০৲
		টেবিল ছোট বড় ৩ খানা	৪০৲
		চেয়ার ৬ খানা	৩২৲
		টুল ৩ খানা ...	৪৷০
		আলমারী ২টা ...	৪৮৲
		ম্যাপ ৫ খানা	২৫৲
		খাতা-পত্র, সাদা বহি প্রভৃতি	২৭।০
			১৪১৮৫।৴০

আয়		ব্যয়	
ইজা	২৪৪৯৬৶৹	ইজা	১৪১৮৫।৹
		লাইব্রেরীর পুস্তক (ইংরেজী ও বাঙ্গালা) ...	১৮০৲
		কাগজ, কলম, কালি, পেন্সিল ইত্যাদি ...	১৯॥৹
		টিকিট ও পোষ্টকার্ড	১৭।৹
		কলসী, ঘটী, গ্লাস, বদনা, সুরাহী ইত্যাদি ...	৭॥৴৹
		প্রাইজের পুস্তক	২৫০৲
		বোর্ড ৫ খানা ...	৩৫৲
		ম্যাপ রাখিবার ফ্রেম ১টা	৭॥৹
		টাইমপিস্ ১টা ...	২॥৹
		ঘড়ি মেরামত ...	২॥৹
		আমাদের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের কতিপয় মক্তব, পাঠশালা, বালিকা বিদ্যালয় ও নৈশ-বিদ্যালয়ের সাহায্য	৫৮০৲
		৫টী মস্জেদের মেরামত খরচ	৩০০৲
		২টি মস্জেদ নির্ম্মাণের আংশিক সাহায্য ...	২০০৲
			১৫৭৮৭।৹

আয়			ব্যয়	
ইজা	২৪৪৯৬৶০		ইজা	১৫৭৮৭।০
			দাতব্য ঔষধ-পত্র খরচ	৬৫॥০
			২৭ জন বিধবা, রুগ্ন ও নিরুপায় লোকের সাহায্য	২৬৭৸০
			১৭ জন গরীবের গোর-কাফনের সাহায্য ...	৬৫৲
			১৫ জন ছাত্রের আরবী পড়ার খরচ দঃ সাহায্য	১০৮৫৲
			১২ জন ছাত্রের ইংরেজী পড়ার সাহায্য ...	৯৩৫৲
			১৪ জন ছাত্রের ডাক্তারী, কৃষি-বিদ্যা, পশু-চিকিৎসা বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা, নর্ম্ম্যাল স্কুল ও সার্ভে স্কুল প্রভৃতিতে পড়াইবার খরচ দঃ সাহায্য মাসে ৭৫৲ হিঃ	৯০০৲
			১৫ জন ওয়ায়েজ ও বক্তাকে পুরস্কার দেওয়া যায়	২১০৲
			কতিপয় সভা-সমিতির আহ্বানের খরচ ...	১৮০৲
			শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের পুরস্কার	৬৫৲
				১৯৫৬০॥০

আয়		ব্যয়	
ইজা	২৪৬৯৬৶০	ইজা	১৯৫৬০॥০
		কতিপয় গরীব নমাজীকে নমাজের কাপড় দেওয়া হয়	৬৪৲
		কতিপয় দরিদ্রকে শীত বস্ত্র দেওয়া হয়	৬৫॥০
		কতিপয় কৃষক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে কর্জ্জা হাসনা দেওয়া হয়	৭৮০৲
		মক্কা শরীফ, হিন্দুস্থান ও এ দেশের কতিপয় বিখ্যাত মাদ্রাসায় দান	৪০০৲
		শিক্ষা-সমিতিতে দান	৫০৲
		হেজাজ রেলওয়ে ফণ্ডে দান	৫০৲
		স্কুল-বোর্ডিং গৃহাদির মেরামত কার্য্যে ব্যয়	১০৯৸০
		বিভিন্ন গ্রামের সর্ব্ব সাধারণকে মস্‌লা-মসায়েল শিক্ষা দানকারী কতিপয় লোকের বেতন ও পুরস্কার	২৩১৲
		আঞ্জমনের নানাবিধ খুচ্‌রা খরচ	২৬২॥০
			২১৫৭৩৷০

আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রে বৎসরে যে পরিমাণ ব্যয় হয়, সেই পরিমাণ আয়ও হইয়া থাকে; সুতরাং উহার আয়-ব্যয় এই জমা খরচে দেখান হইল না।

উপসংহার।

জনাব মৌলবী খলিলর রহমান সাহেব ও জনাব মৌলানা ভাই সাহেব-প্রমুখ ধর্ম্ম গুরু ও "ওয়ায়েজ" মহোদয় দিগের অক্লান্ত পরিশ্রমে, এবং ভাই মোখ্‌তার সাহেব ও অন্যান্য সমাজ-হিতৈষী মহাত্মা দিগের কঠোর চেষ্টা-উদ্যোগে, এই কয় বৎসরের মধ্যে দেশে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রিয় পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। 'এল্‌ম' শিক্ষা, কৃষির উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, গবাদি পশুর উন্নতি, জন-সাধারণের নৈতিক উন্নতি, আর্থিক উন্নতি ইত্যাদি সর্ব্ববিধ উন্নতিই মুসলমান দিগের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে। সর্ব্ব প্রকার পাপাচার, কদাচার ও অনাচার যেন মুসলমান সমাজ হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশটা যেন স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কৃষক-ব্যবসায়ী, ভদ্র ও জন-সাধারণ ইত্যাদি সর্ব্ব শ্রেণীর মুসলমানই পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের দায়েরার (গণ্ডী) মধ্যে থাকিয়া, সাংসারিক উন্নতি, নৈতিক উন্নতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক উন্নতি লাভ করিতেছেন। একতা ও ভ্রাতৃ ভাবের কথা আর কি বলিব? একের বিপদে অন্যে বিপদ জ্ঞান করে; একের সম্পদে অন্যে বিমল আনন্দানুভব করে।

মৌলবী খলিলুর রহমান সাহেব, জনাব মীর সাহেবের বাড়ী খানি

সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়াছেন। ফুলের বাগান, ফলের বাগান ও তরি-তরকারীর বাগানে বাড়ী খানি মনোহর আকার ধারণ করিয়াছে। প্রায় ৮৫০৲ টাকা ব্যয়ে তিনি নূতন একখানি বৈঠকখানা ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বৈঠকখানা গৃহের এক দিকে তক্ত পোষের বিস্তৃত ফর্শ্, অপর দিকে চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি সাজানো আছে। ৫টী আলমারিতে কোতব খানার গ্রন্থাবলী সুসজ্জিত। ২টী ছাত্র ও ১ জন মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবের জায়গীর আছে। মৌলবী সাহেব এই বৈঠক খানার বারাণ্ডার এক পার্শ্বেই অবস্থান করেন। ছাত্র ২টীর মধ্যে একটী মাদ্রাসার ও একটী স্কুলের; তাহারা মীর সাহেবের পুরাতন বৈঠক খানায় থাকিয়া পড়া শুনা করে। জনাব মৌলবী সাহেবের একটী পুত্র ও একটী কন্যা। মীর সাহেব কেবলা দৌহিত্র ও দৌহিত্রী লইয়া পরম আনন্দে দিনাতিপাত করেন। আর জনাব মৌলবী সাহেবের ন্যায় জামাতা-রত্ন পাইয়া তিনি পরম কৃতার্থ। এমন সৌভাগ্য কাহার হয়? জনাব মৌলবী সাহেব যখন প্রচার-কার্য্যে বাহিরে যান বা দেশে থাকেন, তখন কোতব খানার ভার মাদ্রাসার পূর্ব্বোক্ত মৌলবী সাহেবের হস্তে থাকে। এই মৌলবী সাহেবের বাড়ী শ্রীহট্ট জেলায়, নাম মৌলবী কোতবুল আলম। জনাব মৌলবী সাহেব শ্বশুর বাড়ীর বহির্ব্বাটীর পুষ্করিণীটির পঙ্কোদ্ধার করাইয়াছেন; অন্দরে একটী সুন্দর নূতন পুষ্করিণী খনন করাইয়াছেন। পূর্ব্বে মীর সাহেবের বাড়ীর অন্তঃপুরে পুষ্করিণী ছিল না। মৌলবী সাহেব নিজের একটী বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রীকেও আনিয়া এখানে রাখিয়াছেন। সেই ভ্রাতুষ্পুত্রীর একটী মাত্র পুত্র; সে মাদ্রাসায় পড়ে। অন্দরে ২ খানি নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ছোট গৃহ খানিতে মৌলবী সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী বাস করেন।

আমরা সমগ্র ভারতবর্ষ (হিন্দু স্থানের বিভিন্ন অংশ) ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিয়াছি। জনাব মৌলবী সাহেব, জনাব মৌলানা ভাই সাহেব, ভাই মোখ্‌তার সাহেব, স্থানীয় আরও ৭।৮ জন ভদ্রলোক এবং আমি ভ্রমণে বাহির হইবার জন্য ইচ্ছুক হইলাম। কিন্তু শীঘ্র জোগাড় হওয়া অসম্ভব দেখিতেছি। মাদ্রাসার পরীক্ষা না হইয়া গেলে মৌলানা ভাই সাহেবের অবসর নাই; কৃষি কোম্পানির বার্ষিক হিসাব নিকাস না হইয়া গেলে ভাই মোখ্‌তার সাহেবের "ফোরসৎ" হইবে না, কাজেই আমাদের দেশ-ভ্রমণে বিলম্ব ঘটিল।

আমি আমাদের বিভিন্ন কৃষি-বিভাগের ও বিভিন্ন ব্যবসায় বিভাগের 'তরক্কি' সম্বন্ধে কর্ম্মচারিদ্বয়ের সহিত নানাবিধ পরামর্শ করিতেছি। আবার হাটের দোকান, মহকুমার দোকান, গোয়ালার দোকান, আবাদের দোকান প্রভৃতি সম্বন্ধে খুব 'গওর' করিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কি উপায়ে ঐ সকলের আরও উন্নতি হইতে পারে। গবাদি পশুর চালানী কার্য্য ও ধানের চালানী কার্য্য আরও বিস্তৃত ভাবে চালাইতে ইচ্ছা করিলাম। আমি দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত নেক মর্দ্দন ও পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কিষণ গঞ্জের মেলা হইতেও অতঃপর গবাদি পশু আনাইতে ইচ্ছুক হইলাম।

বাড়ীর পুকুর ২ টীতে পাকা ঘাট দিবার 'মৎলব' বহু দিন হইতে ছিল; এক্ষণে ঐ কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইলাম। আবার বাগান বাড়ীর পুকুরটীর 'পানি' খুব উৎকৃষ্ট বলিয়া ঐ পুকুরটীর উপর প্রাণের বিশেষ টান; কাজেই উহাতেও একটী পাকা ঘাট বাঁধাইতে মনস্থ করিলাম। এই ৩টী ঘাটে ২০০০৲ টাকা খরচ পড়িবে বলিয়া অনুমান করা হইল। বহির্ব্বাটীর পুষ্করিণীর ঘাটটী খুব প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক; কারণ, মাদ্রাসা ও বোর্ডিংের অসংখ্য ছাত্র প্রতিদিন

ঐ পুকুরের পানী ব্যবহার করে ; এবং বোর্ডিঙ্গের ছাত্রগণ উহাতেই স্নান করিয়া থাকে।

মহকুমার মাদ্রাসা ও বোর্ডিং খুব ভালরূপে চলিতেছে। তত্রত্য কর্ম্মকর্ত্তাগণও খুব মনোযোগের সহিত কাজ কর্ম্ম করিতেছেন। স্কুলে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। তত্রত্য শাখা আঞ্জমনের কর্ম্মবীর গণ সেখানেও একটী শিল্প-বিদ্যালয় এবং একটী আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র খুলিতে ইচ্ছুক। মাদ্রাসায় একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরীও খোলা হইয়াছে।

আবাদের কাজ আশানুরূপ ভাবে চলিতেছে। সর্ব্বত্রই যেন পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা-লার অপার করুণা-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। জনাব মৌলবী সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অগাধ চেষ্টায় আবাদ অঞ্চল স্বর্গধামে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

আমি নানাবিধ পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি যথাসাধ্য পড়িয়া থাকি। জনাব মৌলানা ভাই সাহেবের চেষ্টায় আরবী ভাষা এই পরিমাণ শিক্ষা করিয়াছি যে, মোটা মুটি ভাবে আরবী ভাষা বুঝিতে পারি, ও বাঙ্গালা ভাষায় আরবীর অনুবাদ এক প্রকার করিতে পারি। অনুবাদ যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়, একথা বলিতে পারি না ; জনাব মৌলানা ভাই সাহেবকে উহা সংশোধন করিয়া দিতে হয়। পবিত্র কালাম মুজিদের মানেও সাধারণতঃ বুঝিতে পারি। পারসী ভাষা সম্বন্ধেও প্রায় ঐরূপ অধিকার জন্মিয়াছে। আমার ন্যায় সংসারী লোকের পক্ষে উহাই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে মৌলানা ভাই সাহেব এই কয় বৎসরে বাঙ্গালা ভাষা বেশ শিখিয়া ফেলিয়াছেন ; ইংরেজী ভাষায়ও মোটা মুটি অধিকার জন্মিয়াছে। জনাব মৌলবী খলিলুর রহমান সাহেবও কিছু কিছু ইংরেজী শিখিয়া ফেলিয়াছেন। ইংরেজী ভাষায় কথা বার্ত্তাও কিছু কিছুবলিতে পারেন। কৃষি কোম্পানীর ২০০০৲

টাকার সেয়ার আমরা গ্রহণ করিয়াছি, জনাব মৌলানা ভাই সাহেব ৫০০৲ টাকার সেয়ার গ্রহণ করিয়াছেন; জনাব মৌলবী খলিলুর রহমান সাহেবও ৫০০৲ টাকার সেয়ার লইয়াছেন। আমরা আবাদে ২৫ বিঘা জমি নিজ চাষে রাখিয়াছি; মৌলানা ভাই সাহেবও ২৫ বিঘা জমি রাখিয়াছেন। এই ৫০ বিঘা জমি আমরা লোক জন দ্বারা চাষ-আবাদ করাইয়া থাকি। উহাতে ধান ত হইয়াই থাকে, তদ্ব্যতীত খেসারী ও মাস কলাই যথেষ্ট হয়; খানিক জমিতে পাটের চাষও হইয়া থাকে। কতক জমিতে উৎকৃষ্ট সরিষা জন্মে। আমরা প্রথম বৎসরে কিছুই লাভ পাই নাই; ২য় বৎসরে ২২১৲ টাকা লাভ হইয়াছিল; তৃতীয় বর্ষে; লাভের পরিমাণ ১৫৩৷৷০ টাকার, উহা আমার আয়-ব্যয়ের হিসাবেই দেখান হইয়াছে।

ভ্রা[illegible] [illegible]ন মিয়াঁ খুব মনোযোগ সহকারে পড়িতেছে। তাহার সম্বন্ধে আমাদের মনে খুব উচ্চ আশা। এম-এ, বি-এল পর্য্যন্ত পড়ান আমাদের একান্ত ইচ্ছা। ইচ্ছাময় খোদা তা-লা আমাদের সে ইচ্ছা পূরণ করিলেই সম্পূর্ণ আনন্দের বিষয় হইবে।

আঞ্জমনাধীন গ্রাম সমূহের কোথাও বড় সভা-সমিতি হইলে আমরা প্রায় সকলেই তথায় গমন করিয়া থাকি; এবং সভার কার্য্য সম্পাদনের আংশিক ভারও আমরা গ্রহণ করি। ইহা দ্বারা মূল আঞ্জমনের প্রতি শাখা আঞ্জমন সমূহের ও মুসলমান জন-সাধারণের সহানুভূতি পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ আছে—বরং উহার পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে।

আমার সংসার জীবনের দ্বাদশ বর্ষ শেষ করিলাম: এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। মুসলমান ভাইদিগকে সালাম।

সম্পূর্ণ।